র্য্যবান্ এবং বলবান্ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের মর্ম্ম ভেদ বজ্র দ্বারা তাহাকে প্রহার করিয়াছিলেন।

৬৯৯

৭ অস্যেদু মাতুঃ সবনেষু সদ্যো মহঃ পিতুং পপিবাঞ্চার্বন্না। মুষায়দ্বিষ্ণুঃ পচতং সহীয়ান বিধ্যদ্বরাহং তিরো অদ্রিমস্তা।

৭ 'ইৎ উ' এব 'মাতুঃ' বৃষ্টিদ্বারেণ সকলস্য জগতঃ নির্ম্মাতুঃ 'মহঃ' মহতঃ 'অস্য' যজ্ঞস্য 'সবনেষু' প্রাতঃসবনাদিষু ত্রিষু সবনেষু 'পিতুং' সোমলক্ষণমন্নং 'সদ্যঃ' তদা, অদ্য তৎকালীনমেব 'পপিবান্' পানং কৃতবান্ ইন্দ্রঃ। তথা 'চারু' চারূণি শোভনানি পানাদিহবির্লক্ষণান্যন্নানি ভক্ষিতবান্ ইতি শেষঃ। কিঞ্চ 'বিষ্ণুঃ' সকলস্য জগতো ব্যাপকঃ 'সহীয়ান্' শত্রূণামভিভবিতা 'পচতং' পরিপক্বমসুরাণাং ধনং 'মুষায়ৎ' অপহৃতবান্ 'অদ্রিমস্তা' বজ্রস্য ক্ষেপ্তা 'তিরঃ' তিরোহিতঃ সন্ 'বরাহং' মেঘং 'বিধ্যৎ' অতাড়য়ৎ।

৭ বৃষ্টি দ্বারা জগতের নির্ম্মাতা যে মহৎ যজ্ঞ, তৎ সম্বন্ধীয় প্রাতঃসবনাদিতে সোমান্ন যে কালীন হুত হইয়াছিল সেই সময়েই ইন্দ্র তাহা পান করিয়াছিলেন, এবং মনোহর হবি অন্নাদি ভোজন করিয়াছিলেন, জগদ্ব্যাপক, শত্রুদিগের পরাভব কর্ত্তা, বজ্রক্ষেপক ইন্দ্র অসুরদিগের পরিপক্ক ধন অপহরণ করত অন্তর্হিত হইয়া মেঘকে তাড়না করিয়াছিলেন।

৭০০

৮ অস্মাইদু গ্নাশ্চিদ্দেবপত্নীরিন্দ্রায়ার্কমহিহত্যউবুঃ। পরি দ্যাবাপৃথিবী জভ্রউর্বী নাস্য তে মহিমানং পরিষ্টঃ।

৮ 'ইৎ উ' এব 'অস্মৈ' 'ইন্দ্রায়' 'অহিহত্যে' অহের্বৃত্রস্য হননে নিমিত্তভূতে সতি 'গ্নাঃ' গমনস্বভাবাঃ 'চিৎ' অপি স্থিতাঃ 'দেবপত্নীঃ' দেবপত্ন্যঃ দেবানাং পালয়িত্র্যো গায়ত্র্যাদ্যাশ্ছন্দোরূপাঃ 'অর্কং' অর্কনামধেয়ং স্তোত্রং 'ঊবুঃ' সমতন্বত স্তোত্রং অকুর্বন্নিত্যর্থঃ। স চ ইন্দ্রঃ 'উর্বী' বিস্তীর্ণে 'দ্যাবাপৃথিবী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'পরি জভ্রে' অতিক্রম্য পরিজহার অতিক্রান্তবান্। 'ন অস্য তে মহিমানং পরি ষ্টঃ'।

৮ বৃত্র বধের নিমিত্ত গমনশীলা ও স্থিতিশীলা দেব পত্নীরা এই ইন্দ্রকে স্তুতি করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্র এই বিস্তৃত দ্যুলোক ও ভূলোক অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু দ্যুলোক ও ভূলোক ইঁহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই।

৭০১

৯ অস্যেদেব প্ররিরিচে মহিত্বং দিবস্পৃথিব্যাঃ পর্য্যন্তরিক্ষাৎ। স্বরাড়িন্দ্রোদমআ বিশ্বগূর্ত্তঃ স্বরিরমত্রোববক্ষে রণায়।

৯ 'ইৎ এব' অবধারণে 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'মহিত্বং' মাহাত্ম্যং 'প্ররিরিচে' অতিরিচ্যতে অধিকং ভবতীত্যর্থঃ। 'এব'। কুতঃ সকাশাৎ প্ররিরিচ ইত্যত আহ 'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ 'পৃথিব্যাঃ' ভূলোকাৎ 'অন্তরিক্ষাৎ' 'পরি' উপর্য্যর্থে, এতেভ্যো লোকেভ্যোঽপ্যুপরি প্ররিরিচ ইত্যর্থঃ। 'দমে' স্বকীয়ে বিষয়ে 'স্বরাট্' স্বয়মেব রাজমানঃ 'বিশ্বগূর্ত্তঃ' বিশ্বস্মিন্ কার্য্যে উদ্গূর্ণঃ সমর্থঃ 'স্বরিঃ' শোভনশত্রুকঃ শোভনে শত্রৌ জয়ো যদি ভবতি তদা বীর্য্যবত্ত্বং খ্যাপ্যতে 'অমত্রঃ' যুদ্ধাদিষু গমনকুশলঃ 'ইন্দ্রঃ' 'রণায়' রণং যুদ্ধং 'আ ববক্ষে' প্রাপয়তি মেঘৈঃ সহ যুদ্ধং কারয়িত্বা বৃষ্টিং করোতীত্যর্থঃ।

৯ ইন্দ্রের মাহাত্ম্য দ্যুলোক, ভূলোক এবং অন্তরিক্ষ লোক হইতেও প্রধান, স্বকীয় বিষয়ে স্বয়ং প্রকাশমান, বিশ্বকর্ম্মা, বিশিষ্ট শত্রু হননে বীর্য্যবান, যুদ্ধাদিতে গমন করিতে নিপুণ ইন্দ্র মেঘের সহিত যুদ্ধ করিয়া বৃষ্টি করিয়াছিলেন।

৭০২

১০ অস্যেদেব শবসা শুষন্তং বিবৃশ্চদ্বজ্রেণ বৃত্রমিন্দ্রঃ। গানব্রাণাঅবনীরমুঞ্চদভি শ্রবোদাবনে সচেতাঃ ।১।৪।২৮।

১০ 'ইৎ' পাদপূরণঃ 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'এব' 'শবসা' বলেন 'শুষৎ' শুষ্যৎ 'বৃত্রং' 'ইন্দ্রঃ' 'বজ্রেণ' 'বিবৃশ্চৎ' ব্যবচ্ছিনৎ। তথা 'গাঃ' চৌরৈরপহৃতা গাবঃ 'ন' ইব 'ব্রাণাঃ' বৃত্রেণাবৃতাঃ 'অবনীঃ' রক্ষণহেতুভূতাঃ অপঃ 'অমুঞ্চৎ' অবর্ষীৎ। তথা 'দাবনে' হবির্দাত্রে যজমানায় 'সচেতাঃ' তেন যজমানেন সমানচিত্তঃ সন্ 'শ্রবঃ' কর্ম্মফলভূতমন্নং 'অচ্ছ' আভিমুখ্যেন প্রযচ্ছতীতি শেষঃ।১।৪।২৮।

১০ ইন্দ্রের বল দ্বারা শুষ্ক হইতেছে যে বৃত্রাসুর তাহাকে তিনি বজ্র দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন। আর বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক আবৃত ও রক্ষার কারণ স্বরূপ যে জলসমূহ তাহাকে চৌরাপহৃত গো সমূহের ন্যায় মুক্ত করিয়াছিলেন অর্থাৎ বর্ষণ করিয়াছিলেন, আর হবির্দাতা যজমানকে তাহার সদৃশ-চিত্ত হইয়া কর্ম্মফল রূপ অন্ন অনুকূল রূপে দান করেন।১।৪।২৮।

৭০৩

১১ অস্যেদু ত্বেষসা রন্ত সিন্ধবঃ পরি যদ্বজ্রেণ সীমযচ্ছৎ। ঈশানকৃদ্দাশুষে দশস্যন্তুর্বীতয়ে গাধং তুর্বণিঃ কঃ।

১১ 'ইৎ উ' পাদপূরণঃ 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'ত্বেষসা' দীপ্তেন বলেন 'সিন্ধবঃ' সমুদ্রাঃ 'রন্ত' যে স্বে স্থানে রমন্তে 'যৎ' যস্মাৎ কারণাৎ ইন্দ্রঃ 'বজ্রেণ' 'সীং' এনান্ সিন্ধূন্ 'পরি অযচ্ছৎ' পর্য্যগচ্ছৎ পরিতো নিয়মিতবান্। অপি চ 'ঈশানকৃৎ' বৃত্রাদিশত্রুবধেনাত্মানমৈশ্বর্য্যবন্তং কুর্ব্বন্ ইন্দ্রঃ 'দাশুষে' হবির্দত্তবতে যজমানায় ফলং 'দশস্যন্' প্রযচ্ছন্ 'তুর্বণিঃ' তুর্ব্বিতা শত্রূণাং হিংসিতা 'তুর্বীতয়ে' এতৎসংজ্ঞকায় ঋষয়ে নিমগ্নায় ধনবে 'গাধং' অবস্থানযোগ্যং স্থিরং প্রদেশং 'কঃ' অকার্ষীৎ।

১১ এই ইন্দ্রের প্রদীপ্ত বল দ্বারা সমুদ্র সকল ক্রীড়া করিতেছে যেহেতু ইনি বজ্র দ্বারা এই সমুদ্র সকলকে শাসিত করিয়াছেন, বৃত্রবধাদি দ্বারা ঐশ্বর্য্যশালী রিপুঘাতক ইন্দ্র হবির্দ্দাতা যজমানকে ফল দান করত জলমগ্ন তুর্বীতি ঋষিকে অবস্থান যোগ্য প্রদেশ দিয়াছিলেন।

৭০৪

১২ অস্মা ইদু প্র [illegible]

নোবৃত্রায় বজ্রমীশানঃ কিয়েধাঃ। গোর্ন পর্ব্ব বিরদা তিরশ্চেষ্যন্নর্ণাংস্যপাং চরধ্যৈ।

১২ 'ইৎ উ' এব 'তুতুজানঃ' ত্বরমাণঃ 'ঈশানঃ' ঈশ্বরঃ সর্ব্বেষাং 'কিয়েধাঃ' কিয়তোঽনবধৃতপরিমাণস্য বলস্য ধাতা হে ইন্দ্র এবম্ভূতঃ ত্বং 'অস্মৈ' 'বৃত্রায়' 'বজ্রং' 'প্রভর' প্রভর ইমং বৃত্রং বজ্রেণ প্রহরেত্যর্থঃ প্রহৃত্য চ 'অর্ণাংসি' বৃষ্টিজলানি 'ইষ্যন্' তস্মাদ্ বৃত্রাৎ গময়ন্ ত্বং 'অপাং' 'চরধ্যৈ' চরণায় ভূপ্রদেশং প্রতিগমনায় তস্য বৃত্রস্য 'পর্ব্ব' পর্ব্বাণি অবয়বসন্ধীন্ 'তিরশ্চা' তির্য্যগবস্থিতেন বজ্রেণ 'বিরদা' বিলিখ ছিন্ধীত্যর্থঃ। 'ন' যথা মাংসস্য বিকর্ত্তারো লৌকিকাঃ পুরুষাঃ 'গোঃ' পশোরবয়বান্ ইতস্ততো বিভজন্তি তদ্বৎ।

১২ হে ত্বরান্বিত, ঈশ্বর, অপরিমেয় বলবান্ ইন্দ্র! তুমি এই বৃত্রাসুরের প্রতি বজ্র প্রহার কর, তাহার পর বৃষ্টি জল বৃত্রাসুর হইতে গমন করাইয়া তাহারদিগকে পৃথিবীতে চরণ করাইবার নিমিত্ত বৃত্রাসুরের শরীরের পর্ব্ব সকল তির্য্যক্ অবস্থিত বজ্র দ্বারা ছেদন কর, যেমন মাংসচ্ছেদক ব্যক্তিরা গো পশুর অবয়ব সকল ছেদন করিয়া পৃথক্ করে।

৭০৫

১৩ অস্যেদু প্র ব্রূহি পূর্ব্যাণি তুরস্য কর্ম্মাণি নব্য উক্‌থৈঃ। যুধে যদিষ্ণান আয়ুধান্যৃঘায়মাণো নিরিণাতি শত্রূন্।

১৩ 'উক্‌থৈঃ' শস্ত্রৈঃ 'নব্যঃ' স্তুত্যঃ স্তোতঃ 'অস্য' 'ইৎ উ' এব 'তুরস্য' তূর্ণস্য [illegible] ইন্দ্রস্য 'পূর্ব্যাণি' পুরাণানি 'কর্ম্মাণি' [illegible]কর্ম্মাণি হে স্তোতঃ 'প্রব্রূহি' প্রশংস। 'যৎ' যদা 'যুধে' যোধনায় 'আয়ুধানি' বজ্রাদীনি 'ইষ্ণানঃ' আভীক্ষ্ণেন প্রেরয়ন 'শত্রূন্' 'ঋঘায়মাণঃ' হিংসন্ [illegible] 'নিরিণাতি' অভিমুখং গচ্ছতি তদানীং প্রব্রূহি ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ।

১৩ যেকালে ইন্দ্র যুদ্ধার্থ বজ্রাদি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিয়া শত্রুদিগকে হিংসা করত [illegible] করিয়া অবস্থান করান, সেই কালে হে

স্তোতা! উকথ শস্ত্রদ্বারা স্তবনীয় যে ইন্দ্র যুদ্ধের নিমিত্ত ত্বরমাণ তাঁহার পুরাতন বলকৃত কর্ম্ম সকল প্রশংসা কর।

১০৬

১৪ অস্যেদু ভিযা গিরযশ্চ দৃহ্লা* দ্যাবা চ ভূমা জনুষস্তুজেতে। উপো বেনস্য জোগুবান ওণিং সদ্যো ভুবদ্বীর্যায নোধাঃ।

১৪ ‘অস্য’ ইন্দ্রস্য ‘ইৎ উ’ এব ‘ভিযা’ পক্ষচ্ছেদভয়েন ‘গিরযঃ’ পর্ব্বতাঃ ‘চ’ অপি ‘দৃহ্লাঃ’ নিশ্চলাঃ স্বস্বদেশেঽবতিষ্ঠন্তে। ‘জনুষঃ’ প্রাদুর্ভাবাদারভ্যেন্দ্রাৎ ভীত্যা ‘দ্যাবা চ ভূমা’ দ্যাবাপৃথিব্যাবপি ‘তুজেতে’ কম্পেতে ইত্যর্থঃ কিঞ্চ ‘বেনস্য’ কান্তস্যাস্য ‘ওণিং’ দুঃখস্যাপনাযকং রক্ষণং ‘উপো-জোগুবানঃ’ অনেকৈঃ সূক্তৈঃ পুনঃ পুনরুপশব্দযন্ এবম্ভূতঃ ‘নোধাঃ’ ঋষিঃ ‘সদ্যঃ’ তদানীং এব ‘বীর্য্যায’ বীর্য্যবান্ ‘ভুবৎ’ অভবৎ।

১৪ এই ইন্দ্রের ভয়ে পর্ব্বত সকল অচল হইয়া স্বস্বদেশে অবস্থিত আছে, প্রাদুর্ভূত ইন্দ্রের ভয়ে দ্যুলোক ও ভূলোক কম্পিত হইতেছে। আর নোধাঋষি অনেকানেক সূক্তদ্বারা সেই কমনীয় ইন্দ্রের জনদুঃখাপহারিণী রক্ষণী শক্তি পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তণ করত তৎকালে বীর্য্যবান্ হইয়াছিলেন।

১০৭

১৫ অস্মা ইদু ত্যদনু দায্যেষামেকো যদ্বব্নে ভূরেরীশানঃ। প্রৈতশং সূর্য্যে পস্পৃধানং সৌবশ্ব্যে সুষ্বিমাবদিন্দ্রঃ।

১৫ ‘ইৎ উ’ এব ‘একঃ’ শত্রূন্ জেতুং সমর্থঃ ‘ভূরেঃ’ বহুবিধস্য ধনস্য ‘ঈশানঃ’ স্বামী ‘যৎ’ স্তোত্রং ‘বব্নে’ যযাচে। ‘এষাং’ স্তোতৄণাং সম্বন্ধি ‘ত্যৎ’ স্তোত্রং ‘অস্মৈ’ ইন্দ্রায ‘অনুদাযি’ অকারীত্যর্থঃ। অযং ‘ইন্দ্রঃ’ ‘সৌবশ্ব্যে’ স্বশ্বপুত্রে ‘সূর্য্যে’ ‘পস্পৃধানং’ স্পর্দ্ধমানং ‘সুষ্বিং’ সোমানামভিষোতারং ‘এতশং’ ঋষিং ‘প্র-আবৎ’ প্রাবৎ প্রারক্ষৎ।

১৫ বহুধন স্বামী, এবং একাকী শত্রু পরাভবে সমর্থ যে ইন্দ্র তিনি যে স্তোত্র প্রার্থনা করিয়া ছিলেন ইন্দ্র স্তোতাদিগের সেই স্তোত্র দ্বারা স্তুত হইয়াছিলেন। সোমাভিষবকর্ত্তা এতশঋষি স্বশ্ব-পুত্র সূর্য্যের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে ইন্দ্র ঐ ঋষিকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

১০৮

১৬ এবা তে হারিযোজনা সুবৃক্তীন্দ্র ব্রহ্মাণি গোতমাসো অক্রন্। এষু বিশ্বপেশসং ধিযং ধাঃ প্রাতর্মক্ষূ ধিযাবসুর্জগম্যাৎ ।১।৪।২৯।

১৬ ‘হরিযোজনা’ হর্য্যোরশ্বযোর্যোজনং রথমুখে সন্তযোজকঃ তস্য স্বামিত্বেন সম্বন্ধী হরিযোজনঃ হে হরিযোজন। ‘ইন্দ্র’ ‘গোতমাসঃ’ গোতমাঃ গোতমগোত্রোৎপন্নাঃ ঋষযঃ ‘সুবৃক্তি’ সুষ্ঠাবর্জ্জকান্যভিমুখীকরণকুশলানি ‘ব্রহ্মাণি’ স্তুতিরূপানি মন্ত্রজাতানি ‘তে’ তব ‘এবা’ এব ‘অক্রন্’ অকৃষত। ‘এষু’ স্তোতৃষু ‘বিশ্বপেশসং’ অগ্নিষ্টোমাদিকং বহুবিধরূপং ‘ধিযং’ কর্ম্ম ‘ধাঃ’ ধেহি স্থাপয ‘প্রাতঃ’ ইদানীমিব পরেদ্যুরপি প্রাতঃকালে ‘ধিযাবসুঃ’ বুদ্ধ্যা প্রাপ্তধনঃ ইন্দ্রঃ ‘মক্ষু’ শীঘ্রং অস্মদ্রক্ষণার্থং ‘জগম্যাৎ’ আগচ্ছতু।১।৪।২৯।

১৬ হে অশ্বদ্বয় যোজিত রথের স্বামী ইন্দ্র! গৌতমঋষিরা তোমার সুন্দররূপে অনুকূল অভিমুখীকরণকুশল স্তুতি মন্ত্র সমূহ পাঠ করিয়াছিলেন, তুমি এই স্তোতৃগণেতে অগ্নিষ্টোমাদি নানা কর্ম্ম স্থাপন কর, বুদ্ধি দ্বারা ধন প্রাপ্ত ইন্দ্র প্রত্যহই প্রাতঃকালে অতি শীঘ্র আমারদিগের রক্ষার জন্য আগমন করুন ।১।৪।২৯।

ইতি প্রথমাষ্টকে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

---

* বেদের হ্ল এই বর্ণ [illegible] যায়। বাঙ্গলার অনুরূপ কোন বর্ণ না থাকাতে এ পর্য্যন্ত বেদ বিশেষের প্রথানুসারে হ্ল বর্ণের স্থানে ঢ় ব্যবহার করিয়া আসা যাইতেছিল, এক্ষণ অবধি হ্ল এই লেখরীতির অবশ্যই ব্যবহার করা যাইবেক।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

ন নিত্যং লভতে দুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখং।
শরীরমেবায়তনং দুঃখস্য চ সুখস্য চ॥
ব্রাহ্মধর্ম্মোদ্ধৃত।

এই জীবনকে কেবল সুখের কারণ বিবেচনা করিয়া অনেকে ইহার অনিত্যতা হেতু মহা আক্ষেপ ও নিত্যতা জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই বোধ হইতে পারে, যে যদি মনুষ্য মাত্রে চিরকালই জীবিত থাকিত, তবে যে তদ্দ্বারা তাহারা কেবল সুখি হইত এমত কখনই সম্ভব নহে; যেহেতু সংসার মধ্যে অশন বসন ভূষণ অট্টালিকা এবং যশঃ খ্যাতি প্রভৃতি যত যত ভোজ্য ভোগ্য ও ব্যবহার্য্য পদার্থ আছে, তাহার কিছুই স্থায়ী নহে, সুতরাং তদুৎপন্ন সুখও কখন নিত্য হইতে পারে না। অবশ্য ঐ সকল সুখ-সম্পদ দুঃখের সহিত সংমিলিত হইয়া এই ব্রহ্মচক্রে ভ্রাম্যমাণ রহিয়াছে, এবং যথাক্রমে জনগণের অবস্থান্তর্বর্ত্তী হইতেছে। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।" সংসার মধ্যে এমত কোন স্থানই দৃষ্ট হয় না, যেখানে সকল লোকেই অবিচ্ছেদে সুখ সম্ভোগ করিতেছে, এবং কোন মনুষ্য এরূপ জীবন বিশিষ্ট নাই, যে তাহার সে জীবনে কখন সুখের শীতল ছায়া ভিন্ন দুঃখের প্রখর উত্তাপ সংলগ্ন হয় নাই। জীবন ধারণ করিলে সুখ দুঃখ উভয়ই অবশ্য ভোগ করিতে হয়। যাঁহারা কেবল ঐহিক সুখ সাধনই জীবনের তাৎপর্য্য জানিয়া কেবল ইন্দ্রিয় সুখের উদ্দেশে দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা আরও দুঃখে পতিত হয়েন। যাঁহারা সেই নিত্য ব্রহ্মানন্দকে লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরের নিয়ম পালন বোধে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা অবশ্যই সুখি। এ জীবন কেবল আমারদিগের শিক্ষার নিমিত্তে, সুখের নিমিত্তে নহে, এই হেতু পরমেশ্বর ইহাকে অনিত্য করিয়াছেন; সম্পূর্ণ যে সুখের অবস্থা সে অবশ্যই নিত্য। কিন্তু হায়! কি খেদের বিষয়! অনেকে সেই সম্পূর্ণ সুখ লাভে ইচ্ছুক না হইয়া অতি অল্প সুখের আধার যে এই জীবন তাহার চিরস্থায়িত্ব সর্ব্বদা প্রার্থনা করেন। তাঁহারা কি দেখিয়াও দেখেন না, যে কার্য্য ক্রমে এই প্রিয় জীবনকে কত অপ্রিয় বোধ হয়, এবং অবস্থা বিশেষে ইহার নিত্যত্ব প্রার্থনা দূরে থাকুক, বরং ইহার আশু পতনই অতি শুভকর জ্ঞান হয়। সংসার মধ্যে সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়, যে এই জীবন এক শরীরেই কখন অতিপ্রিয় রূপে, কখন বা অপ্রিয় রূপে উপলব্ধি হয়। যখন কোন অভিনব যুবা পুরুষ আপনার বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রযুক্ত এবং স্বকীয় শীলতা ও বদান্যতা হেতু আপন বন্ধুবর্গ সমীপে সর্ব্বদা আদৃত হইতে থাকেন, এবং যখন সৌভাগ্য ভাগী অমাত্য দল দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যান বাহনে গমন করত আপন দাস দাসীর প্রতি প্রভুত্ব প্রকাশ করেন, এবং যখন অতি সুনির্ম্মিত শয়ন মন্দিরে অত্যচ্চ পর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধফেণ নিভ শয্যাতে শয়ন করেন, তখন তাঁহার জীবিতাশা অবশ্যই বলবতী হয়, এবং এই সংসারের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হওয়া প্রজ্বলিত দাবানল হইতেও দুঃসহ বোধ হয়। কিন্তু যদি তাঁহার দুর্ভাগ্য বশতঃ কালক্রমে সেই পূর্ব্ব সৌভাগ্য রূপ সূর্য্য অস্ত হয়, এবং যখন রোগাদি বা গত যৌবন প্রযুক্ত আপন রূপ লাবণ্য ও সুস্থতার অদর্শন হইতে থাকে, যখন ধনাদি ও ঐশ্বর্য্যের ক্ষয় হেতু তাঁহার দিন দিন দীনতার বৃদ্ধি হয়, যখন দাস দাসী ও ভৃত্যগণ এবং সুখান্বেষী বন্ধুবর্গ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করে, পরে যখন অনায়াসে দিনপাত হওনের কষ্ট হওয়ায় তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রদিগের মুখচন্দ্র ম্লান দেখেন, এবং প্রাণ তুল্য প্রিয়তমা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হয়েন, এবং যখন তাঁহার পূর্ব্ব পালিত লোক [illegible] অর্থ প্রার্থনা ভয়ে তাঁহাকে দেখিয়া পরাঙ্মুখ হইয়া গমন করে, অবশেষে বিষ তুল্য দরিদ্রতা কর্ত্তৃক জর্জ্জরিত হইয়া যদি কখন কোন বন্ধুর নিকট [illegible] প্রার্থনা বাক্য প্রকাশ করিতে

মুখব্যাদান করেন, আর তাঁহার সেই বন্ধু দুর্দ্দশার প্রতি দৃষ্টিপাত করত তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, তখন তিনি অবশ্য কোন নির্জ্জন স্থানে গমন করত নয়ন নীরে অভিষিক্ত হইয়া চতুর্দ্দিক্ শূন্যাবলোকন করেন, এবং তিনি মনে মনে অবশ্য এই বলেন, যে হে মাতর্মেদিনি! তুমি দ্বিধা হও, আমি ত্বন্মধ্যে প্রবেশ করি। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা এখানে কদাপি চিরজীবনের ইচ্ছা করেন না, যেহেতু এখানে যাবৎ জীবন বর্ত্তমান থাকিবেক, তাবৎ সুখদুঃখ উভয়কে বহন করিতে হইবেক। বস্তুতঃ জীবন কি? দেহের সহিত আত্মার যে সংযোগ সম্বন্ধ তাহার নাম জীবন, এবং তৎ বিয়োগাবস্থাই মৃত্যু, অতএব আত্মার যে কাল পর্য্যন্ত দেহের সহিত সম্বন্ধ থাকিবেক, তাবৎ তাহার সমুদায় দৈহিক ধর্ম্ম ন্যূনাতিরেক বিধানে ভোগ করিতেই হইবেক, সুতরাং শরীরমধ্যে থাকিয়া শারীরিক সুখদুঃখকে ত্যাগ করা অসাধ্য, যেহেতু দেহ সুখদুঃখ উভয়েরই আশ্রয়। আত্মার দেহ বিমুক্তাবস্থাই অপার সুখ সম্ভোগের কাল। এই পৃথিবীতে দেহ মধ্যে কিছু কাল থাকিয়া যেরূপ কার্য্য করেন, পশ্চাৎ তদনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, এইহেতু জ্ঞানিরা সাংসারিক সুখদুঃখের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া অনন্ত সুখাস্পদ প্রাপ্তি উদ্দেশে সদাচরণ দ্বারা জীবন ক্ষেপ করেন। তাঁহারা জীবদ্দশায় যদি অসঙ্খ্য ক্লেশ প্রাপ্ত হয়েন, তথাচ কখন তদ্দ্বারা বিচলিত হইয়া সত্যের পথকে ত্যাগ করেন না, কখন ধর্ম্মের পথকে ত্যাগ করেন না, এবং বহুবিধ সাংসারিক সুখ সম্ভোগ করিলেও এক কালে তাহাতে মুগ্ধ হয়েন না; এ সংসারের সুখদুঃখকে অস্থায়ি জানিয়া নিত্য সুখের প্রতি সর্ব্বদা যত্ন করেন। অতএব হে ব্রাহ্ম সকল! যথা বিধি পূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করত সাংসারিক সুখদুঃখে মুগ্ধ না হইয়া অহরহ সেই ঈশ্বরের প্রীতিরূপ অনন্ত সুখলাভে যত্নবান্ হও, যাহাতে অনায়াসে তাঁহার প্রিয় পাত্র হইতে পারিবে।

স্বপ্নদর্শন

১০ সংখ্যক পত্রিকার ১৪৯ পৃষ্ঠার পর।

প্রথম পথে যে সকল অপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলাম তাহা বর্ণনা করিয়াছি, এক্ষণে অপরাপর বর্ম্মের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি। প্রথম পথে যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম, দ্বিতীয় পথে সেরূপ কিছুই দৃষ্ট হইল না। এপথের সমুদায় ব্যাপারই আর এক প্রকার। এপথের প্রধান পথিকদিগের মুখশ্রীতে ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা ও মহত্ত্বের চিহ্ন সুস্পষ্ট রূপে প্রতীত হইতেছিল। যখন তাঁহারা মস্তকে স্বর্ণময় মুকুট ধারণ পূর্ব্বক কীর্ত্তি-পতাকাকে সম্মুখবর্ত্তি করিয়া উৎসাহ সহকারে গমন করিতে লাগিলেন, তখন সে স্থানের কি আশ্চর্য্য শোভাই প্রকাশ পাইল! দেখি, ঐ পথের পার্শ্ববর্ত্তি সহস্র সহস্র লোকে এক এক পথিকের প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে। সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলাম, ঐ সকল পথিক প্রতিষ্ঠা-তীর্থে গমন করিতেছেন, কিন্তু অগ্রে পরমপবিত্র পুণ্যতীর্থ দর্শন করিয়া পরে তথায় উপনীত হইবেন। প্রথমে তাঁহারা অল্পে অল্পে পদ বিক্ষেপ পূর্ব্বক মৃদু মৃদু গমন করিতেছিলেন, পরে যত অগ্রসর হইলেন, ততই ব্যস্তসমস্ত হইয়া দ্রুত বেগে চলিতে লাগিলেন। কথা প্রসঙ্গে তাঁহারদের পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, তাঁহারা সকলেই কোন না কোন প্রকার লোকোপকারি কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন।

এই মহামার্গের উভয়পার্শ্বে চিরজীবিনী বৃক্ষশ্রেণী শুভ্র বর্ণ পুষ্প-মালা দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া শোভা পাইতেছিল, এবং তাহার মধ্যে মধ্যে উচ্চ উচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভ, ভূরি ভূরি তাম্রপত্র, আর মহা মহা বীর, প্রধান প্রধান রাজপুরুষ, এবং উত্তমোত্তম কবি ও অন্যান্য গ্রন্থকারদিগের পাষাণময় প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্রময় প্রতিরূপ সংস্থাপিত ছিল। এই মহামার্গের উভয় পার্শ্বে আর কতক গুলি নিবিড়-বৃক্ষচ্ছায়া-বিশিষ্ট সুস্নিগ্ধ সুখদায়ক পথ চলিয়া গিয়াছে, তত্তৎ পথের পথিকেরাও পূর্ব্বোক্ত পবিত্র তীর্থে যাত্রা

করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা অতি নির্বিরোধ নিরীহ মানুষ, অতএব প্রকাশ্য পথ পরিত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন সুশীতল বর্ত্ম অবলম্বন করিয়াছেন। যদিও এই শেষোক্ত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক তৎপথের পথিকদিগের সহিত সদালাপ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রধান পথের পথিকদিগের আচার ব্যবহার ও আন্ত ভক্তি সুলভে দৃষ্টি গোচর হইতে পারে এই বিবেচনা করিয়া আমি তাঁহারদিগেরই সমভিব্যাহারী হইলাম। তাঁহারদের সংসর্গে এত দূর ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কাহাকেও ক্ষণমাত্র বিশ্রাম করিতে দেখিলাম না। পথপ্রান্তে উপনীত হইয়া সম্মুখে এক পরম রমণীয় দেব মন্দির অবলোকন করিলাম। তাহার অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিলে মোহিত হইতে হয়। প্রথমে আমি ভাবিলাম, ইহাই প্রতিষ্ঠা-তীর্থ হইবেক, কিন্তু অবশেষে শুনি, এতীর্থ তদপেক্ষায় কোটি গুণে পবিত্র ও প্রার্থনীয়, ইহার নাম পুণ্যতীর্থ। প্রতিষ্ঠা দেবী পুণ্য দেবীর প্রতিবাসিনী বলিয়াই এত মান্য। প্রতিষ্ঠার মন্দির পুণ্য-মন্দিরের পশ্চাতে ছিল, এনিমিত্ত তৎকালে আমারদের দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। বাস্তবিক, এই পরম পরিশুদ্ধ তীর্থ সেবা না করিলে প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনে অধিকার হয় না। আহা! বিশ্বসংসারে এমন মনোহর অনুপম সুখধাম আর দ্বিতীয় নাই। তথাকার সুমন্দ সুগন্ধ সুশীতল মারুত হিল্লোলে শরীর স্নিগ্ধ হইল, এবং অন্তঃকরণ আনন্দামৃতরসে অভিষিক্ত হইল। আমরা মন্দির-দ্বারে উপনীত হইতেই সুপ্রসন্ন পুণ্য-দেবীর দর্শন লাভ করিলাম, এবং তাহার অতি পবিত্র অসামান্য রূপ-লাবণ্য ও আনন্দোৎফুল্ল মুখশ্রী দৃষ্টি করিয়া চরিতার্থ হইলাম। তাঁহার কি কারুণ্য স্বভাব! কি বাৎসল্য ও সারল্য ভাব! তিনি স্বয়ং আমারদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া স্বস্থান-সন্নিহিত প্রতিষ্ঠা-মন্দিরে লইয়া চলিলেন। শুভ্র-কান্তি শুভ্র-বেশা প্রতিষ্ঠা দেবীও সানুকূল হইয়া আমারদিগকে যত্ন পূর্ব্বক নিজ-নিকেতনে গ্রহণ করিলেন, এবং আমারদিগের সর্ব্ব-জনকে এক অতি শ্রদ্ধেয় পরম পূজনীয় বিগ্রহ সমীপে উপস্থিত করিয়া দিলেন। তিনি এক স্বর্ণময় রাশি-চক্র মধ্যে অখণ্ড মণ্ডলাকার আসনে উপবিষ্ট; তাঁহার এক হস্তে সূর্য্য ও অন্য হস্তে চন্দ্রবিম্ব। তাঁহার চরণদ্বয় চরণাবরণে আবৃত, এবং তাঁহার মস্তক ঘনতর অবগুণ্ঠিকায় আচ্ছাদিত। সেই আদ্যন্ত-হীন কাল-মূর্ত্তির মুখচ্ছটাতে চতুর্দ্দিক্ দীপ্তিমান্ হইয়াছিল; আমরা সেই জ্যোতিঃ পুঞ্জের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম, তাহা বাক্য পথের অতীত।

ইতিমধ্যে একটা বিষয়ে আমার অতিশয় বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি। পূর্ব্বোক্ত প্রধান পথে পথিকদিগের যেপ্রকার জনতা হইয়াছিল, তাহা অগ্রেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু পুণ্যতীর্থে উত্তীর্ণ হইয়া দেখি, তাহার শতাংশের একাংশও তথায় উপনীত হয় নাই, সুতরাং প্রতিষ্ঠাতীর্থেও আগমন করিতে পারে নাই। মনে মনে এই অসামান্য ঘটনার বিষয় আলোচনা করিতে করিতে প্রতিষ্ঠা-মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তি আর এক মন্দিরে মহা সমারোহ ও অতিশয় কোলাহল দর্শন ও শ্রবণ করিলাম। দূর হইতে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা-মন্দিরের অবিকল অনুরূপ বোধ হইল, বাস্তবিকও উভয় দেবালয়ের আকার প্রকার একরূপই বটে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তি হইয়া দেখি, তাহা অতি অদৃঢ় ও অপকৃষ্টরূপে নির্ম্মিত, কেবল ইষ্টক গুলি উপর্য্যুপরি সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে মাত্র। বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোলে তাহার তলপর্য্যন্ত সমুদায় কম্পিত হইতেছে। দূর হইতে সেই মন্দিরের যেরূপ আশ্চর্য্য বাহ্য শোভা সন্দর্শন করিয়া পুলকিত হইতে হয়, নিকটে তাহার শতাংশের একাংশও দৃষ্টি গোচর হয় না। সে টি কপট মন্দির; তথায় কপটদেব বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে দিবারাত্র দীপমালা দীপ্যমান্ থাকে, কারণ সূর্য্যপ্রভা অপেক্ষায় দীপজ্যোতিতে তাঁহাকে অধিক রূপবান্ দেখায়। তিনি আপনার শারীরিক মালিন্য

ও অঙ্গ-বৈকল্য গোপন করিয়া শ্রী ও বেশ কল্পনা করিবার নিমিত্ত যে কত কৌশল ও কত চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা ব্যক্ত করা সুকঠিন। তন্নিমিত্ত তিনি মুখমণ্ডলকে নানা বর্ণে চিত্র বিচিত্র করিয়াছিলেন, এবং গলদেশে এক কৃত্রিম রত্নমালা লম্বমান করিয়া দিয়াছিলেন। এই দেবালয়ে সমারোহের কথা কি কহিব? তথায় যত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল, পুণ্যতীর্থে তাহার সহস্রাংশের একাংশও হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত পথিকদিগের মধ্যে যাহারদিগকে পুণ্যতীর্থে দৃষ্টি করি নাই, দেখি, তাহারা সকলে কপটালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তথায় সহস্র সহস্র ছদ্মবেশি ও কপটাচারি লোক একত্র সমাগত হইয়াছিল। তথায় কত প্রকার লোকের কত প্রকার বেশ ভূষা এবং অঙ্গ-ভঙ্গী দর্শন ও কথা বার্ত্তা শ্রবণ করিলাম তাহা বচনাতীত। ইঁহারদিগের বেশের চাকচিক্য ও বাগাড়ম্বরের আর পরিসীমা নাই। কৃষ্ণ-বর্ণ ও গৌর-বর্ণ যত মনুষ্য দৃষ্ট হইল, তন্মধ্যে আমারদের স্বদেশীয় ভূরি ভূরি ভদ্র লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কেহ আপনাকে পরম ধার্ম্মিক রূপে জানাইবার নিমিত্ত ললাট, বাহু ও বক্ষে নানা প্রকার চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। কেহ আপনাকে ভিন্ন জাতীয় ভাষায় পারদর্শি জানাইবার নিমিত্ত ভিন্ন জাতীয় বেশ ধারণ এবং সর্ব্বদা ভিন্ন জাতীয় ভাষায় কথোপকথন ও ভিন্ন জাতীয় চলন বলন অভ্যাস করিতেছেন। কেহ আপনাকে স্বদেশ-হিতৈষি রূপে পরিচিত করিবার নিমিত্ত সর্ব্ব সাধারণের সমক্ষে বিষয় বিশেষে যথেষ্ট কথা জল্পনা করিতেছেন। তাঁহারদিগের অন্তঃকরণে যাহা থাকুক ও তাঁহারা কার্য্যকালে যেরূপ ব্যবহার করুন, কিন্তু বাচনিক উৎসাহ প্রকাশে কিছু মাত্র ত্রুটি করেন না। বিশেষতঃ কতিপয় ব্যক্তির অসঙ্গত ব্যবহার দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তাঁহারা মুহুর্মুহু নিজ নিজ বস্ত্রালঙ্কারের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক স্বীয় মুখে সকলের সমক্ষে নিজগুণ বর্ণনা করিতেছিলেন। ইঁহারা কোন [illegible] কি প্রকারে কপটালয়ে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধানার্থ আমার পরম কৌতূহল উপস্থিত হইল। অতএব তাঁহারা যে পথ দ্বারা তথায় আগমন করিয়াছিলেন, আমি সেই পথ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিতে লাগিলাম। ঐ বর্ত্মের নানা শাখা প্রশাখা ভ্রমণ করিয়া দেখি, যে সেই পূর্ব্বোক্ত প্রধান পথেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। দৃষ্ট হইল, ঐ মহামার্গের পার্শ্ব দিয়া মধ্যে মধ্যে অনেকানেক অপ্রশস্ত পথ বহির্গত হইয়াছে। তৎ সমুদায় এপ্রকার কুটিল, যে তৎপথে ভ্রমণ করিতে হইলে পুণ্যতীর্থকে পুনঃপুনঃ পশ্চাতে রাখিয়া চলিতে হয়, ও মধ্যে মধ্যে ঘোরতর তিমিরাবৃত নিবিড় অরণ্যে প্রবিষ্ট হইতে হয়। কপটদেবের সেবকেরা সেই সকল অপরিশুদ্ধ পথ দ্বারা আপনারদের ইষ্ট দেবের মন্দিরে আগমন করিয়াছিলেন; পুণ্যতীর্থ দূর হইতেও তাঁহারদিগের দৃষ্টি-গোচর হইয়াছিল কি না সন্দেহ।

এই সমুদায় অপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শন পূর্ব্বক তৃতীয় পথের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত তাহার আরম্ভ স্থানে পুনরাগমন করিলাম। তৎ পথের পথিকেরা অত্যন্ত পরিশ্রমি ও সহিষ্ণুতাশীল, কিন্তু তাঁহারদিগের অতি নীরস ভাব ও নির্দ্দয় স্বভাব। না জানি তাঁহারদের হৃদয়ালয়ে কি বিষম অগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে, যে তদ্দ্বারা তাঁহারা সর্ব্বদাই অস্থির আছেন। তাঁহারদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, তাঁহারা লোভদেবের অর্চ্চনার্থে যাত্রা করিতেছেন। তাঁহারা কিঞ্চিৎ দূর গমন করিয়াই অল্পে অল্পে পর্ব্বত দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি উপত্যকা-ভূমিতে অবতরণ করিলেন, এবং সম্যক্ প্রকারে ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি না করিয়াও উৎকণ্ঠায় আকুলিত হইয়া বহু কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক অবিশ্রান্ত পথ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। ঐ উপত্যকা-ভূমির মধ্যবর্ত্তি স্বর্ণময়-বালু-বিশিষ্ট বৃহৎ খাত দিয়া যে এক দীর্ঘ নদী গিয়াছে, তাহারই জল পান করিয়া তাঁহারা মধ্যে মধ্যে

শ্রান্তি দূর করিতেছিলেন। কিন্তু ঐ জলের একটি আশ্চর্য্য গুণ আছে; তাহা পান করিলে যদিও ক্ষণকালের নিমিত্ত শ্রান্তি দূর হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে পিপাসা রূপ অগ্নি শিখা দ্বিগুণ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। ঐ উপত্যকা-ভূমির দুই দিকে যে দুইপর্ব্বত-শ্রেণী আছে, তাহা স্বর্ণ রজতাদি নানা ধাতু ও মাণিক্য মরকতাদি নানা রত্নে পরিপূর্ণ। তাহার স্থানে স্থানে জ্যোতিঃপূর্ণ বিচিত্র উজ্জ্বল রত্ন স্বস্ব শোভা দ্বারা পথিকদিগের অন্তঃকরণ হরণ করিতেছিল। এক ব্যক্তি আমাকে কহিলেক, যে এই স্থানের অধিষ্ঠাতা দেবতা আপনার কার্পণ্য নামক অমাত্যের উপদেশানুসারে স্বীয় উপাসকদিগকে এই প্রকার আদেশ করিয়াছেন, যে "তোমরা এই সমুদায় ধাতুর আকর ও মণির খনি খনন করিও না, এবং তাহাতে যে সকল অমূল্য ধন নিহিত আছে, তাহা প্রাণান্তেও প্রকাশ ও ব্যয় করিও না।" এইরূপ নানা প্রকার কৌতুক-ব্যাপার দেখিতে দেখিতে পথপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে একটি পুরাতন দেবালয় দৃষ্টি করিলাম। ঐ দেবালয় দৃঢ়তর দুর্গের ন্যায় দুর্গম ও অত্যুচ্চ প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাহার চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র নৃশংস-স্বভাব কুক্কুর দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহারা যাচক বা ভিক্ষুক দেখিলেই উচ্চৈঃস্বর নিঃসারণ পূর্ব্বক তাহার উপর ধাবমান হইয়া আইসে।

আমরা এক শত লৌহময় কঠিন দ্বার উত্তরণ পূর্ব্বক মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক বৃহদাকার বিগ্রহ দর্শন করিলাম। প্রথমে তাঁহার অসম্ভব লম্বোদর দেখিয়া দেবান্তরের প্রতিমা অনুমান করিয়াছিলাম, পরে শুনি, তিনিই লোভদেব। তাঁহার উদর টি যেমন দীর্ঘ, মুখ-ভঙ্গিমাও তদনুযায়ী; তিনি অনবরতই মুখ-ব্যাদান করিয়া রহিয়াছেন। ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়, যে যদিও তিনি স্তূপাকৃতি স্বর্ণ ও রজত এবং পর্ব্বতাকার মুদ্রা-রাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার [illegible] মুখ-মণ্ডল অনাহারে [illegible]

গিয়াছে, সমুদায় শরীর লোল-চর্ম্ম কদাকার হইয়াছে, এবং তিনি শত-গ্রন্থি-যুক্ত চীর পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে অপহার নামে এক যক্ষ ছিল, আর বামপার্শ্বে তাঁহার কার্পণ্য নামক প্রাণাধিক প্রিয়তর পরিচারক উপবিষ্ট ছিল। ঐ যক্ষ তাঁহার ধন-সংগ্রাহক, এবং ঐ পরিচারক তাঁহার কোষাধ্যক্ষ।

আর আর কতকগুলি পরিচারক ও পরিচারিকা পূর্ব্বোক্ত যক্ষের অধীন থাকিয়া বিবিধ প্রকারে বিগ্রহের পরিচারণা করিতেছিলেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তিকে অত্যন্ত সভয় ও ব্যগ্র-চিত্ত দেখিয়া তাঁহার ব্যবহার ও ব্যবসায় অবগত হইবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া দণ্ডায়মান থাকিলাম। দেখিলাম, যে তিনি যাঁহাকে আপনার নিকট দিয়া গমন করিতে দেখেন, তাঁহারই পার্শ্ববর্ত্তি হইয়া তাঁহার কানে কানে মৃদুস্বরে কত কথাই জল্পনা করিতে থাকেন। তিনি মস্তকে উষ্ণীশ-ধারী, কর্ণে লেখনী-ধারী এবং কটিদেশে সঙ্কুচিত-বস্ত্র-বদ্ধ এক ব্যক্তির নিকটস্থ হইয়া তাঁহার কর্ণ সমীপে ওষ্ঠদ্বয় স্পর্শ করিতে লাগিলেন, এবং সেই ক্ষণেই তাঁহার হস্তে হস্ত দিয়া অভীষ্ট কার্য্য সাধন করিলেন, ও কি জানি অন্য কেহ তাঁহার এই আচরণ দৃষ্টি করেন, এই আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া তিনি সর্ব্বদা সচকিত নেত্রে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নাম উৎকোচ। তিনি দেবালয়ের অন্তর্গত এক গুপ্ত স্থানে অবস্থিত হইয়া লোভদেবের পূজা-দ্রব্য আহরণে নিরত নিযুক্ত আছেন। আর এক জন পরিচারক দৃষ্টি করিলাম, তিনি যেমন ধৃষ্ট ও বলিষ্ঠ, তেমনি নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয়। তিনি ছলে বলে কৌশলে স্বাধিকারস্থ সমস্ত লোকের সমুদায় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া হস্তগত করিতেছিলেন। কখন কখন তিনি নিজভাণ্ডার হইতে একমুষ্টি মুদ্রা গ্রহণ পূর্ব্বক নিকটস্থ ব্যক্তিদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন, এবং [illegible] ইতস্ততঃ পর্য্যটন

পূর্ব্বক তাহা চতুর্গুণে বৃদ্ধি করিয়া আনয়ন করিলেক। লোক-নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক অর্থ আহরণ করা এই দুরন্ত পরিচারকের কার্য্য। 'জাল' নামে এক পরিচারক তদপেক্ষায়ও উৎকৃষ্ট কুহক প্রদর্শন করিলেন। তিনি মন্ত্র বলে আপনার ভস্ম-মুষ্টিকে স্বর্ণ-মুষ্টি করিলেন, এবং অন্যের স্বর্ণ-মুষ্টিকে ভস্ম-মুষ্টি করিলেন। তিনি ক্ষণকালের মধ্যে আপনার শূন্য ভূমিতে বস্তু-রত্ন-পূর্ণ পরম শোভাকর অট্টালিকা দৃষ্টি করাইলেন, এবং অন্যের স্বর্ণময় অট্টালিকাকে পল মধ্যে অন্তর্হিত করিয়া দিলেন। আর এক পরিচারকের এই চমৎকার গুণ, যে তিনি কখন্ কোন্ স্থান হইতে কত বস্তু আনয়ন করিতে লাগিলেন, তাহা কাহারও দৃষ্টি-গোচর হইল না। তাঁহার নাম স্তেয়। অন্য এক পরিচারিকা এক সূক্ষ্ম জবনি[illegible] অন্তরালে এক অশুদ্ধ তুল এবং কতি[illegible] লইয়া উপবিষ্ট ছিলেন[illegible]। সেই গুলিকে দুই একবার [illegible] চালনা করিয়া তিনি স্তূপাকার সামগ্রী সংগ্রহ পূর্ব্বক লোভদেবকে নিবেদন করিয়া দিতেছিলেন। তাঁহার যে আর আর কত প্রকার ক্ষমতা ও কত বিষয়ে নিপুণতা আছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ নামটি শ্রবণ করিলেই অনেকে জানিতে পারিবেন; তাঁহার নাম প্রবঞ্চনা। এইরূপ কত শত পরিচারক যে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত আছে, তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন। ভূমণ্ডলে এমন স্থান নাই যে তথাকার লোকে লোভমন্দিরে সমাগত হয়েন নাই। দেখিলাম, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি এক এক পরিচারক বা পরিচারিকার অনুবর্ত্তি হইয়া বিবিধ প্রকার সুরম্য সামগ্রী দ্বারা লোভদেবের পূজা ও তদীয় হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান করিতেছেন। তথায় স্বদেশীয় বিদেশীয় আত্মীয় স্বজন কত লোকের সহিত যে সাক্ষাৎ হইল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। এদেশীয় যত ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রিয়াবান্ ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন, তাঁহারদের প্রায় সকলকেই তথায় দৃষ্টি করিলাম। লোভ-সেবকদিগের কত প্রকার অবস্থাই দৃষ্ট হইল! যাহারদের কেশ সমুদায় শুভ্রবর্ণ হইয়াছে, অঙ্গ সকল গলিত হইয়াছে, মুখের দন্ত সকল পতিত হইয়াছে, হস্তপাদাদি কম্পিত হইতেছে, এই প্রকার শত শত জরা-জীর্ণ বৃদ্ধ ব্যক্তি রাশি রাশি মুদ্রা ক্রোড়ে করিয়া মৃত্যু-শয্যায় শয়ান রহিয়াছে, এবং অন্তিম-কাল যত নিকটবর্ত্তি হইতেছে, ততই দৃঢ়তররূপে আলিঙ্গন পূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত কোষাধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহারদের সহায় হইয়া মস্তক সন্নিধানে অবিরত উপবিষ্ট আছেন। এতন্নগর-নিবাসি কোন সামান্য বর্ণোদ্ভব যে সকল সম্ভ্রান্ত লোক এক প্রসিদ্ধ উপাধি ধারণ পূর্ব্বক ধনাঢ্য বলিয়া বিখ্যাত আছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেরই এইরূপ ভাব দর্শন করিলাম। আর কতক ব্যক্তি বল পূর্ব্বক এক হস্তে সম্মুখবর্ত্তি সমুদায় দুঃখিদিগের যথা সর্ব্বস্ব হরণ ও পরিধেয় চীর পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেছেন, অপর হস্তে আপন অনুগামি বেশ্যা তোষামোদি প্রভৃতি অনুপযুক্ত পাত্রে তৎ সমুদায় নিক্ষেপ করিতেছেন। এদেশীয় প্রায় সমুদায় ভূস্বামিই এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ে নিবিষ্ট ছিলেন দেখিলাম।

এই সমুদায় পরম বিস্ময়কর আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্টি করিতেছিলাম, ইতি মধ্যে ঐ দেবালয়ে অকস্মাৎ একটা কলরব উপস্থিত হইল। সকলে চমকিত হইয়া উঠিল, এবং ভয়ে কম্পমান হইল। সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলাম, একটা পিশাচ প্রতিদিবস বারম্বার ঐ দেবালয়ে আগমন করিয়া থাকে, সেইটা উপস্থিত হওয়াতে সকলে এই প্রকার সভয়-চিত্ত হইয়াছে। আমি তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম, সে দারিদ্র্য। পূর্ব্বাবধি তাহার সহিত আমার আলাপ ছিল তাহাতেই হউক, অথবা লোভদেবের অপেক্ষায় তাঁহাকে আমার অধিকতর বিকটাকার বোধ না হওয়াতেই হউক, আমি তাহাকে দৃষ্টি করিয়া তাদৃশ ভীত হই নাই। কিন্তু অন্যান্য লোভ-ভক্ত অন্যান্য লোকের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দেখিলাম। প্রত্যেকেই

মনে মনে এই প্রকার কল্পনা করিতে লাগিল, যে ঐ পিশাচ আমাকে আশ্রয় করিতে আসিতেছে। অতএব তাহারা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্ব স্ব মুদ্রাস্থলী বন্ধন ও সিন্দুক সকল রুদ্ধ করিতে লাগিল। যেমন রোগবিশেষ দ্বারা আক্রান্ত হইলে লোকে পবিত্র বস্তুকে অপবিত্র জ্ঞান করে, বা ভূতপ্রেতাদি অসৎ পদার্থকে প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করে, তাহারদিগের সকলের মনের গতিকও সেইরূপ বোধ হইল। বিশেষতঃ যখন আমি ঐ পিশাচ দৃষ্টে ভয় প্রাপ্ত না হইয়া তাহারদের পরম পূজনীয় লোভদেবের পূজা না দিয়া ঐ পিশাচেরই স্তব করিতে লাগিলাম, তখন তাহারা একেবারে চমৎকৃত হইয়া আমার প্রতি নেত্রপাত করিয়া রহিল। আমি তাহার এই প্রকার স্তুতি করিতে লাগিলাম ; যথা

হে দারিদ্র্য! আমার প্রথম প্রার্থনা এই, যে তুমি আমার নিকট আর যেন আবির্ভূত না হও। আর যদি আমার এ মনস্কামনা পূর্ণ না করিয়া আমাকে দর্শন দেওয়াই তোমার শ্রেয় বোধ হয়, তবে এক্ষণে তোমার যেরূপ অক্রূর-মূর্ত্তি দৃষ্টি করিতেছি, তখন তদপেক্ষায় আর ভীষণাকার ধারণ করিও না। তোমার উৎকট শাসন ও তর্জ্জন গর্জ্জন দেখিয়া যেন আমার অন্যায় পথ অবলম্বনে অনুরাগ না হয়। তোমার ভয়ে যেন আমার স্বজন ও মিত্রবর্গকে এবং ধর্ম্মরূপ পরমবন্ধুকে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি না হয়। হে দারিদ্র্য! দীন দুঃখির ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিলে যেন আমি কর্ণকুহরে হস্তার্পণ করিয়া না থাকি। লক্ষ্মী দেবী যদি ধর্ম্ম-পথে আগমন পূর্ব্বক আমার গৃহে অধিষ্ঠিতা হয়েন, তবে আমি তাঁহার যথোচিত সেবা করিব। কিন্তু হে দারিদ্র্য! যদি তিনি অধর্ম্ম-পথ দিয়া আপনার লোভ, দম্ভ, মাৎসর্য্যাদি দল বল সমভিব্যাহারে আগমন করেন, তবে তুমি ত্বরায় আসিয়া আমার পরিত্রাণ করিও। তুমি নিষ্কলঙ্কতা ও স্বাধীনতা নাম্নী যে দুটী কন্যার সংসর্গে থাকিলে সুখে থাক, তাহারদিগকেও সমভিব্যাহারে আনয়ন করিও।

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের যে প্রকার দুঃখ হয় তাহার বিচার।

১১ সংখ্যক পত্রিকার ১৬৯ পৃষ্ঠার পর

ইংরাজেরা যে সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া আমেরিকা-বাসিদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রবৃত্তিরই অনুবর্ত্তি হইয়া ভারতবর্ষ অধিকার ও শাসন করিয়া আসিতেছেন। বিরলে বসিয়া এবিষয় আলোচনা করিলে বিস্ময় সাগরে মগ্ন হইতে হয়। আমারদের ভারতবর্ষে যাঁহারদের কিছুমাত্র স্বত্ব নাই, ও অত্রত্য লোকদিগের সহিত যাঁহারদের কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা প্রথমে অতি নম্রভাবে এখানে আগমন করিয়া ক্রমে ক্রমে এক সীমা অবধি সীমান্তর পর্য্যন্ত সমুদায় ভারতবর্ষ ছলে বলে কৌশলে হস্তগত করিয়া এখানকার লোকদিগকে অশেষ প্রকার পীড়া প্রদান করিতেছেন, অথচ আপনারদিগকে সভ্য ও ধার্ম্মিক বলিয়া অভিমান করেন, ইহার পর আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে! প্রথমে কতিপয় ইংলণ্ডীয় বণিক্ অতি মৃদু ভাবে আগমন করিয়া সমুদ্র-তটে অবস্থিতি করিলেন, এবং তদ্দ্বারা এমত মহারাজ্যের সূত্রপাত করিলেন, যে তাহা ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষীয় সকল রাজ্যই গ্রাস করিয়াছে, বৃহৎ বৃহৎ রাজ-ভাণ্ডার লোপ করিয়াছে, এবং এখানকার সকল লোকের সৌভাগ্য-স্রোত রোধ করিয়াছে।

ক্রমে তাঁহারা ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বাদশাহ, নবাব ও রাজাদিগের নিকট কুঠী নির্ম্মাণের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্থান ও সাহায্য প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং যৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইতে লাগিলেন, তৎ পরিমাণে আপনারদিগের চতুরতা বিদ্যা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এক ইউরোপীয় গ্রন্থ কর্ত্তা এ বিষয়ে ইংরাজদিগের নিগূঢ় ভাব ও প্রকৃত অভি-

প্রায় বর্ণনা করিয়াছেন। "এই সমুদায় কুঠী অলক্ষিত রূপে অল্পে অল্পে প্রস্তুত হউক, তবে অবিলম্বেই বিপনির পশ্চাতে দুর্গ প্রস্তুত হইবেক, এবং অনধিক কাল পরেই ইংরাজদিগের রণতরি দুর্গ সন্নিধানে নিবদ্ধ হইবেক। হে রাজরাজ মহান্ মোগল! যদি তুমি রাজ্য মধ্যে ইংরাজদিগের বাণিজ্য ব্যাপার বিস্তৃত হইতে দেও, তবে স্বয়ং সম্রাট হইয়াও ইহা দেখিবে, যে অল্প কালেই তোমার মন্ত্রিগণ অবাধ্য হইয়া উঠিবেক, তোমার সভাসদেরা প্রতারক হইবেক, এবং তোমার কর্ম্মচারিরা গর্ব্বিত হইবেক। যদ্যপি তখনও রাজপদোচিত অনুমতি প্রদানের যে সম্মান, তাহা তোমারই থাকিবেক, কিন্তু তুমি রাজ্যেশ্বর থাকিবে না। বিদেশীয় জনের অদৃশ্য হস্ত তোমার বিধি-প্রদর্শক হইবেক, এবং তোমার সমুদায় বাঞ্ছা ও ইচ্ছা পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত করিবেক"।

এই অল্প কথাতেই ইংরাজদিগের চরিত্র ও ব্যবহারের যথার্থ বর্ণনা করা হইয়াছে। "সূচ হইয়া প্রবেশ করে ও শাল হইয়া বহির্গত হয়" এই চলিত কথা তাঁহারদিগের প্রতি বিলক্ষণ অর্শে। ইংরাজেরা এই অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, এবং তদনুযায়ি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

প্রথমে, ইংরাজ জাতির প্রতিনিধি স্বরূপ দুই দারুণ দুঃশীল ব্যক্তি নানা প্রকার অসদুপায় অবলম্বন পূর্ব্বক স্বজাতীয় লোকের লোভ রিপুকে চরিতার্থ করিতে আরম্ভ করে। ক্লাইব সাহেব যে প্রকার প্রতারণা ও ষড়্যন্ত্র করিয়া বাঙ্গলার নবাবকে পদচ্যুত করেন*, ও আপনার প্রিয় পাত্র মীর জাফরকে বাঙ্গলার সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া হস্তগত রাখেন ও তদ্দ্বারা যে প্রকার অর্থ লাভ করিয়া রাজ্য লাভের সূত্র পাত করেন এবং ওয়ারেন হেসটিংস যেপ্রকার ছল বল কৌশল পূর্ব্বক লোক নিষ্পীড়ন করেন, অর্থ ও রাজ্যাপহরণ করেন, এবং নরহত্যা করিয়া তদীয় রক্তে ভারতভূমি অভিষিক্ত করেন, তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

ক্লাইব সাহেব মীর জাফরের সহায় হইয়া যে বিষয়ের সূত্র পাত করিয়াছিলেন, অতি অপূর্ব্ব ইংরাজি কৌশল প্রকাশ পূর্ব্বক কম্পানিকে মোগল সম্রাটের বাঙ্গলা, বেহার, উড়িশ্যা এই তিন প্রদেশের কর সংগ্রাহক করিয়া তাহা সিদ্ধ করিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহারদিগের লোভ রিপু সম্যক চরিতার্থ হয় নাই। কর সংগ্রহ তাঁহারদিগের কৌশলের এক অঙ্গ মাত্র; ভূমি অধিকার ও একচেটিয়া বাণিজ্য সংস্থাপন করা তাঁহারদিগের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা লবণ তাম্রকূট প্রভৃতি যে সমুদায় সামগ্রী সর্ব্ব সাধারণের প্রয়োজনীয়, তাহার উপর গুরুতর কর স্থাপন করিলেন। ইংরাজ ভিন্ন অন্যান্য সকল জাতীয় বণিক্‌দিগকেই দ্রব্যের কর প্রদান করিতে হইত, অতএব এখানে ইংলণ্ডীয় বণিক্‌দিগের একাধিপত্য হইবার আর কি প্রতিবন্ধক রহিল? তাঁহারদিগের সমকক্ষ স্বরূপে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে নিযুক্ত হয় কাহার সাধ্য? ক্লাইব সাহেব ভূম্যধিকার বিষয়েও মন্ত্রণা করিতে ত্রুটি করেন নাই; ভূস্বামিদিগের লেখ্যপত্র প্রমাণ করিবার ছলে তাঁহারদিগের ভূম্যধিকার সকল বহুমূল্যে বিক্রয় করিয়া লইলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি এই যে প্রজা-নিষ্পীড়ন ব্রত অবলম্বন করিলেন, অদ্যাপি তাহা সম্যক্‌রূপে সর্ব্বতোভাবে পালন করিতেছেন।

* ক্লাইব সাহেব এই বিষয় সাধনার্থ মিথ্যা কথন, কপট ব্যবহার, প্রতারণা, জাল পত্র প্রস্তুত করণ, কৃত্রিম নাম স্বাক্ষর করণ ইত্যাদি যে সকল কুকর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা বলিবার নহে। যে সকল লোক ঐ ষড়্যন্ত্র করেন, তন্মধ্যে উমিচাঁদ নামে এক ব্যক্তি ছিল। ক্লাইব সাহেব প্রভৃতি তাহাকে প্রবঞ্চনা করিবার নিমিত্ত এক জাল লেখ্যপত্র প্রস্তুত করেন। এডমিরাল ওয়াট্‌সন সাহেব তাহাতে স্বনাম স্বাক্ষর করিতে স্বীকার না করাতে, ক্লাইব সাহেব কৃত্রিম করিয়া তাঁহার ওয়াট্‌সনের নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন। এ ব্যক্তির অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে? মেকালে সাহেব কহেন, এ কথা লিখিতে আমারদিগকে লজ্জিত হইতে হইতেছে। উমিচাঁদ এই প্রকার প্রবঞ্চিত হওয়াতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া অবিলম্বে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছিল।

এ সমুদায় কম্পানির লাভ,তদ্ভিন্ন ক্লাইব সাহেবের নিজস্ব বিস্তর ছিল*। তিনি ও অন্যান্য কর্ম্মচারিরা যেরূপ অন্যায় করিয়া ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তৎকালে পার্লিয়েমেন্টের এক জন সভ্য তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

"কম্পানির কর্ম্মচারিরা যে বিপুল সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা যে সদুপায় দ্বারা উপার্জ্জিত হইয়াছে, তাহার আর প্রায় কিছুই সন্দেহ নাই। যদি তাহারদিগকে বল, তোমরা কি বল দ্বারা হিন্দুদিগের ধন হরণ করিয়াছ? তাহারা কহিবেক, যুদ্ধেতে এমন অধিকার আছে;—যদি বল তোমরা কি চাতুরী করিয়া অর্থলাভ করিয়াছ? তাহারা কহিবেক, ইহা আমারদিগের পরিশ্রমের পুরস্কার;—যদি বল তোমরা কি একচেটিয়া ব্যবসায় দ্বারা ধন-শোষণ করিয়াছ? তাহারা কহিবেক, ইহা বাণিজ্যের ফল। বলার্জ্জিত ধনের সহিত উপহারের, এবং লুটের সহিত পুরস্কারের এই সকল শাঠ্যোৎপন্ন বিভিন্নতা বিবেচনা করিয়া কম্পানির মহৈশ্বর্য্যশালি বণিকেরা তৃপ্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাহা ব্যবস্থাপকদিগের শ্রাব্য নহে‡"।

এইতো ইংরাজ জাতির এক প্রতিনিধির গুণ। কিন্তু দ্বিতীয় প্রতিনিধি হেসটিংসের পাপচরিত্রের সহিত তুলনা করিলে ক্লাইবের দোষ তাদৃশ গুরুতর বোধ হয় না। তিনি ভারতভূমি উচ্ছিন্ন দিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। তিনি অপহরণ করিয়াছেন, দস্যুতা করিয়াছেন, এবং নর-হত্যা, স্ত্রী-হত্যা ও শিশু-হত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছেন। তিনি অযোধ্যার নবাবের নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ প্রত্যাশায় নির্দ্দোষ রহিলাদিগের উচ্ছেদ সাধন নিমিত্ত প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকে নষ্ট করিয়াছেন। এই সংহার-কার্য্য এপ্রকার সম্পূর্ণ রূপে সম্পন্ন হইয়াছিল, যে যে সকল ইংরাজ কর্ম্মচারি ঐ ভয়ঙ্কর ব্যাপার সাধনে নিযুক্ত ছিল, তাহারদিগেরও তদ্দৃষ্টে হৃৎকম্প হইয়াছিল। কিন্তু হেসটিংসের হৃদয়ে কারুণ্য-রসের লেশমাত্র ছিল না। এই দুর্ভাগ্য নির্দ্দোষ রহিলা জাতি একেবারে উচ্ছিন্ন যাউক,তাহারদের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে দুঃসহ যন্ত্রণানলে দগ্ধ হউক, তাহারদিগের গৃহ-দাহ হইয়া সমুদায় ভস্মসাৎ হউক,আর তাহারদের পালিত পশু সকলই বা নষ্ট হউক, কিছুতেই তাঁহার পাষাণময় চিত্ত আর্দ্র হয় নাই। আপনার ও কম্পানির ধন লাভই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা হইলেই তিনি চরিতার্থ হইতেন।

দেখ, মোগল সম্রাটের মহারাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট ছিল, তন্মধ্যে তিনি দুটি প্রদেশ ইংরাজদিগের হস্তে রক্ষণার্থ অর্পণ করিয়াছিলেন, হেসটিংস তাহা গ্রহণ করিয়া অযোধ্যার নবাবকে বিক্রয় করিলেন। অযোধ্যার নবাবের পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর তাহার কতক বিষয় বিক্রয় করিয়া লইলেন, ও পূর্ব্বোক্ত দুই প্রদেশ পুনর্ব্বার হস্তগত করিলেন, পরে নবাব-পুত্র তৎপরিবর্ত্তে বারাণসী প্রদেশ প্রদানে স্বীকৃত হওয়াতে তাহা ফিরিয়া দিলেন। কাশী-রাজা নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক কর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলেন, তৎপরে হেসটিংস সাহেব তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া বল ও প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক কর ও দণ্ড স্বরূপে পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিক অর্থ গ্রহণ করিতে লাগিলেন, অবশেষ আপনার পাপের ভরা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত

* ক্লাইব সাহেব প্রধান নবাব। তৎকালে কতক গুলি ইংরাজ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া অন্যায় ও অপহরণ পূর্ব্বক রাশি রাশি ধন লাভ করিয়া ঐশ্বর্য্যশালি হইয়াছিল; তাহারা স্বদেশে গিয়া নবাব নামে খ্যাত হয়। তন্মধ্যে ক্লাইব সাহেব সর্ব্ব-প্রধান।

‡ তৎকালে কম্পানির কর্ম্মচারিরা ধন লুব্ধ হইয়া যে প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গলার লোক নিঃস্ব ও নিরন্ন হইয়া উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। মেকালে সাহেব লেখেন, "তাহারদের অত্যাচার সহ্য করা অভ্যাস পাইয়াছিল বটে, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তাহারা এমত অত্যাচার কখন সহ্য করে নাই।" এক মোসলমান গ্রন্থকর্ত্তা দুর্দ্দান্ত ইংরাজদিগের দারুণ উপদ্রব ও বাঙ্গালিদিগের দুরবস্থা ঘটনার প্রসঙ্গে দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহেন, "হে পরমেশ্বর! তোমার ব্যথিত ভৃত্যদিগের প্রতি অনুকূল হও, এবং তাহারা যে অত্যাচার সহ্য করিতেছে, তাহা হইতে তাহারদিগকে পরিত্রাণ কর।"

কাশী আক্রমণ করিলেন, তাহার রাজা চেৎসিংহকে অপমানিত ও পদচ্যুত করিলেন, স্বীয় সৈন্য দিয়া তাঁহার ধন লুট করাইলেন, এবং স্বাভিমত ব্যক্তি বিশেষকে রাজসিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া কাশীর ৪০০০০০০ চল্লিশ লক্ষ টাকা কর নির্দ্ধারিত করিলেন, ও তথাকার বিচার-কার্য্য কম্পানির কর্ম্মচারিদিগের অধীন করিয়া লইলেন।

হেস্‌টিংস সাহেব অযোধ্যার নবাবের উপর পুনঃ পুনঃ অত্যাচার করিয়া তাঁহাকে নির্দ্ধন ও শ্রীভ্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

কিঞ্চিৎ সম্পত্তি ছিল, তাহাও অপহরণ করণার্থ লোভ রিপুকে নিয়োজন করিলেন। তাহার এক বেগমের পুত্র তখন নবাব ছিল, হেস্‌টিংস সাহেব কুমন্ত্রণা করিয়া সেই পুত্রকে দিয়াই তাহার মাতা ও পিতামহীর অসম্ভ্রম ও ধন হরণ করাইলেন। তাহারদের ভূমি-সম্পত্তি সমুদায় অধিকার করিলেন, তাহারদের বাসস্থান আক্রমণ করিলেন, তাহারদের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিকে কারারুদ্ধ করিলেন, এবং নিঃশেষে সমুদায় ধন অপহরণ করিয়া হস্তগত করিলেন।

এই সকল অসহ্য অত্যাচার দেখিয়া যদি কেহ তাঁহার দোষোল্লেখ করিত, তবে হেস্‌টিংস নানা প্রকার ছল করিয়া, নানা প্রকার মিথ্যা অপবাদ দিয়া, ও কৃত্রিম সাক্ষি উপস্থিত করিয়া তাহাকে নষ্ট করিতেন। ইহা প্রসিদ্ধ আছে, যে কেবল এই কারণেই রাজা নন্দকুমারের প্রাণ-দণ্ড হইয়া ইংলণ্ড ভূমিকে অনপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি ও তাঁহার সহকারি কর্ম্মচারিরা প্রজাদিগকে যে প্রকার নিপ্পীড়ন করিয়াছেন,—প্রহার, কারারোধ ও অন্যান্য প্রকার দণ্ড দ্বারা যেরূপ দুঃসহ ক্লেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিরপেক্ষ নেত্রে বর্ণনা করা যায় না। ইংলণ্ডীয় কতক গুলি রাজপুরুষের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনার কথা কি কহিব? তাঁহারদের এ প্রকার পাষাণময় কঠোর হৃদয়, যে এমন দুঃশীল দুরাত্মার দোষ খণ্ডনার্থে এবং অপবাদ বিমোচনার্থ নানা প্রকার যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারদিগকেও অবশ্য পূর্ব্বোক্ত মহাপাপ সমুদায়ের ভাগি হইতে হইয়াছে। তাঁহারদিগের দেশীয় কোন মহাত্মা* এ বিষয়ে এই যথার্থ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। যথা "এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত অমনোযোগ দেখিয়া আমারদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির অন্তঃকরণে ক্রোধের উদ্রেক না হইবেক? ইহাতে কি ঐ পাপ কর্ম্ম করিতে তাঁহারদের স্পষ্ট অনুমতি প্রদান করা হইতেছে না? তাঁহারদিগের অপরাধি কর্ম্ম কর্ত্তারা যে সমুদায় দুষ্কর্ম্ম করিতেছে, তাঁহারা আপনারদিগকে কি তাহার অংশিরূপে স্বীকার করিতেছেন না? আমার বিষয় কি বলিব? যে দিন আমি এই ভূরি ভূরি ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রথম অবগত হইয়া আপনাকে তাহার প্রতীকার সম্পাদনে অসমর্থ দেখিলাম, সে দিন অতি অশুভ দিন জ্ঞান করিয়া পরিতাপে তাপিত হইয়াছি। ইহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ন্যায় আমার অন্তঃকরণে অবিরত অবভাসিত হইয়াছে, যে আমরা যে শক্তির সৃষ্টি করিয়াছি, তাহার অত্যন্ত অন্যায় নিয়োগ দ্বারা কত কত নগর উচ্ছিন্ন গিয়াছে, কত কত প্রদেশ নির্লোক হইয়াছে, কত কত মনুষ্য-জাতি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দুর্ভাগ্য হিন্দুদিগের ক্রন্দন-ধ্বনি আমার কর্ণ কুহরে প্রতিধ্বনিত হয়, এবং স্বপ্ন যোগে তাহারদের ক্ষত বিক্ষত শোণিতাক্ত প্রতিমূর্ত্তি সকল আমার হৃদয় ব্যাকুল করে।"

অবশেষে, ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষেরা হেস্‌টিংস সাহেবকে বিচারস্থলে আহ্বান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সাত বৎসর বিচারের পর যে তাঁহাকে নিষ্কৃতি প্রদান করেন, তাঁহারদের এ কলঙ্ক কিছুতেই অপনীত হইবার নহে। তাঁহারা তাঁহাকে নির্দ্দোষ মানিয়া এবং ইষ্টইণ্ডিয়া কম্পানি নামক বণিক্ সম্প্রদায় তাঁহার পাপের পুরস্কার স্বরূপ বিপুল বার্ষিক নির্দ্ধারিত

* Burke

করিয়া আপনারা তাঁহার অন্যায় দোষের ভাগি হইয়াছেন।

ইংরাজেরা যে দুর্জ্জয় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তি হইয়া ভারতভূমি অধিকার করিতে আরম্ভ করেন, ইহাই জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত তাঁহারদিগের প্রথমকার ব্যবহারের বিষয় যৎ কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিতে হইলে কত প্রকার-ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিতে হইত, কত আর্ত্তনাদের প্রতিনাদ করিতে হইত, কত হৃত-সর্ব্বস্ব ব্যক্তির চীৎকার রব ব্যক্ত করিতে হইত, কত অস্ত্রাহত শোণিতাক্ত শরীরের বর্ণনা করিতে হইত, কত স্তূপাকার ভয়ঙ্কর শব সমূহের বিবরণ করিতে হইত!

বস্তুতঃ পলাশির প্রসিদ্ধ যুদ্ধ অবধি সম্প্রতিকার শিখ সংগ্রাম পর্য্যন্ত ইংরাজেরা ভারতবর্ষে যত যুদ্ধ করিয়াছেন ও যত দেশ জয় করিয়াছেন, প্রায় সমুদায়ই অন্যায় পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহারা স্বার্থানুরোধে বল দ্বারা চীনেশ্বরের হিত-বাক্য অবহেলন পূর্ব্বক তাঁহার প্রজাদিগকে অহিফেণ রূপ বিষম বিষ ভক্ষণ করাইয়া কি মহাপাপই করিতেছেন! তাঁহারা চিরকালই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তি হইয়া চলিয়াছেন, এবং অদ্যাপি তদনুযায়ি ব্যবহার করিতেছেন; দুর্জ্জয় অর্জ্জনস্পৃহা তাঁহারদের সমুদায় সদ্বৃত্তিকে পরাভূত ও অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহারদের ভারতবর্ষ অধিকার ও শাসনের বৃত্তান্ত লিখিতে হইলে কুমন্ত্রণা, প্রতারণা, অত্যাচার এবং দুর্নিবার লোভের কার্য্যেরই বিবরণ করিতে হয়। ফলতঃ ভূমণ্ডলের যে খণ্ড বিদ্যা-জ্যোতিতে বিশিষ্ট রূপ পূর্ণ হইতেছে, এবং যাহাতে অন্যান্য সুসভ্য জাতিদিগের নিবাস, সেই খণ্ডে বাস করিয়া যাঁহারদের প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক পরদেশ আক্রমণ, ছলে বলে পরদ্রব্য গ্রহণ, একচেটিয়া বাণিজ্য সংস্থাপন প্রভৃতি অতিগর্হিত অবৈধ কার্য্য করিতে চক্ষুর্লজ্জাও হয় না, তাঁহারদের সদ্বৃত্তি ও সচ্চরিত্রের বিষয় আর কি বলা যাইবে* ?

ইংরাজেরা অধর্ম্ম সহকারে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন, এবং অধর্ম্ম সহকারে শাসন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অবশ্যই তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। অতএব যে সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে তাঁহারা ভারতভূমি অধিকার করিয়া তাহার উপর অত্যাচার করিতেছেন, সেই সকল মনোবৃত্তির প্রবলতা দ্বারা স্বদেশেরও অনেক প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হইয়া আসিতেছে। তথাকার রাজ-নিয়ম ও রাজপুরুষদিগের ব্যবহার অধর্ম্ম দোষে দূষিত হইয়া লোকের বিস্তর ক্লেশ উৎপন্ন করিয়াছে। কিন্তু ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে, যে পরাধীন লোকের অধর্ম্ম না থাকিলে স্বাধীনত্ব নষ্ট হয় না। আপনারদিগের শারীরিক দুর্ব্বলতা এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির হীনতাই তাহারদিগের এরূপ দুর্ঘটনার মূল কারণ। বোধ হয়, একজাতির উপরে অন্য জাতির অত্যাচার করিবার ক্ষমতা এই অভিপ্রায়ে প্রদত্ত হইয়া থাকিবেক, যে অত্যাচরিত জাতি নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া আপনারদিগের পরিত্রাণার্থ অধিকতর বল বীর্য্য প্রকাশে চেষ্টা করিবেক: কিন্তু ভয় হয়, কিজানি যদি ভারতবর্ষীয় লোকে পরমেশ্বরের অখণ্ড্য নিয়মের অত্যন্ত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এপৃথিবী অধিকার বা তাহাতে বাস করিবার অযোগ্য হইয়া থাকে। মনুষ্যের শারীরিক শক্তি প্রকাশ ও উৎসাহ-বিশিষ্ট শক্তিমান মানুষদিগের প্রভুত্ব ও রাজত্ব লাভই ঐশ্বরিক নিয়মের প্রথম উদ্দেশ্য বোধ হয়। কিন্তু মনুষ্য ধর্ম্মশীল জীব; ধর্ম্মের আয়ত্ত করিয়া স্বীয় শক্তি নিয়োজন না করিলে অবশ্যই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অধার্ম্মিক লোকে রাজ্য অধিকার করিতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বরের এই নিয়ম, যে তাহারা সুখ স্বচ্ছন্দে ভোগ করিতে পারে না।

---

* এস্থলে ইংরাজদিগের দুর্নীতির বিষয় যৎ কিঞ্চিৎ যাহা উক্ত হইল, পশ্চালিখিত প্রামাণিক গ্রন্থ সমুদায়ে তাহার বিবরণ আছে, যথা Macaulay's Essays. Taylor's British India &ca. Ledru Rollin's Decline of England. Cunningham's History of the Sikhs

যে মহাত্মার গ্রন্থানুসারে এই প্রস্তাব লিখিত হইতেছে, তিনি এই প্রকার অনুমান করিয়া লিখিয়াছেন, যে "আমি ভরসা করি, আর এক শত বৎসর অতীত না হইতেই পরমেশ্বরের ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম-প্রণালীর জ্ঞান লাভ বিষয়ে ব্রিটেনীয় লোক-সাধারণের এ প্রকার উন্নতি হইবেক, এবং তাহাতে তাহারদিগের এ প্রকার গাঢ়তর প্রত্যয় জন্মিবেক, যে রাজপুরুষেরা আপনারদিগের ভারতরাজ্যাধিকার হিন্দু ও ইংরাজ উভয় জাতিরই অনিষ্ট-জনক বোধ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিবেন, অথবা ধর্ম্মানুগামি হইয়া কেবল হিন্দুদিগের উপকার উদ্দেশে উক্ত রাজ্য পালন করিবেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে ইতি পূর্ব্বেই ইহা সম্পন্ন হইয়াছে; ভারতবর্ষ ইংরাজদিগের অধিকারে যে প্রকার সুখ সৌভাগ্যের আলয় হইয়াছে, স্বকীয় রাজাদিগের অধীন থাকিতে সেরূপ কখনই হয় নাই। কিন্তু কেবল ইংরাজদিগের কথা প্রমাণে এ বিষয় অবধারিত করা যায় না; পরাধীন লোকদিগের বাক্য দ্বারা ইহা কখনও সপ্রমাণ হইতে শুনা যায় নাই। বিশেষতঃ ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যে আমরা হিন্দুদিগকে পরাধীন জাতি বিবেচনা করিয়া শাসন করি, এবং তদনুসারে তাহারদিগকে সমুদায় উচ্চ উচ্চ সম্ভ্রান্ত পদ লাভে বঞ্চিত রাখি। যথার্থ ধর্ম্মানুসারে ভারতবর্ষ শাসন করিতে হইলে, তত্রত্য লোকদিগকে পরমেশ্বরের প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপ শিক্ষা দিতে হয়, এবং যাহাতে তাহারদের তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা ও তৎ পালনে প্রবৃত্তি হয় এইরূপে প্রস্তুত করিতে হয়; রাজ্যের বিচার-কার্য্যে তাহারদিগকে নিযুক্ত করিতে হয়; তাহারদিগকে ও ইংরাজদিগকে সমান পদ ও সমান ক্ষমতা প্রদান করিতে হয়, এবং যাহাতে তাহারা বুদ্ধিমান্, স্বাধীন ও ধর্ম্মশীল হয় তাহার উপায় করিতে হয়। যদি কখনও আমরা তাহারদিগকে এই প্রকার সৌভাগ্যশালি করি, এবং তাহারদের প্রতি কেবল ন্যায় ও দয়ানুযায়ি ব্যবহার করিয়া তৃপ্ত থাকি, তবে তদ্দ্বারা আমারদিগের প্রতি তাহারদিগের সম্প্রীতি ও সমাদর প্রকাশ হইয়া তখন আর তথায় আমারদের সৈন্য সংস্থাপনের আবশ্যকতা থাকিবে না, অথচ আমরা বাণিজ্য-সম্পন্ন সমুদায় লাভ প্রাপ্ত হইতে পারিব। যদবধি ব্রিটেনীয় রাজ-পুরুষেরা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়মে অবিশ্বাস করিয়া ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী রক্ষা করিবেন, তদবধি স্বদেশের রাজ-নিয়মও কখন সম্পূর্ণ রূপ দোষ-শূন্য হইবেক না। আর যদবধি ঐ সমুদায় নিয়ম অধর্ম্ম দোষে দূষিত থাকিবেক, তদবধি ব্রিটেন ভূমির প্রচলিত ধর্ম্ম কেবল বাক্যময় রজ্জু স্বরূপ হইবেক, সুতরাং তদ্দ্বারা প্রজাদিগকে ধর্ম্ম বন্ধনে বদ্ধ রাখিবার চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল হইবেক; তাহার ধন-সম্পত্তি কেবল আপনার পাশ স্বরূপ হইবেক, এবং তাহার সামর্থ্য রূপ দারুগর্ভে এমন বিষম ঘুণ গুপ্ত থাকিবেক, যে সে সকল বল ক্ষয় করিয়া ব্রিটেনীয় রাজ্যকে অধর্ম্ম-পালিত বিনষ্ট রাজ্য সমুদায়ের মধ্যে গণ্য করিবেক।"

এক্ষণে যাহাতে মহাত্মা কুম্ব সাহেবের এই শেষোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পন্ন না হয়, ইংরাজদিগের তাহা চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার পূর্ব্বক রাজ্য শাসন বিষয়ে পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের শুভকর নিয়ম পালন ব্যতিরেকে ইহার আর উপায়ান্তর নাই।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

প্রথমখণ্ডং

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ

ইদং বাঅগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ।
সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং।
সবাএষমহানজআত্মাজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ॥

এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এই জগৎ উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে, হে প্রিয় শিষ্য! কেবল একমাত্র, অদ্বিতীয়, সৎস্বরূপ,

পরব্রহ্মই ছিলেন। তিনি জন্মবিহীন, মহানাত্মা; তিনি অজর, অমর, নিত্য ও অভয়।

> সতপোঽতপ্যত সতপস্তপ্ত্বা ইদং
> সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ ॥

তিনি বিশ্ব সৃজনের বিষয় আলোচনা করিলেন, আলোচনা করিয়া তিনি এই সমুদায় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন।

> এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
> খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥

এই পুরুষ হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ বায়ু জ্যোতি, জল, ও ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুর আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়।

> ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
> ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইঁহার ভয়ে মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

ইতি প্রথমখণ্ডে দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ।

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

একচত্বারিংশৎ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

১২ সংখ্যক পত্রিকার ১৮৫ পৃষ্ঠার পর

স্বভাব-কোপন তেজস্বী শৃঙ্গী কৃশের নিকট পিতার মৃত সর্প বহন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কোপানলে জ্বলিত হইয়া উঠিলেন, এবং কৃশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রিয়বাক্যে সম্বোধিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! কি নিমিত্ত আমার পিতা স্কন্ধে মৃত সর্প ধারণ করিতেছেন। কৃশ কহিলেন রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় ভ্রমণ করিতে করিতে তোমার পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। শৃঙ্গী কহিলেন, হে কৃশ! আমার পিতা রাজা পরীক্ষিতের কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন, স্বরূপ বর্ণন কর। পরে আমি আপন তপস্যার বল দেখাইব।

কৃশ কহিলেন, অভিমন্যুতনয় রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়ারসে ব্যাসক্ত হইয়া একাকী অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। এক মৃগ তাঁহার বাণে বিদ্ধ হইয়া পলায়ন করিলে রাজা তাহার অন্বেষণার্থে বনে বনে ভ্রমন করিয়া পরিশেষে এই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ও নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তোমার পিতাকে পলায়িত মৃগের কথা বারম্বার জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। তোমার পিতা মৌনব্রতাবলম্বী, অতএব কিছুই প্রত্যুত্তর দিলেন না। রাজা তাহাতে রুষ্ট হইয়া অটনী দ্বারা তাঁহার স্কন্ধে মৃত সর্প ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। তোমার পিতা তদবধি তদবস্থই আছেন, রাজা নিজধানী হস্তিনা পুর প্রস্থান করিয়াছেন।

এই রূপে পিতৃস্কন্ধে মৃত সর্প ক্ষেপণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ঋষি-কুমার শৃঙ্গী ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইলেন। তাঁহার নয়ন যুগল লোহিত বর্ণ হইল। শৃঙ্গী ক্রোধে অন্ধ হইয়া আচমন পূর্ব্বক এই বলিয়া রাজাকে শাপ প্রদান করিলেন " যে রাজকুলাধম, মৌনব্রতপরায়ণ বৃদ্ধ পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প ক্ষেপণ করিয়াছে, অতিতীক্ষ্ণ-তেজাঃ তীক্ষ্ণ বিষ সর্পরাজ তক্ষক আমার বচনানুসারে অতিক্রুদ্ধ হইয়া সপ্তরাত্রের মধ্যে সেই কুরুকুলের অকীর্ত্তিকর, ব্রাহ্মণের অপমানকারী, পাপিষ্ঠ দুরাচারকে যমালয়ে লইয়া যাইবেক "।

শৃঙ্গী ক্রোধভরে রাজা পরীক্ষিৎকে এই শাপ প্রদান করিয়া গোষ্ঠস্থিত পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তথায় পিতার স্কন্ধে মৃত ভুজগ অবলোকন করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কোপাবিষ্ট হইলেন এবং দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে পিতাকে কহিলেন, হে পিতঃ! কুরুকুলাধম পরীক্ষিৎ তোমার যেরূপ অপমান করিয়াছিল, আমি ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে তদুপযুক্ত এই ভয়ানক শাপ দিয়াছি, যে সর্পশ্রেষ্ঠ তক্ষক সপ্তম দিবসে তাহাকে যমালয়ে লইয়া যাইবেক।

শমীক ঋষি ক্রোধান্ধ পুত্রের এই রূপ

উগ্র বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,বৎস। তুমি যে কর্ম্ম করিয়াছ ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম না। ইহা তপস্বির ধর্ম্ম নহে। আমরা সেই রাজার অধিকারে বাস করি,তিনি ন্যায়পথাবলম্বী হইয়া আমারদের রক্ষা করিতেছেন, কোন অন্যায় আচরণ দেখিতেছি না। সৎপথাবলম্বী রাজা কদাচিৎ কোন অপরাধ করিলেও অস্মাদৃশ লোকের ক্ষমা করা উচিত। ধর্ম্মকে নষ্ট করিলে ধর্ম্ম আমারদিগকে নষ্ট করেন সন্দেহ নাই। দেখ যদি রাজা রক্ষণাবেক্ষণ না করেন,তবে আমারদের ক্লেশের আর পরিসীমা থাকে না,তখন আর ইচ্ছানুরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারি না, ধর্ম্ম-পরায়ণ রাজারা আমারদের রক্ষা করেন,তাহাতেই আমরা নির্বিঘ্নে বহুল ধর্ম্মোপার্জন করি। সেই উপার্জিত ধর্ম্মে ধর্ম্মতঃ রাজাদিগের ভাগ আছে। অতএব রাজা অপরাধ করিলে ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ রাজা পরীক্ষিৎ স্বীয় পিতামহ পাণ্ডুর ন্যায় আমারদিগের রক্ষা করিতেছেন। প্রজাপালন রাজার প্রধান ধর্ম্ম। সেই মহাত্মা অদ্য ক্ষুধার্ত্ত ও শ্রান্ত হইয়া আমার মৌনব্রত ধারণের বিষয় না জানিয়াই এই কর্ম্ম করিয়াছেন। দেশ অরাজক হইলে নিয়ত নানা দোষ জন্মে। লোক সকল উচ্ছৃঙ্খল হইলে রাজা দণ্ড বিধান দ্বারা শাসন করেন। দণ্ডভয়েই পুনর্ব্বার শান্তি স্থাপন হয়। ভয়ে উদ্বিগ্ন হইলে কেহ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে না। ভয়ে উদ্বিগ্ন হইলে কেহ ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে পারে না। রাজা ধর্ম্ম স্থাপন করেন, ধর্ম্ম হইতে স্বর্গ স্থাপিত হয়। রাজার প্রভাবেই যাবতীয় যজ্ঞ ক্রিয়া নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হয়,অনুষ্ঠিত যজ্ঞক্রিয়া দ্বারা দেবতাদিগের প্রীতি জন্মে। দেবতা হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে শস্য, শস্য হইতে মনুষ্যদিগের প্রাণ ধারণ হয়। অতএব অভিষেকাদি-গুণ-সম্পন্ন রাজা মনুষ্যদিগের বিধাতা স্বরূপ। ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন, রাজা দশ শ্রোত্রিয় সমান মান্য। সেই রাজা অদ্য ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আমার মৌন ব্রতধারণের বিষয় না জানিয়াই এরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তুমি বালস্বভাব-সুলভ-অবিমৃষ্যকারিতা-পরবশ হইয়া কি নিমিত্ত সহসা এরূপ দুষ্কর্ম্ম করিলে। রাজা কোন ক্রমেই আমারদিগের শাপ-দান-যোগ্য নহেন।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অদ্য ২৯ বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক, তাহাতে গত বর্ষীয় সমুদায় কর্ম্ম সাধারণরূপে সভ্যগণকে অবগত করা যাইবেক, অতএব সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

গত ১০ বৈশাখ মঙ্গলবাসরীয় বিশেষ সভাতে সভ্যেরা শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দত্ত মহাশয়কে এই সভার গ্রন্থাধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে আগরা স্থিত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তত্ত্ববোধিনী সভার দাতব্য স্বরূপ দেড় টাকা প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু সভ্যদিগের নাম নিদর্শন পুস্তকে ঐ স্থানে ঐ নামক ব্যক্তির নির্দেশ না থাকাতে সন্দিগ্ধ হইয়া বিজ্ঞাপন করিতেছি যে মুদ্রা প্রদাতা মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক ত্বরায় পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রিকাতে যাঁহারদিগের মাসিক দাতব্য বৃদ্ধির বিজ্ঞাপন হইয়াছে তদতিরিক্ত শ্রীযুক্ত বিনোদিলাল বসাক, শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু, শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন দত্ত, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নীলকমল মিত্র মহাশয়েরা স্বীয় স্বীয় মাসিক দাতব্য বৃদ্ধি করিয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৭। ৯। ১৩ এই কয় সংখ্যার প্রয়োজন হইয়াছে, অতএব যিনি উক্ত কয়েক সংখ্যার এক এক খণ্ড সভার কার্য্যালয়ে প্রদান করিবেন, তাঁহাকে তাহার প্রত্যেকের মূল্য এক এক টাকা দেওয়া যাইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বিতীয় কল্পের চতুর্থ ভাগ প্রস্তুত হইয়াছে তাহার মূল্য পাঁচ টাকা।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তকের মূল্য

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বিতীয় কল্পের

প্রথম ভাগ ৫
ঐ দ্বিতীয় ভাগ ৫
ঐ তৃতীয় ভাগ ৫
ঐ চতুর্থ ভাগ ৫
ঋগ্বেদ সংহিতা পুস্তক ১
বস্তু বিচার .... ।০
পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন .... ।০
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা .... ।০
বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ .... ।।০
সংস্কৃত পাঠোপকারক .... ।৶০
ভূগোল .... ।।০
পদার্থ বিদ্যা .... ।।০
বর্ণমালা ৴০
ইংরাজি ভাষায় শ্রুতি প্রভৃতি .... ।।০
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধির কতিপয় অধ্যায় ও অন্য অন্য বিষয় .... ।০
বেদান্তিক ডাক্ট্রিন্স বিণ্ডিকেটেড্ .... ।৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক .... ।০
পৌত্তলিক প্রবোধ .... ।৵০
কঠোপনিষৎ ৶০

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

আরেবিয়ান্ নাইট্ পুস্তক।

আরেবিয়ান্ নাইট্ নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থ হইতে শ্রীযুক্ত নীলমণি বসাখ কর্ত্তৃক বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া তাহার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড পুস্তক তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। তাহার প্রত্যেকের মূল্য এক এক টাকা। যাঁহার প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন

আগামী ৫ জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতঃকালে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ২৯ [illegible] রবিবার সম্বৎ ১৯০৮। কলিগতাব্দঃ ৪৯৫২
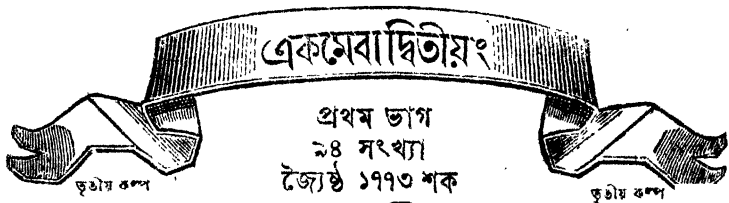
অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য একাদশানুবাকে পঞ্চমং সূক্তং

নোধা গৌতমঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ
ইন্দ্রোদেবতা

৭০৯

১ প্রমন্মহে শবসানায় শূষমা-
ঙ্গূষং গির্ব্বণসে অঙ্গিরস্বৎ। সুবৃ-
ক্তিভিঃ স্তুবতঋগ্মিয়ায়ার্চামার্কং
নরে বিশ্রুতায়।

১ 'শবসানায়' বলমিবাচরতে যথা বলং শত্রূন্ হন্তি তথা শত্রূণাং হন্তা ইত্যর্থঃ 'গির্ব্বণসে' গীর্ভিস্তুতিলক্ষণৈর্ব্বচোভিঃ সম্ভজনীয়ায় এবম্ভূতায় ইন্দ্রায় 'শূষং' সুখহেতুভূতং 'আঙ্গূষং' স্তোত্রং 'অঙ্গিরস্বৎ' অঙ্গিরস ইব যথা স্তোতারঃ 'প্রমন্মহে' প্রকর্ষেণাবগচ্ছামঃ। অবগত্য চ 'সুবৃক্তিভিঃ' সুষ্ঠ্বাবর্জকৈঃ স্তুত্যাভিমুখীকরণসমর্থৈঃ স্তোত্রৈঃ 'স্তুবতে' স্তুবতা স্তোত্রং কুর্ব্বতা ঋষিণা 'ঋগ্মিয়ায়' স্তূয়মানায় 'নরে' সর্ব্বেষাং নেত্রে 'বিশ্রুতায়' প্রখ্যাতায় এবম্ভূতায় ইন্দ্রায় 'অর্কং' মন্ত্ররূপং স্তোত্রং 'অর্চাম' পূজয়াম উচ্চারয়াম ইত্যর্থঃ।

১ শত্রুঘাতী, স্তুতি বাক্যদ্বারা সম্ভজনীয় ইন্দ্রের নিমিত্ত আমরা অঙ্গিরা ঋষির ন্যায় সুখের কারণ স্বরূপ স্তোত্র অবগত হই। অবগত হইয়া অনুকূলকরণ কুশল স্তুতি দ্বারা স্তবকারী ঋষি কর্তৃক স্তূয়মান, সকলের নিয়ন্তা, বিখ্যাত ইন্দ্রের অর্চনার্থে মন্ত্ররূপ স্তব উচ্চারণ করি।

৭১০

২ প্র বো মহে মহি নমো ভরধ্ব-
মাঙ্গূষ্যং শবসানায় সাম। যেনা
নঃ পূর্ব্বে পিতরঃ পদজ্ঞা অর্চন্তো-
অঙ্গিরসো গা অবিন্দন্।

২ হে ঋত্বিজঃ 'বঃ' যূয়ং 'মহে' মহতে 'শবসানায়' অতিবলায় এবম্ভূতায় তস্মৈ ইন্দ্রায় 'মহি' মহৎ প্রৌঢ়ং 'নমঃ' স্তোত্রং 'প্র-ভরধ্বং' প্রকর্ষেণ সম্পাদয়ত। কিং তৎ স্তোত্রমিত্যাহ 'আঙ্গূষ্যং' আঘোষযোগ্যং 'সাম' রথন্তরাদিসাম তন্নিষ্পন্নমিত্যর্থঃ। 'যেনা' যেন ইন্দ্রেণ 'নঃ' অস্মাকং 'পিতরঃ' পিতৃবিশেষাঃ 'পূর্ব্বে' পূর্ব্বপুরুষাঃ 'অঙ্গিরসঃ' পণিনাম্না অসুরেণাপহৃতানাং গবাং 'পদজ্ঞাঃ' সন্তঃ তং 'অর্চন্তঃ' পূজয়ন্তঃ 'গাঃ' 'অবিন্দন্' অলভন্ত।

২ হে ঋত্বিক সকল! তোমরা মহৎ, বলিষ্ঠ ইন্দ্রের উদ্দেশে আঘোষযোগ্য সাম নিষ্পন্ন অতিমহৎ নমস্কার উত্তমরূপে সম্পন্ন কর, যে ইন্দ্রের দ্বারা আমারদিগের পূর্ব্ব পিতৃপুরুষ অঙ্গিরস্ ঋষিরা পণি নামক অসুর কর্তৃক অপহৃত গো-

দিগের স্থান অবগত হইয়া তাঁহাকেই পুজাকরত সেই সকল গো লাভ করিয়াছিলেন।

৭১১

৩ ইন্দ্রস্যাঙ্গিরসাং চেষ্টৌ বিদৎ সরমা তনয়ায় ধাসিং। বৃহস্পতির্ভিনদদ্রিং বিদদ্গাঃ সমুস্রিয়াভির্বাবশন্ত নরঃ।

৩ 'ইন্দ্রস্য' 'অঙ্গিরসাং' ঋষীণাং 'চ' 'ইষ্টৌ' প্রেষণে সতি 'সরমা' দেবশুনী 'তনয়ায়' স্বপুত্রায় 'ধাসিং' অন্নং 'বিদৎ' অবিন্দৎ। তয়া গোষু নিবেদিতাসু 'বৃহস্পতিঃ' বৃহতাং দেবানাং অধিপতিঃ ইন্দ্রঃ 'অদ্রিং' অদ্রারং অসুরং 'ভিনৎ' অবধীৎ তেনাপহৃতাঃ 'গাঃ' 'বিদৎ' অলভত। ততঃ 'নরঃ' নেতারঃ দেবাঃ 'উস্রিয়াভিঃ' গোভিঃ সহ 'সং বাবশন্ত' ভৃশং হর্ষশব্দমকুর্বন্।

৩ ইন্দ্র এবং অঙ্গিরা ঋষিদিগের প্রেরিত হইয়া দেব শুনী* স্বীয় পুত্রদিগের নিমিত্তে অন্ন লাভ করিয়াছিল; সেই কুক্কুরী দ্বারা গো সকল অবগত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র হিংসক অসুরকে বধ করিয়াছিলেন এবং গো সকল লাভ করিয়াছিলেন ‡, তাহার পর দেবতারা গো সকলের সহিত পুনঃ পুনঃ হর্ষ ধ্বনি করিয়াছিলেন।

৭১২

৪ সসুষ্টুভা সস্তুভা সপ্ত বিপ্রৈঃ স্বরেণাদ্রিং স্বর্য্যোনবগ্বৈঃ। সরণ্যুভিঃ ফলিগমিন্দ্র শক্র বলং রবেণ দরয়োদশগ্বৈঃ।

৪ অঙ্গিরসো দ্বিবিধাঃ সত্রযাগং অনুতিষ্ঠন্তোযে নবভির্মাসৈঃ সমাপ্য গতাস্তে নবগ্বাঃ তৈঃ 'নবগ্বৈঃ' যে দশভির্মাসৈঃ সমাপ্য জগ্মুস্তে দশগ্বাঃ তৈঃ 'দশগ্বৈঃ' তাদৃশৈরুভয়বিধৈঃ 'বিপ্রৈঃ' 'সরণ্যুভিঃ' শোভনাং গতিং ইচ্ছদ্ভিঃ 'সপ্ত' সপ্তসংখ্যাকৈঃ এবম্ভূতৈরঙ্গিরোভিঃ 'সুষ্টুভা' শোভনস্তোভযুক্তেন 'স্বরেণ' উদাত্তাদিপ্রত্যস্বরোপেতেন 'স্তুভা' স্তোত্রেণ 'স্বর্য্যঃ' সুষ্ঠু প্রাপ্যঃ 'হে' 'শক্র' শক্তিমন 'ইন্দ্র' এবম্ভূতঃ 'সঃ' ত্বং 'অদ্রিং' আদরণীয়ং বজ্রেণ ছেত্তব্যং 'ফলিগং' ফলি স্বচ্ছমুদকং তদ্গচ্ছত্যাধারত্বেন ফলিগঃ এবম্ভূতং 'বলং' মেঘং 'রবেণ' গর্জিতেন শব্দেন 'দরয়ঃ' অভায়য়ঃ। 'সঃ' পাদপূরণঃ।

৪ শোভন গতি প্রাপ্তির ইচ্ছা বিশিষ্ট সপ্ত সংখ্যক নবগ্ব * দশগ্ব ‡ উভয় প্রকার অঙ্গিরস্ বিপ্রদিগের শোভন স্তোভযুক্ত, উদাত্তাদি স্বরোপেত, স্তবদ্বারা লভনীয় যে তুমি, হে শক্তিমন্ ইন্দ্র! তুমি বজ্রদ্বারা ছেদনীয়, নির্ম্মল জলের আধার স্বরূপ মেঘকে স্বীয় শব্দ দ্বারা ভয় দেখাও।

৭১৩

৫ গৃণানো অঙ্গিরোভির্দস্ম বিবরুষসা সূর্য্যেণ গোভিরন্ধঃ। বিভূম্যাঅপ্রথয়ইন্দ্র সানু দিবোরজউপরমস্তভায়ঃ ।১।৫।১।

৫ হে 'দস্ম' দর্শনীয় 'ইন্দ্র' ত্বং 'অঙ্গিরোভিঃ' ঋষিভিঃ 'গৃণানঃ' স্তূয়মানঃ সন্ 'উষসা' 'সূর্য্যেণ' চ সহ 'গোভিঃ' কিরণৈঃ 'অন্ধঃ' অন্ধকারং 'বিবঃ' বাবৃণোঃ ব্যনাশয় ইত্যর্থঃ। তথা হে 'ইন্দ্র' ত্বং 'ভূম্যাঃ' পৃথিব্যাঃ 'সানু' সমুচ্ছ্রিতপ্রদেশং 'বি-অপ্রথয়ঃ' বিশেষেণ বিস্তীর্ণমকরোঃ বিষমামিমাং সমাং কৃতবানিত্যর্থঃ। তথা 'দিবঃ' অন্তরিক্ষস্য 'রজঃ' রজসোলোকস্য 'উপরং' উপ্তং মূলপ্রদেশং 'অস্তভায়ঃ' অস্তভ্নাঃ যথান্তরিক্ষস্য মূলং দৃঢ়ং ভবতি তথা অকার্ষীরিত্যর্থঃ ।১।৫।১।

৫ হে দর্শনীয় ইন্দ্র! তুমি অঙ্গিরস্ ঋষি সকল কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া উষা এবং সূর্য্যের সহিত কিরণ দ্বারা অন্ধকার বিনাশ করিয়াছিলে। হে ইন্দ্র! তুমি পৃথিবীর উচ্চ প্রদেশ বিস্তীর্ণ করিয়াছিলে. আর

---

* দেবলোকস্থিত কুক্কুরী।

‡ এস্থানে এই উপাখ্যান আছে। পণিনামক অসুর কর্ত্তৃক গো সকল অপহৃত হইলে ইন্দ্র তাহারদিগের অন্বেষণার্থ দেবশুনীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; সেই কুক্কুরী দ্বারা ইন্দ্র তাহার সংবাদ অবগত হইয়া সেই অসুরকে নষ্ট করিয়া গো সকল লাভ করিয়াছিলেন।

* নয় মাসে সত্র যাগ সমাপন করিয়া যাঁহারা গমন করেন তাঁহারদের নাম নবগ্ব।

‡ দশ মাসে সত্র যাগ সমাপন করিয়া যাঁহারা যান তাঁহারা দশগ্ব।

রজোলোক অন্তরিক্ষের মূল প্রদেশ যে প্রকারে দৃঢ় হয় সেই রূপ করিয়াছিলে ।১।৫।১।

৭১৪

৬ তদ্ প্রষক্ষতমমস্য কর্ম্ম দস্মস্য চারুতমমস্তি দংসঃ। উপহ্বরে যদুপরা অপিম্বন্মধ্বর্ণসো নদ্যশ্চতস্রঃ।

'কর্ম্ম' 'প্রসক্ষতমং' অতিশয়েন পূজ্যং 'দংসঃ' তদেব কর্ম্ম 'চারুতমং' অতিশয়েন শোভনং 'অস্তি'। কিং তদ্ ইত্যত আহ। অয়মিন্দ্রঃ 'উপহ্বরে' উপহ্বর্ত্তব্যে গহ্বরে পৃথিব্যাঃ সমীপদেশে 'উপরাঃ' উপর্য্যাঃ স্থাপিতাঃ 'মধ্বর্ণসঃ' মধুরোদকাঃ 'চতস্রঃ' 'নদ্যঃ' প্রধানভূতাঃ গঙ্গাদিনদীঃ 'অপিম্বৎ' অসিঞ্চদিতি। 'যৎ' এতৎ কর্ম্ম তদন্যেন কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ পূজ্যমিত্যর্থঃ।

৬ দর্শনীয় ইন্দ্রের এই অতি পূজনীয় এই অতি শোভনতম কর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে, যে তিনি পৃথিবীতে স্থাপিত, মধুর জলবিশিষ্ট, গঙ্গাদি চারি সংখ্যক নদীতে জল সিঞ্চন করিয়াছেন।

৭১৫

৭ দ্বিতা বিবব্রে সনজা সনীডে অয়াস্যঃ স্তবমানেভিরর্কৈঃ। ভগো ন মেনে পরমে ব্যোমন্নধারয়দ্রোদসী সুদংসাঃ।

৭ 'অয়াস্যঃ' যাসঃ প্রযত্নঃ তৎসাধ্যঃ যাস্যঃ ন যাস্যঃ অযাস্যঃ যুদ্ধরূপৈঃ প্রযত্নৈঃ সাধয়িতুমশক্য ইত্যর্থঃ। কথং সাধ্যত ইত্যত আহ 'স্তবমানেভিঃ' স্তোত্রং কুর্ব্বদ্ভিঃ পুরুষৈঃ 'অর্কৈঃ' স্তুতিরূপৈর্মন্ত্রৈঃ স্তূয়মানঃ সন্ ইন্দ্রঃ সুসাধ্যো ভবতি। স্তূয়মানঃ সন্ ইন্দ্রঃ 'সনজা' সনস্ত্রে নিত্যজাতে সর্ব্বদা বিদ্যমানস্বভাবে ইত্যর্থঃ 'সনীডে' সমানং নীড়ং ওকো নিবাসস্থানং যয়োস্তে সংলগ্নে ইত্যর্থঃ এবংবিধে দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'দ্বিতা' দ্বিধা 'বিবব্রে' বিবৃতে অকরোৎ ভেদেনাস্থাপয়ৎ ইত্যর্থঃ। 'মেনে' মননীয়ে 'পরমে' উৎকৃষ্টে 'ব্যোমন্' ব্যোম্নি নভসি বর্ত্তমানঃ 'ভগঃ' সূর্য্যঃ 'ন' ইব 'সুদংসাঃ' শোভনকর্ম্মা ইন্দ্রঃ 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'অধারয়ৎ' অবধারয়ৎ অপোষয়ৎ ইত্যর্থঃ।

৭ স্তবকারি পুরুষদিগের কর্ত্তৃক স্তুতি মন্ত্র দ্বারা স্তূয়মান হইলে ইন্দ্র সাধন যোগ্য হয়েন, তিনি যুদ্ধরূপ প্রযত্ন দ্বারা সুসাধ্য নহেন। ইন্দ্র স্তূয়মান হইয়া সর্ব্বদা বিদ্যমান, একাধারে স্থিত, দ্যুলোক ও পৃথিবীকে পৃথক করিয়া স্থাপিত করিয়াছেন। অতি মননীয় ও উৎকৃষ্ট যে আকাশ তৎস্থিত সূর্য্য যেমন দ্যুলোক ও ভূলোককে পোষণ করে তদ্রূপ শোভন কর্ম্মকারী ইন্দ্র এই দুই লোককে পোষণ করিয়াছেন।

৭১৬

৮ সনাদ্দিবং পরি ভূমা বিরূপে পুনর্ভুবা যুবতী স্বেভিরেবৈঃ। কৃষ্ণেভিরক্তোষা রুশদ্ভির্ব্বপুর্ভিরাচরতো অন্যান্যা।

৮ 'বিরূপে' শুক্লকৃষ্ণত্বয়া বিষমরূপে 'পুনর্ভুবা' পুনঃ পুনঃ প্রতিদিনং সঞ্জায়মানে 'যুবতী' তরুণ্যৌ এতন্মূতে রাত্র্যুষসৌ 'দিবং' দ্যুলোকং 'ভূমা' ভূমিং চ 'সনাৎ' চিরকালাদারভ্য 'স্বেভিঃ' স্বকীয়ৈঃ 'এবৈঃ' গমনৈঃ 'পরি চরতঃ' পর্য্যাবর্ত্তেতে। তদেব স্পষ্টী ক্রিয়তে 'অক্তা' রাত্রিঃ 'কৃষ্ণেভিঃ' অন্ধকাররূপৈর্ব্বর্ণৈরুপলক্ষিতা 'উষাঃ' চ 'রুশদ্ভিঃ' দীপ্যমানৈঃ 'বপুর্ভিঃ' স্বশরীরভূতৈস্তেজোভিরুপলক্ষিতা 'অন্যান্যা' পরস্পরব্যতিহারেণ 'আ' চরতঃ আবর্ত্তেতে। হে ইন্দ্র এতৎ সর্ব্বং ত্বয়ৈব কার্য্যতে।

৮ রূপেতে পরস্পর বিভিন্ন, প্রত্যহ জায়মান এবং যৌবন বিশিষ্ট রাত্রি আর উষা চিরকাল যাবৎ স্বীয় স্বীয় গমন দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে পরিচরণ করিতেছে। কৃষ্ণ বর্ণ দ্বারা রাত্রি আর দীপ্যমান শরীর দ্বারা উষা পরে পরে প্রবর্ত্ত হইতেছে।

৭১৭

৯ সনেমি সখ্যং স্বপস্যমানঃ সূনুর্দাধার শবসা সুদংসাঃ। আ-

মাস্ চিদ্দধিষে পক্বমন্তঃ পযঃ কৃ-
ষ্ণাসু রুশদ্রোহিণীষু ।

৯ 'স্বপস্যমানঃ' স্বপঃ শোভনং কর্ম্ম তদিবাচরন 'শবসা' শবসঃ বলস্য 'সূনুঃ' পুত্রঃ অতি বলবান্ ইত্যর্থঃ 'সুদংসাঃ' শোভনকর্ম্মযুক্তঃ ইন্দ্রঃ 'সত্যং' যজমানানাং সখিত্বং 'সনেমি' পুরাণং 'দাধার' ধারযতি পোষযতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'আমাসু' আদ্রাসু অপরিপক্বাসু গোষু 'চিৎ' 'চ' 'অন্তঃ' মধ্যে 'পক্বং' পরিপক্বং 'পযঃ' 'দধিষে' ধারযসি তথা 'কৃষ্ণাসু' কৃষ্ণবর্ণাসু 'রোহিণীষু' লোহিতবর্ণাসু গোষু চ তদ্বিপরীতং 'রুশৎ' দীপ্যমানং শ্বেতবর্ণং পযঃ দধিষে।

৯ সদাচারী, বলবান্, শোভন কর্ম্ম যুক্ত ইন্দ্র যজমানদিগের পুরাতন সখিত্ব পালন করেন। হে ইন্দ্র! তুমি অপরিপক্ক গো সকলেতেও পরিপক্ক দুগ্ধ স্থাপন কর, এবং কৃষ্ণ বর্ণ, ও লোহিত বর্ণ গো সকলেতেও অতি উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ দুগ্ধ স্থাপন কর।

৭১৮

১০ সনাৎ সনীলা অবনীরবাতা-
ব্রতা রক্ষন্তে অমৃতাঃ সহোভিঃ।
পুরু সহস্রা জনযো ন পত্নীর্দুব-
স্যন্তি স্বসারো অহ্রযাণং॥১।৫।২॥

১০ 'সনাৎ' চিরকালাদারভ্য 'সনীলাঃ' সমাননিবাসস্থানাঃ 'অবাতাঃ' বাতং গমনং তদ্রহিতাঃ এবম্ভূতাঃ 'অবনীঃ' অঙ্গুলযঃ 'পুরু' পুরূণি বহূনি 'সহস্রা' সহস্রসংখ্যাকানি 'ব্রতা' ব্রতানি ইন্দ্রসম্বন্ধীনি কর্ম্মাণি পুনঃ করণেঽপি 'অমৃতাঃ' আলস্যরহিতাঃ সত্যঃ 'সহোভিঃ' আত্মীযৈর্বলৈঃ 'রক্ষন্তে' পালযন্তি। অপি চ 'স্বসারঃ' স্বযমেব সরন্ত্যোঽঙ্গুলযঃ 'পত্নীঃ' পালযিত্র্যঃ 'অহ্রযাণং' লজ্জারহিতং প্রগল্ভমিত্যর্থঃ ইন্দ্রং 'জনযঃ' দেবপত্ন্যঃ 'ন' ইব 'দুবস্যন্তি' পরিচরন্তি। অঞ্জলিবন্ধনেন ইন্দ্রং প্রীণযন্তি ইত্যর্থঃ।১।৫ ২।

১০ চিরকাল একস্থান স্থিত, ও আলস্যরহিত অঙ্গুলী সকল স্বীয় শক্তি দ্বারা ইন্দ্রের বহু সহস্র সংখ্যক কর্ম্ম সকল রক্ষা করে, এই পালয়িত্রী অঙ্গুলি সকল প্রগল্ভ মতি ইন্দ্রকে দেবপত্নীদিগের ন্যায় পরিচর্য্যা করে॥১।৫।২॥

৭১৯

১১ সনাযুবো নমসা নব্যো অ-
র্কৈর্বসূযবো মতযো দস্ম দদ্রুঃ।
পতিং ন পত্নীরুশতীরুশন্তং স্পৃ-
শন্তি ত্বা শবসাবন্ মনীষাঃ।

১১ হে 'দস্ম' দর্শনীয় ইন্দ্র 'অর্কৈঃ' মন্ত্রৈঃ 'নমসা' নমস্কারেণ যস্ত্বং 'নব্যঃ' স্তুত্যোঽভবসি। 'সনাযুবঃ' নিত্যং অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম ইচ্ছন্তঃ 'বসূযবঃ' ধনমিচ্ছন্তঃ 'মতযঃ' মেধাবিনস্ত্বাং 'দদ্রুঃ' বহুনা প্রযাসেন জগ্মুঃ। হে 'শবসাবন্' বলবন্ ইন্দ্র তৈঃ প্রযুক্তাঃ 'মনীষাঃ' স্তুতযঃ 'ত্বা' ত্বাং 'স্পৃশন্তি' প্রাপ্নুবন্তি 'উশতীঃ' উশত্যঃ কামযমানাঃ 'পত্নীঃ' পত্ন্যঃ 'উশন্তং' কামযমানং 'পতিং' 'ন' যথা সম্প্রাপ্নুবন্তি তদ্বৎ।

১১ হে দর্শনীয় ইন্দ্র! তুমি মন্ত্র ও নমস্কার দ্বারা স্তুতি যোগ্য হও; প্রত্যহ অগ্নি হোত্রাদি কর্ম্মেচ্ছা বিশিষ্ট, ধনাভিলাষি মেধাবিরা তোমাকে বহুযত্নে লাভ করে। হে বলবান্ ইন্দ্র! সেই সকল মেধাবি কর্ত্তৃক উক্ত স্তুতি সকল তোমাকে প্রাপ্ত হয়, যেমন কাময়মানা পত্নী সকল কাময়মান পতিকে প্রাপ্ত হয়।

৭২০

১২ সনাদেব তব রাযো গভস্তৌ ন ক্ষীযন্তে নোপদস্যন্তি দস্ম। দ্যুমাঁ
ধীরঃ শিক্ষা শচীবস্তব নঃ শচীভিঃ।

১২ হে 'দস্ম' ইন্দ্র 'তব' 'গভস্তৌ' হস্তে 'সনাৎ এব' চিরকালাদারভ্য স্থিতানি 'রাযঃ' ধনানি 'ন' 'ক্ষীযন্তে' নশ্যন্তি 'ন উপদস্যন্তি' স্তোতৃভ্যো দত্তেঽপি তদ্ধস্তগতং ধনং উপক্ষযং ন প্রাপ্নোতি। হে 'ইন্দ্র' 'ধীরঃ' বুদ্ধিমান্ ত্বং 'দ্যুমা' দ্যুমান্ দীপ্তিমান্ 'অসি'। তথা 'ক্রতুমা' ক্রতুমান্ লোকরক্ষণহেতুভূতকর্ম্মযুক্তোঽসি। হে 'শচীবঃ' কর্ম্মবন্নিন্দ্র 'তব' 'শচীভিঃ' কর্ম্মভিঃ 'নঃ' অস্মভ্যং ধনং 'শিক্ষ' দেহি।

১২ হে দর্শনীয় ইন্দ্র! তোমার হস্তে চিরকাল পর্য্যন্ত ধন সকল রহিয়াছে, তাহার-

দিগের ক্ষয় নাই। তোমার স্তবকারি যজমান দিগকে অনেক ধন দিলেও তোমার সেই হস্তগত ধনের হ্রাস হয় না। হে ইন্দ্র! তুমি বুদ্ধিমান, তুমি দীপ্তিমান্, তুমি লোক রক্ষা হেতু কর্ম্ম বিশিষ্ট। হে কর্ম্ম বিশিষ্ট ইন্দ্র! তোমার কর্ম্ম দ্বারা আমারদিগকে ধন দান কর।

১২।

১৩ সনায়তে গোতমইন্দ্র নব্যমতক্ষৎ ব্রহ্ম হরিযোজনায়। সুনীথায় নঃ শবসান নোধাঃ প্রাতর্মক্ষু ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ ॥১।৫।৩।

১৩. অয়মিন্দ্রঃ 'সনায়তে' নিত্যমাচরতি ... যোজয়তি। হে 'শবসান' বলবন্ 'ইন্দ্র' 'হরিযোজনায়' হরী অশ্বৌ রথে যোজয়তি হরিযোজনঃ তস্মৈ 'সুনীথায়' সুনেত্রে এবম্ভূতায় তুভ্যং 'গোতমঃ' গোতমঋষেঃ পুত্রঃ 'নোধাঃ' ঋষিঃ 'নব্যং' নূতনং 'ব্রহ্ম' সূক্তরূপং স্তোত্রং 'নঃ' অস্মদর্থং 'অতক্ষৎ' অকরোৎ অতঃ অস্মাভিরনেন স্তোত্রেণ স্তুতঃ সন্ 'ধিয়াবসুঃ' বুদ্ধ্যা প্রাপ্তধনইন্দ্রঃ 'প্রাতঃ' প্রাতঃকালে 'মক্ষু' শীঘ্রং 'জগম্যাৎ' আগচ্ছতু। ১।৫।৩।

১৩ সেই ইন্দ্র সকলের আদি। হে বলবন ইন্দ্র! অশ্ব দ্বয়ের যোজয়িতা এবং নিপুণ নিয়ন্তা যে তুমি, তোমার উদ্দেশে আমারদিগের নিমিত্তে গোতম ঋষির পুত্র নোধাঋষি এই নূতন সূক্ত রূপ স্তুতি রচনা করিয়াছেন। অতএব আমারদিগের কর্ত্তৃক এই স্তোত্র দ্বারা স্তুত হইয়া বুদ্ধি দ্বারা প্রাপ্ত ধন ইন্দ্র প্রাতঃকালে শীঘ্র এখানে আগমন করুন ।১।৫।৩।

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ি দণ্ড বিধানের বিবরণ।

প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হয়, ক্রমে ক্রমে তাহার বিবরণ করা গিয়াছে; এক্ষণে পরমেশ্বর কি প্রকার নিয়মে কিরূপ দণ্ড বিধান করেন, তদ্বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

দণ্ড শব্দ শুনিবা মাত্র মনুষ্য-কৃত দণ্ড মনে হয়, কিন্তু মনুষ্য-কৃত দণ্ডেও পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক-নিয়মানুযায়ি দণ্ডে অনেক বিশেষ আছে। এক্ষণে নানা দেশীয় রাজ-নিয়মানুসারে যে প্রকার দণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহার সহিত দণ্ডিত ব্যক্তির কুকর্ম্মের কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধ দৃষ্টি করা যায় না। যে রাজা যেরূপ দণ্ড-বিধান ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই পারেন, এই হেতু পূর্ব্বাবধি এক এক দেশে এক এক কুকর্ম্মের এক এক প্রকার রাজ-দণ্ড ব্যবস্থিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ি দণ্ড সেরূপ নহে; ভৌতিক, শারীরিক বা মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে স্বভাবসিদ্ধ অনিষ্ট ঘটনা হয়, তাহাই প্রাকৃতিক দণ্ড। সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি কালেই তাহা নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছেন; তাহার আর প্রকারান্তর হইবার সম্ভাবনা নাই।

নিয়ম থাকিলে সুতরাং একজন নিয়ন্তা ও তাঁহার কতকগুলি প্রজা থাকে। তাঁহার সংস্থাপিত নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা তাহারদিগের কর্ত্তব্য। নিয়ন্তার স্বভাব দুই প্রকার হইতে পারে; হয়, তিনি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া প্রজার উপর উপদ্রব করেন, নয়, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা নিয়োজিত হইয়া রাজ্য পালন করেন। যিনি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া চলেন, কেবল স্বার্থ লাভই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। তিনি প্রজার কল্যাণ চিন্তায় তাদৃশ মনোযোগী হন না, সুতরাং তাহারদিগের মঙ্গল মাত্র উদ্দেশ করিয়া কোন নিয়ম প্রচার করেন না। লবণ ও অহিফেণাদি মাদক দ্রব্য বিষয়ক একচেটিয়া বাণিজ্যে ইংরাজদিগের যথেষ্ট লাভ আছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে প্রজার অপকার ভিন্ন কিছুমাত্র উপকার নাই। তাঁহারদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল না থাকিলে এপ্রকার নিয়ম সংস্থাপিত করিতে ও অদ্যাপি প্রচ-

লিত রাখিতে কোন ক্রমে প্রবৃত্তি হইত না। সুইজর্লণ্ড দেশের অন্তঃপাতি উরিপ্রদেশের এক শাসনকর্ত্তা একটা স্তম্ভের উপর আপনার টুপি নিবদ্ধ করিয়া প্রজাদিগকে কহিয়াছিল, "তোমারা আমাকে যেরূপ সমাদর কর, এই টুপিকেও সেইরূপ করিবে।" এই অন্যায় অনুমতি তাহার দুর্জ্জয় আত্মাদরের কার্য্য, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সম্মত নহে। প্রজাদিগের দাসত্ব দেখিয়া আপনার পরিতোষ লাভ করা, ইহার এক মাত্র প্রয়োজন। ইহাতে প্রজাদিগের কিছুমাত্র কল্যাণ নাই, কেবল লাঘব ও অপমান। প্রত্যুত,যিনি ধর্ম্ম প্রবৃত্তি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া চলেন, প্রজার হিতচেষ্টা করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। তদনুসারে, তিনি শুভদায়ক নিয়ম সমুদায় সংস্থাপন করিয়া তাহারদিগের সুখস্বচ্ছন্দতা সাধনে যত্নবান্ হন, এবং তাহারদিগের উপকার করিতে পারিলেই পরমাপ্যায়িত হইয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করেন। যদি কোন রাজা এইরূপ নিয়ম প্রচার করেন, যে আমার রাজ্যে কেহ চুরি করিতে পারিবে না, যদি কেহ করে, তবে যদবধি তাহার কুপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া চরিত্র শোধন না হয়, তদবধি তাহাকে কারাগারে রুদ্ধ থাকিয়া উত্তম শিক্ষকের সমীপে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে সেই রাজার ন্যায়পরতা ও উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যে বিলক্ষণ প্রবল ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় যে তাহারদের আয়ত্ত, ইহাতে আর সংশয় থাকে না। রাজার স্বার্থ লাভ এনিয়ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্য নহে, কেবল প্রজাদিগের সুখবৃদ্ধি ও পরস্পর অন্যায়াচরণ নিবারণ মাত্র ইহার প্রয়োজন। যদিও দোষি ব্যক্তিকে রোধ করিয়া রাখাতে ক্লেশ দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হয় না; কারণ যদি তাহার এইরূপ দণ্ড বিধান না করা যায় এবং সকলে তাহার দৃষ্টান্তানুগামি হইয়া চৌর্য্যব্রত অবলম্বন করে, তবে ক্রমে ক্রমে হত-সর্ব্বস্ব হইয়া অবিলম্বে মনুষ্য-কুল নির্মূল হইয়া যায়।

জগদীশ্বর এই শেষোক্ত তাৎপর্য্যানুসারে সমুদায় নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, কারণ সৃষ্টিমধ্যে এপ্রকার কোন কার্য্য বা কোন কৌশল দৃষ্ট হয় না, যে তাহা সৃষ্টিকর্ত্তার কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনার্থ সঙ্কল্পিত বোধ হইতে পারে। তিনি যে পূর্ব্বোক্ত শাসনকর্ত্তার ন্যায় কেবল আত্ম পরিতোষ লাভ ও আত্ম প্রভুত্ব প্রকাশার্থে কোন প্রসিদ্ধ স্থানে আপনার প্রতিরূপ সংস্থাপন করিয়া লোকদিগকে তাহার সেবা করিতে কহিবেন, ইহার পর অসম্ভব আর কিছুই নাই। যিনি আমারদিগকে এমত শুভকারিণী পরহিতৈষিণী ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন,তাঁহার এপ্রকার ব্যবহার করা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। বাস্তবিক পরমেশ্বরের প্রাকৃতিক নিয়ম যত দুর জানা গিয়াছে, তাহাতেও স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে তাঁহার সমুদায় নিয়ম জীবদিগের সুখোদ্দেশেই সংস্থাপিত হইয়াছে। লোকে নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে তাহার দুঃখ রূপ ফল প্রাপ্ত হয়, ইহাও পরমেশ্বর তাহারদিগকে সদুপদেশ প্রদান ও সৎপথ প্রদর্শন করণার্থ নিয়োজন করিয়াছেন। একথা যথার্থ বটে,যে অদ্যাপি অনেক প্রকার উৎপাত ঘটনার যথার্থ তাৎপর্য্য সুন্দর রূপে প্রতীত হয় নাই, কিন্তু সৃষ্টি-ক্রিয়া বিষয়ক জ্ঞান যত বৃদ্ধি হইতেছে, সৃষ্টিকর্ত্তার মঙ্গলস্বরূপ বিষয়ক সংশয় তত দুরীকৃত হইতেছে। পূর্ব্বে যাহা অনিষ্টকর জ্ঞান ছিল, এক্ষণে তাহা ইষ্টকর বলিয়া বোধ হইতেছে, এবং এক্ষণে যাহা অশুভদায়ক জ্ঞান হইতেছে, ভবিষ্যতে তাহা শুভদায়ক বলিয়া বোধ হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা আছে। যদি নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ক্লেশ না হইত,তবে লোকে একবার কোন নিয়ম লঙ্ঘন আরম্ভ করিলে ক্রমাগত সেই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ প্রাপ্তি পূর্ব্বক পরিণামে মৃত্যু-মুখে পতিত হইত। কিন্তু জগদীশ্বর জগতের যেরূপ শৃঙ্খলা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে নিয়ম লঙ্ঘনের সঙ্গে সঙ্গেই ক্লেশানুভব হইয়া মধ্যে মধ্যে পাপি ব্যক্তির কুপথ-ভ্রমণ স্থগিত করিয়া রাখে,

এবং কোন কোন ব্যক্তিকে পাপ পথের মধ্যস্থান হইতে ফিরিয়া আনিয়া সৎপথে প্রবর্ত্তিত করে।

ইহা সকলের বিদিত আছে, যে জন্তুই হউক আর উদ্ভিজ্জই হউক, শারীরিক বস্তু মাত্রেই দগ্ধ হয়। এই ভৌতিক নিয়মানুসারে কাষ্ঠ, তৈল, বসা, চর্ম্ম প্রভৃতি অগ্নি-সংযুক্ত হইলে দগ্ধ হয়। এক্ষণে, দহ্যমান বস্তুর এই গুণ মনুষ্যের উপকারী কি না, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্নি দ্বারা অন্ন পাক হয়, রাত্রিকালে আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, শীতলদেশে শীত নিবারণ হয়, এবং অন্যান্য অনেক প্রকার উপকার হয়। অতএব, শারীরিক বস্তু অগ্নি-সংযুক্ত হইলে যে নিয়মানুসারে দগ্ধ হয়, তাহা অশেষ প্রকার কল্যাণদায়ক তাহার সন্দেহ নাই। বৃক্ষ-শরীর ও পশু-শরীরের ন্যায় মানব-শরীরও এ নিয়মের অধীন; অগ্নি কুণ্ডে পতিত হইলে তাহাও দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হয়, আর তদপেক্ষায় অল্পতেজ লাগিলে শিথিল ও বিকল হইতে থাকে। অতএব, পরমেশ্বর মনুষ্যদিগকে অগ্নি-সম্ভাবিত বিষম বিপত্তি হইতে রক্ষা করিবার কি উপায় করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। তিনি আমারদিগকে ন্যূনাধিক-উত্তাপ অনুভব করিবার যে আশ্চর্য্য শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত উপায় সম্পাদনের আর কিছু অবশিষ্ট নাই। যে প্রমাণ উত্তাপ শরীরের পক্ষে উপকারী, তাহা সুখকর জ্ঞান হয়; তদপেক্ষা প্রখর হইয়া কিঞ্চিৎ অনুপাদেয় হইলে, কিছু কিছু ক্লেশানুভব হয়; যখন তদপেক্ষাও প্রবল হইয়া শরীর বিকল করিতে আরম্ভ করে, তখন বিশিষ্টরূপ ক্লেশকর হইতে থাকে; যখন এমত প্রবল হইয়া উঠে, যে তদ্দ্বারা শরীর বিশৃঙ্খল ও বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হয়, তখন আর যন্ত্রণার পরিসীমা থাকে না। এই সমুদায় ব্যাপার আপাততঃ অপকারক বোধ হয় বটে, কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য অতিউত্তম। যে নিয়মানুসারে অগ্নির দহন-কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা অশেষ কল্যাণদায়ক; আমরা তদনুযায়ি কার্য্য করিলে নানা প্রকার উপকার প্রাপ্ত হই। কিন্তু অগ্নির আতিশয্য ও অযথা নিয়মে নিয়োগ দ্বারা বিপৎ সম্ভাবনা আছে বলিয়া করুণাময় পরমেশ্বর তন্নিরাকরণার্থ সুন্দর উপায় করিয়া দিয়াছেন। তিনি আমারদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি ও সাবধানতা প্রবৃত্তি দিয়াও ক্ষান্ত হন নাই, আমারদের শরীরের সর্ব্বস্থানে তাপানুভব-শক্তি স্বরূপ প্রহরি নিযুক্ত রাখিয়াছেন। আমারদের অগ্নি-সংঘটিত বিপদ্ যত বৃদ্ধি হয়, সে ততই চীৎকার করিয়া সাবধান করিতে থাকে, এবং যখন এ প্রকার দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হয় যে মৃত্যু ঘটিতে অব্যাজ, তখন এরূপ উচ্চৈঃস্বর নিঃসারণ করিয়া আমারদিগকে যত্নবান্ হইতে কহে, যে তদ্দ্বারা আমারদের সমুদায় শারীরিক ও মানসিক শক্তি অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া তন্নিরাকরণে সচেষ্টিত হয়। ইহাতে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কি অপার করুণা ও আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ পাইতেছে! যখন আমারদিগের নিয়মলঙ্ঘন-জনিত দোষের তারতম্যানুসারে উত্তাপানুভবের তারতম্য হইয়া আমারদিগকে সাবধান হইতে উপদেশ করে, তখন তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া একান্ত যত্ন পূর্ব্বক প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

যদি বল, যাহারদিগের উপস্থিত বিপদ্ নিরাকরণের সামর্থ্য আছে, তাহারদিগের পক্ষে এনিয়ম শুভদায়ক বটে, কিন্তু অপোগণ্ড বালক ও জরা-জীর্ণ বৃদ্ধ প্রভৃতি যাহারদিগের তাদৃশ সামর্থ্য নাই, তাহারদিগের উপর এ নিয়ম প্রচার করা যুক্তি-সিদ্ধ নহে। যখন তাহারা শারীরিক শক্তির অল্পতা প্রযুক্ত আপনারদিগের শরীর স্বায়ত্ত রাখিতে না পারিয়া কোন নিকটবর্ত্তি অগ্নি কুণ্ডে পতিত হয়, তখন তাহারদিগকে দাহ-জ্বালায় জ্বলিত করা দয়াবানের কার্য্য নহে। কিন্তু এপ্রকার আপত্তি করা অদূরদর্শিতার ফল। যদি পরমেশ্বর বালক ও বৃদ্ধকে এই দাহ-বিষয়ক নিয়মের অধীন না করিতেন, তবে তাহারদিগের পক্ষে অগ্নি

থাকা আর না থাকা উভয়ই তুল্য হইত। তাহা হইলে, অগ্নি দ্বারা যে শত শত প্রকার উপকার দর্শে, তাহাতে তাহারদিগকে নিতান্ত বঞ্চিত থাকিতে হইত। বিশেষতঃ যাহার শরীর যত দুর্ব্বল, নিয়মিত উত্তাপ সেবন করা তাহার তত আবশ্যক। অতএব অগ্নি বিনা ক্ষীণ-কায় বালক ও বৃদ্ধের প্রাণ ধারণ ও সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করা অসাধ্য হইত। যদি বল, অগ্নি হইতে যে সকল উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে তাহারদিগকে বঞ্চিত না করিয়া এরূপ নিয়ম করিলে হইত, যে তাহারদের শরীর দগ্ধ হইলেও ক্লেশানুভব হইত না। কিন্তু বিবেচনা করিলে, ইহাতেও অনিষ্ট ব্যতীত কিছুমাত্র ইষ্ট সাধন হইত না। প্রথমতঃ যে নিয়মানুসারে অল্প উষ্ণতায় সুখানুভব হয়, সেই নিয়মানুসারেই অধিক উষ্ণতায় ক্লেশ বোধ হয়, কারণ উত্তাপের আতিশয্য ফলেই দাহ-জনিত যাতনা উৎপন্ন হয়। অতএব সে নিয়ম রহিত হইলে কেবল দাহ-জন্য দুঃখানুভব হইত না এমত নহে, সুখেরও হানি হইত। দ্বিতীয়তঃ যদি গাত্রে অগ্নি স্পর্শ হইলে ক্লেশানুভব না হইত, তবে তাহারা তৎপরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহ-নাশ নিবারণের চেষ্টা পাইত না। এক্ষণে যে প্রকার নিয়ম আছে, তাহাতে কোন বালক অগ্নিস্থানে পতিত হইলে তাহার প্রখর তেজ অসহমান হইয়া তথা হইতে উদ্ধারার্থে সাধ্যমত চেষ্টা করে, এবং উচ্চৈঃস্বরে পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতিকে আহ্বান করে। অগ্নিস্পর্শে ক্লেশানুভব না হইলে সে আপনার রক্ষার্থ যত্নবান্ না হইয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে অগ্নিশয্যায় বিশ্রাম করিত, ও তাহার সুকোমল শরীর ক্রমে ক্রমে দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হইত। তাহার পিতা মাতা তৎসন্নিহিত গৃহে থাকিলেও এবিষম বিপত্তির সংবাদ পাইতেন না, অবশেষে কার্য্যান্তর উপলক্ষে সেই অগ্নিস্থানে আগমন করিয়া প্রিয়তম পুত্র বা স্নেহাস্পদ কন্যাকে কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার খণ্ডরূপে পরিণত দেখিতেন। জগতের নিয়ম আমারদিগের মনঃকল্পিত হইলে এপ্রকার অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য নিয়ম! এক্ষণে, এরূপ বিপদ্ উপস্থিত হইলে বালক আপনা হইতে ক্রন্দন করিয়া উঠে, এবং তাহা শুনিবা মাত্র পিতা মাতা ধাবমান হইয়া তাহাকে রক্ষা করে। অতএব শরীরে অগ্নি সংযোগ হইলে যে ক্লেশানুভব হয়, পরম কারুণিক পরমেশ্বর তাহা আমারদিগের কল্যাণার্থেই বিধান করিয়াছেন। কিন্তু সে ক্লেশও তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘনের ফল; যদি আমরা শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা দ্বারা তাঁহার শুভকর অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারি, তবে আর এ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয় না।

পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয়, ইহা যে তিনি আমারদের হিতার্থে নিয়োজন করিয়াছেন, তাহা শারীরিক নিয়মের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীত হয়। কোন গুরুতর শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যদি বেদনা বোধ না হইত, তবে তদ্দ্বারা রোগ সঞ্চার হইলেও আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতাম না, সুতরাং তৎপ্রতীকারার্থে চেষ্টাও করিতাম না। ইহাতে আমারদিগের অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে রোগের বৃদ্ধি হইয়া আমারদিগকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিত। অতএব রোগোৎপত্তি হইলে যে গ্লানি ও যাতনা বোধ হয়, তাহা আমারদিগের শুভাভিপ্রায়েই সঙ্কল্পিত হইয়াছে। সে যাতনাকে জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ উপদেশ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তদনুসারে উপস্থিত রোগের চিকিৎসা করা ও ভবিষ্যতে শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনে যত্নবান্ থাকা কর্ত্তব্য। হস্ত পাদাদি ভগ্ন হইলে যে বেদনা বোধ হয়, তাহাতে তিন প্রকার উপকার আছে; প্রথমতঃ সেই অঙ্গ যে ভগ্ন হইয়াছে ইহা নিশ্চিত অবগত হওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ তাহার প্রতিক্রিয়া না করিয়া আর ক্ষান্ত থাকা যায় না; তৃতীয়তঃ চিকিৎসারম্ভের পরে যদি সেই বেদনাগ্রস্ত স্থান চলিত বা আহত হয়, তবে তাহার যাতনা বৃদ্ধি হইয়া এই উপদেশ প্রদান করে, যে যে বস্তু বা যে কার্য্য দ্বারা প্রতীকারের

ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা নিঃশেষে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অতএব এপ্রকার স্থলে যে ক্লেশ অনুভুত হয়, তাহা অধিক ক্লেশ ও অকাল-মৃত্যু নিবারণার্থেই নিযোজিত হইয়াছে। বোধ হয়, যেন " যে কোন প্রকারে হউক,রোগ শান্তি করিতেই হইবে " এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া পরমেশ্বর তাহার একমাত্র উপায় স্বরূপ বেদনা বিধান করিয়াছেন। বেদনার যত আধিক্য হয়, বোধ হয়, যেন তত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া তিনি আমারদিগকে প্রতীকার চেষ্টা করিতে অনুমতি করিতেছেন। অতএব, যে দুঃখ কেবল সুখেরই কারণ,কে না তাহা প্রার্থনা করে? এবং যে মহাপুরুষ তাহা প্রদান করেন, তাঁহার সমীপে কে না কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে? রোগজন্য যাতনার যেরূপ হেতু নির্দ্দেশ করা গেল, তাহার পদে পদে আশ্চর্য্য কৌশল ও অসাধারণ করুণা প্রকাশ পাইতেছে। বিশেষতঃ, যেস্থলে পীড়া শান্তির আর সম্ভাবনা না থাকে, সে স্থলে যে তিনি মহৌষধ স্বরূপ মৃত্যুকে প্রেরণ করিয়া সকল দুঃখ নিবারণ করেন, ইহাতে শেষপর্য্যন্ত তাঁহার করুণার নিদর্শন দৃষ্ট হইতে থাকে। অতএব নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে ক্লেশ হয়, তাহা আমারদিগের হিতার্থেই নিযোজিত হইয়াছে। কোন নিয়ম ভঙ্গন করিলে যে অপকার উৎপন্ন হয়, তন্নিরাকরণার্থ চেষ্টা করি, এবং ভবিষ্যতে তদ্রূপ অপকর্ম্ম আর না করি, এই দুই পরম কল্যাণকর প্রয়োজন সাধনার্থ পরমকারুণিক পরমেশ্বর নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল স্বরূপ দুঃখ সৃজন করিয়াছেন। যে স্থলে ঐ দুঃখ রূপ মহৌষধ দ্বারা প্রতীকার সম্ভাবনা না থাকে, সে স্থলে মৃত্যুকে প্রেরণ করিয়া সকল পীড়া শান্তি করেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

২৫ বৈশাখ ১৭৭২ শক

পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি।

জল-শূন্য মরু-ভূমি ও প্রীতি-বিহীন অন্তঃকরণ উভয়ই তুল্য। উভয়ই নীরস ও নিষ্ফল। কিন্তু ইহা আমারদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, যে প্রীতিপূর্ণ পরমেশ্বর মর্ত্ত্যলোকে অপর্য্যাপ্ত প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। কেহ বা ধনের,কেহ বা মানের, কেহ বা জ্ঞানের, কেহ বা যশের, এবং কোন কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি পরমেশ্বরের প্রেমে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। প্রীতির পর আর পদার্থ নাই। প্রীতি না থাকিলে কোথায় বা সুগন্ধময় পুষ্পোদ্যানের মনোহর শোভা, কোথায় বা শুভ্রবর্ণা সুধাময়ী পূর্ণিমা নিশার সুশীতল নির্ম্মল সুখকর জ্যোতি,কোথায় বা গুণবতী পুণ্যবতী পতিপ্রিয়া প্রিয়তমার পৌর্ণমাসী তুল্য প্রেমোৎফুল্ল মনোহর আনন সন্দর্শন ও তাহার সহিত সুধাময় মধুরালাপ, কোথায় বা চিত্রিত-পুত্তলিকা-তুল্য প্রফুল্ল-কুসুম-সদৃশ সহাস্য শিশু-মণ্ডলীর নিষ্কলঙ্ক মুখশ্রী, কোথায় বা পরস্পর-প্রীতিযুক্ত নিষ্পাপ পুণ্যশীল পরিবারের আশ্চর্য্য সুদৃশ্যতা, কোথায় বা হৃদয়াধিক প্রণয়-পবিত্র সুচরিত্র মিত্রের স্বর্গোপম নিরুপম সুখদায়ক সহবাস, কোথায় বা রসার্দ্র-চিত্ত কবিগণের সুকোমল সরল পদাবলীর সরস লালিত্য ও অনুপম মাধুর্য্য থাকিত? প্রীতি-শূন্য জীবন জীবনই নহে। প্রীতি-হীন ব্যক্তি বহু-লোক-সমাকীর্ণ মহানগরের কোলাহল মধ্যে বাস করিলেও,তাঁহার মনুষ্য-সম্পর্ক-শূন্য অরণ্যে বাস করা হয়। তিনি চতুর্দ্দিকে লোকারণ্য দৃষ্টি করেন বটে, কিন্তু তাঁহার পক্ষে তাহারা পাষাণ বা মৃত্তিকাময় প্রতিমূর্ত্তি মাত্র। তাহারা তাঁহার অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না; তাঁহারও এমন মনোময় প্রণয় পাশ নাই, যে তদ্দ্বারা তাহারদিগকে হৃদয় ধামে বদ্ধ করিয়া রাখেন। সকল বস্তুই তাঁহার প্রস্তর-তুল্য কঠিন ও নীরস বোধ হয়— বিশ্ব সংসার কেবল কতকগুলি অনর্থক ধূলি-রাশি মাত্র জ্ঞান হয়। কিন্তু প্রীতির কি অসাধারণ শক্তি! কি আশ্চর্য্য মনোমোহন গুণ! প্রীতি থাকিলে প্রস্তরময় কঠোর পর্ব্বতও সজীব ও সুকোমল বোধ হয়। গিরি ও বনবাসি লোকের প্রেম-রসাভিষিক্ত

মেত্র তাঁহারদিগের কন্তরময় কঠিন ভূমি ও পর্ব্বতাবৃত বনস্থল অবলোকন করিয়া যেমন পরিতৃপ্ত হয়, কাশ্মীরের সুবিমল সরোবর ও সিরাজের সুচারু কুসুমোদ্যান দেখিয়াও সেরূপ হয় না। প্রীতির মৃত-সঞ্জীবনী মোহিনী শক্তি দ্বারা বৃক্ষ লতাদি অচেতন পদার্থও সচেতন হইয়া উঠে। প্রীতি-শূন্য হওয়া অপেক্ষায় দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই। বিচারপতি ভূপতিরা নির্ব্বাসন রূপ গুরুতর দণ্ডকে অত্যুৎকট কঠিন পাপেরই শাস্তি করিয়াছেন। নির্ব্বাসিত পতিত ব্যক্তি মণপরিমিত লৌহ-নির্ম্মিত শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়াও যদি স্বদেশে অবস্থিতি করিতে পাইত, তবে তাহার নির্ব্বাসন-জনিত দারুণ যাতনার দশ ভাগের এক ভাগও হইত না। যখন সেই হতভাগ্য ব্যক্তি মূর্ত্তিমান্ প্রীতি স্বরূপ পিতা, মাতা, পুত্র, দারা প্রভৃতির নিকট জন্মের মত বিদায় লইয়া—দুঃখানলের নীর স্বরূপ প্রিয়ভাষি মিত্রমণ্ডলীকে জীবনের মত পরিত্যাগ করিয়া,—সর্ব্বসম্পদাস্পদ প্রণয়-ভূমি জন্ম-ভূমিকে চিরকালের মত পশ্চাতে রাখিয়া কাল স্বরূপ সমুদ্রপোত আরোহণ করে, তখন তাহার অন্তঃকরণ যাদৃশ দুঃসহ সন্তাপে সন্তপ্ত হইতে থাকে, তাহা বাক্যপথের অতীত,—তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি নাই। সে আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া আরও অস্থির হইতে থাকে। যাঁহার অন্তঃকরণ পুনঃ পুনঃ পাপাচরণ দ্বারা পাষাণ সমান কঠিন না হয়, এবং যাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান এবং স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি একেবারে লুপ্ত হইয়া না যায়, তিনি অতি দূরে থাকিলেও কখন পরম প্রেমাস্পদ স্বদেশ ও স্বজনদিগকে একেবারে বিস্মৃত থাকিতে পারেন না। তাহারা তাঁহার মানস পটে নিয়তই চিত্রিত ও মুদ্রিত হইয়া থাকে, তাঁহার চিন্তাকুল চিত্ত তাঁহারদিগকে দিবা রাত্র ধ্যান করে, তিনি কোন্ না নিশাকালে স্বপ্নযোগে শ্রদ্ধাস্পদ পিতা মাতা, স্নেহাস্পদ পুত্র কন্যা, এবং প্রণয়াস্পদ মিত্র দারার প্রিয় বদন দর্শন করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠেন।

যে প্রণয়ের বিচ্ছেদ হওয়া এমন যাতনার বিষয়, তাহার অপেক্ষায় প্রার্থনীয় বস্তু আর কি আছে? এই এক প্রীতি পৃথিবীর কতশত বস্তুকে আমারদিগের প্রিয় করিয়া পরম সুখের আলয় করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু যিনি এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রীতি-পদার্থ সৃষ্টি করিয়া তদুপযোগি সমুদায় প্রিয় বস্তু প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় পরম প্রীতি-ভাজন আর কে আছে? ক্ষুধার পর অন্ন ভোজন ও পিপাসার পর পানীয় পান করিলে যে অপর্য্যাপ্ত তৃপ্তি-সুখ সম্পন্ন হয়; সৌভাগ্য-সঞ্চয়, মান-বৃদ্ধি, পদোন্নতি ও যশোবিস্তার হইলে মনোমধ্যে যে মহা আহ্লাদ উপস্থিত হয়; যখন পরিবার মধ্যে অভিনব-মুকুল-সমান মূর্ত্তিমান্-স্নেহ-স্বরূপ নবকুমার উৎপন্ন হইয়া পরস্পর-প্রেমার্দ্র পিতামাতার মুখমণ্ডল ও নয়ন যুগল আনন্দোৎফুল্ল করে, এবং চন্দ্র-কলা বৃদ্ধির ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া কখনও বা তাঁহারদিগের সুকুমার ক্রোড়ে লীন হইয়া সহাস্য বদনে অকপটাচার শোভা প্রকাশ করে, কখনও বা আপনার কমল-দল-তুল্য সুকোমল হস্ত দ্বারা তাঁহারদের পার্শ্ব বা পৃষ্ঠদেশ অবলম্বন পুরঃসর ইতস্ততঃ পদচারণা করত অর্দ্ধ-স্ফুট সুমধুর শব্দ সকল নিঃসারণ করিতে থাকে, তখন তাঁহারা যে অপার আনন্দ অনুভব করেন; বিদ্যানুশীলন ও ধর্ম্মানুশীলন দ্বারা পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানামৃত-রসাস্বাদ প্রাপ্তি পূর্ব্বক যে অত্যাশ্চর্য্য অপূর্ব্ব সুখ সম্ভোগ করা যায়; সমুদায়ই সেই সর্ব্বসুখদাতা পরম পিতা পরমেশ্বরেরই প্রদত্ত। যখন আমরা তাঁহারই প্রসাদাৎ সমুদায় প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন তাঁহার পর প্রিয় আর কে আছে? আমরা যাহার নিকট যে উপায় দ্বারা যে কিছু সুখ প্রাপ্ত হই, তাহা তাঁহারই প্রেরিত জানিয়া তৎক্ষণাৎ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য; কারণ তিনিই সকলের স্রষ্টা, পাতা, নিয়ন্তা ও সুখদাতা। যখন কোন মিত্রেষ্টকারী ব্যক্তি শোকাকুল মিত্রের সন্তাপিত হৃদয়ে সান্ত্বনা সলিল সেচন করেন, বা কোন

পর-দুঃখ-হারী পরোপকারী ব্যক্তি দীন হীন অনাথ বালকের অশ্রুজল মোচন করিয়া স্নেহ পূর্ব্বক তাহার মস্তকোপরি স্বীয় হস্ত স্থাপন করেন,তখন তাহা সেই একমাত্র করুণাপূর্ণ পুরুষের করুণার চিহ্ন জ্ঞান করিয়া কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হওয়া উচিত। পিতা মাতা যে স্বীয় সন্তানকে স্নেহ করেন,সন্তান যে আপনার পিতা মাতাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে, পতিব্রতা সতী যে প্রিয়পতির সহিত প্রগাঢ় রূপ প্রীতি করে, এবং সরল-চিত্ত সাধু মিত্র যে আপন মিত্রের প্রতি অকপট প্রণয় প্রকাশ করেন, করুণাময় পরমেশ্বরই এ সমুদায় পরম প্রীতিকর ব্যাপারের মূল কারণ, কারণ তিনিই আমারদিগকে এই সমস্ত প্রিয়পাত্র প্রদান করিয়াছেন,এবং প্রীতি ও ভক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব তিনি আমারদিগের সামান্য প্রকার প্রীতি-ভাজন নহেন, জগতে যাবতীয় পদার্থ আছে, তৎসমুদায় অপেক্ষায় তিনি প্রিয়তর। "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।"

সুন্দর ও সদ্গুণবিশিষ্ট বস্তু দৃষ্টি করিলে আপনা হইতেই তাহার প্রতি প্রেমোদয় হয়। পরমাত্মার অনুপম অনন্ত গুণই তাঁহার পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য! সে সৌন্দর্য্য যাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহার কি আর অন্য কোন সৌন্দর্য্য লক্ষ্য হয়? যিনি সৌন্দর্য্যের আকর, যিনি গুণের সাগর, যিনি সমুদায় গুণের সৃষ্টিকর্ত্তা, আমরা তাঁহার গুণকীর্ত্তণ কি করিব? তাঁহার গুণের—তাঁহার মহিমার কি সীমা আছে? হে মানব! একবার নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ, এই বিশ্ব রূপ মহোচ্চ মঞ্চ তাঁহার মহিমা কেমন ব্যক্ত করিতেছে! সকলেই তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতেছে; সকলেই তাঁহার যশঃ প্রচার করিতেছে। সুস্নিগ্ধ সুমন্দ মারুত তাঁহার চামর ব্যজন করিতেছে। শিশির-সিক্ত সরস তরু-শাখা সকল উষা-কালীন সুশীতল সমীরণ দ্বারা মন্দ মন্দ বিচলিত হইয়া সর সর শব্দ করত তাঁহাকেই স্তুতি করিতেছে। উদ্যান-বিহারি বিহঙ্গম ও বিহঙ্গমা গণ বৃক্ষ-শিখায় উপবিষ্ট হইয়া মধুর স্বরে মনের সুখে তাঁহারই গুণ গান করিতেছে। বন ও উপবন সকল তাঁহারই সূর্য্য দ্বারা বর্দ্ধিত, তাঁহারই মেঘাম্বু দ্বারা পালিত এবং তাঁহারই তুলিকা দ্বারা বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত হইয়া তাঁহারই মহিমা প্রকাশ করিতেছে। সুস্নিগ্ধ সুচ্ছায় সুললিত লতাকুঞ্জ বিহঙ্গ-কূজিত ও ভ্রমর-গুঞ্জরিত হইয়া তাঁহারই সৌরব বিস্তার করিতেছে। অত্যুচ্চ পর্ব্বতস্থিত উন্নত বৃক্ষ-শাখা সকল বায়ুবেগে অবনত হইয়া তাঁহারই পদে প্রণিপাত করিতেছে। মনোহর মাধবিকালতা অশ্বত্থ বটাদি বৃক্ষ আরোহণ ও পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাহার শাখাবলম্বিত কম্পিত কুসুমগুচ্ছের সৌগন্ধ প্রচার দ্বারা তাঁহাকেই গন্ধ দান করিতেছে, এবং তাঁহার করুণা বুঝি মূর্ত্তিমতী হইয়া যূথী, জাতী, মল্লিকা, নবমল্লিকা, গোলাব ও গন্ধরাজ রূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহারই যশঃ সৌরভে জগৎ আমোদিত করিতেছে। গিরি-নিঃসৃত নির্ঝর, আবর্ত্তময়ী বেগবতী নদী, ভূধর-স্থিত ভয়ানক জল-প্রপাত, এবং পর্ব্বতাকার-তরঙ্গ-বিশিষ্ট বিস্তৃত সমুদ্র সকলেই নিজ নিজ নাদ নিঃসারণ পূর্ব্বক তাঁহারই ধন্যবাদ করিতেছে। প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ঘোরতর শিলাবৃষ্টি, গম্ভীরতর ভীষণ মেঘ-নাদ, ভয়ঙ্কর বজ্র-ধ্বনি সকলেই গম্ভীর স্বরে পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি কীর্ত্তন করিতেছে। তাঁহার যশোবৃক্ষের প্রফুল্ল পুষ্প স্বরূপ পরম সুন্দর পূর্ণচন্দ্র সুধাময় কিরণ বর্ষণ পূর্ব্বক বিশ্বসংসার সুধাময় করিয়া তাঁহারই অনুপম সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে। যে কোটি কোটি জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল গগণ-মণ্ডল মণ্ডিত করিয়া উজ্জ্বল হীরক খণ্ডের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে,তাহারা সকলেই তাঁহারই মহৈশ্বর্য্য বর্ণনা করিতেছে। দিবাপতি প্রভাকর নিম্নোচ্চ শুদ্ধাশুদ্ধ সর্ব্ব স্থানেই কিরণ বিতরণ করিয়া স্বীয় স্রষ্টার আশ্চর্য্য অপক্ষপাতিত্ব গুণ প্রকাশ করিতেছে। সমুদায় বিশ্ব এক পরমাশ্চর্য্য মহা-নাদ নিঃসারণ পুরঃসর অনবরতই তাঁহার স্তুতি করিতেছে। হে মানব! একবার নেত্রো-

শীলন করিয়া দেখ, আমারদের প্রিয়তম পরম পিতার মহিমা চন্দ্রমার অমৃত রসে জগৎ কিরূপ প্লাবিত হইয়াছে! তাঁহার সুকোমল করুণা কমল কেমন প্রস্ফুটিত হইয়াছে! তাঁহার প্রীতির সৌরভ বিশ্বের চতুঃ সীমা পর্য্যন্ত কীদৃশ বিস্তৃত রহিয়াছে!

সমুদায় সংসার যাঁহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া যাঁহার গুণ বর্ণনা করিতেছে, তাঁহার অপেক্ষায় সুন্দর বস্তু আর কি আছে? যাঁহার গুণের অন্ত নাই, যিনি সমস্ত সদ্গুণের ও সমুদায় প্রিয় পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহার অপেক্ষায় অধিক প্রীতি ভাজন আর কে হইতে পারে? তাঁহার প্রদত্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রীতি পুষ্প দ্বারা তাঁহার অর্চনা না করিয়া আর কাহার অর্চনা করিব? আমরা আমারদিগের স্রষ্টাকে জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিব, এবং তাঁহার প্রীতিতে মগ্ন থাকিব, ইহার অপেক্ষায় সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? আমারদিগের বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার প্রতি প্রীতি বৃদ্ধি হওয়া উচিত। তাহারই বা অসম্ভাবনা কি? চতুর্দ্দিকেই তাঁহার কার্য্য,—তাঁহারই অচিন্ত্য শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অপার করুণা ও অপার প্রেমের নিদর্শন দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যখন যেদিকে নেত্র পাত করা যায়, তখনই সেদিকে তাঁহারই অসীম মহিমার সহস্র সহস্র—কোটি কোটি চিহ্ন প্রতীত হয়। মনুষ্যদিগের কার্য্যও তো সেই আশ্চর্য্য ব্যাপারই প্রকাশ করে, কারণ তাঁহারদের সমুদায় গুণ ও সমস্ত ক্ষমতা সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি গুণ-রত্নাকর, তিনি সৌন্দর্য্যের অশেষ উৎস, তিনি সুখ-নদীর অবিনশ্বর প্রস্রবণ, তিনি সকল মঙ্গলের অক্ষয় ভাণ্ডার। তিনি বিপৎসাগরের পোত-কাণ্ডারী, তিনি দুঃখ দাবানলের বারিদ স্বরূপ। তিনি অসংখ্য জীবের পিতা, অসংখ্য ভৃত্যের প্রভু ও অসংখ্য প্রজার রাজা, অথচ তন্মধ্যে কাহাকেও—কোন ক্ষুদ্র কীটকেও ক্ষণ কালের নিমিত্ত বিস্মৃত হয়েন না। তিনি সকলকেই সমান যত্ন করেন, ও সকলের প্রতি সমান স্নেহ ও সমান প্রীতি প্রকাশ করেন, কারণ তিনি পরম শুভকর সাধারণ নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন। এইরূপ, যিনি আমারদিগকে ক্ষণকালের নিমিত্তে বিস্মৃত নহেন; —চিরকাল কেবল প্রীতি-পূর্ণ দৃষ্টিতেই দেখিতেছেন; তাঁহাকেই কি আমরা ভুলিয়া থাকিব! তাঁহাতেই কি প্রীতি করিতে ক্ষান্ত রহিব! এসংসারের অচিরস্থায়ি দোষ-পূর্ণ পদার্থে প্রীতি করিলে পরিণামে যেরূপ ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে হয়, পরমেশ্বরের প্রীতিতে সে দোষ ঘটনার সম্ভাবনা নাই। তিনি নিত্য, নির্ম্মল, নির্ব্বিকার ও পূর্ণস্বরূপ; তিনি শুদ্ধ, তিনি অপাপবিদ্ধ। তিনি অদ্যও যেমন কল্যও তেমন। তাঁহার করুণা-স্রোত অদ্যও যেমন বহিতেছে, কল্যও সেইরূপ,—কোটিশতাব্দ পরেও সেইরূপ প্রবল বেগে প্রবাহিত হইবেক। তিনি নিয়তই আমারদিগকে প্রেম বিতরণ করিতেছেন, আমরা যত্ন করিলেই তাঁহার প্রীতি-পূর্ণ বদনের বিমল জ্যোতি দর্শন করিতে পাই। তিনি নিত্য পদার্থ —তিনি আমারদিগের সনাতন ধন, অতএব তাঁহার সহিত বিয়োগ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাকে যে প্রীতি করে "ন তস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।" "তাঁহার প্রিয় কখন মরণ-শীল হয় না।" কিন্তু আর আর সমুদায় বস্তু অনিত্য বলিয়াই যে তাঁহাকে প্রীতি করা কর্ত্তব্য, নতুবা কর্ত্তব্য হইত না, এ কথাই নহে। যদি জগতের যাবতীয় বস্তু নিত্য হইত, তাহাতেই বা কি? তাহা হইলেও তিনি আমারদিগের পিতৃ রূপে ভক্তি-ভাজন এবং সুহৃৎরূপে প্রীতি-ভাজন থাকিতেন। তিনি এখনও আমারদিগের যেমন প্রেমাস্পদ, পূজনীয় ও সেবনীয় আছেন, তখন ও সেইরূপ থাকিতেন।

বাল্যাবধিই এই পরম পরিশুদ্ধ প্রীতি রস পান অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। পিতা মাতা স্বীয় সন্তান গণকে যেমন অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা দেন, সেইরূপ, যাহাতে তাহারদের মানস সরোবরে পরমেশ্বরের প্রেমামৃত ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত হয়, তাহারও উপায় করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদিও সকলের অন্তঃকরণ সমান নহে, সুতরাং সকলের

শিখগুরুদিগের বংশাবলি।

- নানক (১)
  - শ্রীচন্দ্ (উদাসী)
  - লক্ষ্মীদাস (বেদীজাতীয়) রবী নদীর তীরে যে নানকের ডেরা আছে, সেই স্থানে ইঁহার বংশ আছে।
- অঙ্গদ (২)
  - দাতু (তীহনজাতীয়) খন্দুর নামক স্থানে ইঁহার বংশ আছে।
- অমরদাস (৩)
  - মোরী (ভল্লেজাতীয়) গোইন্দোয়াল নামক স্থানে ইঁহার বংশ আছে।
  - ভানী (কন্যা) = রামদাস (৪) (সোধীজাতীয়) অমরদ জাম.
    - অর্জ্জুন (৫)
      - হরগোবিন্দ (৬)
        - গুরদিৎ
          - হররায় (৭)
            - রামরায়
            - হরকৃষ্ণ (৮)
          - ধীরমল
            - পাহাড়চন্দ্
              - নির্জ্জুনদাস
              - ভোপ — ধনপৎ — গোলাবসিংহ — সাধুসিংহ
        - তেগ্‌বাহাদুর (৯)
          - গোবিন্দসিংহ (১০)
            - অজিতসিংহ
            - জুজাড়সিংহ
            - ফতেসিংহ
            - জোরাওয়ারসিংহ
        - সুরতসিংহ
          - ধীপচন্দ্
            - গোলাবরায়
            - মানসিংহ
              - নহরসিংহ
                - সুরজসিংহ
                  - তীলকসিংহ
                  - দীদারসিংহ
                  - দীওয়ানসিংহ
                - জয়সিংহ — উত্তমসিংহ — কর্ত্তারসিংহ
              - উদয়সিংহ
              - ক্ষেমসিংহ
        - অম্বরায়
        - অত্তলরায়
    - পৃথ্বীচন্দ্
      - মেহরবান
        - করণমল বজ্জল নামক স্থানে ইঁহার বংশ আছে।
        - হরজী
          - হরগোপাল
            - গুরদিৎ
              - শ্যাম
              - জীবন — হরসহায়
        - চতুর্ভুজ রবিন্দের নিকটবর্ত্তি কোথয়াল নামক স্থানে ইঁহার বংশ আছে।
    - মহাদেব

ভক্তি ও প্রীতি স্বভাবতঃ প্রবল নহে, কিন্তু ইহা বলিয়া পরমেশ্বরের প্রেমালোচনায় তাঁহারদিগের বিমুখ হওয়া উচিত নহে। অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় এসকল বৃত্তির ও চালনা করা উচিত এবং অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়ও শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। সংসারের সকল বস্তু হইতেই তাঁহার অপর্য্যাপ্ত প্রেমামৃত প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ ইহার সর্ব্ব স্থানেই তাঁহার অপার প্রীতি ব্যাপ্ত রহিয়াছে। কত শত পরমেশ্বর-পরায়ণ পণ্ডিতেরা নিজ নিজ গ্রন্থ পরমেশ্বরের প্রেম রসে প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অবশ্যই ক্রমে ক্রমে কৃতার্থ হওয়া যায়। পরমেশ্বরে প্রীতি হওয়া ধর্ম্ম শিক্ষার শেষাবস্থা; প্রথমে তাঁহার শক্তি প্রতীত হয়, পরে তাঁহার জ্ঞান জ্যোতি উপলব্ধ হয়, অবশেষে সমুদায় বিশ্ব কেবল পরমেশ্বরের প্রেমের ব্যাপার রূপে দৃষ্ট হইতে থাকে। যখন, তুমি তোমার পরম প্রিয় পরমাত্মাকে স্মরণ করিবামাত্র আনন্দার্ণবে নিমগ্ন হইবে, আর তাঁহার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিবার স্বাবকাশ না পাইলেই অন্তঃকরণ ব্যাকুলিত হইতে থাকিবে; যখন বিষয় ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিলেও তাঁহার অচিন্ত্য গুণ ও অপার প্রীতির চিহ্ন সকল মনোমধ্যে উদয় হইতে থাকিবেক; যখন সাংসারিক সমুদায় শুভকার্য্য তাঁহার কার্য্য জ্ঞান করিয়া তদনুষ্ঠানে একান্ত শ্রদ্ধা হইবেক, এবং যাহা তাঁহার কার্য্য নহে তাহাতে অশ্রদ্ধা ও ঔদাস্য জন্মিবে; তখন জানিবে, যে তোমার প্রীতি পরিপক্ক হইয়াছে, এবং তুমি অলক্ষ্য অনির্ব্বচনীয় অনুপম পূর্ণাবস্থার নিকটবর্ত্তী হইতেছ। যিনি এমন মনে করেন, যে পরমেশ্বরের প্রেমে মগ্ন হইলে অন্য কোন বস্তুতে প্রীতি করিবার আর প্রয়োজন থাকেনা; সংসার হইতে বিরত হইয়া সমুদায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; তাঁহার ভ্রান্তির আর অন্ত নাই। পরমেশ্বরের প্রীতির রীতি এপ্রকার নহে; তাঁহাকে প্রীতি করিলে বিশ্ব সংসারকে প্রীতি করিতে হয়। প্রিয় ব্যক্তির প্রিয় পদার্থ সমুদায়ে প্রীতি না করিলে তাঁহার প্রতি যথার্থ প্রীতি প্রকাশ পায় না। অতএব, পরম প্রিয় পরমেশ্বরের জগৎও আমারদিগের প্রীতিভাজন। যেমন একমাত্র সুধাকরের কিরণ লাভ করিয়া সকল ভূম গুল সুধাময় হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরের প্রতি যাঁহার যথার্থ প্রীতির উদয় হয়, সকল লোক ও সকল বস্তুই তাঁহার প্রীতির বিষয় হইয়া উঠে। আত্মীয়, স্বজন, প্রতিবাসী প্রভৃতি সকল লোকের সহিত—সমুদায় জগতের সহিত তাঁহার অভেদ হইয়া যায়। তিনি আর স্বার্থানুরোধে পরের অনিষ্ট করিতে পারেন না। যিনি পরমেশ্বরের প্রেমে মগ্ন হইয়াছেন, তাঁহার দ্বারা সাংসারিক কার্য্য যেপ্রকার পরিপাটীরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা, অন্য কাহারও দ্বারা সে প্রকার নহে। কারণ তিনি সমুদায় সাংসারিক কার্য্য আপনার প্রিয়তম পরমেশ্বরের কার্য্য জ্ঞান করিয়া সাতিশয় উৎসাহ ও যত্ন সহকারে পরমানন্দ পূর্ব্বক সম্পন্ন করেন। তিনি সাংসারিক মোহে মুগ্ধ হয়েন না, এবং কোন কার্য্যোদ্ধার নিমিত্তে কুকর্ম্মে লিপ্ত হয়েন না। তিনি প্রিয়তম পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করাই আপনার সমস্ত জীবনের উদ্দেশ্য কার্য্য বলিয়া জানেন, অতএব তাহার অন্যথাচরণ করিতে তাঁহার সাহস হয় না। যিনি এই প্রকারে পরমেশ্বরে প্রীতি করেন এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত থাকেন, তিনিই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসক,—তাঁহারই মানব জন্ম গ্রহণ করা সার্থক হইয়াছে।

আত্মতত্ত্ব বিদ্যা

চতুর্থ অধ্যায়

পরমাত্মা সত্য-কাম সত্য-সঙ্কল্প। তিনি যাহা কামনা করেন, যাহা সংকল্প করেন, তাহা তৎক্ষণাৎ হয়, কদাপি তাহা ব্যর্থ হয় না। তিনি এই জগৎ সংসার রচনার নিমিত্তে পরমাণু রাশির সঙ্কল্প করিলেন, রাশি রাশি পরমাণু উৎপন্ন হইল;

তিনি জীবাত্মা সমূহের সঙ্কল্প করিলেন, সমূহ জীবাত্মা উৎপন্ন হইল। তিনি পরমাণু সকলেতে যে যে স্বভাব ও নিয়ম সংস্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন, তাহাই তাহাতে সংস্থাপিত হইল; তিনি ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মাতে যে প্রকার বৃত্তি ও প্রকৃতি নিয়োগ করিতে অভিপ্রায় করিলেন, তাহাই তাহাতে যুক্ত হইল। তাঁহার সংস্থাপিত নিয়মানুসারে শরীরের সহিত জীবাত্মার সংযোগ হইতেছে, পুনর্ব্বার তাঁহারই নিয়মানুসারে শরীরের সহিত জীবাত্মার বিয়োগ হইতেছে। তাঁহারই কুশল অভিপ্রায়ের অনুযায়ী জীবাত্মা সকল স্বীয় স্বীয় পুণ্যবলে ক্রমে উৎকৃষ্ট লোক হইতে উৎকৃষ্ট লোকে গমন পূর্ব্বক পরিশেষে সকল কামনার পরিসমাপ্তি মুক্তি লাভ করিতেছে —রোগ শোক হইতে মুক্ত হইয়া,পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, অজর অমর অভয় ব্রহ্মের সহিত নিত্যকাল পূর্ণানন্দ উপভোগ করিতেছে।

পরমাত্মার এই আশ্চর্য্য অলৌকিক শক্তিকে অনুভব করিতে না পারিয়া কেহ কেহ এই প্রকার বিবেচনা করেন, যে তিনি আপনি এই জগৎ রূপে পরিণত হইয়াছেন। পরমাত্মা যিনি, তিনি বিকার বিহীন, তাঁহার পরিণাম কি প্রকারে হইতে পারে? ইহা কি কখন বুদ্ধি-বিশিষ্ট মনুষ্যের গ্রাহ্য হইতে পারে,যে তিনি স্বয়ং বায়ু হইয়াছেন, জল হইয়াছেন, তেজ হইয়াছেন, পৃথিবী হইয়াছেন; তিনি স্বয়ং প্রতি শরীরে পৃথক্ পৃথক্ জীবাত্মা হইয়া সাংসারিক বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, কখন মোহ বিশিষ্ট হইতেছেন, কখন পাপাচরণ করিতেছেন; কখন সাধু হইতেছেন,কখন অসাধু হইতেছেন।

যে সকল অদ্বৈতবাদি পণ্ডিতেরা পরমাত্মাকে উপাদান কারণ বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তাঁহারা পরমাত্মাতে আরোপিত উক্ত দোষ খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে উপাদান কারণকে দুই প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন; পরিণাম উপাদান, আর বিবর্ত্ত উপাদান।

সতত্ত্বতোন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥

স্বরূপের অন্যথা হইয়া যে কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয় তাহা বিকারী বা পরিণামী বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যেমন মৃত্তিকা পিণ্ডের পরিণামে ঘট হয়, দুগ্ধের পরিণামে দধি হয়। আর এই প্রকার স্বরূপের অন্যথা না হইয়া যে কারণেতে কার্য্য উৎপন্ন হয় তাহা বিবর্ত্ত উপাদান বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

তাঁহারা যদি পরমাত্মাকে এইরূপ বিবর্ত্ত উপাদান কারণ বলেন, তবে তাহাতে কোন আপত্তি উত্থাপন করিবার বড় প্রয়োজন থাকে না; কিন্তু এই বক্তব্য থাকে, যে তাঁহাকে বিবর্ত্ত উপাদান কারণ বলা কেবল অনর্থক বাগাড়ম্বর মাত্র। তাঁহারদিগকে স্থূল জিজ্ঞাসা এই,যে পরমাত্মা এই জগৎ রূপে পরিণত হইয়াছেন কি ইহা হইতে পৃথক্ আছেন? তাঁহারা ইহা বলিতে কখনই সাহসী হয়েন না, যে পরমাত্মা এই জগৎ রূপে পরিণত হইয়াছেন; তাঁহারদিগেরও এই অভিপ্রায় যে তিনি ইহা হইতে সর্ব্বদা স্বতন্ত্র ও নির্লিপ্তই আছেন। তবে তাঁহারা কেবল বিবর্ত্ত উপাদান প্রকৃতি শব্দেতে আচ্ছন্ন হইয়া সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন মাত্র,তাহাতে সত্যের জ্যোতিঃ প্রবিষ্ট হইলে আর সে আচ্ছন্নতা থাকে না। এই সত্য, যে তিনি এই মহৎ বিস্তীর্ণ পরম সুন্দর জগৎ-কৌশল রচনার নিমিত্তে আপনার নির্ব্বিকার স্বরূপকে বিকৃত না করিয়া কেবল আপনার সংকল্প মাত্রে তাহার উপাদান কারণ জল বায়ু মৃত্তিকা প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি এই জগতের এক মাত্র নিমিত্ত কারণ, ইহার উপাদান কারণ তিনি স্বয়ং কদাপি নহেন।

বাস্তবিক অদ্বৈতবাদি পণ্ডিতেরা যেমন পরমাত্মার পরিণাম স্বীকার করেন না, তদ্রূপ এই জগৎ যে সৃষ্টি হইয়াছে,তাহাও তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহারা এই জগৎ-কৌশলকে এক মহা ভ্রম-দৃষ্টি বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহারদিগের মতে এই জগতে একটি মাত্র বস্তু আছেন, তিনি পর-

মাত্মা; তদ্ভিন্ন সৃষ্ট কি নিত্য আর দ্বিতীয় বস্তু নাই; তবে যে এই সকল দৃষ্ট হইতেছে, ইহা কেবল ভ্রম মাত্র। তাঁহারা বলেন যে যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হয়, তদ্রূপ সেই এক বস্তুতে এই সকল অবস্তুর ভ্রম হইতেছে। এখানে জিজ্ঞাস্য এই, যে রজ্জুতে যেমন সর্পের ভ্রম দ্বিতীয় এক পুরুষের হয়,সেই বস্তুতে অবস্তুর ভ্রম কাহার হইতেছে? এক বস্তু মাত্র পরমাত্মা আছেন, সৃষ্ট কি নিত্য যদি আর দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই,তবে বলিতে হইবে,যে সেই পরমাত্মারই এই জগৎ রূপে ভ্রম হইতেছে এবং তিনিই এই মহা ভ্রমে ভ্রান্ত ও মুগ্ধ হইয়া সাংসারিক নানাবিধ দুঃখ পাইতেছেন। ইহা হইতে অযুক্ত কথা আর কি আছে? অদ্বৈত বাদিরা তাঁহারদিগের যুক্তির এই দোষ পরিহার করিবার অভিপ্রায়ে এক জড় উপাধি শব্দ কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে তপ্ত লৌহ যেমন অন্য বস্তুকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ ব্রহ্ম চৈতন্য বিশিষ্ট যে জড় উপাধি, সেই এই মিথ্যা জগৎকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করে এবং সেই এই নানাবিধ সাংসারিক সুখ দুঃখ ভোগ করে। কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীতি হইবেক, যে তাঁহারদিগের এ উপাধি শব্দ কল্পনা করা ব্যর্থ হইয়াছে। প্রত্যক্ষ জগৎকে নিরাস করিতে কল্পিত উপাধির কি ক্ষমতা? তাঁহারা জড় উপাধিকে লৌহ পিণ্ডের সহিত আর ব্রহ্মচৈতন্যকে অগ্নির সহিত দৃষ্টান্ত দেন। তাঁহারা এই বৃথা দৃষ্টান্ত দ্বারাও আপনারদিগের মত রক্ষা করিতে পারেন না। যেহেতু যেমন বাস্তবিক লৌহপিণ্ড কোন প্রকারেই কিছু দগ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু সেই লৌহ পিণ্ডেতে যে অগ্নি আছে, সেই কেবল অন্য বস্তুকে দগ্ধ করিতে পারে; তদ্রূপ কল্পিত উপাধি যে জড় বস্তু,তাহার কোন বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না,কিন্তু তাহাতে যদি চৈতন্য উপহিত থাকে, তবে তাঁহারই সত্য কি মিথ্যা জ্ঞান হইতে পারে এবং সুখ দুঃখের ভোক্তা তিনিই হইতে পারেন। জড় বস্তুর সত্যাসত্যের জ্ঞান, সুখ দুঃখের অনুভব কি প্রকারে হইবে? অগ্নি লৌহ পিণ্ডেতেই থাকুক,কিম্বা সে পৃথকই থাকুক, যাহা কিছু দগ্ধ হইবেক,তাহা অগ্নি দ্বারাই হইবেক; আর চৈতন্য কোন উপাধিতে উপহিত থাকুক বা পৃথকই থাকুক, যাহা কিছু জ্ঞাত ও অনুভূত হইবেক,তাহা চৈতন্য দ্বারাই হইবেক। যদি কেহ মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া বিকৃত হইয়া বন্ধুকে শত্রুরূপে আর শত্রুকে বন্ধুরূপে বিপরীত দর্শন করে, তবে সেই উপাধি যে মাদক দ্রব্য,তাহা যেমন বিপরীত দর্শী বলা যাইতে পারে না, কিন্তু সেই মদোন্মত্ত ব্যক্তিকেই বিপরীতদর্শী বলি; তদ্রূপ জড় উপাধিকে ভ্রমের বিজ্ঞাতা বলা যুক্ত হয় না,কিন্তু অদ্বৈতবাদিদিগের যুক্তি অনুযায়ী তাহাতে উপহিত যে ব্রহ্ম চৈতন্য, তাঁহাকেই ভ্রমের বিজ্ঞাতা এবং তাঁহাকেই সাংসারিক সুখ দুঃখের ভোক্তা বলিতে হয়। দেখ, তাঁহারদিগের মিথ্যা যুক্তি অবলম্বন করিলে কত অনর্থ উপস্থিত হয়; নির্বিকার নিরবদ্যকে বিকৃত মানিতে হয়, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎকে ভ্রান্ত বলিতে হয়, পরিপূর্ণ আনন্দ স্বরূপ, অমৃত স্বরূপকে সাংসারিক সুখ দুঃখের ভোক্তা করিতে হয়।

সৃষ্টি নিরাস করিবার মানসে যে সকল অদ্বৈতবাদিরা জড় উপাধির কল্পনা করেন, তাঁহারদিগকে আর একটি জিজ্ঞাস্য এই, যে তাঁহারদিগের এই জড় উপাধি নিত্য বস্তু না সৃষ্ট বস্তু? যদি তাঁহারা ইহাকে নিত্য বস্তু বলেন,তবে তাঁহারা এই জগতে কেবল এক মাত্র বস্তু স্থাপনার উদ্দেশে যে উপাধি কল্পনা করেন, তাহা একেবারে নিরর্থক হইয়া যায়; আর যদি তাহাকে সৃষ্ট বস্তু বলেন, তবে মিথ্যা এক উপাধি শব্দ কল্পনা করিয়া তাহাকে সৃষ্ট বস্তু বলিয়া মানিবার অপেক্ষা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান এই জগতের সৃষ্টি মানিয়া সত্য রক্ষা করাই শ্রেয়।

পরমাত্মা যিনি, তিনি বিকার বিহীন; তিনি স্বস্বরূপেতেই নিত্যকাল বর্ত্তমান আছেন; তিনি আপনি অন্য কোন বস্তু হয়েন নাই; তিনি এই সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সংকল্প করিলেন, আর এই

অপূর্ব্ব জগৎ শূন্য হইতে উৎপন্ন হইল; তাঁহারই ইচ্ছা মতে অদ্যাপি এই জগৎ প্রবর্ত্তমান রহিয়াছে; এবং তিনি যখন ইচ্ছা করিবেন, তখনই ইহা অদৃশ্য হইবেক, কণা মাত্র ইহার চিহ্ন থাকিবেক না।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

প্রথমখণ্ডং

তৃতীয়াধ্যায়ঃ

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাং॥

পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান লাভার্থে আচার্য্য সন্নিধানে শিষ্য গমন করিবেন। সেই জ্ঞানাপন্ন আচার্য্য উপস্থিত শিষ্যকে সম্যক্ শান্ত শমান্বিত চিত্ত দেখিয়া যে বিদ্যা দ্বারা অবিনাশী সত্য স্বরূপ পুরুষকে জানা যায়, তাহার উপদেশ করিবেন।

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, এই সমুদায় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যদ্দ্বারা অবিনাশী পরব্রহ্মের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥

যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অতীত, জন্ম রহিত, রূপ রহিত, চক্ষুঃ শ্রোত্র বিহীন; সেই হস্ত পদ শূন্য, জন্ম মৃত্যু বর্জ্জিত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, অতি সূক্ষ্ম স্বভাব, হ্রাস রহিত, সর্ব্ব ভূতের কারণ স্বরূপ পরব্রহ্মকে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টি করেন।

এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি। অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমো- ঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগ- মনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রং॥

হে গার্গি*! ব্রাহ্মণেরা যাঁহাকে অভিবাদন করেন, তিনি এই অবিনাশী ব্রহ্ম তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন; তিনি অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতম, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষু, অকর্ণ, অবাক্; তিনি মন বিহীন, তেজ বিহীন, প্রাণ বিহীন, মুখ বিহীন; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

এতস্য বাঅক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ॥

এই অবিনাশী পরমেশ্বরের শাসনে, হে গার্গি! সূর্য্য চন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

এতস্য বাঅক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ॥

এই অবিনাশী পরমেশ্বরের শাসনে হে গার্গি! দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

এতস্য বাঅক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তাঅহোরাত্রাণি অর্দ্ধমাসামাসাঋতবঃ সম্বৎসরাইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি॥

এই অবিনাশী পরমেশ্বরের শাসনে হে গার্গি! নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর, সমুদায় বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

এতস্য বাঅক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যানদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যাঃ॥

এই অবিনাশী পরমেশ্বরের শাসনে হে গার্গি! অনেকানেক পূর্ব্ব বাহিনী পশ্চিম বাহিনী নদী শ্বেত পর্ব্বত সকল হইতে নিঃসৃত হইতেছে।

যোবাএতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বাঽস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণি অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি॥

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়া যদিও বহু সহস্র বৎসর এই লোকে হোম যাগ তপস্যা করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না।

---

* গার্গী নামক ব্রহ্মজিজ্ঞাসু এক স্ত্রী, তাঁহার আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্টা হইয়াছেন।

যোবাএতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বাস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি সকৃপণঃ। অথ যএতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি সব্রাহ্মণঃ॥

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পরমেশ্বরেকে না জানিয়া ইহ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি কৃপা পাত্র অতি দীন। আর যিনি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে জানিয়া ইহ লোক হইতে অবসৃত হয়েন তিনি ব্রাহ্মণ।

তদ্বাএতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ অমতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ। এতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গি আকাশওতশ্চ প্রোতশ্চ॥

হে গার্গি! এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে কেহ দর্শন করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন; কেহ তাঁহাকে শ্রুতি গোচর করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন; কেহ তাঁহাকে মনন করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলকেই মনন করেন; কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই জানেন। হে গার্গি! আকাশ,এই অবিনাশী পরমেশ্বরেতে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

ভীষাহস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদয় হইতেছে, ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে,মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে,এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণএজতি নিঃসৃতং।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

এই প্রাণ স্বরূপ পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান প্রযুক্ত তাঁহা হইতে নিঃসৃত এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যথানির্দ্দিষ্ট নিয়মে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহাভয়ানক হয়েন। যাঁহারা এই পরমেশ্বরকে জানেন তাঁহারা অমর হয়েন।

ইতি প্রথমখণ্ডে তৃতীয়োধ্যায়ঃ

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

দ্বাচত্বারিংশৎ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

১৩ সংখ্যক পত্রিকার ১৯ পৃষ্ঠের পর

শৃঙ্গী কহিলেন, হে পিতঃ! শাপ দেওয়াতে যদিও আমার সাহসিকতা অথবা দুষ্কর্ম্ম করা হইয়া থাকে, আর উহা তোমার প্রিয় বা অপ্রিয়ই হউক, যাহা কহিয়াছি. মিথ্যা হইবার নহে। আমি তোমাকে তত্ত্ব কথা কহিতেছি. উহা কদাপি অন্যথা হইবেক না। আমি পরিহাস কালেও মিথ্যা কহি না অতএব আমার দত্ত শাপ কি রূপে মিথ্যা হইবেক। শমীক কহিলেন,বৎস! আমি জানি, তুমি অত্যন্ত উগ্রপ্রভাব ও সত্যবাদী, কখন মিথ্যা কহ নাই. অতএব ইহা মিথ্যা হইবার নহে। কিন্তু পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হইলেও তাহাকে পিতার শাসন করা কর্ত্তব্য; যেহেতু তাহা হইলে পুত্র উত্তরোত্তর গুণশালী ও যশস্বী হইতে পারে। তুমিতো বালক তোমাকে অবশ্যই শাসন করিতে পারি। তুমি সর্ব্বদা তপস্যা করিয়া থাক; যাঁহারা তপস্যা ও যোগানুষ্ঠান দ্বারা প্রভাব সম্পন্ন হয়েন, তাঁহারদের অতিশয় কোপ বৃদ্ধি হয়। তুমি আমার পুত্র, তাহাতে বয়সে বালক,এবং যৎপরোনাস্তি অবিবেচনার কর্ম্ম করিয়াছ,এই সমস্ত আলোচনা করিয়া তোমাকে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলাম। অতএব কহিতেছি,শুন, তুমি শমপথাবলম্বী হইয়া এবং বন্য ফল মূল মাত্র আহার করিয়া ক্রোধের দমন কর, তাহা হইলে ধর্ম্ম পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। লোকে পারলৌকিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় অনেক দুঃখে ধর্ম্ম সঞ্চয় করে,কিন্তু ক্রোধবশ হইলে এককালে সমুদায় উচ্ছিন্ন হয়। ধর্ম্মহীনদিগের সদ্গতি নাই। ক্ষমাশীল লোকের শমক্ট সিদ্ধির অদ্বিতীয় সাধন,ক্ষমাশীলের ইহলোক পরলোক উভয়ত্র জয়, অতএব সতত ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া চলিবে। ক্ষমাশীল হইলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবে। আমি শমপথাবলম্বী, এক্ষণে আমার যাহা

সাধ্য তাহাই করি। রাজাকে এই সংবাদ পাঠাইয়া দিই, যে আমার পুত্র নিতান্ত বালক, অদ্যাপি তাহার বুদ্ধির পরিপাক হয় নাই. তুমি আমার যে অবমাননা করিয়াছিলে, সে তদ্দর্শনে অমর্ষ পরবশ হইয়া তোমাকে শাপ দিয়াছে।

সুব্রত মহাতপাঃ সমীক মুনি গৌরমুখ নামক সুশীল সমাহিত স্বীয় শিষ্যকে রাজা পরীক্ষিতের নিকট গিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার সংবাদ কহিবার নিমিত্ত আদেশ দিয়া পাঠাইলেন, এবং কহিয়া দিলেন, অগ্রে রাজার শারীরিক ও রাজ্য কার্য্য সম্পর্কীয় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পরে এই সংবাদ নিবেদন করিবে। গৌরমুখ গুরুর আদেশানুসারে ত্বরায় হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া দ্বারবান্ দ্বারা সংবাদ দিয়া রাজভবনে প্রবেশ করিলেন, এবং রাজকৃত যথোচিত অভ্যাগত সৎকার স্বীকার ও শ্রান্তি পরিহার করিয়া যথোক্ত প্রকারে আদ্যোপান্ত সমীকবাক্য নরপতি গোচরে নিবেদন করিতে লাগিলেন, মহারাজ! শান্ত দান্ত মহাতপাঃ পরম ধর্ম্মাত্মা মৌন-ব্রত-পরায়ণ শমীক ঋষি আপনকার রাজ্যে বাস করেন। আপনি অটনী দ্বারা তাঁহার স্কন্ধদেশে মৃত সর্প ক্ষেপণ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র ক্ষমা না করিয়া পিতার অজ্ঞাতসারে আপনাকে এই শাপ দিয়াছেন, যে তক্ষক সপ্ত রাত্র মধ্যে আপনকার প্রাণ সংহার করিবেক। শমীক মুনি পুত্রকে শাপ নিরাকরণের নিমিত্ত বারম্বার কহিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও সাধ্য নাই, যে সে শাপ অন্যথা করে। মহর্ষি কুপিত পুত্রকে কোন ক্রমেই শান্ত করিতে না পারিয়া পরিশেষে আপনকার হিতার্থে আমাকে সংবাদ দিতে পাঠাইলেন।

রাজা পরীক্ষিৎ গৌরমুখের এই ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ ও স্বকৃত গর্হিত কর্ম্ম স্মরণ করিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন; শমীক মুনি মৌন ব্রত, এই নিমিত্তই উত্তর দেন নাই, ইহা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। যে মহাত্মা সেই প্রকার অপমানিত হইয়াও একপ দয়া প্রকর্শন করিলেন, তাঁহার উপরেও আমি তাদৃশ অত্যাচার করিয়াছি, মনোমধ্যে এই আলোচনা করিয়া তাঁহার পরিতাপের পরিসীমা রহিল না। বিনা দোষে ঋষির অপমান করিয়াছি, ইহা ভাবিয়া তিনি যে রূপ দুঃখিত হইলেন, নিজ মৃত্যুর কথা শুনিয়া তদ্রূপ হইলেন না। অনন্তর গৌরমুখকে এই বলিয়া বিদায় করিলেন, যে আপনি মহর্ষিকে বলুন, যেন তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েন।

এইরূপে গৌরমুখকে বিদায় করিয়া রাজা উদ্বিগ্নমনাঃ হইয়া নিজ মন্ত্রিগণ লইয়া মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে মন্ত্রণা করিয়া এক এক-স্তম্ভ, সুরক্ষিত, প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন, এবং তথায় বহু চিকিৎসক, নানা ঔষধ এবং মন্ত্র সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে নিয়োজিত করিলেন। সেই প্রাসাদে থাকিয়া সুরক্ষিত হইয়া মন্ত্রিগণ সম ভিব্যাহারে সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। কোন ব্যক্তিই তাঁহার নিকটে যাইতে পারে না, সর্ব্বত্রগামী বায়ুও সেই প্রাসাদে প্রবেশ করিতে পান না।

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ মহর্ষি কাশ্যপ শুনিয়াছিলেন, যে পন্নগশ্রেষ্ঠ তক্ষক দংশন করিয়া রাজাকে যমালয়ে প্রেরণ করিবেক। অতএব তিনি মনে করিয়াছিলেন, তক্ষক দংশন করিলে আমি চিকিৎসা দ্বারা রাজাকে বিষমুক্ত করিব, তাহাতে আমার ধর্ম্ম ও অর্থ উভয় লাভ হইবেক। নির্দ্ধারিত সপ্তম দিবস উপস্থিত হইলে কাশ্যপ একাগ্রমনাঃ হইয়া গমন করিতেছেন, এমত সময়ে নাগেন্দ্র তক্ষক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আকার পরিগ্রহ করিয়া পথিমধ্যে তাঁহার দর্শন পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনীশ্বর! তুমি সত্বর হইয়া কি অভিপ্রায়ে কোথায় যাইতেছ। কাশ্যপ কহিলেন, অদ্য সর্পরাজ তক্ষক কুরুকুলোদ্ভব, শত্রু বিনাশন, রাজা পরীক্ষিৎকে স্বীয় তেজঃ দ্বারা ভস্মাবশেষ করিবেক। আমি চিকিৎসা দ্বারা তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতে যাইতেছি। তক্ষক কহিলেন, হে মহর্ষে! আমিই সেই তক্ষক, আমিই রাজাকে দগ্ধ করিব। আমি দংশন করিলে তুমি

চিকিৎসা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না,অতএব নিবৃত্ত হও। কাশ্যপ কহিলেন, তুমি দংশন করিলে আমি বিদ্যাবলে রাজাকে বিষমুক্ত করিতে পারিব, সন্দেহ নাই।

ত্রিচত্বারিংশৎ অধ্যায়।

তক্ষক কহিলেন, যদি আমি কোন বস্তু দংশন করিলে তুমি চিকিৎসা করিয়া নির্ব্বিষ করিতে পার, তবে আমি এই বটবৃক্ষ দংশন করিতেছি, তুমি জীবন দান কর। তুমি যত পার,যত্ন কর, ও আপন মন্ত্রবল দেখাও, আমি তোমার সমক্ষে এই বটবৃক্ষ দগ্ধ করিতেছি। কাশ্যপ কহিলেন,হে নাগেন্দ্র! যদি তোমার অভিরুচি হয়, বটবৃক্ষ দংশন কর, আমি এখনি উহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতেছি। তক্ষক মহাত্মা কাশ্যপের এইরূপ বাক্য শুনিয়া নিকটে গিয়া বটবৃক্ষ দংশন করিলেন। দংশন করিবা মাত্র বৃক্ষ অত্যুগ্র বিষ প্রভাবে তৎক্ষণাৎ ভস্মাবশেষ হইল। এইরূপে বৃক্ষকে ভস্মীভূত করিয়া তক্ষক কাশ্যপকে সম্বোধিয়া কহিলেন,হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই বৃক্ষের জীবন দান বিষয়ে যত্ন কর। তক্ষক-বচনান্তে কাশ্যপ দগ্ধ বৃক্ষের সমস্ত ভস্ম সংগ্রহ করিয়া,কহিলেন,হে পন্নগরাজ! আমার বিদ্যাবল দেখ, আমি তোমার সাক্ষাতেই বৃক্ষকে বাঁচাইতেছি। তদনন্তর দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ ভগবান্ কাশ্যপ বিদ্যা প্রভাবে সেই ভস্মরাশীকৃত বৃক্ষকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। প্রথমতঃ অঙ্কুর মাত্র, তৎপরে ক্রমে ক্রমে পত্রদ্বয়, পত্ররাশি, শাখা, মহাশাখা সমুদায় প্রস্তুত হইল।

এইরূপে কাশ্যপের মন্ত্রবলে বৃক্ষকে পুনর্জ্জীবিত দেখিয়া তক্ষক কহিলেন, হে দ্বিজরাজ! তুমি যে আমার অথবা মাদৃশ অন্য কাহারও বিষ নাশ করিতে পার, এ তোমার অতি আশ্চর্য্য ক্ষমতা। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি আকাঙ্ক্ষা করিয়া তথায় যাইতেছ। তুমি যে অভিলষিত লাভের আশয়ে সেই রাজার নিকট যাইবে, যদি তাহা দুর্ল্লভও হয়, আমি তোমাকে দিব, তুমি তথায় যাইও না। রাজা বিপ্রশাপে পতিত, তাঁহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে, অতএব তথায় যাইলেও তোমার সিদ্ধি হওয়া সংশয়। তাহা হইলেই তোমার ত্রিলোক ব্যাপিনী নির্ম্মলা কীর্ত্তি প্রভাহীন দিবাকরের ন্যায় এককালে বিলয় প্রাপ্ত হইবেক। কাশ্যপ কহিলেন, হে ভুজগরাজ! আমি ধনার্থী হইয়া তথায় যাইতেছি। তুমি আমাকে প্রভূত ধন দেও, আমি নিবৃত্ত হইতেছি। তক্ষক কহিলেন, হে দ্বিজবর! তুমি রাজার নিকট যত ধন প্রার্থনা করিবে, মানস করিয়াছ, আমি তদপেক্ষা অধিক দিতেছি, তুমি নিবৃত্ত হও। মহাতেজাঃ কাশ্যপ তক্ষক বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা-পরীক্ষিতের মৃত্যুর বিষয় সবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত ধ্যানারম্ভ করিলেন। অনন্তর দিব্যজ্ঞান প্রভাবে রাজার আয়ুঃশেষ নিশ্চয় করিয়া তক্ষকের নিকট হইতে অভিলাষানুরূপ ধন গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহ প্রতিগমন করিলেন।

এইরূপে মহাত্মা কাশ্যপ নিবৃত্ত হইলে পর তক্ষক সত্বর গমনে হস্তিনাপুর প্রস্থান করিলেন। গমন কালে লোক মুখে শুনিতে পাইলেন,রাজা বিষহর মন্ত্র ও ঔষধ সংগ্রহ করিয়া যৎপরোনাস্তি সাবধান হইয়া আছেন। তখন তিনি এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, মায়াবলে রাজাকে বঞ্চনা করিতে হইবেক,অতএব কি উপায় অবলম্বন করি। অনন্তর স্বীয় অনুচর সর্পদিগকে তাপস বেশ ধারণ করাইয়া রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন,কহিয়া দিলেন, তোমরা, বিশেষ কার্য্য আছে,এইরূপ ভান করিয়া অব্যাকুলিতচিত্তে রাজ সভায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ ফল পুষ্প কুশ ও জল প্রদান করিবে। ভুজঙ্গম গণ তক্ষকের আদেশানুসারে তথায় উপনীত হইয়া রাজাকে কুশ কুসুম ফল জল প্রদান পূর্ব্বক যথাবিধি আশীর্ব্বাদ করিল। বীর্য্যবান্ রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ সেই সকল গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহারদের কার্য্য শেষ করিয়া দিয়া গমন করিতে কহিলেন।

কপট তাপসবেশধারী নাগ গণ নির্গত হইলে পর রাজা যাবতীয় অমাত্য ও

সুহৃদ্বর্গকে কহিলেন, আইস, সকলে মিলিয়া তাপসগণ আনীত এই সকল সুস্বাদ ফল ভক্ষণ করি। রাজা ব্রহ্মশাপ মূলক দুর্দ্দৈব প্রয়োজিত হইয়া সচিবগণ সমভিব্যাহারে ফলভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তক্ষক যে ফলে প্রবিষ্ট ছিলেন, দৈবগতিতে রাজা স্বয়ং ভক্ষণার্থে সেই ফল লইলেন। ভক্ষণ করিতে করিতে তন্মধ্য হইতে অণু প্রমাণ অতিক্ষুদ্র তাম্রবর্ণ কৃষ্ণনয়ন এক কৃমি নির্গত হইল। রাজা হস্তে সেই কৃমি লইয়া অমাত্যদিগকে কহিলেন, দেখ, সূর্য্য অস্তগত হইতেছেন, অদ্য আর আমার বিষভয় নাই। অতএব এই কৃমি তক্ষক প্রতিরূপ হইয়া আমাকে দংশন করুক, তাহা হইলেই শাপেরও পরিহার হইল, মুনিবাক্যও সত্য হইল। মন্ত্রিরাও কালবশীভূত হইয়া তাঁহার মতের অনুবর্ত্তী হইলেন। মুমূর্ষু হতচেতন রাজা সেই কৃমিকে গ্রীবাতে স্থাপন করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কৃমিরূপী তক্ষক তৎক্ষণাৎ স্বস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ফণ-ন গুল দ্বারা রাজার গ্রীবা বেষ্টন করিলেন। তখন রাজার চৈতন্য হইল। তক্ষক বেগে রাজার গ্রীবা বেষ্টন ও ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া রাজাকে দংশন করিলেন।

বিজ্ঞাপন

দুই জন ছাত্রকে ব্রাহ্মধর্ম্ম অধ্যয়ন করান যাইবেক, তাঁহারা প্রত্যেকে মাসিক বৃত্তি দশ টাকা করিয়া প্রাপ্ত হইবেন। যাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের ন্যূন না হয় এবং পঞ্চবিংশতি বৎসরের অধিক না হয় ও ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকে, তিনি এইরূপ ছাত্র হইবার যোগ্য হইবেন। যিনি এইরূপে অধ্যয়ন করিতে প্রার্থনা করেন, তিনি আগামী ১ শ্রাবণের মধ্যে আমার নিকটে আবেদন পত্র প্রদান করিবেন।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশ
ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের গত চৈত্র ও বৈশাখ মাসীয় আয়ব্যয় বিবরণ

আয়

ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক বিক্রয়	১২৷৷০
দান প্রাপ্ত	১৪০ ৵১০
গত মাসের স্থিত	২২৮৭ ১০
	৩৮১৷৵০

ব্যয়

সমাজের আলোক জন্য তৈল ইত্যাদির ব্যয়	১৭৷৷/০
কর্ম্মচারিদিগের বেতন.........	৩৩৷৷০
অনিরূপিত ব্যয়	১ ৴/১৫
	৫২৷১৫

স্থিত টাকার বিবরণ

নগদ	৩২৯৵৫
কম্পানির কাগজ	৫০০

দান প্রাপ্তির বিবরণ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র নন্দী	২
শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসাক	১
শ্রীশিবচন্দ্র দেব	১২
শ্রীরামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	২
শ্রীরাজা কালীকুমার মল্লিক রায়	৫০
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মজুমদার	২
তত্ত্ববোধিনী সভা	৬০
দানাধারে প্রাপ্ত	১১৵১০
	১৪০৵১০

অশুদ্ধ শোধন

গত মাসের পত্রিকায় স্বপ্ন দর্শন নামে যে প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার শেষে "Rendered from the Tatler" এই কয়েকটি ইংরাজি শব্দ ছিল; মুদ্রাকারকদিগের বিস্মৃতি প্রযুক্ত তাহা মুদ্রিত হয় নাই।

২৫ জ্যৈষ্ঠ শনিবার সম্বৎ ১৯০৮ কলিগতাব্দঃ ৪৯৫২

একমেবাদ্বিতীয়ং

প্রথম ভাগ
৯৫ সংখ্যা
আষাঢ ১৭৭৩ শক

তৃতীয় কল্প   তৃতীয় কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যযা তদক্ষরমধিগম্যতে ॥
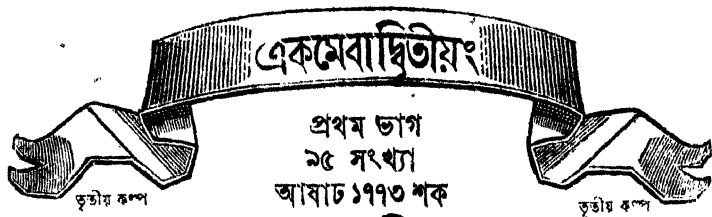
ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য একাদশানুবাকে

ষষ্ঠং সূক্তং

নোধাগৌতমঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ
ইন্দ্রোদেবতা

৭২২

১ ত্বং মহাঁ ইন্দ্র যোহ শুষ্মৈ-
র্দ্যাবা জজ্ঞানঃ পৃথিবী অমে
ধাঃ। যদ্ধতে বিশ্বা গিরয়শ্চিদ-
ভ্বা ভিয়া দৃল্হাসঃ কিরণা নৈজন্।

১ হে 'ইন্দ্র' 'ত্বং' 'মহাঁ' মহান্ ভবসি। 'যঃ' ত্বং 'হ' খলু 'অমে' অসুরকৃতে ভযে সতি 'জজ্ঞানঃ' তদানীমেব প্রাদুর্ভূতঃ সন্ 'শুষ্মৈঃ' শত্রূণাং শোষকৈর্বলৈঃ 'দ্যাবা-পৃথিবী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'ধাঃ' অধারয়ঃ তাদৃশাত্ত্বত্তযাদযুযুচইত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'যৎ' যস্য 'হ' খলু 'তে' তব 'ভিয়া' ভীত্যা 'বিশ্বা' বিশ্বানি বাণ্ডানি যানি ভূতজাতানি 'গিরয়ঃ চিৎ' যে চ শিলোচ্চয়াঃ 'অভ্বাঃ' অন্যান্যপি মহান্তি যানি সন্তি তেপি সর্ব্বে 'দৃল্হাসঃ' দৃঢ়াঅপি 'ঐজন্' অকম্পিষত। 'ন' যথা 'কিরণাঃ' সূর্য্যরশ্ময়ঃ ইতস্ততোনভসি কম্পন্তে তদ্বৎ।

১ হে ইন্দ্র! তুমি অতি মহান্। তুমি অসুরকৃত মহদ্ভয় উপস্থিত হইলে প্রাদুর্ভূত হইয়া শত্রুশোষক বল দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে ধারণ করিয়াছিলে। তোমার ভয়ে ভূত সকল ও পর্ব্বত সকল এবং অন্য অন্য মহৎ পদার্থ সকল অতিশয় দৃঢ় হইয়াও সূর্য্য রশ্মির ন্যায় কম্পিত হইয়াছিল।

৭২৩

২ আ যদ্ধরী ইন্দ্র বিব্রতা বেরা
তে বজ্রং জরিতা বাহ্বোর্ধাৎ।
যেনাবিহর্য্যতক্রতো অমিত্রান্ পু-
রইষ্ণাসি পুরুহূত পূর্বীঃ।

২ হে 'ইন্দ্র' ত্বং 'যৎ' যদা 'বিব্রতা' বিব্রতে বিবিধকর্ম্মাণৌ 'হরী' অদীয়ৌ অশ্বৌ 'আ-বেঃ' আগময়সি রথে যোজয়সি ইত্যর্থঃ তদানীং 'জরিতা' স্তোতা 'তে' তব 'বাহ্বোঃ' হস্তযোঃ 'বজ্রং' 'আধাৎ' আস্থাপয়তি হে 'অবিহর্য্যতক্রতো' অপ্রেপ্সিত কর্ম্মবন্ ইন্দ্র 'অমিত্রান্' শত্রূন্ 'যেন' বজ্রেণ 'ইষ্ণাসি' অভিগচ্ছসি। হে 'পুরুহূত' বহুভির্যজমানৈরাহূত ত্বং 'পূর্বীঃ' বহ্বীঃ 'পুরঃ' অসুরপুরাণি যেন অভিগচ্ছসীত্যর্থঃ।

২ হে ইন্দ্র! যখন তুমি বিবিধ কর্ম্মকারি তোমার অশ্বদ্বয়কে রথে যোজনা কর, সেই সময় তোমার স্তবকারী তোমার দুই হস্তে সেই বজ্র স্থাপন করেন, যাহার দ্বারা হে অনভিলষিত কর্ম্মবন্ ইন্দ্র! তুমি শত্রু-

দিগকে ধর্ষণ কর। হে বহু কর্ত্তৃক আহূত ইন্দ্র! তুমি অসুরদিগের পুর সকল ভেদ করিতে গমন কর।

১২৪

৩ ত্বং সত্যইন্দ্র ধৃষ্ণুরেতান্ত্বমৃভুক্ষানর্য্যস্ত্বং ষাট্। ত্বং শুষ্ণং বৃজনে পৃক্ষআণৌ যূনে কুৎসায় দ্যুমতে সচাহন্।

৩ হে 'ইন্দ্র' 'ত্বং' 'সত্যঃ' সৎসু ভবঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টইত্যর্থঃ 'এতান্' শত্রূন্ অভিগতঃ সন্ 'ধৃষ্ণুঃ' তেষাং ধর্ষয়িতা তিরস্কর্ত্তা কিঞ্চ 'ত্বং' 'ঋভুক্ষাঃ' ঋভুণামধিপতিঃ 'নর্য্যঃ' নৃভ্যোহিতঃ তথা 'ত্বং' 'ষাট্' শত্রূণাং অভিভবিতা ভবসীত্যর্থঃ। 'বৃজনে' বর্জনযুক্তে সংগ্রামে হি বীরাঃ পুরুষাঃ বর্জ্যন্তে হিংস্যন্তে 'পৃক্ষে' সংপর্চনীয়ে বীর্য্যেণোক্ষং প্রাপ্তব্যে এবংবিধে 'আণৌ' সংগ্রামে 'দ্যুমতে' দীপ্তিমতে 'যূনে' তরুণায় 'কুৎসায়' 'সচা' সহায়োভূত্বা 'ত্বং' 'শুষ্ণং' এতৎসংজ্ঞকং অসুরং 'অহন্' অবধীঃ।

৩ হে ইন্দ্র! তুমি সকলের উৎকৃষ্ট। এই শত্রুদিগের মধ্যে অভিগত হইয়া তুমি ইহারদিগের ধর্ষণকর্ত্তা; তুমি ঋভুদিগের রাজা, মনুষ্যদিগের হিতজনক এবং শত্রুদিগের অভিভবিতা। হিংসাযুক্ত,বীর্য্য দ্বারা প্রাপ্ত, সংগ্রামেতে দীপ্তিমান্, যুবা,কুৎসের সহায় হইয়া তুমি শুষ্ণ অসুরকে বধ করিয়াছিলে।

১২৫

৪ ত্বং হ ত্যদিন্দ্র চোদীঃ সখা বৃত্রং যদ্বজ্রিন্ বৃষকর্ম্মন্নুভ্নাঃ। যদ্ধ শূরবৃষমণঃ পরাচৈর্ব্বি দস্যূঁর্য্যোনাবকৃতোবৃথাষাট্।

৪ হে 'ইন্দ্র' 'ত্বং' 'হ' খলু 'সখা' কুৎসস্য সহায়ঃসন্ 'ত্যৎ' প্রসিদ্ধং ধনং 'চোদীঃ' প্রেরিতবান্। হে 'বৃষকর্ম্মন্' বৃষ্ট্যুদকসেচনরূপকর্ম্মোপেত 'বজ্রিন্' বজ্রবন্ ইন্দ্র 'বৃত্রং' কুৎসস্য শত্রুং 'যৎ' যদা 'উভ্নাঃ' অভুভ্নাঃ অহিংসীঃ। অপি চ হে 'শূর' শত্রূণাং প্রেরক 'বৃষমণঃ' কামাভিবর্ষকমনস্কইন্দ্র 'বৃথাষাট্' অনায়াসেন শত্রূণাং অভিভবিতা ত্বং 'যৎ' যদা 'হ' খলু 'যোনৌ' বীরৈর্মিশ্রণীয়ে সংগ্রামে 'দস্যূঁঃ' দস্যূন্ 'পরাচৈঃ' পরাগ্গমনৈঃ পরাঙ্মুখানি যথা ভবন্তি তথা 'বি-অকৃতঃ' ব্যকৃতঃ ব্যচ্ছিনঃ। তদানীং কুৎসঃ সর্ব্বং যশঃ প্রাপ্নোদিত্যর্থঃ।

৪ হে ইন্দ্র! তুমি কুৎসের সখা হইয়া সেই প্রসিদ্ধ ধন প্রেরণ করিয়াছ। হে বৃষ্টি-জল-সেচন-কর্ম্ম-বিশিষ্ট বজ্রধারি ইন্দ্র! তুমি যখন কুৎসের শত্রু বৃত্রাসুরকে হিংসা করিয়াছিলে, হে শূর! হে কামনাভিবর্ষক মনস্ক ইন্দ্র! যত্ন ব্যতীত শত্রুদিগের পরাভব কর্ত্তা যে তুমি, তুমি যখন বীর সংযুক্ত সংগ্রামে দস্যুদিগকে পরাঙ্মুখ করত ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলে, তখন কুৎস সমুদয় যশঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১২৬

৫ ত্বং হ ত্যদিন্দ্রারিষণ্যন্দৃঢ়স্য চিন্মর্ত্তানামজুষ্টৌ। ব্যস্মদা কাষ্ঠাঅর্বতে বর্ঘনেব বজ্রিঞ্ছ্নথিহ্যমিত্রান্ ।১।৫।৪।

৫ হে 'ইন্দ্র' 'ত্বং' 'হ' খলু 'ত্যৎ' তস্য দৃঢ়স্য কস্য 'চিৎ' অপি 'অরিষণ্যন্' রেষণম নিচ্ছন্ এবং হন্তাবোভবসি। দেবতাত্বেনানুগৃহীতৃত্বাৎ তথাপি 'মর্ত্তানাং' স্তোতৃণাং অস্মাকং শত্রুভিঃ 'অজুষ্টৌ' অপ্রীতৌ সত্যাং 'অর্ব্বতে' অস্মদীয়ায় 'অর্ব্বতে' অশ্বায় গন্তুং 'কাষ্ঠাঃ' দিশঃ 'আ' সমন্তাৎ 'বি-ষঃ' বিবৃতাঃ কুরু যথা সর্ব্বাসু দিক্ষ্বস্মদীয়াঃ অশ্বাঃ প্রতিরোধমন্তরেণ গচ্ছন্তি তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। কিঞ্চ তত্রত্যান্ 'অমিত্রান্' হে 'বজ্রিন্' বজ্রবন্নিন্দ্র 'ঘনা' ঘনেন কঠিনেন পর্ব্বতেন 'ইব' বজ্রেণ 'শ্নথিহি' শ্নথয় জহীত্যর্থঃ। ১। ৫। ৪।

৫ হে ইন্দ্র! তুমি কোন বস্তুরই হিংসা করিতে ইচ্ছা করহ না। তুমি আমারদিগের শত্রুর সহিত অপ্রীতি হইলে চতুর্দ্দিক্ অপাবৃত কর, যাহাতে আমারদিগের অশ্ব সকল সকল দিকে গমন করিতে পারে। হে বজ্র বিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি শত্রুদিগকে কঠিন বজ্র দ্বারা নাশ কর ।১।৫।৪।

১২৭

৬ ত্বাং হ ত্যদিন্দ্রার্ণসাতৌ স্বর্মীড়্হে নর আজা হবন্তে। তব স্বধাব ইয়মা সমর্য্য ঊতির্বাজেষ্বতসায্যা ভূৎ।

৬ হে 'ইন্দ্র' 'অর্ণসাতৌ' অর্ণানাং গমনাং যুদ্ধে প্রবৃত্তানাং পুরুষাণাং সাভির্জ্যোগস্মিন্ 'স্বর্মীড়্হে' সুষ্ঠু ধনং যস্মিন এবংভূতে 'আজা' আজৌ সংগ্রামে 'ত্যং' তং প্রসিদ্ধং 'ত্বাং' 'হ' এব সহায়ার্থং 'নরঃ' যোদ্ধুকামাঃ পুরুষাঃ 'হবন্তে' আহ্বয়ন্তি। হে 'স্বধাবঃ' অন্নবন্ ইন্দ্র 'সমর্য্যে' সংগ্রামে 'তব' সম্বন্ধিনী 'ইয়ং' 'ঊতিঃ' রক্ষণং 'আ' অস্মদাভিমুখ্যেন 'ভূৎ' ভবতু 'বাজেষু' সংগ্রামেষু যা এষা ঊতিঃ 'অতসায্যা' যোদ্ধৃভিঃ প্রাপ্তব্যা ভবতি।

৬ হে ইন্দ্র! যুদ্ধ প্রবৃত্ত পুরুষদিগের লাভাধার, ও সুন্দর ধনের আশ্রয় যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামেতে যুদ্ধাভিলাষি পুরুষ সকল তোমাকে সহায় করিবার নিমিত্ত তোমাকেই আহ্বান করে। হে অন্নশালি ইন্দ্র! যুদ্ধেতে যে রক্ষা যোদ্ধাদিগের প্রাপ্য, সেই তোমার এই রক্ষা আমারদিগের অনুকূল হউক।

১২৮

৭ ত্বং হ ত্যদিন্দ্র সপ্ত যুধ্যন্ পুরো বজ্রিন্ পুরুকুৎসায় দর্দ্দঃ। বর্হির্ন যৎ সুদাসে বৃথা বর্গংহো রাজন্ বরিবঃ পূরবে কঃ।

৭ হে 'বজ্রিন্' বজ্রবন্ 'ইন্দ্র' 'পুরুকুৎসায়' এতৎসংজ্ঞকায় ঋষয়ে 'যুধ্যন্' তদীয়শত্রুভিঃ সহ যুদ্ধং কুর্বাণঃ 'ত্বং' 'হ' এব 'ত্যৎ' তদীয়ানি 'সপ্ত' সপ্তসংখ্যানি 'পুরঃ' নগরাণি 'দর্দ্দঃ' ব্যদারয়ঃ। অপি চ 'সুদাসে' এতৎসংজ্ঞকায় রাজ্ঞে 'অংহোঃ' এতৎসংজ্ঞকস্যাসুরস্য সম্বন্ধি 'যৎ' ধনং অস্তি তৎ 'বৃথা' অনায়াসেন 'বর্হিঃ' 'ন' ইব 'বর্গ' অবৃণক্ অচ্ছিনইত্যর্থঃ। তদনন্তরং 'পূরবে' অাং হবিষা পূরয়তে তস্মৈ সুদাসে হে 'রাজন্' ইন্দ্র 'বরিবঃ' ধনং 'কঃ' অকার্ষীঃ।

৭ হে বজ্রধারি ইন্দ্র! তুমি পুরুকুৎস ঋষির নিমিত্ত তাঁহার শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করত তাহারদিগের সপ্ত সংখ্যক নগর বিদীর্ণ করিয়াছিলে, এবং সুদাস রাজার নিমিত্ত অংহু অসুরের ধন অনায়াসেই বর্হির ন্যায় নষ্ট করিয়াছিলে। তাহার পর, হে রাজা ইন্দ্র! সেই সুদাস রাজার নিমিত্তে তুমি ধন আহরণ করিয়াছিলে।

১২৯

৮ ত্বং ত্যাং ন ইন্দ্র দেব চিত্রামিষমাপো ন পীপয়ঃ পরিজ্মন্। যয়া শূর প্রত্যস্মভ্যং যংসি ত্মনমূর্জং ন বিশ্বধ ক্ষরধ্যৈ।

৮ হে 'দেব' দ্যোতমান 'ইন্দ্র' 'ত্বং' 'নঃ' অস্মাকং 'চিত্রাং' চায়নীয়াং 'ত্যাং' তাং 'ইষং' অন্নং 'পরিজ্মন্' পরিতোব্যাপ্যায়াং ভূমৌ 'পীপয়ঃ' প্রবর্দ্ধয়ঃ যথা সর্ব্বা ভূমিরন্নেন পূর্ণা ভবতি তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ 'ন' যথা 'আপঃ' বৃষ্ট্যুদকানি ভূম্যাং বর্ষণেন প্রবর্দ্ধয়ন্তি তদ্বৎ। হে 'শূর' ইন্দ্র 'যয়া' ইষা 'ত্মনং' আত্মানং অস্মাকং জীবং 'অস্মভ্যং' 'প্রতি-যংসি' প্রযচ্ছসি। 'বিশ্বধ' বিশ্বতঃ সর্ব্বতঃ 'ক্ষরধ্যৈ' ক্ষরিতুং 'ঊর্জ্জং' উদকং 'ন' যথা অস্মভ্যং বহুলমুদকং প্রযচ্ছসি তদ্বৎ প্রাণধারণরূপং জীবনমপি প্রযচ্ছসীতি ভাবঃ।

৮ বর্ষণ দ্বারা যেমন বৃষ্টির জল ভুমিতে প্রবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ হে ইন্দ্র দেবতা! তুমি আমারদিগের সেই বিচিত্র অন্ন বিস্তীর্ণ ভুমিতে প্রবর্দ্ধিত কর, যে অন্ন দ্বারা হে বলবন্ ইন্দ্র! চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রচুর জল দানের ন্যায় আমারদিগকে জীবন দান করিতেছ।

১৩০

৯ অকারি ত ইন্দ্র গোতমেভির্ব্রহ্মাণ্যোক্তা নমসা হরিভ্যাং। সুপেশসং বাজমাভরা নঃ প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ। ১।৫।৫।

৯ হে 'ইন্দ্র' * তে' স্তব 'গোতমেভিঃ' ঋষিভিঃ 'অকারি' স্তোত্রং কৃতমিত্যর্থঃ। তদেব সপষ্টীকরোতি 'ব্রহ্মাণি' মন্ত্রজাতানি 'নমসা' হবির্লক্ষণেনান্নেন সহ 'হরিভ্যাং' অশ্বাভ্যাং যুক্তায় তুভ্যং 'ওক্তা' যথাশাস্ত্রং প্রযুক্তানি। সঃ ত্বং 'সুপেশসং' বহুবিধরূপযুক্তং 'বাজং' অন্নং 'নঃ' অস্মভ্যং 'আভর' আহর আহর দেহীতি যাবৎ 'ধিয়াবসুঃ' বুদ্ধ্যা প্রাপ্তধনইন্দ্রঃ 'প্রাতঃ' অহরুদয়কালার্থং 'মক্ষু' শীঘ্রং 'জগম্যাৎ' আগচ্ছতু। ১।৫।৫।

৯ হে ইন্দ্র! গোতম ঋষিদিগের কর্ত্তৃক তোমার স্তব কৃত হইয়াছে ; হবিরূপ অন্নের সহিত অশ্বদ্বয়যুক্ত তোমার প্রতি মন্ত্র সমূহ উক্ত হইয়াছে। বহুবিধ রূপ বিশিষ্ট অন্ন আমারদিগকে তুমি প্রদান কর। বুদ্ধি দ্বারা ধনশালী ইন্দ্র প্রাতঃকালে শীঘ্র এখানে আগমন করুন ।১।৫।৫।

পদার্থ বিদ্যা

জড় ও জড়ের গুণ

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করা যায়, সমুদায়ই জড় পদার্থ।

জড় পদার্থ দুই প্রকার ; সজীব ও নিজীব। যাহার জীবন আছে, অর্থাৎ যথাক্রমে জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস ও মৃত্যু হয়, তাহাকে সজীব কহে ; যেমন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি। আর যাহার জীবন নাই, সুতরাং যথাক্রমে জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাসাদি হয় না, তাহাকে নির্জীব বলা যায়; যেমন প্রস্তর, মৃত্তিকা, লৌহ ইত্যাদি।

যে বিদ্যা পাঠ করিলে নির্জীব জড় পদার্থের গুণ ও গতির বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার নাম পদার্থবিদ্যা।

স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, প্রস্তর, জল, অস্থি, মাংস, শিরা, রক্তাদি যত জড় বস্তু আছে, সমুদায়ই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুতে প্রস্তুত। এই যে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি বিশিষ্ট আশ্চর্য্য জগৎ, ইহা কেবল পরমাণু-পুঞ্জ মাত্র। শিশির বিন্দু বা বালুকা কণা যে এত ক্ষুদ্র, ইহাতেও অনেক পরমাণু আছে। অনেক বস্তুর একত্র করণকে সমষ্টি বলে ; যত দ্রব্য দেখা যায়, সকলই পরমাণুর সমষ্টি। সেই সকল পরমাণু এমন সূক্ষ্ম যে তাহা চক্ষে দেখা যায় না, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ করাও যায় না, এবং অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাও প্রত্যক্ষ করা যায় না।

অদ্যাপি কেহ কোন দ্রব্যের পরমাণু সকল পরস্পর পৃথক্ করিয়া দেখাইতে পারে নাই, কিন্তু সমুদায় দ্রব্যকে পুনঃ পুনঃ বিভাগ করিয়া যে প্রকার ক্ষুদ্র করা যায়, তাহাতে পরমাণু যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদার্থ, তাহার সন্দেহ নাই। স্বর্ণকে পিটিয়া এত সূক্ষ্ম পাত প্রস্তুত করা যায়, যে তাহার ৩৬০,০০০পাত উপরে উপরে রাখিলে এক বুরুল মাত্র স্থূল হয়। এক ভরি স্বর্ণে ৬৭ ক্রোশ দীর্ঘ তার প্রস্তুত হইতে পারে। প্লাটিনম নামে এক ধাতু আছে, তাহার তার এত সূক্ষ্ম হইতে পারে, যে তাহার ১৪০ টা একত্র করিলে এক গাছি রেসমের সমান হয়, এবং ৩০,০০০০০ টা উপরে উপরে রাখিলে এক বুরুল স্থূল হয়। রুপার তারের উপর সোণার হল করিলে সে সোণা যে কত সূক্ষ্ম হয়, তাহা বলা যায় না। উর্ণনাভি যে সূত্র দিয়া জাল প্রস্তুত করে, তাহার এক এক গাছির মধ্যে ৬০০০অতিসূক্ষ্ম সূত্র থাকে। অতএব এই সমুদায় পাত, তার, সূত্র প্রভৃতি যে সকল পরমাণুর সমষ্টি, তাহা কত সূক্ষ্ম বিবেচনা কর।

এক বাটি জলে অত্যল্প লবণ বা চিনি মিশ্রিত করিলে সমুদায় জল লবণ বা মিষ্টস্বাদ হয়, সুতরাং ঐ লবণ বা চিনি সমুদায় জলে ব্যাপ্ত হইয়া যায়, তাহার সন্দেহ নাই। সমুদ্রের জলে লবণ আছে, অথচ দেখা যায় না। সমুদ্র হইতে এক বাটি জল তুলিয়া দেখিলে অতি নির্ম্মল বোধ হয়, তাহাতে বিন্দুমাত্র লবণও দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সেই জল কোন পাত্রে রাখিয়া জ্বাল দিলে তাহার জলীয় ভাগ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, আর লবণাংশ ঐ পাত্রে লগ্ন হইয়া থাকে। ইহাতে নির্দ্ধারিত হইতেছে, যে লবণের এ প্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ সমুদ্রজলে মিশ্রিত থাকে, যে তাহা আমারদের

চক্ষুর্গোচর নহে। এক ঘটি জলে কিঞ্চিৎ অলক্ত গুলিলে সমুদায় জল রক্তবর্ণ হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এক রতি বর্ণকেতে পাঁচ সের জলের রঙ হয়। জলে সাবান ঘর্ষণ করিলে যে বুদ্বুদ উঠে,তাহার উপরকার ছাল এত পাতলা হইতে পারে, যে এক বুরুলের ২৫,০০০০০ ভাগের এক ভাগও হয় কি না।

সজীব পদার্থে এ বিষয়ের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জন্তুর রক্ত সম্পূর্ণরূপ লোহিত বর্ণ নহে। নাড়ীর মধ্যে এক প্রকার জলবৎ স্বচ্ছ পদার্থ আছে, তাহাতে গোলাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি রক্তবর্ণ বিন্দু সকল ভাসিতে থাকে। কোন সূক্ষ্ম সূচের অগ্র ভাগে মনুষ্যের যত টুকু রক্ত সম্বমান থাকিতে পারে,তাহাতে এরূপ দশ লক্ষ বিন্দু স্থিতি করে। কীটাণু* নামে কতক গুলি জন্তু আছে, তাহাদের শরীর ইহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। জল, শিশির, সির্কা এবং চা, মরীচ, গোধূমাদি অনেক প্রকার শস্য, মূল ও পত্রের ক্বাথ ইত্যাদি নানা দ্রব্যে তাহারা বাস করে। সামান্য জলে এরূপ কীটাণু আছে, যে তাহাদের কোটি কোটিটা একত্র করিলেও এক বালুকা কণার সমান হয় না। ইহারা অতিসূক্ষ্ম সূচিকার ছিদ্র-প্রমাণ স্থানে সহস্র সহস্রটা একেবারে সন্তরণ করিতে পারে। এক জন ইউরোপীয় পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, যে তন্মধ্যে অনেকের শরীর দীর্ঘ প্রস্থ উচ্চ এক বুরুলের ১০০০০০০০০০০০০০০০ ভাগের ২৭ ভাগ মাত্র। জগদীশ্বরের অসাধ্য কিছুই নাই। হস্তি, অশ্ব, সিংহ, ব্যাঘ্রাদির ন্যায় ইহারদিগেরও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে,রক্ত ও মাংসপেশী আছে,এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা ও পাকস্থলী আছে। ইহারা ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে, এবং ইহারদিগের মধ্যে এক জাতি অন্য জাতিকে ভক্ষণ করে। অণুবীক্ষণ ‡ যন্ত্র দ্বারা দৃষ্টি করা গিয়াছে, একটা আর একটার উদর মধ্যে চলিয়া বেড়াইতেছে। ইহারদিগের অবয়বই বা কেমন, ইন্দ্রিয় দ্বারই বা কেমন,এবং রক্তস্থ গোলাকার বিন্দু সকলই বা কেমন সূক্ষ্ম। যেমন দূরবীক্ষণ সহকারে আমরা অসীম প্রায় আকাশ মণ্ডলের সংবাদ নিমেষ মাত্রে ভূলোকে আনয়ন করিতে সমর্থ হইতেছি, সেইরূপ, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা এক এক বিন্দু-প্রমাণ স্থানে এক এক জগতের ব্যাপার অবলোকন করিতেছি।

যেমন জিহ্বার সহিত রসের সংযোগ না হইলে রসাস্বাদ গ্রহণ করা যায় না,সেইরূপ গন্ধ দ্রব্যের অণু সকল ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্পর্শ না করিলে ঘ্রাণ পাওয়া যায় না। গন্ধ-দ্রব্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণু চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুতে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাই নাসিকারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে গন্ধের অনুভব হয়। গৃহ মধ্যে কর্পূর রাখিলে তাহা ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া যায়। এক প্রশস্ত গৃহ অর্দ্ধ-রতি-প্রমাণ মৃগনাভির গন্ধে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত আমোদিত ছিল, ইহাতেও যে তাহার কিছু মাত্র ক্ষয় হইয়াছিল এমত বোধ হয় নাই। মৃগনাভির যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণু পৃথক্ পৃথক্ হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহাই যে আদিম পরমাণু তাহারই বা নিশ্চয় কি?

জড় পদার্থ সকল এই রূপে বিভক্ত হইতে দেখিয়া পূর্ব্বকার পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়া আসিতেছিলেন, যে তাহাকে যত বিভাগ করিবে, ততই করা যায়; এক বিন্দু বালুকাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অনন্ত ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু এক্ষণকার পণ্ডিতেরা এমতে যেরূপ আপত্তি উত্থাপন ও তৎ প্রতিপক্ষে যেরূপ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন,তাহাতে প্রায় সকলেরই এ প্রকার প্রতীতি জন্মিয়াছে, যে সমুদায় জড় পদার্থই কতক গুলি অতি সূক্ষ্ম আদিম পরমাণুর সমষ্টি। সে সকল পরমাণু দ্রব হয় না, দগ্ধ হয় না, বিকৃতও হয় না। তাহারা যেমন সৃষ্ট হইয়াছিল, তেমনিই আছে। তাহারদেরই পরস্পর সংযোগ দ্বারা সকল বস্তু রচিত হইয়াছে,এবং

* Animalcule.

‡ অণু—সূক্ষ্ম; বীক্ষণ—দর্শন। যে যন্ত্র দ্বারা চক্ষুর অগোচর অতিসূক্ষ্ম জড় বস্তু সকলও দৃষ্টি করা যায়, তাহার নাম অণুবীক্ষণ।

অদ্যাপি হইতেছে। এই ভৌতিক জগতের যত কাণ্ড দৃষ্টি করা যায়, সমুদায় তাহারদেরই সংযোগ বিয়োগে ঘটিয়া থাকে। প্রবল ঝঞ্ঝা বাত, ঘোরতর শিলা বৃষ্টি, ভয়ঙ্কর দাবদাহ এ সমুদায়ই সেই সকল আদিম পরমাণুর কার্য্য।

এই সমস্ত পরমাণুর, অর্থাৎ সমুদায় জড় পদার্থের এই কয়েকটী গুণ আছে, যথা বিস্তৃতি, আকৃতি, অনবস্থাতৃত্ব, অনশ্বরত্ব, জড়ত্ব ও আকর্ষণ। সকল দ্রব্যেরই এই ছয় গুণ আছে, এ নিমিত্ত ইহারদিগকে সাধারণ গুণ বলে।

বিস্তৃতি।—জড় পদার্থ মাত্রেই অল্প বা অধিক স্থান ব্যাপিয়া থাকে তাহার সন্দেহ নাই। কোন জড় বস্তু বিদ্যমান আছে, অথচ কিঞ্চিন্মাত্রও স্থান ব্যাপিয়া নাই, ইহা মনেও কল্পনা করা যায় না। যে বস্তু যত সূক্ষ্ম হউক না কেন, সকলেই কিছু কিছু স্থান ব্যাপিয়া স্থিতি করে। কীটাণুর রক্তস্থ বিন্দু ও মৃগনাভির সূক্ষ্ম অণুও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্থান ব্যাপিয়া থাকে। এই প্রকার স্থান-ব্যাপ্তিকে বিস্তৃতি বলে। বস্তুর বিস্তৃতি স্বীকার করিলে সুতরাং ইহাও স্বীকার করিতে হয়, যে তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আছে। কপাটের উপরি ভাগ হইতে নিম্ন ভাগ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য, এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত প্রস্থ, এক পৃষ্ঠ হইতে অন্য পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বেধ। দৈর্ঘ্য গুণকে কখন কখন উচ্চতা ও গম্ভীরতা বলা গিয়া থাকে। অমুক স্তম্ভ টা ৩০ হাত দীর্ঘ বা ৩০ হাত উচ্চ, দুইই এক কথা। নিম্ন দিক্ হইতে ঊর্দ্ধ্বদিক্ পরিমাণ করিতে গেলে উচ্চ কহে, আর ঊর্দ্ধ্ব দিক্ হইতে নিম্ন দিক্ পরিমাণ করিলে গভীর কহে। বিশেষতঃ প্রায় জল ও খাত পরিমাণ করিবার সময়েই গভীর শব্দ প্রয়োগ করে, যথা অমুক কূপ ২৫ হাত গভীর, অমুক পুষ্করিণীর জল ৪০ হাত গভীর ইত্যাদি।

আকৃতি।—বিস্তৃতি থাকিলেই আকৃতি থাকে। যাহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে, তাহার আকার নাই ইহা অনুভবেও আইসে না। সকল কঠিন দ্রব্যেরই মূর্ত্তি বা বিশিষ্ট এক এক প্রকার আকৃতি আছে। জল ও অন্যান্য জলবৎ দ্রব্যের কোন নির্দ্দিষ্ট আকৃতি নাই, যেমন পাত্রে থাকে, তেমনি আকৃতি হয়। বাটিতে থাকিলে বাটির ন্যায়, ঘটিতে থাকিলে ঘটির ন্যায়, কলসে থাকিলে কলসের ন্যায় দেখায়। পরমাণুর আকার কি প্রকার, তাহা অদ্যাপি কেহ নিরূপণ করিতে পারে নাই, তবে গোলাকার হওয়া সম্ভব বটে। আয়তনের সহিত আকারের কোন সম্বন্ধ নাই। যে সকল বস্তুর এক প্রকার আকার, তাহারদের আয়তন ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে; এবং যে সকল বস্তুর এক আয়তন, তাহারদের আকার ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। এক ভরি স্বর্ণেতে এক চক্রাকার স্বর্ণ-মুদ্রাও হয়, এবং ৬০ ক্রোশ দীর্ঘ তারও প্রস্তুত হয়। দীর্ঘে, প্রস্থে, উচ্চে এক-হস্ত-প্রমাণ এক খান চতুষ্কোণ কাষ্ঠ পুনঃ পুনঃ চিরিয়া দশ খান করিলে তাহার প্রত্যেকের আকার পূর্ব্ববৎ চতুষ্কোণ থাকে, কিন্তু বেধ অল্প হইয়া আয়তনের হ্রাস হয়। জড় পদার্থ মাত্রেরই আকৃতি আছে, কিন্তু কেবল আকার দেখিলেই তাহাকে কোন যথার্থ জড় পদার্থ বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য নহে। ছায়া মরীচিকাদির আকৃতি আছে, কিন্তু তাহা যথার্থ জড় পদার্থ নহে।

অনবস্থাতৃত্ব।—জড় পদার্থের যে গুণ থাকাতে দুই দ্রব্য এক সময়ে এক স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না, তাহাকে অনবস্থাতৃত্ব বলা যায়। বস্তুর বিস্তৃতি গুণ স্বীকার করিলেই অনবস্থাতৃত্ব গুণ স্বীকার করিতে হয়। সমুদায় পরমাণুই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্থান ব্যাপিয়া স্থিতি করে, সুতরাং এক পরমাণু যে সময়ে যে স্থানে স্থিতি করে, অন্য পরমাণুর সে সময়ে সে স্থানে স্থিতি করা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে; কারণ তাহা হইলে ঐ উভয় পরমাণুর, অথবা তন্মধ্যে এক পরমাণুর বিস্তৃতি গুণের ব্যাঘাত হয়। কর্দ্দম মধ্যে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট হয়, আম্র ফলে ছুরিকা প্রবিষ্ট হয়, ঘৃত কুম্ভে হস্ত প্রবিষ্ট হয় যথার্থ বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট জানা যায়, যে কর্দ্দম, আম্র,

ঘৃত কুম্ভের যে যে স্থানে অঙ্গুলি, ছুরিকা ও হস্ত প্রবিষ্ট হয়, সে সে স্থানে কর্দ্দমাদির একটি পরমাণুও থাকে না। ছুরিকাদি ঐ সকল দ্রব্যের কতক গুলি পরমাণু স্থানান্তর করিয়া আপনারা তাহার স্থানে স্থিতি করে। অঙ্গুলি যে সময়ে কর্দ্দমের যে স্থানে স্থিতি করে, বা ছুরিকা যে সময়ে আম্রের যে স্থানে স্থিতি করে, অথবা হস্ত যে সময়ে ঘৃত কুম্ভের যে স্থানে স্থিতি করে, সে সময়ে সে স্থানে অন্য কোন দ্রব্য থাকে না। ইহা হইলে আর দুই দ্রব্যের এক সময়ে এক স্থান অধিকার করা হইল না।

কেহ এ প্রকার কহিতে পারে, যে কপাটে প্রেক বিদ্ধ করিলে তাহার আয়তন বৃদ্ধি হয় না, প্রেক বিদ্ধ করিবার পূর্ব্বেও কপাটের যত আয়তন থাকে, পরেও তাহাই থাকে, পূর্ব্বে কেবল কপাট যেস্থান ব্যাপিয়া ছিল, পরে কপাট ও প্রেক উভয়ে সেই স্থান অধিকার করিয়া রহিল; অতএব বলিতে হয়, দুই দ্রব্য এক সময়ে এক স্থানে স্থিতি করিতে পারে। পরন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, যদিও প্রেক বিদ্ধ হওয়াতে কপাটের আয়তন বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্রেক যে স্থান ব্যাপিয়া থাকে, সে স্থানে কপাটের একমাত্র পরমাণুও থাকে না। সুতরাং ইহাতে কপাট ও প্রেকের এক স্থান অধিকার করিয়া থাকা হয় না। প্রেক কতকগুলি কাষ্ঠ-পরমাণু স্থানান্তরিত করিয়া তাহার স্থানে স্থিতি করে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, সে স্থানে যে সকল কাষ্ঠ-পরমাণু ছিল তাহা কোথায় গেল? ইহার উত্তর। সকল দ্রব্যেতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে; জগতে এমন বস্তুই অপ্রসিদ্ধ, যে তাহাতে ছিদ্র মাত্র নাই। যখন মুদ্গরাঘাত দ্বারা কাষ্ঠ মধ্যে প্রেক প্রবেশিত করা যায়, তখন তৎপার্শ্ববর্ত্তি ছিদ্র সকল সঙ্কুচিত হইয়া ঐ সমুদায় পরমাণুকে স্থান প্রদান করে। ইহাতে কপাটের আয়তনও বৃদ্ধি হয় না, অথচ প্রেক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্থিতি করিতে পারে।

যদিও দ্রব দ্রব্যকে অবলীলা ক্রমে স্থানান্তর করা যায়;—অনায়াসেই সরোবরে অবগাহন ও তৈলভাণ্ডে পলা নিমজ্জন করা যায়, কিন্তু তাহার অনবস্থাতৃত্ব গুণের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই। সরোবরের যে স্থানে শরীর ও তৈলভাণ্ডের যে স্থানে পলা প্রবিষ্ট থাকে, সে সে স্থানে জল ও তৈলের বিন্দু মাত্রও থাকে না। পরিপূর্ণ এক পাত্র জলে এক খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে, সেই প্রস্তরের আয়তন-প্রমাণ কিঞ্চিৎ জল সেই পাত্র হইতে উচ্ছলিত হইয়া পড়ে।

বায়ু যে এমন সূক্ষ্ম পদার্থ, তাহারও অনবস্থাতৃত্ব গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়। কূপে বা নদীতে বা সরোবরে একটা গাড়ু নিমগ্ন করিলে, তাহার অন্তর্গত বায়ু বুদ্বুদ রূপে বহির্গত হইতে থাকে; বহির্গত না হইলে গাড়ুর মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে না, এবং সমুদায় বায়ু নির্গত না হইলে তাহা জলে পরিপূর্ণ হয় না। যদি গাড়ুর মুখ জল-মগ্ন হয়, আর তাহার নালের মুখ জলের উপরি ভাগে থাকে, তবে যে সময়ে গাড়ুর মুখ দিয়া জল প্রবেশ করে, সেই সময়ে নালের মুখের নিকট হস্ত রাখিলে গাড়ুর অন্তর্গত বায়ু নাল দ্বারা বহির্গত হইয়া হস্ত স্পর্শ করিতে থাকে, ইহা সুন্দর রূপ জানিতে পারা যায়। শূন্য কলসী বিপর্য্যস্ত করিয়া, অর্থাৎ জলের দিকে মুখ রাখিয়া, নদীতে নিমগ্ন করিলে, সে কলসী কোন ক্রমেই জল-পূর্ণ হয় না, তাহার কতক স্থান শূন্য থাকেই থাকে: কারণ গাড়ুর ন্যায় তাহার অন্তর্গত বায়ু বহির্গত হইবার পথ প্রাপ্ত না হওয়াতে কলসীর উপরিভাগে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত, তাহার মধ্যে কতক দূর জল উঠিয়া আর উঠিতে পারে না, অর্থাৎ কলসীর যে ভাগে বায়ু থাকে, সে ভাগে জল গমন করিতে পারে না, কারণ দুই দ্রব্য এক সময়ে এক স্থানে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় না।

অনশ্বরত্ব।—জড়পদার্থের যে গুণ থাকাতে কোন দ্রব্য নষ্ট হয় না, তাহার নাম অনশ্বরত্ব। সকল বস্তুকেই পুনঃ পুনঃ বিভাগ করিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম করা যাইতে

পারে, কিন্তু তাহার কণা মাত্রও কোন ক্রমে ধ্বংস হয় না। জল পারদাদি অনেক দ্রব্য বাষ্প হইয়া আমারদের অদৃশ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহার অণুমাত্রও একেবারে নষ্ট হয় না। বাষ্প, জল ও বরফ এ তিনই এক পদার্থ; বরফ দ্রব হইয়া জল হয়, এবং জল উষ্ণ হইয়া বাষ্প হয়। বরফে যত গুলি পরমাণু থাকে, তাহা বাষ্প রূপে পরিণত হইলে সে বাষ্পেও ততগুলি থাকে, তাহার একটি পরমাণুরও ধ্বংস হয় না। জল পারদাদি উত্তপ্ত হইয়া বাষ্প হইলে, যদি কোন পাত্রে ধরিয়া রাখিয়া শীতল করা যায়, তবে সেই বাষ্প পুনর্ব্বার জল ও পারদের আকার প্রাপ্ত হয়, এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলে জানা যায়, পূর্ব্বেও যাহা ছিল পরেও তাহাই আছে। কিছু মাত্র নষ্ট হয় নাই।

রন্ধন কালে যত কাষ্ঠ দগ্ধ হয়, তাহার কতক ভাগ ধূমাকারে উত্থিত হয়, অবশিষ্টাংশ ভস্ম ও অঙ্গার হইয়া পতিত থাকে। মৃত শরীরের অস্থি মাংস প্রভৃতি বিকার প্রাপ্ত হইয়া অন্য প্রকার আকার ধারণ করে, কিন্তু তাহার বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয় না।

উদ্ভিজ্জ ও জন্তুর শরীর ভগ্ন ও বিকৃত হইয়া মৃত্তিকাদিরূপে পরিণত হয়, তাহা হইতে শস্যাদি উৎপন্ন হয়, এবং সেই শস্যাদি ভক্ষণ দ্বারা মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদির শরীর পুষ্টি হয়। এই রূপ নাশোৎপত্তি বিষয়ক নিয়মানুসারে সজীব বস্তুও নির্জীব হইতেছে, নির্জীব বস্তুও সজীব হইতেছে। এই রূপে, সকল পদার্থই বারম্বার রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা ও বিশ্ব-শোভা সম্পাদন করিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহার এক বিন্দুও একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না, এবং ইহাতেই বোধ হয়, একটি পরমাণুও নূতন সৃষ্ট হয় না। পরমেশ্বর প্রথমে যত গুলি পরমাণু সৃষ্টি করিয়াছেন, এক্ষণেও তাহাই আছে, তাহার ন্যূনাধিক্য হয় নাই।

নানক পন্থি

৯২সংখ্যক পত্রিকার ১৮৩ পৃষ্ঠার পর

নানক স্বীয় মত বদ্ধ-মূল করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শিখদিগের আচার ব্যবহারাদির বিশেষ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। তাঁহার শিষ্যেরা দল-বদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে তিনি তাহারদিগকে লইয়া এক সমাজ সংস্থাপন করেন, এবং অঙ্গদ নামে এক প্রধান শিষ্যকে তাহার অধ্যক্ষ করিয়া যান। নানকের পুত্র শ্রীচাঁদ গার্হস্থ্যাশ্রম বিমুখ ছিলেন, অতএব বোধ হয়, কি জানি তিনি গুরু হইলে শিখেরা এক উদাসীন-সম্প্রদায় মাত্র হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় তাঁহাকে গুরুত্ব পদে অভিষিক্ত করেন নাই। বাস্তবিক তিনি পিতার পরলোক প্রাপ্তির পরে সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বি উদাসী সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন*।

অঙ্গদ‡ বলসন্ধু সন্নিধানে গুরু নানকের বিষয় যাহা অবগত হইয়াছিলেন, এবং আপনি স্বধর্ম্ম বিষয়ে যাহা কিছু রচনা করিয়াছিলেন, তৎ সমুদায় লিপি-বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহা শিখদিগের আদি-গ্রন্থে নিহিত আছে। শিখদিগের এই প্রকার বিশ্বাস আছে, যে নানকের আত্মা পরম্পরাগত সমুদয় গুরুর শরীরে আসিয়া অবতীর্ণ হয়, তদনুসারে তাহারা অঙ্গদকে ও অন্যান্য গুরুকে নানকের স্বরূপ করিয়া মান্য করে। নানকের ন্যায় অঙ্গদও আপন পুত্রকে গুরুত্ব পদ প্রাপ্তির অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব অমরদাস নামে তাঁহার যে এক ভৃত্য ছিল, তাহাকেই তৎপদে অভিষিক্ত করিলেন।

অমরদাস নানকোপদিষ্ট মত প্রচার বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহি ছিলেন, এবং অ

---

* কেহ কেহ কহেন, নানকের পৌত্র ধর্ম্মচাঁদ এই সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন।

‡ অঙ্গদ ১৫৬৭ সম্বতে তীহন নামক ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং ১৬০৯ সম্বতে বিপাশা নদীর তীরবর্ত্তি খদূর গ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। কেহ কেহ কহেন, ১৫৬১ সম্বতে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৬০৮ সম্বতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নেক লোককে আপন ধর্ম্মের অনুবর্ত্তি করিয়াছিলেন, এবং এ প্রকার প্রবাদ আছে,যে আক্‌বর* বাদশাহও সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি আর একটি মহৎ কর্ম্ম করিয়া যান। পূর্ব্বে অঙ্গদের অনুগামি শিখেরা ও উদাসীরা উভয়েই গুরু নানকের যথার্থ শিষ্য বলিয়া গণ্য ছিল, অমরদাস সংসার-ত্যাগি শ্রম-দ্বেষি উদাসীদিগের সহিত কর্ম্মোৎসাহি গৃহস্থ শিখ্‌দিগকে বিশেষ করিয়া তাহারদিগের সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধির পথ পরিষ্কৃত করিয়া রাখিলেন। তিনি কিঞ্চিৎ সমৃদ্ধি লাভ ও প্রভুত্ব বৃদ্ধি পূর্ব্বক কজরাওলের দুর্গ প্রস্তুত করিয়া ১৬৩১ সম্বতে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। পশ্চাৎ জাতি ভেদ ও সহমরণ নিষেধ বিষয়ক যে দুই বচনের অনুবাদ করা যাইতেছে, তাহা তাঁহার প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

“ সকলে কহে,চারি জাতি আছে,কিন্তু তৎসমুদায়ই ব্রহ্ম-বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই জগৎ কেবল মৃত্তিকাময়; তাদৃশ মৃত্তিকাতে অনেকানেক পাত্রও প্রস্তুত হয়। নানক কহেন, মনুষ্যের কর্ম্ম দৃষ্টে বিচার হইবে, আর ইহাও বলেন,যে ঈশ্বর-লাভ বিনা মুক্তি লাভ হইবেক না। মানব-শরীর পঞ্চভূতে প্রস্তুত; তন্মধ্যে যে কেহ উচ্চ কেহ নীচ, একথা কে কহিতে পারে?”

“ পতি-প্রেমানুরাগিণী পত্নী পতির কায়ার সহিত স্বীয় কায়া পরিত্যাগ করেন, কিন্তু পরমেশ্বরে তাঁহার মনোনিবেশ হইলে তাঁহার শোক সমুদায়ের শান্তি হইত।”

অমরদাসের জামাতা রামদাস* তাঁহার পদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বিশিষ্ট রূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন, বিশেষতঃ অমৃতসর নগরের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অমৃতসরের পূর্ব্ব নাম চক ছিল, পরে তাঁহার নামানুসারে কিছু কাল রামপুর ও রামদাসপুর নাম প্রচলিত হয়। তিনি তথায় বিস্তর লোক নিবেশিত করিলেন, এবং ১৬৩৪ সম্বতে একটি উৎকৃষ্ট সরোবর প্রস্তুত করিয়া তাহার নাম অমৃতসর রাখিলেন। অতএব শিখ্‌দিগের অমৃতসর তীর্থের যত মাহাত্ম্য শুনা যায়, তাহা রামদাস হইতেই হয়। ঐ প্রসিদ্ধ সরোবরের নাম ও মাহাত্ম্য অনুসারে রামদাসপুরের অমৃতসর নাম ও সমধিক মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হইয়া তাহা নানক পন্থিদিগের মহা-তীর্থ রূপে পরিগণিত হইয়াছে। তিনি অর্জ্জুনমল ও ভরতমল নামক দুই পুত্র* রাখিয়া ১৬৩৮ সম্বতে পরলোক প্রাপ্ত হয়েন। রামদাসের একটি বচনের অনুবাদ এই,যথা

“ হে পরমেশ্বর! তুমি সকল স্থানে ও সকল বস্তুতে বিদ্যমান আছ। তুমি একমাত্র সৎপদার্থ।”

অর্জ্জুনমল পিতার পদে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি আদিগ্রন্থ নামে শিখ্‌দিগের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে এক মহৎ কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বলিতে হয়, তাঁহা হইতে শিখ্ ধর্ম্মের একটা পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট ও সুশৃঙ্খলা সম্পন্ন হয়। তিনি নানক, অঙ্গদ, অমর দাস ও রামদাসের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া এবং তাহাতে স্ব-প্রণীত বচন সমুদায় সংযুক্ত করিয়া আদি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। তদনন্তর আর আর অনেক গ্রন্থকারের বচন ক্রমে ক্রমে তাহাতে নিবিষ্ট হইয়াছে।

ভারতবর্ষের অন্তঃপাতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আদিগ্রন্থের যে সকল আদর্শ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার পরস্পর বিস্তর বিভিন্নতা আছে। ঐ গ্রন্থের অন্তর্গত অনেক বচনেরই নানকের নামে ভণিতা আছে, অবশিষ্ট সমুদায় কবীর, শেখ ফরিদ,রামানন্দ, মীরবাই ও অন্যান্য সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকদিগের প্রণীত বলিয়া লিখিত আছে। পূর্ব্বে, শিখেরা গুরুকে সচরাচর যাহা দান করিত, অর্জ্জুন তাহা নিরূপিত কর স্বরূপ করিয়া

* ১৫৮১ সম্বতে মোধি সংজ্ঞক ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম গ্রহণ করেন।

* কেহ কেহ কহেন, রামদাস তিন পুত্র রাখিয়া যান; অর্জ্জুন, পৃথ্বীচাঁদ ও মহাদেব। এই পৃথ্বীচাঁদই ভরতমল ও ধীরমল নামে খ্যাত। অদ্যাপি ফিরোজপুরের দক্ষিণে তাঁহার বংশ আছে।

আদায় করিতে লাগিলেন। তিনি কর সংগ্রহার্থ স্থানে স্থানে লোক নিযুক্ত করিলেন; তাহারা আদায় করিয়া সাম্বৎসরিক সত্বরে গুরু সমীপে উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিল। ইহাকে শিখ্‌দিগের নিয়ম বদ্ধ হইবার প্রথম সূত্র বলিতে হয়। অর্জ্জুন ধন সম্পত্তি লাভের এই এক মাত্র উপায় করিয়া তৃপ্ত ছিলেন না; তিনি স্বীয় শিষ্যদিগকে বাণিজ্যার্থ দেশ বিদেশে প্রেরণ করিয়া অর্থোপার্জনের প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিলেন।

অর্জ্জুন মালের পুণ্য-খ্যাতি ও ধর্ম্মোৎসাহই তাঁহার বিষম বিপত্তিজনক হইয়া উঠিল। তাহাতে, মোসলমানদিগের দ্বেষানল প্রজ্বলিত হইল, এবং সেই অতি প্রখর অগ্নি রাশিতে তাঁহার শরীর দগ্ধ হইয়া গেল। তৈমুর নামক মোগল বাদশাহ বংশীয় প্রথমকার বাদশাহদিগের রাজত্ব কালে নানকপন্থিরা নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন, এবং অবিলম্বে বৈষয়িক ও পারমার্থিক উভয় বিষয়ে বিশিষ্টরূপ উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের তৃতীয় গুরু রামদাস্ আক্‌বর-শাহের অনুগ্রহ-পাত্র ছিলেন, এবং তদ্দ্বারা যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। পরে শিখ্ গুরুদিগের ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্ব দৃষ্টে মোসলমানেরা দ্বেষ-পরবশ হইয়া তাঁহাদের উপর নানা প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিল। তাহারা অর্জ্জুনমলকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করে *। তথায় ১৬৬৩ সম্বতে তিনি স্বাভাবিক নিয়মানুসারে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, অথবা মোসলমানদিগের দ্বারা হত হইয়াছিলেন। কিন্তু শিখেরা কহে, তিনি এক দিবস ইরাবতী নদীতে স্নান করিতে করিতে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া সকল লোককে সভয় ও সবিস্ময় করিয়া মানব লীলা সম্বরণ করিলেন।

অর্জ্জুন মলের যত্ন, উৎসাহ ও উপদেশ দ্বারা শিখ্ ধর্ম্ম শিখদিগের অন্তঃকরণে দৃঢ়রূপে বদ্ধ মূল হয়; দাবিস্তানে লিখিত আছে, তাঁহার সময়ে শিখেরা পঞ্জাবের সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। পশ্চাৎ অর্জ্জুন-প্রণীত দুই চারিটি বচনের অনুবাদ করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার মনের ভাব বোধ হইবে। যথা

"আমার মন একের উপর অবস্থিতি করিয়াছে; তিনি শরীর ও জীব উভয়ই প্রদান করিয়াছেন।"

"অনেকানেক ব্রহ্মা বেদ পাঠ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, কিন্তু একটি শর্ষপবীজের মর্য্যাদাও জানিতে পারেন নাই।"

"ধর্ম্ম-পরায়ণ সাধু লোকেরা ব্যগ্রতা পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা মায়া দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়াছিলেন।"

"দশ অবতার ও আশ্চর্য্য স্বরূপ মহাদেব গত হইয়াছেন; তাঁহারা ভস্ম লেপন করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া ছিলেন, কিন্তু তোমাকে প্রাপ্ত হন নাই।"

"সুর, সিদ্ধ ও শিবের দেবতারা, আর শেখ, পীর, ও ক্ষমতাপন্ন মনুষ্যেরা আগত ও গত হইয়াছেন, এবং অন্য সকলেও সেইরূপ গত হইতেছে।"

ভাই গুরুদাস ভল্লে নামে তাঁহার এক শিষ্য অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি জ্ঞান রত্নাবলী নামে এক গ্রন্থ প্রস্তুত করেন, তাহা নানাবিধ ছন্দে রচিত ও চল্লিশ অধ্যায়ে বিভক্ত। তিনি ঐ গ্রন্থে হিন্দুদিগের সন্ন্যাস-ধর্ম্মের এবং মোসলমানদিগের উগ্রস্বভাব ও একতর পক্ষ পাতের নিন্দা করিয়া সকলকে নানক-প্রদর্শিত পরমার্থ পথ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। পশ্চাৎ তাহার দুই চারিটা বচনের অনুবাদ প্রকাশ করা যাইতেছে।

"হিন্দু ও মোসলমানের মধ্যে চারি জাতি ও চারি ধর্ম্ম ছিল, কিন্তু স্বার্থপরতা, ঈর্ষা ও অহঙ্কার তাহাদিগের অন্তঃকরণকে অতিশয় আকর্ষণ করিলেক।"

* ঐ প্রকার ইতিহাস আছে যে যখন-জাহাঁগিরের পুত্র রাজবিদ্রোহী হইয়া নিতান্ত অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছিল, তখন অর্জ্জুন [illegible]র পক্ষে থাকিয়া তাহার কল্যাণার্থ পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং রাজস্বের অধ্যক্ষ চণ্ডু সাহের কন্যার সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, ইহাতেই তিনি উভয়ের কোপে পতিত হইয়া কারাগারে রুদ্ধ হয়েন।

"হিন্দুরা গঙ্গাতীরে ও বারাণসীতে, এবং মোসলমানেরা কাবাতে স্থিতি করিলেক।"

"মোসলমানেরা ত্বক্‌চ্ছেদ এবং হিন্দুরা তিলক ও পবিত্র ধারণ অবলম্বন করিলেক।"

"তাহারা পরস্পর অভিন্ন রাম ও রহিমের নাম গ্রহণ করিল, কিন্তু উভয়েই যথার্থ পথ বিস্মৃত হইল।"

"তাহারা বেদ ও কোরাণ বিস্মৃত হইয়া মোহ বশতঃ সংসার পাশে বদ্ধ হইল।"

"মোল্লা ও ব্রাহ্মণ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে, সত্য এক পার্শ্বে গিয়া স্থিতি করিলেন; অতএব তাহাদের মুক্তি লাভ হইল না।"

"পরমেশ্বর ধর্ম্মের অভিযোগ শ্রবণ করিয়া নানককে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন।"

অর্জ্জুন মল হরগোবিন্দ নামে এক পুত্র রাখিয়া যান। যদিও তাঁহার ভ্রাতা পৃথ্বীচাঁদ গুরুত্ব পদ প্রাপ্তির চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু লোকে হরগোবিন্দের পক্ষীয় হইয়া তাঁহাকেই গুরু রূপে স্বীকার করিলেক। পরন্তু পৃথ্বীচাঁদ নিতান্ত পরাঙ্মুখ না হইয়া স্বপক্ষীয় কতিপয় ব্যক্তিকে লইয়া স্বতন্ত্র হইলেন।

যৎকালে হরগোবিন্দ পিতৃপদে অভিষিক্ত হইলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম একাদশ বৎসরের অধিক নহে। তিনি প্রথমেই স্বীয় পিতার বৈরনির্যাতন সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্বিষয়ে দুই প্রকার আখ্যান আছে, এক এই যে তিনি বাদশাহকে দিয়া চণ্ডুশাহকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, আর এক এই যে তিনি বল পূর্ব্বক তাহার প্রাণ নাশ করিয়াছিলেন। এসকল আখ্যান সম্যক্ প্রামাণিক হউক বা না হউক, কিন্তু হরগোবিন্দ অল্প কালেই যে গুরু ও যোদ্ধা উভয়ের গুণ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই।

তিনি জাহাঁগির বাদশাহের অনুগামী হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে কাশ্মীর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু জাহাঁগির কোন কারণ বশতঃ অবিলম্বেই তাঁহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে গোয়ালিয়রের দুর্গ মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তাঁহার শিষ্যেরা সকলে গোয়ালিয়র নগরে সমাগত হইয়া প্রাচীর সন্নিধানে নত হইয়া রহিল, অবশেষ বাদশাহ দয়ার্দ্র অথবা ভীত হইয়া তাঁহাকে মোচন করিয়া দিলেন।

যদিও জাহাঁগিরের পরলোক প্রাপ্তির পরে হরগোবিন্দ কিয়ৎকাল মোসলমান রাজার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু অবিলম্বে পঞ্জাবস্থ রাজকর্ম্মচারিদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহারদিগকে বারম্বার পরাজয় করিলেন। এইরূপে তিনি যাবজ্জীবন গুরুত্ব ও বীরত্ব উভয় গুণ প্রকাশ পূর্ব্বক বিপুল যশ লাভ করিয়া ১৭০১২ সম্বতে শতদ্রু নদীর তীরে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। শিষ্যেরা তাঁহাকে দেব তুল্য পূজনীয় জ্ঞান করিত; বিশেষতঃ কতিপয় ব্যক্তির এ প্রকার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, যে তাহারা গুরুর চিতারোহণ পূর্ব্বক তাঁহার স্পর্শ-পবিত্র অগ্নি জ্বালায় জ্বলিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল।

হরগোবিন্দের সময়কে শিখদিগের পূর্ব্ব ভাব পরিবর্ত্তন ও আধিপত্য বৃদ্ধির প্রারম্ভ কাল বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। অতএব গুরু নানক যে অঙ্কুর রোপণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে ক্রমে কিরূপ বর্দ্ধিত হইয়া কি প্রকার রূপ ধারণ করিতে লাগিল, এস্থলে তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। নানক স্বীয় শিষ্যদিগকে বিষয় কার্য্য করিতে আদেশ করেন, এবং অর্জ্জুন তাহা বিহিত বিধানে পালন করিয়া অর্থ ও প্রভুত্ব লাভের পথ প্রদর্শন করেন। হরগোবিন্দের উগ্রস্বভাব এবং পিতৃ-বৈরনির্যাতন-লালসা উভয় মিলিত হইয়া তাঁহাকে অস্ত্র ব্যবহারে ও যুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিল। আর মোসলমানদিগের প্রতি তাঁহার দ্বেষ-ভাবও ইহার এক কারণ হইতে পারে। অর্জ্জুন বণিক্ স্বরূপ হইয়া বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু হরগোবিন্দ হস্তে তরবার *

* এই প্রকার প্রবাদ আছে, যে তাঁহার দুই খান তরবার ছিল; একখান তাঁহার বৈষয়িক শক্তি আর একখান তাঁহার পারমার্থিক শক্তির জ্ঞাপক স্বরূপ।

পারণ পূর্ব্বক রণোৎসাহি শিষ্য-মণ্ডলী সমভিব্যাহারে শত্রু শাসনার্থ ধাবমান হইলেন। নানক আমিষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু হরগোবিন্দ মাংসাশী ও মৃগয়া-পরায়ণ হইয়া পশুহিংসায় অনুরক্ত হইলেন। তাঁহার ৮০০ অশ্ব ছিল; এবং ৩০০ অশ্বারোহী ও ৬০ জন বন্দুকধারি শিষ্য তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিত। তাঁহার যুদ্ধোৎসাহ এ প্রকার প্রবল ছিল, যে প্রসিদ্ধ দোষিদিগকেও তদ্বিষয়ে সমর্থ দেখিলে শিষ্য মধ্যে গণ্য করিয়া লইতেন। ফলতঃ তিনি শিখদিগের ধর্ম্মকে যে প্রকার পরিবর্ত্তিত করিলেন, তাহাতে তাহারদিগের অন্যান্য অনেক সম্প্রদায়ের ন্যায় উদাসীন হইবার পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল। অর্জ্জুন কর-সংগ্রহার্থে যেরূপ নিয়ম সংস্থাপন করিয়া যান, এবং হরগোবিন্দ শিষ্যদিগকে অস্ত্রধারি করিয়া যেরূপ যুদ্ধ-প্রবৃত্তি প্রদান করেন, তাহাতে শিখদিগের এক স্বতন্ত্র-রাজ্য-ভুক্ত হইবার উপক্রম হইল।

হরগোবিন্দ যে প্রকার যুদ্ধ-প্রবৃত্তি প্রকাশ করিয়া যান, তাহা আর নিবৃত্ত হইল না। তাঁহার পুত্র পিতৃবিয়োগের পূর্ব্বেই প্রাণ পরিত্যাগ করাতে, তাঁহার পৌত্র হররাই পিতামহের পদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি দারাশেকোর পক্ষাবলম্বন করিয়া তাহার ভ্রাতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অবিলম্বেই তাঁহার অন্তিম কাল উপস্থিত হইল। তিনি এক জন অতি বিখ্যাত যশস্বী গুরু; তাঁহার সময়ে নানক পন্থির শাখা স্বরূপ কতিপয় নূতন সম্প্রদায় সংস্থাপিত হয়। তাঁহার পুত্র হরকিষণ গুরুত্ব পদ প্রাপ্ত হইবার অল্প কাল পরেই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন; কিন্তু তৎপরের গুরু যে হরগোবিন্দের পুত্র তেগবাহাদুর, তাঁহারও যুযুৎসা ও উগ্র প্রকৃতির অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি জয়পুরের রাজার সহিত আসামে আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিছু দিন শিষ্যগণ সঙ্গে বল পূর্ব্বক পরধনাপহরণ করিয়া কাল যাপন করিতেন, ও আদম হাফেজ নামক এক মোসলমানের সহিত যোগ করিয়া ধনিদিগের নিকট ধন হরণ করিতেন। রাজ্য মধ্যে এই প্রকার উৎপাত হওয়াতে, আরঙ্গজেব বাদশাহ সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাঁহারদিগকে ধৃত করিয়া আনিলেন, এবং ঐ মোসলমানকে নির্ব্বাসিত করিয়া তেগবাহাদুরকে বধ করিলেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৭৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসীয় আয় ব্যয় বিবরণ

আয়

ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক বিক্রয় .... ১৩।৶/১৫
দান প্রাপ্ত .... ২৭৫॥৶/১৫
গত মাসের স্থিত ৩২৯ ৵৫

৬১৮ ৷/১৫

ব্যয়

সমাজের আলোক জন্য তৈল
ইত্যাদির ব্যয় .... ৮।/৫
কর্ম্মচারি গণের বেতন ৩১
দেবনাগরাক্ষরে ব্রাহ্মধর্ম্ম মুদ্রাঙ্কিত ৫৭॥০
কাষ্ঠাসন প্রভৃতি মেরামত হয় .... ২১।/১০
এক যোড়া দেওয়ালগিরি ক্রয় ..... ৮।০
অনিরূপিত ব্যয় .... ৫ ।/০

১৩১॥৶/১৫

স্থিত টাকার বিবরণ

নগদ ... . ৪৮৬॥৵০

তদতিরিক্ত ১ খণ্ড কম্পানির কাগজ ৫০০

দান প্রাপ্তির বিবরণ

শ্রীগিরীশচন্দ্র রায় ২
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ৪
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর.......... ১৪॥৶/১০
দানাধারে প্রাপ্ত................ ২৫৫ ৻৫

২৭৫॥৶/১৫

১ আষাঢ় শনিবার সম্বৎ ১৯০৮। কলিকাতাব্দঃ ৪৯৫২

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য একাদশানুবাকে সপ্তমং সূক্তং

নোধাগৌতমঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ ॰ মরুদ্দেবতা

৭৩১

১ বৃষ্ণে শর্দ্ধায সুমখায বেধসে নোধঃ সুবৃক্তিং প্রভরা মরুদ্ভ্যঃ। অপোন ধীরোমনসা সুহস্ত্যো- গিরঃ সমঞ্জে বিদথেষ্বাভুবঃ।

১ হে 'নোধঃ' 'বৃষ্ণে' কামানাং বর্ষিত্রে 'সুমখায' শোভনযজ্ঞায 'বেধসে' পুষ্পফলাদীনাং কর্ত্রে এবং বিধায 'মরুদ্ভ্যঃ' মরুতাং 'শর্দ্ধায' সমুহায 'সুবৃক্তিং' সুষ্ঠুাবর্জকং স্তোত্রং 'প্রভরা' প্রভর প্রেরয কুহীতি যাবৎ। নোধা আহ 'ধীরঃ' ধীমান্ 'সুহস্ত্যঃ' শোভনাঙ্গুলিযুক্তঃ কৃতাঞ্জলিরিত্যর্থঃ এবম্ভুতোঽহং 'মনসা' 'গিরঃ' স্তুতিলক্ষণাবাচঃ 'সমঞ্জে' সম্যগ্ব্যক্তাঃ করোমি যাগিরঃ 'বিদথেষু' যজ্ঞেষু 'আভুবঃ' যথাশাস্ত্রং প্রযুক্তাস্তবন্তীত্যাভুবঃ দেবতাভিমুখীকরণায সমর্থাঃ যজ্ঞযোগ্যাঃ স্তোত্রৈর্ম্মনঃপূর্ব্বকং মরুদ্গণং স্তৌমীতি ভাবঃ 'ন' যথা 'অপঃ' পর্জ্জন্যঃ যুগপদেব বহুষু প্রদেশেষু বহুশঃ জলানি বর্ষতি তদ্বৎ।

১. হে নোধা! তুমি কামনা বর্ষক, শোভন যজ্ঞ বিশিষ্ট, পুষ্প ফলাদির কর্ত্তা, মরুৎ দেবতা[illegible]র সমুহকে সুন্দর স্তোত্র দ্বারা স্তুতি[illegible] যেমন মেঘ বারি সমূহ বর্ষণ করে, সেই [illegible] ধীমান্ আমি কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক মনের সহিত মরুদ্গণকে সেই সকল বাক্য দ্বারা স্তুতি করি, যে সকল বাক্য যজ্ঞেতে প্রযুক্ত হয়।

৭৩২

২ তে জজ্ঞিরে দিবঋষ্বাসউক্ষণোরুদ্রস্য মর্যাঅসুরাঅরেপসঃ। পাবকাসঃ শুচযঃ সূর্য্যাইব সত্বানোন দ্রপ্সিনোঘোরবর্পসঃ।

২ 'তে' মরুতঃ 'দিবঃ' অন্তরিক্ষাৎ 'জজ্ঞিরে' প্রাদুর্ব্বভুবুঃ কীদৃশাঃ 'ঋষ্বাসঃ' দর্শনীযাঃ 'উক্ষণঃ' সেক্তারঃ পুমাংসইত্যর্থঃ 'রুদ্রস্য' 'মর্যাঃ' পুত্রাঃ 'অসুরাঃ' শত্রূণাং নিরসিতারঃ 'অরেপসঃ' পাপরহিতাঃ 'পাবকাসঃ' সর্ব্বেষাং শোধকাঃ 'সূর্য্যাইব' 'শুচযঃ' দীপ্তাঃ 'ন' যথা পরমেশ্বরস্য 'সত্বানঃ' ভূতগণাঃ অভিশয়েন বলপরাক্রমাঃ তৎসদৃশাইত্যর্থঃ 'দ্রপ্সিনঃ' বৃষ্ট্যুদকবিন্দুভির্যুক্তাঃ 'ঘোরবর্পসঃ' শত্রূণাং ভযঙ্কররূপাঃ।

২ দর্শনীয় পুরুষ, রুদ্রপুত্র, শত্রুদিগের নিরাসকর্ত্তা, নিষ্পাপ, পবিত্রকারক, সূর্য্যদিগের ন্যায় প্রদীপ্ত, ঈশ্বরের প্রাণিগণের ন্যায় বল পরাক্রমশালি, বৃষ্টি জলের

বিশিষ্ট বিশিষ্ট,. শক্রদিগের ভয়ঙ্কর, মরুদ্গণ অন্তরিক্ষ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।

৭৩৩

৩ যুবানোরুদ্রাঅজরাঅভো-
গ্ঘনোববক্ষুরধ্রিগাবঃ পর্ব্বতাইব।
দৃড়্‌হাচিদ্বিশ্বা ভুবনানি পার্থিবা
প্রচ্যাবয়ন্তি দিব্যানি মজ্মনা।

৩ 'যুবানঃ' তরুণাঃ 'রুদ্রাঃ' রুদ্রপুত্রাঃ 'অজরাঃ' জরারহিতাঃ 'অভোগঘনঃ' যে দেবান্ হবির্ভির্ন ভোজয়ন্তি তেষাং হন্তারঃ 'অধ্রিগাবঃ' অধৃতগমনাঃ পরৈরনিবারিতগতয়ঃ 'পর্ব্বতাইব' দৃঢ়াঙ্গাঃ এবম্ভূতাঃ মরুতঃ 'ববক্ষুঃ' স্তোতৄণাং অভিমতং প্রাপয়িতুমিচ্ছন্তি। অপি চ 'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্ব্বাণি 'ভুবনানি' সত্তাবং প্রাপ্তানি 'পার্থিবা' [illegible] ভবানি 'দিব্যানি' দিবি ভবানি চ [illegible]চিৎ' দৃঢ়ান্যপি 'মজ্মনা' বলেন 'প্রচ্যাব[illegible]' প্রচালয়ন্তি।

৩ যুবা, রুদ্রপুত্র, জরা রহিত, যাহারা দেবতাদিগকে হবি ভোজন না করায় তাহারদিগের হন্তা, অনিবারিত গতি, পর্ব্বত তুল্য দৃঢ় শরীর, মরুদ্গণ স্তোতাদিগের অভিলষিত ফল দিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা পৃথিবী ও দ্যুলোক উৎপন্ন ধনের সহিত দৃঢ় এই সমুদয় ভুবনকে আপনারদিগের বল দ্বারা বিচালিত করেন।

৭৩৪

৪ চিত্রৈরঞ্জিভির্ব্বপুষে ব্যঞ্জতে বক্ষঃসু রুক্মাঁ অধিযেতিরে
শুভে। অংসেষ্বেষাং নিমিমৃক্ষু-
ঋষ্টয়ঃ সাকং জজ্ঞিরে স্বধয়া
দিবোনরঃ।

৪ 'বপুষে' রূপায় শোভার্থং মরুতঃ 'চিত্রৈঃ' নানাবিধৈঃ 'অঞ্জিভিঃ' রূপাভিব্যঞ্জকৈরাভরণৈঃ স্বশরীরাণি 'ব্যঞ্জতে' ব্যক্তং কুর্ব্বন্তি অলঙ্কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ 'বক্ষঃসু' উরঃপ্রদেশেষু 'রুক্মান্' রোচমানান্ হারান্ 'অধিযেতিরে' উপরি [illegible] 'শুভে' শোভার্থং। অপিচ 'এষাং' মরুতাং 'অংসেষু' 'ঋষ্টয়ঃ' আয়ুধানি 'নিমিমৃক্ষুঃ' [illegible] বভূবুঃ। তৈরায়ুধৈঃ সহিতাঃ 'নরঃ' নেতারঃ মরুতঃ 'দিবঃ' অন্তরিক্ষাৎ, 'স্বধয়া' বলেনৈব বলেন 'সাকং' সহ 'জজ্ঞিরে' প্রাদুর্বভূবুঃ।

৪ মরুদ্গণ শোভার নিমিত্ত নানাবিধ আভরণ দ্বারা স্বীয় শরীর অলঙ্কৃত* করেন, এবং বক্ষস্থলে অতি উজ্জ্বল হার পরিধান করেন। এই মরুদ্গণের স্কন্ধেতে আয়ুধ সকল স্থিত আছে। এই সকল আয়ুধের সহিত বল বিশিষ্ট মরুদ্গণ অন্তরিক্ষ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

৭৩৫

৫ ঈশানকৃতোধুনয়োরিশাদ-
সোবাতান্ বিদ্যুতস্তবিষীভিরক্রত।
দুহন্ত্যূধর্দিব্যানি ধূতয়োভূমিং
পিন্বন্তি পয়সা পরিজ্রয়ঃ।।১।৫।৬।

৫ 'ঈশানকৃতঃ' স্তোতারং ঈশানং ধনাধিপতিং কুর্ব্বাণাঃ 'ধুনয়ঃ' মেঘাদীনাং কম্পয়িতারঃ 'রিশাদসঃ' রিশানাং হিংসকানাং অত্তারঃ এবম্ভূতাঃ মরুতঃ 'তবিষীভিঃ' আত্মীয়ৈর্ব্বলৈঃ 'বাতান্' পুরোবাতাদীন্ 'বিদ্যুতঃ' বিদ্যোতমানাস্তড়িতশ্চ 'অক্রত' কুর্ব্বন্তি। কৃত্বা চ 'পরিজ্রয়ঃ' পরিতোগন্তারঃ 'ধূতয়ঃ' কম্পয়িতারঃ মরুতঃ 'দিব্যানি' দিবি ভবানি 'ঊধঃ' ঊধঃস্থানীয়ানি অভ্রাণি 'দুহন্তি' রিক্তীকুর্ব্বন্তি জলরহিতানি কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ তদনন্তরং 'ভূমিং' 'পয়সা' মেঘান্নির্গতোদকেন 'পিন্বন্তি' সিঞ্চন্তি। ১।৫।৬।

৫ স্তোতাকে ধনাধিপতিকারি, মেঘাদির কম্পয়িতা, হিংসকদিগের অত্তা, মরুদ্গণ স্বীয় বল দ্বারা বায়ু ও বিদ্যুৎকে চালনা করেন। সর্ব্বত্র গামি, কম্পয়িতা, মরুদ্গণ দ্যুলোকোৎপন্ন ঊধঃস্থানীয় মেঘ সকলকে দোহন করেন, এবং সেই মেঘ নিঃসৃত জল দ্বারা ভূমিকে সিক্ত করেন।১।৫।৬।

৭৩৬

৬ পিন্বন্ত্যপোমরুতঃ সুদানবঃ
পয়োঘৃতবদ্বিদথেষ্বাভুবঃ। অত্যং
ন মিহে বিনয়ন্তি বাজিনমুৎসং
দুহন্তি স্তনয়ন্তমক্ষিতং।

৬ 'সুদানবঃ' শোভনদানাঃ 'মরুতঃ' 'পয়ঃ' ক্ষীরবৎ সারবতীঃ 'অপঃ' 'পিন্বন্তি' সিঞ্চন্তি। 'আতুরঃ' ঋত্বিজঃ 'বিদথেষু' যজ্ঞেষু 'ঘৃতবৎ' যথা ঘৃতং সিঞ্চন্তি এবং মরুতোপি বৃষ্টিং কুর্ব্বন্তি ইতি ভাবঃ। 'ন' যথা 'অত্যং' অশ্বং সাদিনঃ 'বিনয়ন্তি' যুদ্ধার্থং শিক্ষয়ন্তোবং মরুতঃ 'বাজিনং' বেগবন্তং মেঘং 'মিহে' বর্ষণায় বিনয়ন্তি স্বাধীনং কুর্ব্বন্তীতি ভাবঃ। বিনীয় চ 'স্তনয়ন্তং' গর্জন্তং 'অক্ষিতং' অক্ষীণং 'উৎসং' মেঘং 'দুহন্তি' রিক্তীকুর্ব্বন্তি।

৬ যে প্রকার ঋত্বিকেরা যজ্ঞেতে ঘৃত সেচন করেন, সেই প্রকার শোভন দানশীল মরুদ্গণ দুগ্ধবৎ সারবান্ বারি সেচন করেন। যেমন সারথিরা যুদ্ধের নিমিত্ত অশ্বকে শিক্ষা দ্বারা নিয়মে রাখে, সেইরূপ মরুদ্গণ বেগবান্ মেঘকে স্বাধীন করেন। তাহার পর তাঁহারা অক্ষীণ গর্জ্জিত মেঘকে দোহন করেন।

৭৩৭

৭ মহিষাসো মায়িনশ্চিত্রভানবো গিরয়ো ন স্বতবসো রঘুষ্যদঃ। মৃগাইব হস্তিনঃ খাদথা বনা যদারুণীষু তবিষীরযুগ্ধ্বং।

৭ 'মহিষাসঃ' মহান্তঃ 'মায়িনঃ' প্রজ্ঞাবন্তঃ 'চিত্রভানবঃ' শোভনদীপ্তয়ঃ 'গিরয়ঃ' পর্ব্বতাঃ 'ন' ইব 'স্বতবসঃ' স্বকীয়েন বলেন যুক্তাঃ 'রঘুষ্যদঃ' শীঘ্রগমনাঃ হে মরুতঃ এবঙ্গুণবিশিষ্টা যূয়ং 'হস্তিনঃ' হস্তবন্তঃ 'মৃগাঃ' গজাঃ 'ইব' 'বনা' বনানি 'খাদথা' খাদথ ভক্ষযথ প্রভঞ্জয়থেতি যাবৎ। 'যৎ' যস্মাৎ 'আরুণীষু' অরুণবর্ণাসু বড়বাসু 'তবিষীঃ' বলানি 'অযুগ্ধ্বং' সংযোজিতবন্তঃ তস্মাদ্বড়বানামিব বাহনস্যাপি প্রবলত্বাৎ তৎসংযুক্তাস্তবন্তঃ সর্ব্বং ভঞ্জন্তীত্যর্থঃ।

৭ মহৎ, প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, প্রদীপ্ত, পর্ব্বতের ন্যায় বলযুক্ত, শীঘ্রগামি, হে মরুদ্গণ! তোমরা করবিশিষ্ট গজের ন্যায় বন সকল ভগ্ন কর। তোমরা অরুণ বর্ণ ঘোটকীতে বল সংযুক্ত কর।

৭৩৮

৮ সিংহাইব নানদতি প্রচেতসঃ পিশাইব সুপিশো বিশ্ববেদসঃ। ক্ষপো জিন্বন্তঃ পৃষতীভির্ঋষ্টিভিঃ সমিৎ সবাধঃ শবসাহিমন্যবঃ।

৮ 'প্রচেতসঃ' প্রকৃষ্টমনাঃ মরুতঃ 'সিংহাইব' 'নানদতি' ভৃশং শব্দং কুর্ব্বন্তি। তথা 'সুপিশঃ' শোভনাবয়বাঃ তত্র দৃষ্টান্তঃ 'পিশাঃ' রুরবঃ 'ইব' যথা রুরবঃ শরীরগতৈঃ শ্বেতবিন্দুভিরলঙ্কৃতাস্তদ্বৎ 'বিশ্ববেদসঃ' সর্ব্বজ্ঞাঃ 'ক্ষপঃ' শত্রূণাং ক্ষপয়িতারঃ 'জিন্বন্তঃ' স্তোতৄন্ প্রীণয়ন্তঃ 'শবসা' বলেন 'অহিমন্যবঃ' অহীনজ্ঞানাঃ উৎকৃষ্টবুদ্ধয় ইত্যর্থঃ এবম্ভূতা মরুতঃ 'পৃষতীভিঃ' স্বীয়বাহনৈঃ 'ঋষ্টিভিঃ' আয়ুধৈশ্চ সহিতাঃ সন্তঃ 'সবাধঃ' শত্রুভির্ব্বাধিতান্ যজমানান্ 'সং ইৎ' সমানমেব যুগপদেব রক্ষিতুমাগচ্ছন্তীতি শেষঃ।

৮ প্রকৃষ্ট মনোবিশিষ্ট মরুদ্গণ সিংহের ন্যায় গম্ভীর শব্দে নাদ করেন। রুরু সদৃশ শোভন শরীরি, সর্ব্বজ্ঞ, শত্রু ঘাতক, স্তোতাদিগের তুষ্টি কারক, বল দ্বারা উৎকৃষ্ট, বুদ্ধি বিশিষ্ট মরুদ্গণ স্বীয় সকল বাহন ও আয়ুধের সহিত শত্রু কর্ত্তৃক বাধিত যজমানকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মিলিত হইয়া একেবারে আগমন করেন।

৭৩৯

৯ রোদসী আবদতা গণশ্রিয়ো নৃষাচঃ শূরাঃ শবসাহিমন্যবঃ। আ বন্ধুরেষ্বমতির্ন দর্শতা বিদ্যুন্ন তস্থৌ মরুতো রথেষু বঃ।

৯ 'গণশ্রিয়ঃ' গণশঃ শ্রয়মাণাঃ সপ্ত গণরূপেণাবস্থিতাঃ 'নৃষাচঃ' নৄন্ যজমানান্ হবিঃস্বীকরণায় সেবমানাঃ 'শূরাঃ' শৌর্য্যোপেতাঃ এবম্ভূতাঃ হে মরুতঃ 'শবসা' বলেন 'অহিমন্যবঃ' আহননস্বভাবকোপযুক্তাঃ সন্তঃ 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'আবদত' আনদত সমন্তাৎ শব্দয়ত। যুষ্মদাগমনে সতি ভবদীয়শব্দেন দ্যাবাপৃথিব্যৌ পূর্ণে কুরুতেতি ভাবঃ। কিঞ্চ হে 'মরুতঃ' 'বঃ' যুষ্মাকং তেজঃ 'বন্ধুরেষু' বন্ধকত্বাদ্বানর্থিতেং সারথেঃ স্থানং বন্ধুরমিত্যুচ্যতে তদ্যুক্তেষু 'রথেষু' 'আ-তস্থৌ' আতিষ্ঠতি। অবস্থিতং সৎ সর্ব্বৈর্দৃশ্যতে তত্র দৃষ্টান্তদ্বয়মুচ্যতে 'ন' যথা 'অমতিঃ' অমতিং নির্ম্মলং রূপং সর্ব্বৈর্দৃশ্যতে। 'ন' যথা 'দর্শতা' দর্শনীয়া 'বিদ্যুৎ' মেঘস্থা সর্ব্বৈর্দৃশ্যতে এবং রথে স্থিতানাং যুষ্মাকং জ্যোতিরপি সর্ব্বৈর্দৃশ্যত ইত্যর্থঃ।

৯ সপ্ত গণ রূপে অবস্থিত, যজমানদিগের হবি গ্রহণের জন্য সেব্যমান, বীর্য্যবিশিষ্ট, হে মরুদ্গণ! তোমরা বল দ্বারা হনন করিবার উপযুক্ত হইয়া দ্যুলোক ও ভূলোককে সর্ব্বতোভাবে শব্দিত কর। হে মরুদ্গণ! বন্ধুর * যুক্ত রথ সকলেতে তোমাদিগের তেজ স্থিতি করে, যাহা মেঘ স্থিত দর্শনীয় বিদ্যুৎ ও নির্ম্মল রূপের ন্যায় সকলের দৃষ্টি গোচর হয়।

৭৪০

১০ বিশ্ববেদসোরয়িভিঃ সমোকসঃ সংমিশ্লাসস্তবিষীভির্বিরপ্শিনঃ। অস্তারইষুং দধিরে গভস্ত্যোরনন্তশুষ্মাবৃষখাদয়োনরঃ ॥১।৫।৭॥

১০ 'বিশ্ববেদসঃ' সর্ব্বজ্ঞাঃ 'রয়িভিঃ' ধনৈঃ 'সমোকসঃ' সমাননিবাসাঃ, ধনাধিপতয়ইত্যর্থঃ 'তবিষীভিঃ' বলৈঃ 'সংমিশ্লাসঃ' সংমিশ্রাঃ 'বিরপ্শিনঃ' মহান্তঃ 'অস্তারঃ' শত্রূণাং নিরসিতারঃ 'অনন্তশুষ্মাঃ' অনবচ্ছিন্নবলাঃ 'বৃষখাদয়ঃ' বৃষা সোমঃ খাদিঃ খাদ্যঃ পেয়োযেষাং তে 'নরঃ' নেতারঃ এবম্ভূতামরুতঃ 'গভস্ত্যোঃ' হাস্তোঃ 'ইষুং' শত্রূণাং নিরসনায় ধনুর্ব্বাণাদিকমায়ুধং 'দধিরে' ধারয়ন্তি। ১। ৫। ৭।

১০ সর্ব্বজ্ঞ, ধনাধিপতি, বল সংযুক্ত, মহৎ, শত্রুদিগের নিরাসকর্ত্তা, অনন্ত পরাক্রম, সোমপায়ী, নেতা মরুদ্গণ দুই হস্তে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করেন ॥১।৫।৭॥

৭৪১

১১ হিরণ্যয়েভিঃ পবিভিঃ পয়োবৃধউজ্জিঘ্নন্তআপথ্যোন পর্ব্বতান্। মখাঅয়াসঃ স্বসৃতোধ্রুবচ্যুতোদুধ্রকৃতোমরুতোভ্রাজদৃষ্টয়ঃ।

১১ 'মরুতঃ' 'হিরণ্যয়েভিঃ' সুবর্ণময়ৈঃ 'পবিভিঃ' রথধারাভিঃ চক্রৈঃ 'পর্ব্বতান্' পর্ব্ববতোমেঘান্ 'উজ্জিঘ্নন্তে' ঊর্দ্ধং গময়ন্তি স্থানাৎ প্রচ্যাবয়ন্তি 'ন' যথা 'আপথ্যঃ' পথি গচ্ছন্ রথঃ মার্গআস্থিতং তৃণবৃক্ষাদিকং চূর্ণীকৃত্য ঊর্দ্ধং নয়তি গময়তি। কীদৃশামরুতঃ 'পয়োবৃধঃ' পয়সোবৃষ্ট্যুদকস্য বর্দ্ধয়িতারঃ 'মখাঃ' মখবন্তঃ যজ্ঞবন্তঃ 'অয়াসঃ' দেবযজনদেশং প্রতি গন্তারঃ 'স্বসৃতঃ' শত্রূন্ প্রতি স্বয়মেব সরন্তঃ গচ্ছন্তঃ 'ধ্রুবচ্যুতঃ' ধ্রুবাণাং নিশ্চলানাং পর্ব্বতাদীনামপি চ্যাবয়িতারঃ 'দুধ্রকৃতঃ' দুর্দ্ধরং অন্যৈর্দ্ধর্ষণকামাত্মানং কুর্ব্বাণাঃ 'ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ' দীপ্যমানায়ুধাঃ।

১১ যেমন রথ গমন কালে পথ স্থিত তৃণবৃক্ষাদি চূর্ণ করত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করে, তদ্রূপ বৃষ্টিজলের বর্দ্ধক, যজ্ঞবিশিষ্ট, যজ্ঞস্থানগামি, স্বয়ং শত্রুদিগের প্রতি গমনশীল, অচল পর্ব্বতাদিরও চ্যুতি কারক, দুর্দ্ধর্ষ, দীপ্যমান-অস্ত্রবিশিষ্ট মরুদ্গণ হিরণ্যময় রথ চক্র দ্বারা পর্ব্ববিশিষ্ট মেঘ সকলকে স্থান হইতে ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ করেন।

৭৪২

১২ ঘৃষুং পাবকং বনিনং বিচর্ষণিং রুদ্রস্য সূনুং হবসা গৃণীমসি। রজস্তুরং তবসং মারুতং গণমৃজীষিণং বৃষণং সশ্চত শ্রিয়ে।

১২ 'ঘৃষুং' শত্রূণাং বলস্য ঘর্ষকং বিনাশয়িতারং 'পাবকং' সর্ব্বেষাং শোধকং 'বনিনং' উদকবন্তং বৃষ্টিপ্রদং ইত্যর্থঃ 'বিচর্ষণিং' বিশেষেণ সর্ব্বস্য দ্রষ্টারং 'রুদ্রস্য' 'সূনুং' পুত্রভূতং এবম্বিধং মরুতাং সমূহং 'হবসা' আহ্বানসাধনেন স্তোত্রেণ 'গৃণীমসি' শব্দয়ামঃ স্তুমইত্যর্থঃ। হে ঋত্বিগ্যজমানাঃ যূয়ং 'শ্রিয়ে' ঐশ্বর্য্যায় 'মারুতং গণং' মরুতাং সংঘং 'সশ্চত' প্রাপ্নুত কীদৃশং 'রজস্তুরং' পার্থিবস্য পাংশোস্তুরয়িতারং প্রেরকমিত্যর্থঃ 'তবসং' প্রবৃদ্ধং 'ঋজীষিণং' তৃতীয়সবনে হি মরুতঃ স্তূয়ন্তে তত্র চ ঋজীষমভিষুণ্বন্তীতি ঋজীষসংবন্ধঃ ক্রতুঃ অতস্তদ্বন্তং 'বৃষণং' কামানাং বর্ষিতারং।

১২ শত্রুদিগের বল বিনাশকারি, পবিত্রকারক, বৃষ্টিপ্রদ, বিশেষরূপে সকলের দ্রষ্টা, রুদ্রপুত্র মরুদ্গণকে আমরা আবাহন সাধন স্তুতি দ্বারা স্তব করি। হে ঋত্বিক্ যজমান সকল! তোমরা ঐশ্বর্য্যের নিমিত্তে

* যে সারথির স্থান রজ্জুকাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

ধূলি প্রেরক, প্রবৃদ্ধ, ঋজীষ* মন্ত্র যুক্ত, কামনার অভিবর্ষক মরুদ্গণকে প্রাপ্ত হও।

৭১৩

১৩ প্র নূ স মর্ত্তঃ শবসা জনাঁ অতি তস্থৌ ব ঊতী মরুতোযমাবত। অর্বদ্ভির্বাজং ভরতেধনা নৃভিরাপৃচ্ছ্যং ক্রতুমাক্ষেতি পুষ্যতি।

১৩ 'সঃ' 'মর্ত্তঃ' মনুষ্যঃ 'শবসা' বলেন 'জনাঁ' জনান্ জাতানন্যান্ পুরুষান্ 'অতি' অতীত্য 'নূ' নু ক্ষিপ্রং 'প্র-তস্থৌ' প্রতিষ্ঠিতোভবতি হে 'মরুতঃ' 'বঃ' যুষ্মাকং 'ঊতী' ঊত্যা রক্ষণেন 'যং' পুরুষং 'আবত' অরক্ষত। অপি চ সপুরুষঃ 'অর্বদ্ভিঃ' অশ্বৈঃ 'বাজং' অন্নং 'নৃভিঃ' স্বকীয়ৈর্মনুষ্যৈঃ 'ধনা' ধনানি চ 'ভরতে' সম্পাদয়তি। তথা 'আপৃচ্ছ্যং' আপ্রষ্টব্যং শোভনং 'ক্রতুং' অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম্ম 'আক্ষেতি' প্রাপ্নোতি। 'পুষ্যতি' প্রজয়া পশুভিঃ পুষ্টোভবতি চ।

১৩ হে মরুদ্গণ! তোমারদিগের রক্ষা দ্বারা যে মনুষ্যকে রক্ষা করিয়াছ, সে মনুষ্য বল দ্বারা জন সমূহকে অতিক্রম করিয়া অতি শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হয়; সে অশ্ব দ্বারা অন্ন ও স্বজন দ্বারা ধন সম্পন্ন করে; সে শোভন যজ্ঞ প্রাপ্ত হয় এবং পুষ্টি লাভ করে।

৭১৪

১৪ চর্কৃত্যং মরুতঃ পৃৎসু দুষ্টরং দ্যুমন্তং শুষ্মং মঘবৎসু ধত্তন। ধনস্পৃতমুক্থ্যং বিশ্বচর্ষণিং তোকং পুষ্যেম তনয়ং শতং হিমাঃ।

১৪ হে 'মরুতঃ' যূয়ং 'মঘবৎসু' হবির্লক্ষণধনযুক্তেষু যজমানেষু পুত্রং 'ধত্তন' স্থাপয়তেতি যাবৎ। কীদৃশং পুত্রং 'চর্কৃত্যং' কার্য্যেষু পুনঃ পুনঃ পুরস্কর্ত্তব্যং সর্ব্বকর্ম্মকুশলমিত্যর্থঃ 'পৃৎসু' সংগ্রামেষু 'দুষ্টরং' দুঃখেন তরিতব্যং অজেয়মিত্যর্থঃ 'দ্যুমন্তং' দীপ্তিমন্তং 'শুষ্মং' শত্রূণাং শোষকং 'ধনস্পৃতং' ধনৈঃ প্রীতং 'উক্থ্যং' স্তোত্রং তদর্হং প্রশস্যমিত্যর্থঃ 'বিশ্বচর্ষণিং' বিশেষেণ দ্রষ্টারং সর্ব্বজ্ঞং এবম্বিধং 'তোকং' পুত্রং 'তনয়ং' পৌত্রং চ 'শতং হিমাঃ' হেমন্তর্ত্তু পলক্ষিতান্ শতং সংবৎসরান্ জীবন্তঃ সন্তঃ 'পুষ্যেম' পোষয়েম:

১৪ হে মরুদ্গণ! তোমরা হবিরূপ ধন যুক্ত সকল যজমানেতে কর্ম্মদক্ষ, সংগ্রামেতে অজেয়, দীপ্তিমান্, শত্রু শোষক, ধন দ্বারা প্রীত, প্রসংশনীয়, বিজ্ঞানবান পুত্র স্থাপন কর। এই প্রকার গুণ বিশিষ্ট পুত্র পৌত্রকে আমরা শত হেমন্ত* যাবৎ জীবিত থাকিয়া পোষণ করিব।

৭১৫

১৫ নূ ষ্ঠিরং মরুতোবীরবন্তমৃতীষাহং রয়িমস্মাসু ধত্ত। সহস্রিণং শতিনং শূশুবাংসং প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ ॥১।৫।৮।

১৫ হে 'মরুতঃ' 'নূ' 'স্থিরং' স্থায়ুং 'বীরবন্তং' বীর্য্যোপেতং 'ঋতীষাহং' গন্তৃণাং শত্রূণাং অভিভবিতারং এবং বিধং 'রয়িং' পুত্রলক্ষণং ধনং 'অস্মাসু' 'ধত্ত' স্থাপয়ত। 'সহস্রিণং শতিনং' এতৎসংখ্যাকধনবন্তং অতএব 'শূশুবাংসং' প্রবৃদ্ধং। অপি চ অস্মাকং রক্ষণায় 'ধিয়া বসুঃ' বুদ্ধ্যা প্রাপ্তধনঃ মরুদ্গণঃ 'প্রাতঃ' 'মক্ষূ' শীঘ্রং 'জগম্যাৎ' আগচ্ছতু ॥১।৫।৮।

১৫ হে মরুদ্গণ! স্থিতিশীল, বীর্য্যবিশিষ্ট, শত্রুদিগের অভিভবিতা, শত সংখ্যক সহস্র সংখ্যক ধন বিশিষ্ট, প্রবৃদ্ধ পুত্র রূপ ধন অস্মদাদিতে স্থাপন কর। বুদ্ধি দ্বারা ধনশালী তোমরা প্রাতঃকালে শীঘ্র এখানে আগমন কর ॥১।৫।৮।

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ি দণ্ড বিধানের বিবরণ

১৪ সংখ্যক পত্রিকার ২৯ পৃষ্ঠার পর

বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে ক্লেশ ঘটে, তাহারও এই প্রকার তাৎপর্য্য কি না, বিচার করিয়া দেখা

---

* "ঋজীষমর্জিযুগুন্তি" এই মন্ত্র দ্বারা মরুদ্গণ যজ্ঞ বিশেষে স্তুত হয়েন অতএব তাঁহারা ঋজীষ মন্ত্র যুক্ত বলিয়া এই স্থানে উক্ত হইয়াছেন।

* শত বৎসর।

উচিত। এ বিষয় নিরূপণ করা সুকঠিন ব্যাপার; অগ্রে ইতর জন্তুর কার্য্যাকার্য্যের ফলাফল পর্য্যালোচনা করিয়া পরে মনুষ্যের বিষয় বিবেচনা করিলে অনেক সুগম বোধ হইতে পারে।

মনুষ্যের ন্যায় ইতর জন্তুও ভৌতিক ও শারীরিক নিয়মের অধীন। মনুষ্যের ন্যায় ইতর জন্তুদিগের বহুতর নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, এবং এ প্রকার কিঞ্চিৎ বুদ্ধিও আছে, যে তদ্দারা তাহারা স্ব স্ব কার্য্যের ফলাফল জানিতে পারে। তাহারাও এই সকল প্রবল প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া পরস্পর অন্যায়াচরণ করে, ও তন্নিবারণার্থ পরস্পর শাস্তি প্রদানও করিয়া থাকে; কিন্তু মনুষ্যের যেমন অন্যায়াচরণকে পাপ বলিয়া জ্ঞান আছে, তাহারদের সেরূপ নাই। কুক্কুরের অর্জ্জন-স্পৃহা বৃত্তি থাকাতে স্বত্বাস্বত্ব জ্ঞান আছে; যদি কোন কুক্কুর এক খান চর্ম্ম লইয়া কোন স্থানে রাখে, এবং যদি আর একটা কুক্কুর তাহা হরণ করিবার চেষ্টা করে, তবে তাহা দৃষ্টি করিয়া ঐ চর্ম্মাধিকারি কুক্কুরের প্রতিবিধিৎসা ও জিঘাংসা বৃত্তি উত্তেজিত হয়, এবং সে ঐ দুই বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া আততায়ি কুক্কুরকে দংশন ও প্রহারাদি করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু এপ্রকার প্রতিফল প্রদান করা কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির কার্য্য। তাহারদের এরূপ কোন ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নাই, যে তদ্দারা অবৈধ কর্ম্মকে পাপ বলিয়া বোধ করিতে পারে। তাহারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তি হইয়া উহাকে চরিতার্থ করিতে ধাবমান হয়। কিন্তু ইহাতে শুভ ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আততায়ি জন্তুর আক্রমণে যে আক্রান্ত জন্তুর জিঘাংসাদি বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া আততায়ি জন্তুকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হয়, ইহা পরমেশ্বর ইতর প্রাণিদিগের পরস্পর অত্যাচার নিবারণার্থে নিয়োজন করিয়া দিয়াছেন। বাস্তবিক, ইহাতে জন্তুদিগের পরস্পর শাসন হইয়া এক প্রকার ন্যায়সঙ্গত কার্য্যই সম্পাদিত হইতেছে।

এ প্রকার শাস্তি বিধানকে কল্যাণদায়ক বলিয়া উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে, এ বিষয়ে আততায়ি জন্তুদিগেরও হিতকারী কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। বাস্তবিক, এ বিষয় তাহারদের পরম মঙ্গলদায়ক। যদি সমুদায় কুক্কুর আপন আপন আহার অন্বেষণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত থাকিত, তবে কুক্কুর-কুল অবিলম্বে নির্ম্মূল হইয়া যাইত। অতএব যখন আততায়ির এ প্রকার প্রতিফল প্রাপ্তি তাহার এবং তজ্জাতীয় সকল জন্তুর কল্যাণদায়ক, তখন তাহার শাস্তি-ভোগ যে ন্যায়সম্মত ও শুভাভিপ্রায়ে সংকল্পিত, ইহাতে সন্দেহ নাই।

জগদীশ্বর তাঁহার ইতর-জন্তু রূপ নিকৃষ্ট প্রজাদিগের অন্যায়াচরণ নিবারণার্থ অন্যান্য প্রকার কৌশল করিয়াছেন, তাহা অবগত হওয়া অনাবশ্যক নহে। প্রথমতঃ যথার্থ আততায়ি ভিন্ন অন্য কাহাকেও তাহারদের শাস্তি দিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ অপহরণাদি করিতে না দেখিলে তাহারদের ক্রোধোদয় হয় না। দ্বিতীয়তঃ, অত্যাচারী আততায়ী জন্তু যদি অত্যন্ত অনিষ্টকর কর্ম্ম না করে, তবে অত্যাচরিত জন্তু তাহাকে কুক্রিয়াতে নিবৃত্ত দেখিবা মাত্র নিরস্ত হয়, তাহাকে আর কিছু বলে না, আপনার আহার-দ্রব্য রক্ষা করিতে পারিলেই তৃপ্ত থাকে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর পশ্চাৎ ধাবমান হইতে চাহে না।

ইতর জন্তুরা আততায়িকে শাস্তি দিবার সময়ে তাহার কুব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান করে না। আততায়ী অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হউক, বা প্রজ্বলিত ক্ষুধানলে দগ্ধ হইতে থাকুক, তাহাতে তাহারা কিছু মাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি বোধ করে না, তজ্জন্য দণ্ডের লাঘবও করে না, এবং শাস্তি প্রাপ্তির পর তাহার কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটনার সম্ভাবনা আছে, তাহা বিবেচনা ও তদর্থে খেদ প্রকাশও করে না। সে যদি তাহারদের সমক্ষে অনাহারে বা অঙ্গ-পীড়ায় পীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, তথাপি তদ্দৃষ্টে তাহারদের লেশ মাত্রও দুঃখানুভব হয় না। যে সকল বৃত্তি পরের শুভ-বিধায়িনী ও যদ্দ্বারা কার্য্য-কারণ ও ফলাফল বিচার করা যায়, তাহা না থাকাতেই তাহারা এ প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারদের

সমুদায় প্রবৃত্তিই স্বার্থ-সাধন-পরায়ণ,অতএব তাহারা অন্যকে বধ করিয়াও স্বার্থ লাভ করিতে পারিলে তাহাতে কুণ্ঠিত হয় না।

কিন্তু ইতর জন্তুদিগের পরস্পর এইরূপ শাস্তি প্রদান যে ন্যায়-সম্মত ও উপকারজনক, তাহা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করা গিয়াছে। এক্ষণে মনুষ্যদিগের দণ্ড বিধানের বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

ইতর জন্তুদিগের ন্যায় মনুষ্যেরও অনেকানেক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, এবং তাহারদের ন্যায় তিনিও সেই সকল দুর্দান্ত প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তি হইয়া তদনুযায়ি শাস্তি প্রদান করেন। ফলতঃ ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হয়, যে সুসভ্য জাতীয় রাজা ও রাজপুরুষেরাও চিরকাল এই সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আদেশানুযায়ি দণ্ড বিধান করিয়া আসিতেছেন; কেবল সংপ্রতি কোন কোন স্থানে তাহার কিঞ্চিৎ অন্যথা ভাব হইতেছে। যদি কোন সন্ধিচোর কাহারও গৃহ প্রবেশ করিয়া অর্থাপহরণ করে, তবে রাজকর্ম্মচারিরা তাহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত সচেষ্টিত হন। তাঁহারা তদর্থে সাক্ষি আহ্বান করিয়া তাহারদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, এবং তদ্দ্বারা যে ব্যক্তি চোর স্থির হয়, তাহাকে কারারুদ্ধ, নির্ব্বাসিত, বা আহত করেন। এক্ষণে, বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, এপ্রকার মনুষ্য-কৃত দণ্ডে ও ইতর জন্তু-কৃত দণ্ডে কিছু মাত্র বিশেষ নাই। বিচারকর্ত্তাদিগের এই সমুদয় বিচার কার্য্যকে আপাততঃ কোন না কোন ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কার্য্য বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অভিযোক্তার গৃহে চুরি গিয়াছে কি না, এবং তিনি যাহাকে চোর বলিয়া অপরাদ দেন, সেই ব্যক্তি যথার্থ চোর কি না, এই দুই বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান মাত্র বিচারকের সমস্ত বিচার-ক্রিয়ার উদ্দেশ্য। ইহা কোন ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কার্য্য নহে, কেবল বুদ্ধির কার্য্য। এ দুই বিষয়ে কুক্কুরাদির ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ তাহারা স্বচক্ষে আততায়িকে অহিতাচার করিতে না দেখিলে শাস্তি প্রদান করে না। যদি আততায়ী তাহারদের প্রতিকূলবর্ত্তি অপরাঙ্মুখ থাকিয়া অত্যন্ত উপদ্রব করিতে থাকে, তবে কুক্কুরাদি কখন কখন তাহাকে নষ্ট বা নষ্টপ্রায় করে। মনুষ্যও তেমন স্থলে উদ্বন্ধন বা মুণ্ডচ্ছেদ করেন

আততায়ির এরূপ কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার কারণ কি, এবং তাহাকে শাস্তি দেওয়াতেই বা কি উপকার দর্শে, ইতর জন্তুরা এ দুই বিষয় অনুসন্ধান করে না। মনুষ্যও সেই দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া চলেন। তিনিও কুকর্ম্মির কুপ্রবৃত্তির কারণ অন্বেষণ করেন না, এবং তাহার শাস্তি প্রাপ্তির পর কিরূপ গতি ও প্রবৃত্তি হইবে, তাহাও বিবেচনা করেন না। কুক্কুরের সমুদায়ই নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি,অন্য কোন শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তি নাই, এই হেতু সে এরূপ কার্য্য করে। মনুষ্যেরও সেই সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, অতএব তিনি তাহাদের বশবর্ত্তী হইয়া কুক্কুরবৎ ব্যবহার করেন। আর যদিও তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আছে, কিন্তু অদ্যাপি তিনি দণ্ড বিধান বিষয়ে তাহারদিগকে যথা নিয়মে নিয়োজন করিতে পারেন নাই।

মনুষ্য-সমাজে মার্জ্জিত বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশানুযায়ি দণ্ড বিধানের রীতি প্রচলিত হইলে সংসারের যত মঙ্গল সম্ভাবনা, নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির আদেশানুযায়ি দণ্ড দ্বারা যদিও তত না হউক, কিন্তু কিছু উপকার দর্শে, তাহার সন্দেহ নাই। যত কাল লোকে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির বশীভূত থাকে, তত কাল তাহারদের ঐ সমুদয় দুর্জ্জয় প্রবৃত্তির আতিশয্য নিবারণার্থ কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য। নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির আতিশয্য নিবারণ না হইলে জন-সমাজ উচ্ছিন্ন হইয়া যায়,এবং তাহাতে দোষি ব্যক্তিদিগেরও দণ্ড-জন্য যাতনা অপেক্ষা অধিক যাতনা উৎপন্ন হয়। অতএব এক্ষণে যে প্রকার দণ্ড বিধানের রীতি প্রচলিত আছে, তাহা দণ্ডিত ব্যক্তিরও কিঞ্চিৎ উপকার জনক। তবে প্রাণদণ্ডে তাঁহার কোন উপকার নাই। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, ইতর জন্তুরাও প্রায় স্বজাতীয় জন্তুদিগকে এই সাংঘাতিক শাস্তি প্রদান করে না।

পরমেশ্বর ইতর জন্তুদিগকে কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া তাহারদের এ

কৃতি ও বাহ্য বস্তুর স্বভাব পরস্পর উপযোগি করিয়া দিয়াছেন। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিধানানুযায়ী দণ্ড তাহারদের পক্ষে যথার্থ উপকারী। অনুমিতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান বুদ্ধিবৃত্তি না থাকাতে, তাহারা মনুষ্যের ন্যায় প্রগাঢ় কৌশল ও গুরুতর মন্ত্রণা পূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়া কাহারও অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয় না, এবং আপনার দোষ প্রকাশের সম্ভাবনা অসম্ভাবনা বিবেচনা পূর্ব্বক তাহা গোপন করিতেও চেষ্টা করে না। অত্যাচারি আততায়িদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির ক্ষণিক উদ্রেকে যত দুর অনিষ্ট ঘটনা হইতে পারে, তাহাই তাহারা করিয়া থাকে; পরে অত্যাচরিত জন্তুদিগের ক্ষণিক ক্রোধ দ্বারা তাহার দমন হয়।

কিন্তু মনুষ্যের বিষয়ে সেরূপ নহে; জগদীশ্বর সমুদায় বাহ্য বিষয়কে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্যের উপযোগি করিয়া দিয়াছেন। অতএব নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির আদেশানুযায়ী দণ্ড বিধান তাঁহার পক্ষে তাদৃশ ফলদায়ক নহে। মানুষে আপন দোষ গোপনার্থে ও অসিদ্ধ করণার্থে বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োজন করে, অতএব তাহার এ প্রকার আশা থাকে,যে শাস্তি প্রাপ্ত না হইলেও না হইতে পারি। আর তাহার নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির স্বাভাবিক প্রবলতাই যদি তাহার কুপ্রবৃত্তির যথার্থ কারণ হয়,তবে কেবল শাস্তি দ্বারা কোন ক্রমেই তাহার দমন হইতে পারে না; কারণ যে কারণে কুপ্রবৃত্তি হয়,তাহা শাস্তি প্রাপ্তির পূর্ব্বেও যেমন,পরেও তেমনি থাকে। কারণ থাকিলেই কার্য্যের উৎপত্তি হয়। অতএব লোকে পুনঃ পুনঃ দণ্ড প্রাপ্ত হইলেও পুনর্ব্বার দুষ্কর্ম্মে রত হয়। এইহেতু সকল দেশের পুরাবৃত্তই পাপকলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে এবং ভূমণ্ডলে কুকর্ম্ম-স্রোত চিরকাল সমান বহিতেছে; তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বকার মনুষ্যেরা যেরূপ পাপাসক্ত ছিল, এক্ষণকার লোকেও সেইরূপ রহিয়াছে। অতএব চিরকাল যেরূপ রীতিক্রমে কুকর্ম্মের দণ্ড বিধান হইয়া আসিতেছে, তাহা যখন নিতান্ত নিষ্ফল হইল, তখন উপায়ান্তর চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্যানুযায়ি দণ্ড বিধান করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য, এবং কেবল তদ্দ্বারাই মানব বর্গের পাপ বিমোচন ও ধর্ম্মবর্দ্ধন হওয়া সম্ভব; কারণ পরমেশ্বর আমারদের পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি সমুদায়কেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান করিয়াছেন এবং সমস্ত বাহ্য বস্তুকে তাহার উপযোগি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

কুক্কুর আততায়িকে যে প্রহারাদি করিতে যায়, কেবল ক্রোধমাত্র তাহার কারণ। আততায়ির উপদ্রবে তাহার অর্জ্জনস্পৃহাদি কোন কোন নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির ক্ষোভোৎপত্তি হয়, এবং জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা প্রবৃত্তি তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হইয়া উপদ্রবকারিকে শাস্তি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হয়। মনুষ্যের ক্রোধের কার্য্যও সেই প্রকার। কাহারও অর্থ অপহৃত হইলে তাহার অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তি ক্ষুভিত হয়, এবং কাহাকেও নর হত্যা করিতে দেখিলে আমারদের উপচিকীর্ষা প্রবৃত্তি অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয়; পরে জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া চোর ও হত্যাকারিকে প্রতিফল প্রদান করিতে ব্যগ্র হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনুষ্যের এই দণ্ডবিধান বিষয়ক ব্যবহারের সহিত কুক্কুরের তদ্বিষয়ক কার্য্যের কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। বস্তুতঃ, বিভিন্নতা না থাকিবারই সম্ভাবনা, কারণ, এস্থলে উভয়েই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তি হইয়া কর্ম্ম করে।

কিন্তু এরূপ দণ্ড বিধান আমারদের প্রধান প্রবৃত্তি সমুদায়ের সম্মত নহে; তাহারদের আদেশানুসারে দোষিদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

চৌর্য্য ও নরহত্যা উপচিকীর্ষার অনুমোদিত নহে, কারণ ঐ উভয় কুকর্ম্মই এ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ। ন্যায়পরতাবৃত্তিও ইহাতে ক্ষুব্ধ ও ক্লিষ্ট হয়,কারণ কাহারও ন্যায্য বিষয়ের উপর আক্রমণ করা এপ্রবৃত্তির নিতান্ত অনভিমত। আর যাহাতে পরমেশ্বরের প্রীতি-ভাজন জীবদিগের দুঃখোৎপত্তি হইয়া তাঁহার শুভাভিপ্রায়ের অন্যথাচরণ করা হয়, তাহা কোন ক্রমেই ভক্তিবৃত্তির

অভিমত হইতে পারে না। অতএব যাবতীয় দুষ্কর্ম্ম সমুদায়ই ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ, এবং তাহার উৎসেদ সাধনা করাই তাহারদের অভীষ্ট। দুষ্কর্ম্মকারির স্বীয় দুষ্প্রবৃত্তি দমন করিবার ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে এই যথার্থ তত্ত্বের কিছু মাত্র অন্যথা হয় না। অজ্ঞান বা অবশ-চিত্ততা বশতঃ কুকর্ম্ম করিলেও তাহা কদাপি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অভিমত হইতে পারে না। উন্মাদ-গ্রস্ত ব্যক্তিকে নর-হত্যা করিতে দেখিলেও দয়াবানের যাতনা বোধ হয়, এবং তাহা নিবারণ করিতে একান্ত অভিলাষ হয়। চৌর্য্য-ক্রিয়া জড় ব্যক্তি দ্বারা কৃত হইলেও তাহা ন্যায়পরতার অভিমত হইতে পারে না। অতি সামান্য ব্যক্তিকেও অনাদর ও অবজ্ঞা করা ভক্তিবৃত্তির সম্মত নহে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে অজ্ঞান ও নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সংযমে অসমর্থতা বশতঃ দুষ্কর্ম্ম করিলেও যে তাহাতে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদয় ঘৃণা প্রকাশ করে, তাহার কারণ আছে; প্রথমতঃ পরমেশ্বর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের এই প্রকার স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, যে যে কোন কারণে অনিষ্ট ঘটনা হউক না কেন, তাহা তাহারদিগের অনভিমত ও বিরুদ্ধ-স্বভাবাক্রান্ত। দ্বিতীয়তঃ আততায়ী ব্যক্তি অবশ-চিত্ত বলিয়া হত বা আহত ব্যক্তির যে ক্লেশের হ্রাস হয় এমত নহে। বুদ্ধিমান্ ও উন্মত্ত উভয়ের অস্ত্রাঘাতই সমান ক্লেশদায়ক। ধূর্ত্ত চৌর ও নির্ব্বোধ জড় উভয়েরই চৌর্য্য-ক্রিয়াতে ধনির সমান ধন-হানি হয়।

অতএব পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, যে কুকর্ম্ম মাত্রেই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের অনভিমত, এবং যাহাতে তাহা সমূলে নির্মূল হয়, তাহাই তাহারদের প্রার্থনীয়। কোন স্থলে ইহার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই পরম মঙ্গলদায়ক অভিপ্রায় সম্পাদনার্থ সমুচিত উপায় করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যে সকল উপায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সম্মত, আর যাহা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রযোজিত, এ উভয়ে অনেক বিশেষ আছে। লোকে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কুকর্ম্মের দণ্ড বিধান করে, এপ্রযুক্ত কুপ্রবৃত্তির কারণ ও দণ্ড বিধানের ফলাফল কিছুই বিবেচনা করে না। তাহারা আততায়িকে ধৃত করে, রুদ্ধ করে, প্রহার করে, বা হত করে। এই পর্য্যন্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির কার্য্যের সীমা, এই স্থলেই তাহার পর্য্যাপ্তি।

কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কার্য্য এরূপ নহে। তাহারা দোষি ব্যক্তিরও কল্যাণ চেষ্টা করে। উপচিকীর্ষাবৃত্তি তাহাকে পাপ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া ধর্ম্ম পথে প্রবৃত্ত করিতে ও তদ্দ্বারা সুখামৃতরসে অভিষিক্ত করিতে উৎসুক হয়। ভক্তিবৃত্তির এই আদেশ, যে তাহাকে অবজ্ঞা না করিয়া সর্ব্ব সাধারণ মনুষ্যের সহিত যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য সেইরূপ করাই উচিত। ন্যায়পরতার এই উপদেশ, যে যেপ্রকার দণ্ড দ্বারা তাহার পাপাসক্তির মূলোন্মূলন ও দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি না হয়, তাহা প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব, আমারদের প্রধান প্রধান বৃত্তির যেপ্রকার উপদেশ, তাহাতে, সর্ব্বাগ্রে দুষ্প্রবৃত্তির মূল ও দুষ্কর্ম্মির দুষ্কর্ম্ম নিবারণের উপায়, এই দুই বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ করা আবশ্যক।

আমারদিগের যে সমুদায় মনোবৃত্তি আছে, তাহারই কোন না কোন বৃত্তির অনুচিত নিয়োগ দ্বারা দুষ্কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তাহারদের অনুচিত নিয়োগেরই বা কারণ কি? তাহার ত্রিবিধ কারণ আছে; যথা প্রথমতঃ কোন কোন প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে তাহার আতিশয্য দ্বারা পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়; দ্বিতীয়তঃ বাহ্যবিষয় দ্বারা কোন কোন প্রবৃত্তি অতিশয় উত্তেজিত হইলেও দুর্ম্মতি উপস্থিত হয়; তৃতীয়তঃ কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য ও কোন্ কর্ম্ম অকর্ত্তব্য তাহা না জানাতেও অনেকানেক কুকর্ম্ম ঘটিয়া থাকে।

যে যে কারণে দুষ্প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইল। তন্মধ্যে প্রথমতঃ উল্লিখিত হইয়াছে, যে কোন কোন প্রবৃত্তির স্বাভাবিক প্রবলতা পাপাসক্তির এক প্রধান কারণ। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের প্রবৃত্তি বিশেষ যে স্বভাবতঃ প্রবল হয়, ইহারই বা কারণ কি? পিতা মাতার প্রকৃতিসিদ্ধ

গুণ দোষই ইহার একমাত্র কারণ। তাঁহারদের যে সমুদায় মনোবৃত্তি অত্যন্ত তেজস্বিনী থাকে, সন্তানেরও সেই সকল বৃত্তি অতিশয় বল প্রকাশ করে। অতএব ইহা স্বীকার করিতে হয়, যে কোন কোন ব্যক্তি এপ্রকার বিরুদ্ধ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, যে আপনা হইতে তাহারদের বলবতী নিকৃষ্টপ্রবৃত্তিদিগকে সম্বরণ করিয়া রাখা এক প্রকার অসাধ্য। তাহারা আপনার প্রবৃত্তি বিশেষের আতিশয্য বশতঃ দুষ্কর্ম্ম না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। তাহারদের স্বভাব বৃক্ষে পাপ রূপ ফল অবশ্যই ফলিত হয় তাহার সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ।—অন্নের অসংস্থান, সুরাপান, কুদৃষ্টান্ত দর্শন ইত্যাদি অনেকানেক কারণে প্রবৃত্তি বিশেষের অতিমাত্র উত্তেজনা হইয়া দুষ্প্রবৃত্তি উপস্থিত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ।—আমারদের মানসিক প্রকৃতি ও বাহ্যবস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ জ্ঞান না থাকাতেও পৃথিবীতে পাপ-প্রবাহ বৃদ্ধি হইয়াছে। সতীর সহমরণ গমন, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, নরবলি প্রদান প্রভৃতি বিস্তর দুষ্কর্ম্ম ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। ভারতবর্ষীয় ও অন্যান্য দেশীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রে এই প্রকার বিষম ব্যাপার সমুদায়ের বিধি আছে, এবং বহু কালাবধি লোকে তাহা স্বর্গ-সাধন জানিয়া অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছে।

এই ত্রিবিধ কারণ উৎপাদন ও পরিত্যাগ করা পাপি ব্যক্তির স্বেচ্ছাধীন নহে। সে আপনার স্বভাব-সিদ্ধ নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির প্রবলতাও উৎপাদন করে নাই; যে সকল বাহ্য ব্যাপার দ্বারা কোন কোন নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া দুষ্প্রবৃত্তি প্রদান করে, সে ব্যক্তি তাহারও কারণ নহে; এবং আপনার অজ্ঞান রূপ রোগেরও উৎপাদক নহে। কিন্তু যদিও সে আপনার দুষ্প্রবৃত্তির কারণ না হউক, তথাপি তাহার ও সংসারের কল্যাণার্থে তাহাকে কুপথ হইতে নিবৃত্ত করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় তাহার কুপ্রবৃত্তি নিবারণ করিতে আদেশ করিতেছে। অতএব কি প্রকারে এই প্রকার প্রার্থনীয় মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করা উচিত। বুদ্ধি অনুমতি করিতেছেন, দুষ্ক্রিয়ার কারণ নিরাস করিলেই দুষ্ক্রিয়া নিরাস হইবে। অতএব কি রূপে কোন্ কারণের কি প্রকার নিরাকরণ হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

১—কোন কোন প্রবৃত্তির অত্যন্ত প্রবলতা দুষ্প্রবৃত্তির প্রথম কারণ। একাল পর্য্যন্ত শারীরিক ও মানসিক যত নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে এ দোষ সহসা নিরাকরণ করিবার কোন উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তবে এস্থলে বুদ্ধিবৃত্তির এই উপদেশ, যে যে স্থানে যেরূপ নিয়মে তাহাকে রাখিলে তাহার প্রবল নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সকল বর্দ্ধিত ও চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা না থাকে, সেই স্থানে সেইরূপ নিয়মে রক্ষা করিবেক। যে ব্যক্তি কোন নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া একবার কোন কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে পুনঃ পুনঃ তাহাতে রত হইয়া জনসমাজের অনিষ্টোৎপত্তি করিতে পারে; অতএব, সংসারের কল্যাণার্থে তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তদনন্তর যাহাতে তাহার নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আইসে, তাহা কর্ত্তব্য। ইহা সম্পন্ন করিতে হইলে, যে যে বিষয় দ্বারা নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইতে পারে, তৎসমুদায়ের সহিত তাহার সংস্রব রাখা উচিত নহে। কুসংসর্গ, শ্রমরাহিত্য ও মাদক সেবন দুষ্প্রবৃত্তির প্রবল প্রয়োজক; অতএব কুকর্ম্মি ব্যক্তিরা যাহাতে এই সমস্ত দোষ পরিবর্জ্জিত হয়, তাহার উপায় করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এক্ষণকার কারাগারের যেরূপ বিশৃঙ্খলা, তাহাতে তাহারদিগকে দিবারাত্রই কুসংসর্গে থাকিতে হয়। যত জঘন্য নরাধম মহাপাপি পরস্পর একত্র সহবাস করিয়া পরস্পরের নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি প্রবল করিতে থাকে। এক্ষণকার কারাগারের ন্যায় পাপিদিগের পাপশিক্ষার পাঠশালা আর দ্বিতীয় নাই। অতএব, বন্দীদিগকে পরস্পর পৃথক করিয়া রাখা উচিত, এবং যখন তাহারদিগের একত্রে থাকিবার প্রয়োজন

হয়, তখন যাহাতে তাহারা পরস্পর অসদালাপ, অসদভিপ্রায় প্রকাশ ও কুপ্রবৃত্তি প্রদান করিতে না পারে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য! দ্বিতীয়তঃ তাহারদিগকে কর্ম্ম বিশেষে নিযুক্ত রাখা অতি আবশ্যক। পরিশ্রমের পর দুষ্প্রবৃত্তি দমনের ঔষধ আর নাই। কিন্তু যে সকল কর্ম্মে প্রধান প্রধান বৃত্তির চালনা হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। তাহাতে, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির তেজোহানি হইয়া উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির শক্তি বৃদ্ধি হয়।

২—বাহ্য বিষয় দ্বারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনা দুষ্প্রবৃত্তির দ্বিতীয় কারণ। পূর্ব্বোক্ত প্রথম কারণ প্রশমনার্থ যে যে ব্যাপার সাধন করা কর্ত্তব্য, তাহাতেই দ্বিতীয় কারণের নিরাকরণ হইবেক। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যে সকল বিষয় দ্বারা নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, তাহার সহিত পাপাসক্ত ব্যক্তির সংস্রব রাখা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।

৩—অজ্ঞান দুষ্প্রবৃত্তির তৃতীয় কারণ। যথা নিয়মে সুপ্রণালী ক্রমে শিক্ষা দান করিলেই ইহার প্রতীকার হইতে পারে। উত্তম অধ্যাপক নিযুক্ত রাখিয়া কারাগারস্থ ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, এবং সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তিদিগের তথায় গমনাগমন পূর্ব্বক কথা প্রসঙ্গে উপদেশ প্রদান করত তাহারদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত করা পরম মঙ্গলদায়ক।

যদি এপ্রকার ব্যবহারকে দণ্ড বলা যাইতে পারে, তবে কুকর্ম্মিদিগকে এইরূপ দণ্ড প্রদান করাই কর্ত্তব্য। এরূপ আচরণ আমারদের সমস্ত প্রধান বৃত্তির অভিমত ও পরিতৃপ্তিজনক। এরূপ আচরণ দ্বারা দোষি ব্যক্তির চরিত্র শোধন ও জনসমাজের উপকার হইয়া উপচিকীর্ষা বৃত্তি চরিতার্থ হয়, সেই দোষির প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা সম্পন্ন হইয়া ন্যায়পরতা বৃত্তি পরিতৃপ্ত হয়, তাহার প্রতি অনাদর প্রকাশ না হইয়া যথোচিত আদর প্রকাশ হওয়াতে, ভক্তি বৃত্তির তুষ্টি লাভ হয়, এবং কারাগারের এইরূপ সুশৃঙ্খলা সম্পন্ন হইলে সংসারের পাপ-প্রবাহ ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি চরিতার্থ হয়।

অতএব দুষ্কর্ম্মিদিগের দুষ্প্রবৃত্তি দমনের এইরূপ রীতি কেবল ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কার্য্য, আর এক্ষণে প্রায় সকল দেশেই যেরূপ দণ্ড বিধানের রীতি প্রচলিত আছে, তাহা কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির কার্য্য। প্রথমোক্ত রীতিকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত এবং শেষোক্ত রীতিকে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত বলিয়া উল্লেখ করা গেল। এই উভয় রীতির ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রথমোক্ত রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা শুভদায়ক বলিয়া প্রতীত হইবেক।

কেবল ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক দুষ্কর্ম্ম নিবারণের চেষ্টা করা নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতির উদ্দেশ্য। কিন্তু লোকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে অজ্ঞান এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিশেষের প্রবলতা বশতঃ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, অতএব তাহার নিরাকরণ না হইলে তাহারদের দুষ্কর্ম্মের নিবারণ হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। যে কারণের যে কার্য্য তাহা অবশ্যই ঘটে, কারণ নিরাস না হইলে কার্য্য নিরাস হইতে পারে না।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতির এরূপ তাৎপর্য্য নহে। কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে কুপ্রবৃত্তি দেখিলেই সেই কুপ্রবৃত্তির সম্পূর্ণ নিবৃত্তি চেষ্টা করা ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উদ্দেশ্য; তাহা না করিয়া তাহারা তৃপ্ত থাকিতে পারে না। এক্ষণে, নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতি অনুসারে রাজপুরুষেরা দোষিকে দণ্ড দিয়া মোচন করিয়া দেন। তাহার দুষ্প্রবৃত্তির কারণ সমুদায় পূর্ব্ববৎ অব্যাহত থাকে; সুতরাং সে নিষ্কৃতি পাইয়া পুনর্ব্বার লোকের উপর উপদ্রব আরম্ভ করে। কিন্তু কুকর্ম্মির কুপ্রবৃত্তির কারণ নিরাকরণ করা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতির উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই তাহার দুষ্কর্ম্ম নিবারণ হয়।

নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি প্রযোজিত রীতি অনুসারে শাস্তি প্রদান করিলে দোষি ব্যক্তি এবং জন সমাজস্থ অন্যান্য লোকের নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সকল সচেষ্টিত রাখা হয়। কারণ, তদীয় দণ্ড দণ্ডদাতার নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়, এবং দণ্ডিত ব্যক্তির নিকৃষ্ট-

প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত করে। দেখ, প্রহারাদি কায়-দণ্ড দণ্ডদাতার জিঘাংসা হইতে উৎপন্ন হইয়া দণ্ডিত ব্যক্তির ভয় ও জিঘাংসাদি উৎপাদন করে। প্রাণ-দণ্ডও দণ্ড কর্ত্তার ঐ জিঘাংসাবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়, এবং দণ্ডিত ব্যক্তির নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির উত্তেজনা করে। ফলতঃ কেবল দণ্ডিত ব্যক্তির নহে, এই সকল দণ্ড দর্শন করিয়া দর্শকদিগেরও জিঘাংসাপ্রভৃতি নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সকল বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আর, এরূপ দণ্ড বিধানের সহিত ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কোন সংস্রব নাই। ইহা দেখিয়া কি দণ্ডদাতা, কি দণ্ডিত দোষী, কি দণ্ড দর্শক কাহারও একটি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সচেষ্টিত হয় না।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতি অনুসারে দুষ্কর্ম্মির দুষ্প্রবৃত্তি শান্তির চেষ্টা করিতে হইলে কেবল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল নিযুক্ত করিতে হয়। যদিও কোন কোন নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি নিযুক্ত হয়, কিন্তু তাহারা ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায়ের কিঙ্কর স্বরূপ থাকিয়া তাহারদেরই শুভসংকল্প সম্পন্ন করিতে থাকে। যাহারা এরূপ দণ্ড-বিধান সম্পাদন করে, তাহারদের উপচিকীর্ষা বৃত্তি কি কুকর্ম্মাসক্ত ব্যক্তি কি অপর লোক সকলেরই উপকার উদ্দেশে অত্যন্ত উত্তেজিত থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে সচেষ্টিত হয়। এবম্প্রকার দণ্ড বিধানের সমুদায় ব্যাপারই জন-সমাজের কল্যাণদায়ক ও শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদক।

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-প্রযোজিত দণ্ড বিধান কার্য্যে যখন যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত থাকে, ও যাহারা তাহা দর্শন করে, তাহারদের তৎকালোৎপন্ন সন্তানেরা শারীরিক নিয়মানুসারে প্রবল নিকৃষ্টবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। তাহাতে এক জনের প্রাণদণ্ড শত জনের প্রাণ দণ্ডের হেতু হইতে পারে।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতির ফল ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যাহারা তৎ সম্পাদনে নিযুক্ত থাকিবে, তাহারদের সন্তানেরা পিতা মাতার প্রবল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অধিকার করিয়া জন্মগ্রহণ করিবে, এবং যাহারা এই সুচারু [illegible] নিয়মানুসারে দণ্ড প্রাপ্ত হইবে, তাহারদেরও উত্তরকালবর্ত্তি সন্তানেরা আপন আপন পিতা মাতা অপেক্ষায় সুশীল হইবে। তাহারদের পাপপঙ্কে পতিত হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা থাকিবে না।

এক্ষণে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতি অনুসারে যেরূপ দণ্ড বিধান হইয়া থাকে, তাহাতে, যথার্থ সাক্ষি পাওয়াও দুষ্কর। যদি দোষি ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনে স্বচক্ষে তাহাকে দোষ করিতে দেখে, তথাপি তাহাকে বিচারস্থলে উপস্থিত করিতে ও যথার্থ সাক্ষ্য প্রদান করিতে সম্মত হয় না; কারণ দণ্ড দাতার কোপানলে নিক্ষেপ করা উপচিকীর্ষাদি প্রধান বৃত্তির অভিমত নহে। কিন্তু ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতি প্রচলিত হইলে, পরমাত্মীয় ব্যক্তিও তাহাকে বিচারকের হস্তে সমর্পণ করিতে আশঙ্কা করিবেক না। তখন কারাগার বিদ্যাগার স্বরূপ হইবে। বিদ্যাগারে পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতিকে প্রেরণ করিতে কাহার মত নহে? যাহাতে আত্মীয় ব্যক্তির দুষ্প্রবৃত্তি দমন, জ্ঞান বর্দ্ধন ও চরিত্র শোধন হয়, তাহা কাহার অভিপ্রেত নহে?

এক্ষণে নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীত্যনুযায়ী প্রাণদণ্ডের নিয়ম অত্যন্ত অপকারজনক ও ঘৃণাকর। তাহা কোন ক্রমেই আমারদের উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুমত হইতে পারে না, সুতরাং পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। এই প্রাণ দণ্ড সম্পাদনার্থ যে প্রাণঘাতক নিযুক্ত থাকে, তাহার পদও অতি ঘৃণাকর। ধর্ম্ম প্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীত্যনুসারে দোষি ব্যক্তিকে যাঁহারদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে, তাঁহারা শিক্ষক, চিকিৎসক ও ধর্ম্মোপদেশক। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রাণঘাতকদিগের ন্যায় অনাদরণীয় হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারদের কার্য্য আমারদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির যেরূপ স্ফূর্ত্তিকারক, তাহাতে তাঁহারদিগকে পরম পূজনীয় প্রধান মনুষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

অতএব ইহা অবধারিত হইল, যে এক্ষণে ভূমণ্ডলে যেরূপ দণ্ড বিধানের রীতি প্রচলিত আছে, তাহা অশেষ দোষাকর, আর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতি নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণকর।
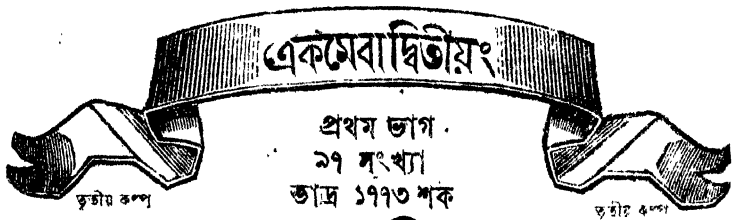
১ [illegible] ১৮৬৮। কলিকাতা। [illegible]

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য দ্বাদশানুবাকে
প্রথমং সূক্তং

শক্তিপুত্রঃ পরাশরঋষিঃ বিরাট্‌ছন্দঃ
ইন্দ্রোদেবতা

৭৪৬

১ পশ্বা ন তায়ুং গুহাচতন্তং নমোযুজানং নমোবহন্তং। সজোষাধীরাঃ পদৈরনুগ্মন্নুপ ত্বা সীদন্বিশ্বে যজত্রাঃ।

১ 'ধীরাঃ' মেধাবিনঃ দেবাঃ 'সজোষাঃ' সমানপ্রীতয়ঃ সন্তঃ হে অগ্নে ত্বাং 'পদৈঃ' মার্গৈঃ পাদকৃতৈঃ [illegible]লাঞ্ছনৈঃ 'অনুগ্মন্' অন্বগমন্, কীদৃশং অপহৃতেন 'পশ্বা' পশুনা সহ বর্তমানং 'তায়ুং' 'ন' যথা স্তেনঃ পরকীয়ং পশ্বাদিধনমপহৃত্য দুঃপ্রবেশে গিরিগহ্বরে বর্ত্ততে তদ্বৎ 'গুহাচতন্তং' অব্‌পাখ্যাং গুহায়াং গচ্ছন্তং বর্তমানং 'নমোযুজানং' হবির্লক্ষণমন্নমাত্মনা সংযুঞ্জানং 'নমোবহন্তং' দেবেভ্যঃ প্রত্যং হবির্বহন্তং। 'যজত্রাঃ' যজনীয়াঃ 'বিশ্বে' সর্ব্বে দেবাঃ হে অগ্নে 'ত্বা' ত্বাং 'উপ-সীদন্' সমীপং প্রাপ্নুবন্ দদৃশুরিত্যর্থঃ।

১ হে অগ্নি! তুমি হবিরূপ অন্ন বিশিষ্ট, তুমি হবির্বাহক, তুমি অপহৃত পশুর সহিত বর্তমান-চৌরের ন্যায় গুহাতে স্থিতি কর; পরস্পর প্রীতিযুক্ত, মেধাবী, পূজনীয়, সমস্ত দেবতারা তোমার পদ চিহ্ন দৃষ্টে তোমার পশ্চাৎ গমন করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৭৪৭

২ ঋতস্য দেবা অনু ব্রতা গুর্ভুবৎ পরিষ্টির্দ্যৌর্ন ভূম। বর্ধন্তীমাপঃ পন্বা সুশিশ্বিমৃতস্য যোনা গর্ভে সুজাতং।

২ 'দেবাঃ' 'ঋতস্য' গতস্য পলায়িতস্য অগ্নেঃ 'ব্রতা' ব্রতানি কর্ম্মাণি গমনাবস্থানশয়নাদিরূপাণি 'অনু-গুঃ' অন্বেষ্টুমগমন্ তদনন্তরং 'পরিষ্টিঃ' পরিতঃ সর্ব্বতঃ অন্বেষণং 'ভুবৎ' অভবৎ। 'ভূম' ভূমিঃ অপি অগ্নেরন্বেষ্টৃভিঃ [illegible] 'দ্যৌঃ' স্বর্গঃ 'ন' ইব অভূৎ ইন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে দেবাঃ অগ্নের্গবেষণায় ভূলোকং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। 'আপঃ' অত্র দেবতাঃ 'ঈং' এনং উদকে প্রবিষ্টং অগ্নিং 'বর্দ্ধন্তি' প্রবর্দ্ধয়ন্তি যথা [illegible] ন পশ্যন্তি তথা রক্ষন্তি ইত্যর্থঃ। কীদৃশং 'পন্বা' [illegible] 'সুশিশ্বিং' সুষ্ঠু প্রবৃদ্ধং 'ঋতস্য' যজ্ঞস্য [illegible] 'যোনৌ' কারণভূতে জলে 'গর্ভে' গর্ভস্থানে [illegible] [illegible]।

২ দেবতারা পলায়িত অগ্নির অন্বেষণার্থে যে সকল স্থানে তাঁহার থাকিবার সম্ভাবনা সেই সকল স্থানে গমন করিয়াছিলেন, পরে সর্ব্বত্র তাঁহাকে অন্বেষণ করি-

য়াছিলেন; অগ্নির অন্বেষণার্থ দেবতারা ভূলোকে আসিয়াছিলেন, ইহাতে দেবগণ দ্বারা ভূমি স্বর্গ তুল্য, হইয়াছিল। যজ্ঞের কারণ ভূত জল মধ্যে উৎপন্ন, এবং স্তোত্র দ্বারা প্রবর্দ্ধিত যে অগ্নি, সেই অগ্নিকে যাঁহাতে দেবতারা না দেখিতে পায়েন, এইরূপে জল দেবতারা তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

৭৪৮

৩ পুষ্টির্ন রণ্বা ক্ষিতির্ন পৃথ্বী গিরির্ন ভুজ্ম ক্ষোদো ন শম্ভু। অত্যো নাজ্মন্ৎসর্গপ্রতক্তঃ সিন্ধুর্ন ক্ষোদঃ ক ঈং বরাতে।

৩ 'রণ্বা' রমণীয়া সর্ব্বেষাং যদা 'পুষ্টিঃ' অভিমতফলানামভিবৃদ্ধিঃ 'ন' ইব অগ্নিঃ সর্ব্বেষাং রমণীয়ঃ ঐহিকামুষ্মিকসকলব্যবহারস্যাগ্ন্যধীনত্বাৎ। 'পৃথ্বী' বিস্তীর্ণা 'ক্ষিতিঃ' ভূমিঃ 'ন' ইব বিস্তীর্ণঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু জাঠররূপেণাবস্থানাৎ। 'গিরিঃ' পর্ব্বতঃ 'ন' ইব 'ভুজ্ম' সর্ব্বেষাং ভোজয়িতা যথা গিরৌ বিদ্যমানং ফলমূলাদিকং আহৃত্য সর্ব্বে ভুঞ্জন্তে তদ্বদগ্নাবপি পক্বঃ সর্ব্বে ভুঞ্জন্তে। 'ক্ষোদঃ' ক্ষোদং উদকং 'ন' ইব 'শম্ভু' সুখকরং যথা উদকং সুখং করোতি তদ্বদগ্নিঃ সর্ব্বেষাং সুখকারীত্যর্থঃ। 'অজ্মন্' অজমনি সংগ্রামে 'অত্যঃ' সততগমনশীলোশ্বস্তাদৃশঃ 'ন' ইব 'সর্গপ্রতক্তঃ' সর্গেণ বিসর্জ্জনেন প্রগমিতঃ যথা সাদিনা প্রেরিতোশ্বস্তাদৃশোহস্বাসমীপমাশু গচ্ছতি তদ্বদগ্নিরপি স্তোতৃভিঃ প্রেরিতঃ সন্ শত্রূন্ হন্তুং শীঘ্রং গচ্ছতীতি ভাবঃ। অপি চ 'সিন্ধুঃ' স্যন্দনশীলং 'ক্ষোদঃ' উদকং 'ন' ইব শীঘ্রগামী যথা নিম্নপ্রদেশাভিমুখো জলপ্রবাহো দুর্নিবারঃ তদ্বদরণ্যাভিমুখোঽগ্নিরপীত্যর্থঃ। অতঃ যস্মাদেবং তস্মাৎ 'ঈং' এনং 'অগ্নিং' কঃ 'বরাতে' বারয়েৎ ন কোপি বারয়িতুং শক্নোতীত্যর্থঃ।

৩ অগ্নি পুষ্টির* ন্যায় সকলের রমণীয়, পৃথিবীর ন্যায় অতি বিস্তীর্ণ, পর্ব্বতের ন্যায় সকলের ভোজয়িতা†, জলের ন্যায় সুখকারী, সংগ্রামে প্রেরিত শ্রেষ্ঠ অশ্বের ন্যায় শত্রু হননে শীঘ্র গমনশীল, বেগবান্ জলের ন্যায় দ্রুতগামী, অতএব এমত অগ্নিকে কে নিবারণ করিতে সমর্থ হয়।

৭৪৯

৪ জামিঃ সিন্ধূনাং ভ্রাতেব স্বস্রামিভ্যান্ন রাজা বনান্যত্তি। যদ্বাতজূতো বনা ব্যস্থাদগ্নির্হ দাতি রোমা পৃথিব্যাঃ।

৪ 'সিন্ধূনাং' স্যন্দনশীলানামপাং অয়মগ্নিঃ 'জামিঃ' বন্ধুঃ তাসামুৎপাদকত্বাৎ 'ইব' যথা 'স্বস্রাং' স্বসৄণাং 'ভ্রাতা' অতিশয়েন হিতকরো ভবতি তদ্বৎ। তাদৃশোঽগ্নিঃ 'বনানি' মহান্ত্যরণ্যানি 'অত্তি' ভক্ষয়তি দহতীত্যর্থঃ 'ন' যথা 'রাজা' 'ইভ্যান্' শত্রূন্ সমূলং বিনস্তি তদ্বৎ। অপি চ 'যৎ' যদা 'বাতজূতঃ' বাতেন প্রেরিতঃ সন 'বনা' বনানি অরণ্যানি 'ব্যস্থাৎ' উক্তপ্রকারেণ বিবিধমাক্রিয়তি দগ্ধুং প্রবর্ত্ততে তদানীং 'অগ্নিঃ' 'হ' এব 'পৃথিব্যাঃ' ভূমেঃ সম্বন্ধীনি 'রোমা' রোমাণি ওষধিরূপাণি 'দাতি' ছিনত্তি ভূম্যামোষধিবনস্পতিজাতং যদস্তি তৎ সর্ব্বং দহতীতি ভাবঃ।

৪ ভ্রাতারা যেমন ভগিনীদিগের হিতকারি বন্ধু, তদ্রূপ এই অগ্নি স্যন্দনশীল জলের বন্ধু হয়েন। যেমন রাজা শত্রুদিগকে সমূলে নষ্ট করেন, তদ্রূপ এই অগ্নি অরণ্য সমূহকে দগ্ধ করেন। যখন বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া এই অগ্নি বন-সকলকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন ইনি পৃথিবীর ওষধি বনস্পতি সকলই দগ্ধ করেন।

৭৫০

৫ শ্বসিত্যপ্সু হংসো ন সীদন্ ক্রত্বা চেতিষ্ঠো বিশামুষর্ভুৎ। সোমো ন বেধা ঋতপ্রজাতঃ পশুর্ন শিশ্বা বিভুর্দূরেভাঃ ।১।৫।৯।

৫ অয়মগ্নির্দেবেভ্যঃ পলায়িতঃ সন্ 'অপ্সু' উদকেষু 'শ্বসিতি' প্রাণিতি নিগূঢ়োবর্ত্তত ইত্যর্থঃ 'ন' ইব 'হংসঃ' উদকমধ্যে 'সীদন্' উপবিশন্। 'ক্রত্বা' ক্রতুনা জ্ঞানহেতুনাত্মীয়েন প্রকাশেন 'বিশাং' প্রজানাং 'চেতিষ্ঠঃ' অতিশয়েন চেতয়িতা জ্ঞাপয়িতা রাত্রৌ হি সর্ব্বে জনাঃ অন্ধকারাবৃতং সর্ব্বমগ্নেঃ প্রকাশাজ্জানন্তি।

* যেমন প্রয়োজনীয় জল শস্যের পুষ্টি দেখিলেই যেমন সকলের আনন্দ উপস্থিত হয়, তদ্রূপ অগ্নিও সকলের আনন্দ জনক।

† পর্ব্বতেতে স্বভাবজাত প্রচুর ফল মূল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই নিমিত্তে উক্ত হয়, যে পর্ব্বত সকলের ভোজয়িতা।

'উষর্ভুৎ' উষঃকালে অগ্নিহোত্রাদৌ প্রবুদ্ধঃ 'সোমঃ' 'ন' ইব 'বেধাঃ' বিধাতা স্রষ্টা সোমোযথা সকলমোষধিরূপং ভোগ্যজাতং সৃজতি তথা সকলং ভোক্তৃজাতং সৃজতি 'ঋতপ্রজাতঃ' উদকমধ্যে বর্ত্তমানঃ অগ্নিঃ শযানঃ 'পশুঃ' 'ন' ইব 'বিশ্বা' তনুকৃতঃ সঙ্কুচিতগাত্রোহভূৎ ততঃ প্রাদুর্ভূতঃ সন্ 'বিভুঃ' প্রভূতঃ সম্পন্নঃ 'দূরে ভাঃ' বিপ্রকৃষ্টদেশেহপি ভাঃ প্রকাশোযস্য সতথোক্তঃ এবম্ভূতোহগ্নিঃ অস্মৎ স্বমিত্যাদি পূর্ব্বেণ সংবন্ধঃ। ১।৫।৯।

৫ অগ্নি হংসের ন্যায় জলেতে নিগূঢ় রূপে উপবিষ্ট, স্বীয় প্রকাশ দ্বারা প্রজাদিগের চেতয়িতা, উষাকালে অগ্নি হোত্রাদিতে প্রবুদ্ধ, সোমের ন্যায় স্রষ্টা, জলমধ্যে বর্ত্তমান, শয়ান পশুর ন্যায় সঙ্কুচিত শরীর, উত্থিত হইলে অতি প্রভূত, দূর দেশেতেও তাঁহার প্রকাশ প্রকাশিত হয়। ১।৫।৯।

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ি দণ্ড বিধান।

৯৬ সংখ্যক পত্রিকার ৬০ পৃষ্ঠার পর।

এক্ষণে রাজপুরুষেরা যেমন নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির অনুবর্ত্তি হইয়া দোষির দণ্ড বিধান করেন, জন-সমাজস্থ সর্ব্ব সাধারণ লোকেও পরস্পর তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে।

ভূমণ্ডলে নিষ্পাপ মনুষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না; যাঁহারা গুরুতর দুষ্কর্ম্মে আসক্ত নহেন, তাঁহারাও সচরাচর অল্প অল্প দোষ করিয়া থাকেন। তাহার কারণানুসন্ধান করিলে প্রতীতি হইবে, আমারদের যে সমস্ত নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির অত্যন্ত প্রবলতা দ্বারা গুরু পাপের উৎপত্তি হয়, তাহারই অল্প অল্প উত্তেজনা দ্বারা লঘু পাপে প্রবৃত্তি হয়। আমরা যে আত্মাদর ও জিঘাংসার বশবর্ত্তি হইয়া লোকের কুৎসা করি, তাহারই অত্যন্ত অবিহিত নিয়োগ দ্বারা প্রহার ও প্রাণ সংহার করিতে প্রবৃত্তি হয়। আমরা যে জুগোপিষা ও অর্জ্জনস্পৃহার অনুবর্ত্তি হইয়া কোন পণ্য বস্তুর গুণ আরোপিত করিয়া বর্ণনা করি, অথবা তাহার উচিত মূল্য না বলিয়া অধিক করিয়া বলি, তাহারই অত্যন্ত অবৈধ উত্তেজনা দ্বারা চৌর্য্য ক্রিয়াতে প্রবৃত্তি হয়। অতএব আমরা যে ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়মের অতিক্রম ও অন্যথাচরণও করি, তাহাও কোন না কোন মনোবৃত্তির অবৈধ নিয়োগের ফল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, গুরু বা লঘু কোন পাপ আমারদের সুশিক্ষিত ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অভিমত নহে, কারণ সকল প্রকার কুকর্ম্মই তাহারদের বিরুদ্ধ ভাবাক্রান্ত। যাহাতে অজ্ঞান-কৃত ও মোহ প্রবর্ত্তিত সকল দুষ্কর্ম্ম সমূলে নির্ম্মূল হয়, তাহাই তাহারদের অভিপ্রেত।

এক্ষণকার লোকের যেপ্রকার রীতি নীতি, তাহাতে সকলেই কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তি হইয়া দোষিদিগকে শাস্তি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হয়। কেহ অপকার করিলে তাহার প্রত্যপকার করা, কেহ হিংসা করিলে তাহার প্রতিহিংসা করা, কেহ পাপ করিলে প্রতিপাপ করা, এক্ষণকার লোকের রীতি। যদি কোন ভদ্রলোক অন্য কোন ভদ্রলোকের অপমান করে, তবে অপমানিত ব্যক্তি প্রতিপক্ষের মনের অবস্থা ও তাহার কুপ্রবৃত্তির অন্যান্য কারণ অনুসন্ধান না করিয়া কোপান্বিত হইয়া তাহাকে কটূক্তি বা প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। লোকে সচরাচর এইপ্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু এরূপ দণ্ডে ও পশুদিগের প্রদত্ত দণ্ডে বিশেষ বিভিন্নতা নাই।

একপ দণ্ড বিধানে যে কিছুই উপকার নাই এমত নহে। যে সকল ব্যক্তি স্বকীয় ধর্ম্মপ্রবৃত্তির দুর্ব্বলতা বশতঃ আপনা হইতে দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ না করে, তাহারা তথাপি লোক ভয়ে ও শাস্তি ভয়ে অধর্ম্মানুষ্ঠানে কতক ক্ষান্ত থাকিতে পারে। কিন্তু এতাবন্মাত্রেই এরূপ দণ্ড বিধানের ফলাফল পর্য্যাপ্ত হয়, ইহার দ্বারা অত্যাচারির দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি না হইয়া বরং প্রবল হয়, এবং অত্যাচরিত ব্যক্তির জিঘাংসাদি নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং ইহাতে লোক-সমাজে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির প্র-

বলতা রক্ষা পাইয়া যায়। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিলক্ষণ উন্নতি ও সমধিক চেষ্টাপরতা ব্যতিরেকে সদনুষ্ঠানে ও অসৎ পরিত্যাগে অভ্যাস পায় না।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রয়োজিত নিয়মানুযায়ি দণ্ড বিধানের ফল আর এক প্রকার। আমারদিগের বুদ্ধিবৃত্তি দোষির দোষোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করে, এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় দোষিকে অবজ্ঞা ও অনাদর না করিয়া তাহার দোষাঙ্কুর সমূলে উন্মূলন করিতে চাহে। কেহ কাহার অপমান করিলে বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অবধারিত হয়, যে ঐ দুরাচারের জিঘাংসা ও আত্মাদর এই দুই বৃত্তির অত্যন্ত প্রবলতা অথবা ঐ অপমানিত ব্যক্তির কোন প্রকার অন্যায়াচরণ দ্বারা তাহার ক্রোধোদয় হওয়া, কিম্বা তাহার ভ্রম ক্রমে অপমানিত ব্যক্তিকে আপনার অনিষ্টকারি জ্ঞান করা, এই তিন কারণের কোন কারণে তাহার এই ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহারে প্রবৃত্তি হইয়াছে তাহার সংশয় নাই। যদি কেহ কাহাকেও প্রবঞ্চনা করে, তবে বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চিত হয়, যে তাহার ন্যায়পরতা অপেক্ষা জুগোপিষা ও অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তির প্রবলতা, অথবা সম্মুখোপস্থিত বিষয়ের লোভ সম্বরণে অসমর্থতা, কিম্বা প্রবঞ্চনা দ্বারা পরিণামে প্রবঞ্চকের নিজেরও অনিষ্ট হয় ইহা জ্ঞাত না থাকা, এই তিন কারণের কোন না কোন কারণে তাহার প্রতারণায় প্রবৃত্তি হইয়াছে তাহার সংশয় নাই। সমুদয় অবৈধ কর্ম্মেরই এই প্রকার কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে।

এই সমুদায় কারণের নিরাকরণ করা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উদ্দেশ্য, কেন না কারণের ধ্বংস হইলেই তাহার অধর্ম্ম রূপ কার্য্যের ধ্বংস হয়। যে প্রকারে এই শুভ-সঙ্কল্প সম্পন্ন হইতে পারে, তাহারও উপদেশ করা ঐ সমুদায় প্রধান বৃত্তির কার্য্য। যদি কোন ব্যক্তির এ প্রকার উগ্র প্রকৃতি থাকে, যে সে সকল লোকেরই সহিত বিবাদ বিসম্বাদ ও সকলেরই অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে যদ্দ্বারা তাহার নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইবার সম্ভাবনা, তাহার সহিত সে ব্যক্তির কোন সংস্রব না রাখিয়া কেবল বুদ্ধিমান্ শান্ত-স্বভাব ব্যক্তিদিগের দ্বারা তাহাকে বেষ্টিত রাখা কর্ত্তব্য। যদি সে লোভী হয়, তবে যাহাতে তাহার সমক্ষে লোভ-জনক সামগ্রী উপস্থিত না হয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। যদি সে অজ্ঞানাবৃত ও ভ্রমাচ্ছন্ন হয়, তবে উপদেশ দ্বারা তাহার অজ্ঞান তিমির দূর করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তির নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি এরূপ প্রবল এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এরূপ দুর্ব্বল, যে তাহারা লোকালয়ে বাস করিলে কুকর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, এবং সহস্র প্রকারে বিবিধ যত্নে উপদিষ্ট হইলেও অধর্ম্ম পথ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। এপ্রকার ব্যক্তিরা কেবল লোকের উপর উপদ্রব করিয়া জীবন ক্ষেপণ করে। অতএব তাহারদিগকে যাবজ্জীবন রুদ্ধ রাখিয়া কর্ম্ম বিশেষে নিযুক্ত রাখা ও অন্ন বস্ত্রাদি প্রদান করা কর্ত্তব্য। নিতান্ত নির্ব্বোধ যে জড় ও উন্মাদগ্রস্ত লোক, তাহারদিগকে প্রতিপালন করা যদি উচিত হয়, তবে যাহারদিগকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ে এক প্রকার জড় বলা যাইতে পারে, তাহারদিগকে প্রতিপালন করাও কেন না কর্ত্তব্য হয়? খঞ্জ ও অন্ধদিগকে গ্রাসাচ্ছাদন দেওয়া যদি শ্রেয়ঃ হয়, তবে যাহারা ধর্ম্ম জ্ঞান বিষয়ে অন্ধ, তাহারদিগকে পোষণ করাও অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কাহাকেও এ প্রকার দুর্দ্দান্ত পাপাসক্ত জানিলে, কেহ তাহাকে আপনার ভৃত্য স্বরূপে নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত হয়েন না। আপনার কর্ম্মে যে ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে না পারা যায়, তাহাকে রুদ্ধ না করিয়া জন-সমাজে যথেষ্টাচার করিতে দেওয়া কিরূপে উচিত হইতে পারে? অতএব যে সকল দোষির দুষ্প্রবৃত্তি বিমোচন হইয়া চরিত্র শোধন হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহারদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সৎপ্রবৃত্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য, আর যাহারদের সেরূপ সম্ভাবনা নাই, তাহারদিগকে বদ্ধ রাখিয়া ভরণ পোষণ করা ব্যতিরেকে আর উপায়ান্তর নাই।

এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে, যে এমতে পাপ পুণ্যের বিশেষ কি? যদি নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির স্বাভাবিক প্রবলতা, লোভ জনক দ্রব্যের সন্নিধান, ও অজ্ঞান এই তিন কারণে মনুষ্যের দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, অথচ তিনি স্বয়ং এই ত্রিবিধ দোষেরই কারণ না হন, তবে কি প্রকারে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিশেষ হইতে পারে?

এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা অতি সুগম। আমারদের মানসিক প্রকৃতি ও মনোবৃত্তি সমুদায়ের গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই পাপ পুণ্যের পরস্পর বিভিন্নতা স্পষ্ট রূপে প্রতীত হয়। বৃথা জীব হিংসা করা পাপ, কারণ তাহা উপচিকীর্ষা বৃত্তির বিরুদ্ধ। পর-ধন অপহরণ করা পাপ, কারণ তাহা ন্যায়পরতা বৃত্তির বিরুদ্ধ। পিতা মাতাকে অবজ্ঞা করা পাপ, কারণ তাহা ভক্তি বৃত্তির বিরুদ্ধ। আমারদের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকল যে সর্ব্ব প্রধান, এবং নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি সমুদায়কে যথা নিয়মে নিয়োজন ও শাসন করা যে তাহারদের কর্ত্তব্য, এ জ্ঞানও আমারদের স্বভাব-সিদ্ধ। আর যাহাতে এই সকল প্রধান বৃত্তির প্রাধান্য থাকে ও তাহারদেরই অনুমতি বলবতী হয়, জগদীশ্বর সমস্ত বাহ্য বস্তুর তদুপযোগি শৃঙ্খলা করিয়া দিয়াছেন। যদি উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা এই উভয়বৃত্তি নর-হত্যা ও চৌর্য্য-ক্রিয়াকে অতি দূষ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতে আদেশ করে, এবং আর আর সমুদায় মনোবৃত্তি ও সমস্ত বাহ্য বস্তু বিষয়ক নিয়মের সহিত সেই আদেশের ঐক্য থাকে, তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম আমারদের স্বভাব-সিদ্ধ ও অতি প্রামাণিক।

কেহ কেহ এরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারে, যে যদি ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আমারদের স্বভাব-সিদ্ধ হয়, তবে এ বিষয়ে সকল দেশীয় লোকেরই এক প্রকার অভিপ্রায় থাকা সম্ভব; কিন্তু তাহার বিপরীত দেখ, তাতার দেশীয় লোকে বিদেশীয়দিগের ধন অপহরণ করা শ্লাঘ্য বলিয়া জানে।

এ সংশয় বিমোচন করাও কঠিন নহে। আমারদের যেমন উপচিকীর্ষা, ভক্তি ও ন্যায়পরতা আছে, সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি অন্যান্য অনেক মনোবৃত্তি আছে। বুদ্ধিবৃত্তি যদি উত্তম রূপে মার্জ্জিত না হয়, অনভিজ্ঞ ও ভ্রমাচ্ছন্ন থাকে, তবে তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রধানবৃত্তি ও নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সকলও কুপথে সঞ্চালিত হইতে পারে। তাতার দেশীয়দিগের ভিন্ন জাতীয় লোককে আপনাদের শত্রু বলিয়া বিশ্বাস আছে, এই হেতু তাহারা ভিন্ন দেশীয়দিগের প্রাণবধ ও অর্থাপহরণ করা শ্লাঘার বিষয় বলিয়া জানে। তাহারা ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তি মাত্রকে চৌর ও দস্যুবৎ জ্ঞান করে, এবং তদনুসারে তাহার অপকার করিতে প্রবৃত্ত হয়। যদি তাহারদের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইয়া এ ভ্রম দূরীকৃত হইত তবে তাহারা চৌর্য্য ও দস্যু বৃত্তিকে বিহিত কার্য্য বোধ হইত না, সুতরাং তাহাতে প্রবৃত্তিও হইত না। যদি তাহারদের এ প্রকার বিশ্বাস জন্মিয়া দিতে পারা যায়, যে কোন জাতীয় লোকে তাহারদের বৈরি নহে, সকল লোকেই তাহারদিগকে ভাল বাসে ও মিত্র জ্ঞান করিয়া তাহারদের হিতাকাঙ্ক্ষা করে, এবং পরে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, যে ভিন্ন জাতি মাত্রেরই ধন প্রাণ হরণ করা কর্ত্তব্য কি না, তবে তাহারা কখনই এরূপ অবিহিত কার্য্যকে বিহিত বলিয়া স্বীকার করিবেক না। এদেশীয় লোকেরাও যে জীবিত দেহে সতী স্ত্রীর চিতারোহণ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন, দেব সন্নিধানে নরবলি প্রদান ইত্যাদি দারুণ দুষ্কর্ম্ম সকল বৈধ কর্ম্ম জ্ঞানে অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারদের বুদ্ধির দোষই তাহার এক মাত্র কারণ। তাঁহারা এই সকল ক্রিয়াকে স্বর্গ-সাধন ও শুভ সাধন বলিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং শিক্ষকদিগের দোষে শিক্ষিতেরা দূষিত হইয়া আসিয়াছে। নর-হত্যা ও আত্ম হত্যা যে মহাপাপ ইহা তাঁহারা বিশিষ্ট রূপে অবগত আছেন, এক্ষণে যদি জ্ঞান জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয় জানিতে পারেন, যে এ সকল কার্য্য কোন ক্রমেই স্বর্গ-সাধন নহে, শোক, দুঃখ,

পর-পীড়া প্রভৃতি ইহার ফল, যে শাস্ত্রে এই সমস্ত দুষ্ক্রিয়ার বিধি আছে তাহা যুক্তি-সিদ্ধ নহে, তবে আর তাঁহারা কখনই এই সমুদায় নিষ্ঠুর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এ অভিপ্রায় প্রকাশ করা যাইতেছে না। একথা যথার্থ কি না তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যানুশীলন দ্বারা স্বীয় বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিয়াছেন, তাঁহারা আর এই সমুদায় ঘৃণিত কর্ম্মকে স্বর্গ-সাধন জ্ঞান করেন না; বরং এ সকল কুপ্রথাকে নিতান্ত অসভ্যতার চিহ্ন বোধ করেন। অতএব আমারদের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির স্বভাব, সুতরাং ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম সর্ব্বত্রই সমান, তবে তাহারা ভ্রান্তি-বিশিষ্ট বুদ্ধি দ্বারা নিয়োজিত হইলে অশুভ ফল উৎপন্ন করে, তাহার সংশয় নাই। স্বভাব দোষেই হউক, বা অজ্ঞান প্রযুক্তই হউক, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সুধাময় উপদেশ অবহেলন করিলেই দুঃখ রূপ প্রতিফল ভোগ করিতে হয়।

প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ি দণ্ড বিধানের যেরূপ বিবরণ করা গিয়াছে, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে সকলেরই প্রতীতি জন্মিবে, যে নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা পরমেশ্বর আমারদিগের হিতার্থেই নিয়োজন করিয়াছেন। তাহাতেও তাঁহার অপার করুণা ও অনবচ্ছিন্ন ন্যায়পরতার চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। একবার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার আর সে দুষ্কর্ম্ম না করি, এবং এক জনের দণ্ড দেখিয়া অন্যে শাস্তি ভয়ে ভীত হইয়া সাবধান হয়, এই দুই পরম প্রয়োজন প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ি দণ্ড দ্বারা সাধিত হইতেছে। অতএব দুষ্প্রবৃত্তি নিবারণ এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতি সাধন এই স্বভাব-সিদ্ধ শাস্তির উদ্দেশ্য। দুষ্প্রবৃত্তি নিবারণ হইলেই দুঃখ নাশ হয়, এবং জ্ঞান বৃদ্ধি ও ধর্ম্মোন্নতি হইলেই আনন্দ লাভ হয়; অতএব মনুষ্যের আনন্দ বৃদ্ধিই ইহার প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পুষ্পের সহিত যেমন গন্ধের সংযোগ, ধর্ম্মের সহিত সেইরূপ সুখের সম্বন্ধ। যাঁহারা কহিয়া থাকেন, অনশন, শীতোষ্ণ সহিষ্ণুতা, অঙ্গ বিশেষের অকর্ম্মণ্যতা, শর শয্যায় শয়ন ইত্যাদি অনর্থক ক্লেশ স্বীকার করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাঁহারা ঘোরতর অজ্ঞানে আবৃত। আমারদিগের কি শারীরিক কি মানসিক কোন প্রকার ক্লেশ গ্রহণ করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে, সুতরাং তদ্দ্বারা কোন ক্রমেই ধর্ম্ম সঞ্চয় হয় না। সকল প্রকার ক্লেশই তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘনের ফল।

ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের দুঃখ রূপ প্রতিফল যে মনুষ্যের হিতার্থে নিয়োজিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে স্পষ্ট রূপে প্রদর্শন করা গিয়াছে। ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে অনিষ্ট ঘটনা হয়, তাহারও এই তাৎপর্য্য। পাপাচরণের দুঃখময় ফল প্রাপ্ত হইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হই, ও অন্যে তদ্দৃষ্টে সাবধান হইয়া দুষ্কর্ম্মে বিরত থাকে, এই অভিপ্রায়ে জগদীশ্বর সে দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন। ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অশেষ প্রকার অসুখের কারণ উপস্থিত হয়। প্রবল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল সতেজে চালনা করিলে যে নির্ম্মল সুখ সম্ভোগ করা যায়, তাহাতে বঞ্চিত হইতে হয়; লোকের নিন্দা ও ঘৃণার পাত্র হইয়া মহা অসুখে কাল যাপন করিতে হয়; ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না, পরিণামে নৈরাশ ও বিরক্তি রূপ ফল ভোগ করিতে হয়, এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করাতে ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম পরিপালনে সম্যক্ সমর্থ না হইয়া পীড়িত ও ক্লিষ্ট হইতে হয়। অধর্ম্মাচরণের এই সকল অশুভ ফল দৃষ্টি করিয়া আমরা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব এই অভিপ্রায়ে পরম কারুণিক পরমেশ্বর তাহাতে দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন। অতএব সংসারে অধর্ম্ম ও দুঃখ হ্রাস এবং ধর্ম্ম ও সুখ বৃদ্ধি এ প্রকার দণ্ড বিধানের এক

মাত্র উদ্দেশ্য, এবং আমারদের সমস্ত মনোবৃত্তি ও বাহ্য বস্তুর শৃঙ্খলাও তাহার সম্যক্ উপযুক্ত।

অবিচার

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের একবিংশ রাজনিয়ম দ্বারা হিন্দুদিগের প্রতি যে প্রকার অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা, ইতি মধ্যেই তাহার বিলক্ষণ দৃষ্টান্ত দর্শিত হইয়াছে। সমস্ত সংবাদ পত্রে এই মহাপাপের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে এবং হিন্দুমাত্রেই তাহা শ্রবণ করিয়া দুঃখিত আছেন, তাহার সন্দেহ নাই। মান্দ্রাজ প্রদেশীয় শ্রীনেবাস নামক একব্যক্তি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করাতে তাঁহার শ্বশুর স্বীয় কন্যা লক্ষ্মী অম্মালকে জামাতার গৃহ হইতে আনয়ন করিয়া আপন আলয়ে রাখেন। শ্রীনেবাস আত্মীয় স্বজন সকলের মায়া পাশ ছেদন করিলেন, কিন্তু ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি তাহাকে সঙ্গিনী করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। যদিও লক্ষ্মী অম্মাল তাঁহাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট ও ম্লেচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত সহবাস নরক-বাস সমান ও তাঁহার সংস্রব পাপের সংস্রব তুল্য বোধ করিতে লাগিল, তথাপি শ্রীনেবাস নিজপত্নীকে তাহার পিতা পিতৃব্য-পত্নী প্রভৃতির ক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া আপনার নিকট আনয়নার্থ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন, এবং তদর্থে মান্দ্রাজের সুপ্রীমকোর্টে আবেদন করিলেন। তথাকার বিচার পতি বর্টন সাহেব যে প্রকার ঘোরতর খ্রীষ্টান ও খ্রীষ্টানদিগের প্রতি তাঁহার যেরূপ প্রসন্ন ভাব, তাহাতে শ্রীনেবাসের মনোরথ পূর্ণ হওয়া এক প্রকার নিঃসন্দেহ ব্যাপার। বর্টন সাহেব এ বিষয়ের আদ্যোপান্ত সমস্ত অবগত হইলেন; তিনি জানিলেন, শ্রীনেবাসের পত্নী স্বীয় পতির সহবাসিনী হইতে কোন ক্রমেই সম্মত নহে; তিনি দেখিলেন, সে বিচারালয়ে পিতা, পিতৃব্য-পত্নী ও স্বসম্পর্কীয় অন্যান্য ব্যক্তিদিগের সমভিব্যাহারে থাকিয়া ভয়ে কম্পমান হইতেছে; তিনি নিশ্চিত জ্ঞাত ছিলেন, তাহাকে স্বামির সহবাসিনী হইতে কহিলে সে আপনাকে ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট জ্ঞান করিয়া মর্ম্ম বেদনায় ক্ষিপ্ত বা মৃত প্রায় হইতে পারে, এবং তাহার পিতা পিতৃব্য-পত্নী প্রভৃতির অন্তঃকরণ শোকানলে দগ্ধ হইবে; তথাপি তাঁহার ন্যায় বিরুদ্ধ অধর্ম্ম-দূষিত প্রতিজ্ঞার অন্যথা হইল না। শুনা গিয়াছে, তিনি একবার অশ্রু জল নির্গত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পাষাণ হৃদয় যে কিছু মাত্র আর্দ্র হইয়াছিল, এমত বোধ হয় না। তিনি উভয় পক্ষের বাদ প্রতিবাদ শ্রবণ করিয়া অবশেষ এই নিষ্পত্তি করিলেন, যে শ্রীনেবাসের ভার্য্যাকে ভর্ত্তার গৃহেই বাস করিতে হইবে। তিনি লক্ষ্মী অম্মালকে স্বামি সন্নিধানে গমন করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু সে হস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক অত্যন্ত বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিয়া অস্বীকার গেল। পরে যখন শ্রীনেবাসকে কহিলেন, তুমি স্বয়ং অগ্রসর হইয়া উহাকে গ্রহণ কর, তখন লক্ষ্মী অম্মাল পতি-হস্তে হস্তার্পণ করিতে নিতান্ত অসম্মতি প্রকাশ করিল। তথাপি বিচারপতি সাহেব ক্ষান্ত হইবার নহেন; তিনি সার্জ্জন দিয়া তাহাকে ধৃত করিয়া আপন কুঠরীতে আনয়ন করাইলেন। ইহাতে তাহার আত্মীয় স্বজনদিগের শোক-প্রবাহ যেরূপ প্রবল হইল, তাহা বলিবার নহে। বিশেষতঃ তাহার পিতৃব্য-পত্নীর ব্যাকুলতা স্মরণ করিলে অন্তঃকরণ অস্থির হয়। তিনি শোক দুঃখে ব্যাকুলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন, স্বহস্তে আপন কেশ ছিন্ন করিতে লাগিলেন, কঠিন স্থানের উপর বার বার মস্তকাঘাত করিলেন, প্রাণ-তুল্য লক্ষ্মী অম্মালকে একবার দেখিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন, অবশেষে এ দারুণ যাতনা সহিতে না পারিয়া সমুদ্র মধ্যে ধাবমান হইলেন, এবং লক্ষ্মী অম্মালের পিতাকে উচ্চৈঃস্বরে আত্মঘাতী হইতে কহিলেন। লক্ষ্মী অম্মালের পিতা ও পিতৃব্য-পত্নীকে অত্যন্ত অধীর দেখিয়া পুলিসের লোকেরা

পুলিসের ঘরে তাঁহারদিগকে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেক। এদিকে সুপ্রীমকোর্টের সম্মুখে তুমুল ব্যাপার উপস্থিত। প্রায় পাঁচ শত ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া উঠিল, দুঃখে হাহাকার ও অভিসম্পাত করিতে লাগিল, এবং উন্মত্ত প্রায় হইয়া মুষ্টিবন্ধন ও অস্ত্র সঞ্চালন পূর্ব্বক ঐ বিচারাগার আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, এবং যতক্ষণ রাজ-ভৃত্যেরা বল পূর্ব্বক তাহারদিগকে তথা হইতে দুরীকৃত না করিলেক, ততক্ষণ তাহারা এই প্রকার মর্ম্ম বেদনার চিহ্ন সমুদায় প্রকাশ করিতে লাগিল।

এই বিষয়ের আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে অবাক্ হইতে হয়, এবং শোকানলে দগ্ধ হইতে হয়। যাঁহারা আপনারদিগকে সভ্য ও সুনীতি-পরায়ণ বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারদিগের দ্বারা যে এ প্রকার অসঙ্গত ব্যাপার সম্পন্ন হয়, ইহার অপেক্ষায় আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে? বর্টন সাহেব এই নিষ্পত্তির দোষোদ্ধার করিতে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছেন, এবং মিশনরীরা ও তৎপক্ষীয় অনেকানেক ব্যক্তি তাঁহার পোষকতা করিয়া তাঁহার পাপের ভাগি হইয়াছেন, অতএব তাঁহারদের অভিপ্রায় কত দুর যুক্তি-সিদ্ধ, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

তাঁহারদের যুক্তি সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে কেবল বিচারকর্ত্তার দ্বেষ ও পক্ষপাত প্রকাশ পায়।

প্রথমতঃ তিনি এবিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রের শাসন একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া আপনার অভীষ্ট সাধনের পথ পরিষ্কার করেন। তিনি কহেন, এবিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থা গ্রাহ্য নহে; কারণ এপ্রকার কোন বিচারালয় সংস্থাপিত নাই, যে তাহাতে অবিভাগে সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, এবং এতদ্রূপ বিষয় সমুদায় তদনুসারে নিষ্পন্ন হয়। কি চমৎকার কথা! একথা যে কি পর্য্যন্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ, তাহা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। সমস্ত বিষয় হিন্দুশাস্ত্রানুসারে নিষ্পন্ন হয় না বলিয়া যে কোন বিষয়ে তদীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে, ইহার পর যুক্তি-বিরুদ্ধ কথা আর কি আছে? ভারতবর্ষের বিচারালয় সমুদায়ে হিন্দুদিগের বিবাহ ও বিষয়াধিকার সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা হিন্দু শাস্ত্রানুসারেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু বর্টন সাহেব তদনুযায়ি কার্য্য করিতে স্বীকার করেন নাই, কারণ তাহা হইলে তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ এপ্রকার গুরুতর বিষয়ের বিচার করিতে হইলে স্বামির সহিত সহবাস করিতে স্ত্রীর মত আছে কি না, এবং তদ্বিষয়ে তাহার আপত্তিই বা কি, তাহা এক বার জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বিচারকর্ত্তা সেই স্ত্রীকে ইহার বাষ্পও জিজ্ঞাসা না করিয়া স্বেচ্ছানুসারে নিষ্পত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে কি বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের এরূপ বোধ হইতে পারে না, যে বিচারক সাহেব এবিষয়ে যাহা আদেশ করিবেন, তাহা বিচারাসনে উপবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই মনে মনে ধার্য্য করিয়া রাখিয়াছিলেন? ফলতঃ পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, তিনি যে পক্ষ রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন, তাহার প্রতিপক্ষে একটি কথাও গ্রাহ্য করেন নাই। আপনার নিগূঢ় অভিপ্রায় সাধনার্থেই নানা কুতর্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু অসত্য-জাল দ্বারা কি সত্যকে একেবারে আচ্ছন্ন রাখা যায়?

তৃতীয়তঃ তিনি এই প্রকার কহেন, যে হিন্দুধর্ম্মে নিবিষ্ট থাকিতে যে সকল বিষয়ে স্ত্রীনেবাসের অধিকার ছিল, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করাতে তাহার সে সকল বিষয়ে অনধিকার হইতে পারে না; কারণ যাহাতে স্বধর্ম্মত্যাগি ব্যক্তিদিগের এইরূপ অধিকার ধ্বংস না হয়, তন্নিমিত্ত ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ রাজনিয়ম সংস্থাপিত হয়। তিনি আপনার নিগূঢ় অভিপ্রায় সাধনার্থে ঐ নিয়মের যেরূপ বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে এবিষয়ে তাঁহার অত্যন্ত কৌটিল্যভাব প্রকাশ পাইতেছে। সেই নিয়মের এই তাৎপর্য্য, যে লোকে স্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পর ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও

বিষয়াধিকারি হইবে। স্বধর্ম্মত্যাগি ব্যক্তির ভার্য্যা ও কন্যা পুত্রদিগকে বল পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্ট করা কখনই তাহার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু বিচারপতি সাহেব বুদ্ধিজীবি মনুষ্যকেও জড় বিষয়ের মধ্যে গণ্য করেন। তিনি অম্লান বদনে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছিলেন যে "যদি শ্রীনিবাস পরিশ্রমের বেতন বা বিক্রীত পণ্যের মূল্য প্রাপণার্থে কাহারও নামে অভিযোগ করিত, তবে কি আমি তাহাকে তদ্বিষয়ে অনধিকারি বলিয়া উল্লেখ করিতাম? যদি তাহার সে বিষয়ে অধিকার না গেল, তবে কি কারণে যে এ বিষয়ের অধিকার গিয়াছে, তাহা নিরূপণ করা যায় না।" কি জঘন্য কুতর্ক! কি কুৎসিত কৌশল! পণ্য দ্রব্যে আর মনুষ্যেতে কি কিছু বিভিন্নতা নাই! এমন এক জন প্রধান রাজপুরুষের রসনা হইতে যে এ প্রকার অশ্রদ্ধেয় হেয় অভিপ্রায় উল্লিখিত হয়, ইহা সামান্য আশ্চর্য্য নহে। এমন যুক্তি-বিরুদ্ধ, ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, লোক বিরুদ্ধ কথা উচ্চারণ করিতে কি তাঁহার মনোমধ্যে কিছুমাত্র সঙ্কোচ হইল না? লোকের সাক্ষাতে এপ্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে কি চক্ষুর্লজ্জাও হইল না? পূর্ব্বোক্ত রাজনিয়মের কোন স্থলে এপ্রকার লিখিত নাই, যে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে তাহার মত-বিরুদ্ধ কর্ম্মে বল পূর্ব্বক প্রবৃত্ত করিবেক। সকলের আপন আপন বিশ্বাসানুযায়ি ব্যবহার সম্পাদনে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত ঐ একবিংশ নিয়ম সংস্থাপিত হয়। যে অবলা স্ত্রী খ্রীষ্টান ধর্ম্মকে নিতান্ত অমূলক বলিয়া জানে, এবং খ্রীষ্টান পতির সহিত সহবাস করা নরকসাধন জ্ঞান করে, তাহাকে তদ্বিষয়ে বলপূর্ব্বক প্রবৃত্ত করা কি ঐ নিয়মের উদ্দেশ্য হইতে পারে? কোন ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন সকল হইতে জন্মের মত বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া অপেক্ষায় মহাপাতক আর কি আছে? পাঠক বর্গ বিবেচনা করিবেন, এরূপ যাতনা প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য কি ক্ষিপ্ত ও মৃত প্রায় হইতে পারে না? যে বর্টন সাহেব খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে প্রধান ভক্ত বলিয়া গণ্য, তিনিই এই ঘোরতর [illegible] য়াছেন, এবং যাঁহারা তাঁহার এই বিচারকে সুবিচার বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহাদিগকেও এই মহা পাপের অংশি বলিতে হইবেক। বর্টন সাহেবের দোষোদ্ধার করিবার চেষ্টা করাতে কেবল গবর্ণমেণ্টকে অপদগ্রস্থ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। যদি নিষ্পত্তি যে অত্যন্ত ন্যায়-বিরুদ্ধ তাহার স

বিচার করিয়া থাকেন, তবে নিয়মকর্ত্তাদিগেরই সম্পূর্ণ দোষ স্বীকার করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ বর্টন সাহেব এইরূপ অনুমান করিয়াছেন, যে উদ্বাহ-সংস্কার পতি স্ত্রীর পরস্পর অঙ্গীকার স্বরূপ, তদ্দ্বারা ভার্য্যাতে ভর্ত্তার সম্পূর্ণ অধিকার হয়। কিন্তু এস্থলে কিরূপ নিয়ম ও অঙ্গীকার পূর্ব্বক পরস্পরের পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে যে উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহার তাৎপর্য্যই এই, যে পতি ও পত্নী উভয়ে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বি থাকিবেন, এবং পতি যেপর্য্যন্ত স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ না করেন, সেই পর্য্যন্তই সেই উদ্বাহরূপ অঙ্গীকার বলবৎ থাকিয়া পত্নীর উপরি পতির অধিকার থাকিবে। এ তাৎপর্য্যের অন্যথা হইলে, পতির কর্ত্তৃত্বেরও অন্যথা হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রানুযায়ি বিবাহ সংস্কারের যে তাৎপর্য্য, পত্নী তাহা সম্যক্ রূপে রক্ষা করিয়াছে, এবং পতি তাহা লঙ্ঘন করিয়াছেন; ইহাতে সেই স্ত্রীর অনভিমতে তাহাকে বলপূর্ব্বক জাতি-ভ্রষ্ট ও ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। যখন শ্রীনিবাস হিন্দু ধর্ম্মানুসারে পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাহা পরিত্যাগ কারণে ভার্য্যার উপর তাহার আর দাওয়া থাকিতে পারে না। পত্নী যদি পতির অভিনব ধর্ম্ম অবলম্বন ও তাঁহার সহিত সহবাস করিতে স্বীকৃত না হইল, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ, এবং বিচারকদিগেরও তদনুরূপ অনুমতি প্রদান করা কর্ত্তব্য ছিল।

বিচারপতি সাহেব যদিও প্রথমে হিন্দু-শাস্ত্রের ব্যবস্থা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে এ স্থলে তদীয় মত স্বীকার করিলে আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হইতে পারে, এই প্রকার অনুমান করিয়া কহেন, যে হিন্দু ধর্ম্মানুসারে বিবাহ ক্রিয়া একবার সম্পন্ন হইলে আর কোন ক্রমেই তাহার ভঙ্গ হইতে পারে না। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার এ কথা প্রামাণিক নহে। স্বামী যে পাপাচারিণী দুষ্টা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা প্রসিদ্ধই আছে, এস্থলে তাহা সপ্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। স্ত্রীরও যে পতিত পতিকে পরিত্যাগ করিবার অধিকার আছে, এস্থলে তাহারই প্রমাণ প্রদর্শন করা আবশ্যক।

স্ত্রীনেবাস স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করাতে পতিত হইয়াছেন*। অতএব তিনি সকলেরই ত্যাজ্য, কারণ পতিত ব্যক্তি কাহারও গ্রাহ্য নহে। যদি গুরু লোকের পাতিত্য দোষ হয়, তবে তাঁহারদিগকেও ত্যাগ করিবেক, কেবল মাতাকে পরিত্যাগ করিবেক না।

পতিতাগুরবস্ত্যাজ্যান তু মাতা কদাচন।
গর্ভধারণপোষাভ্যাং তেন মাতা গরীয়সী॥
মৎস্যপুরাণং।

গুরুলোকে পতিত হইলে তাঁহারদিগকে ত্যাগ করিবেক, কিন্তু মাতাকে পরিত্যাগ করিবেক না। গর্ভ ধারণ ও প্রতিপালন করাতে মাতা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অতএব যদিও স্বামী স্ত্রীর গুরু স্বরূপ বটেন, কিন্তু পতিত হইলে তিনিও ত্যাজ্য। বিশেষতঃ পতি পতিত হইলে যে স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিবেক, ইহার স্পষ্ট বিধিও আছে।

দুঃশীলোদুর্ভগোবৃদ্ধোজড়োরোগ্যধনোপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যোলোকেপ্সুভিরপাতকী॥
ভাগবতে দশমস্কন্ধে রাসপঞ্চাধ্যায়ের
প্রথমাধ্যায়ে।

পতি যদি দুঃশীল, দুর্ভাগ্য, বৃদ্ধ, জড়, রোগী বা নির্দ্ধন হয়, তথাপি পতি-লোকাকাঙ্ক্ষি স্ত্রীরা তাহাকে পরিত্যাগ করিবেক না। কিন্তু পাতকী হইলে ত্যাগ করিবেক।

স্ত্রীভির্ভর্ত্তৃবচঃ কার্য্যমেষধর্ম্মঃ পরঃ স্ত্রিয়াঃ।
আশুদ্ধেঃ সম্প্রতীক্ষ্যোহি মহাপাতকদূষিতঃ॥
যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

স্ত্রীরা ভর্ত্তার বাক্য পালন করিবেক, ইহাই স্ত্রীদিগের পরম ধর্ম্ম। আর পতি যদি মহাপাতকী হয়, তবে যে পর্য্যন্ত তাঁহার পাপ বিমোচন না হয়, সে পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত ব্যবহার না করিয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেক।

অতএব পতি পতিত † হইলে যে তাহার সহিত ব্যবহার করা বিহিত নহে, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্যের বচনে লিখিত আছে, পতি মহাপাতকী হইলে যে পর্য্যন্ত তাহার পাপ ধ্বংস না হয়, সে পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেক। স্ত্রীনেবাসকে যে শাস্ত্র-সিদ্ধ মহাপাতক দোষ অর্শে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব তদনুসারে যে পর্য্যন্ত তাঁহার পাপ ধ্বংস না হয়, সে পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত লক্ষ্মী অম্মালের ব্যবহার করা বিধেয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ শাস্ত্রকারেরা যে সকল ক্রিয়াকে মহাপাতক বলিয়া গিয়াছেন, স্ত্রীনেবাসের তৎ সমুদায় পরিত্যাগ করা কখনই সম্ভাবিত নহে। অতএব হিন্দুশাস্ত্রানুসারে লক্ষ্মী অম্মালের পতি পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ এবং বিচারকদিগেরও এইরূপ নিষ্পত্তি করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

বর্টন সাহেব না কি ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছিলেন। এ প্রকার ব্যবহারের আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া কঠিন। ব্যাঘ্র যদি মৃগ বধ করিবার পূর্ব্বক্ষণে অশ্রু জল বিসর্জ্জন করিত, তবেই ইহার যথার্থ উপমা প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার মনের ভাব সম্যক্ রূপে প্রকাশ পাইতেছে না। তিনি লোকের নিকট আপনাকে অপক্ষপাতি রূপে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত এইরূপ অনুমতি দেন, যে স্ত্রীনেবাসের ভার্য্যা হিন্দু মতানুসারে স্বপক্ব অন্ন ভক্ষণ করিবেক, কেহ তাহাকে বল-পূর্ব্বক বর্ণ-বিরুদ্ধ ব্যবহারে প্রবৃত্ত করিতে পারিবেক না! ইহা পাঠ করিলে দুঃখও হয়

* স্বধর্ম্মং যঃ সমুৎসৃজ্য পরধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ।
অনাপদি সবিদ্বদ্ভিঃ পতিতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

† স্বধর্ম্মত্যাগী ও মহাপাতকী উভয়েই পতিত।
মহাপাতকিনোহ্যেতে পতিতাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

হাস্যও পায়। খ্রীষ্টান পতির সহিত হিন্দু স্ত্রীর সহবাস করিলে যে জাতিচ্যুত হইতে হয়, সাহেব কি তাহা জ্ঞাত নহেন? বিশেষতঃ তাঁহার এই অনুমতি বলবৎ রাখিবার কি উপায় করিলেন? তাহা লঙ্ঘিত হইলেই বা কি শাস্তি প্রদান করিবেন? কোন আদেশ প্রকাশ করিয়া তদনুযায়ি কর্ম্ম হইবার উপায় না করা, আর সেই আদেশ প্রকাশ না করা, উভয়ই তুল্য। ফলতঃ ঐ অনুমতি প্রতিপালিত হওয়া সাহেবের অভিমত নহে, সুতরাং তৎ প্রতিপালনের উপায় করিবারও প্রয়োজন বোধ হয় নাই।

যখন ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের একবিংশ নিয়ম প্রচলিত হয়, তখন স্বধর্ম্মত্যাগি পতিত ব্যক্তিরা বিষয়াধিকারি হইবে, এই বিবেচনা করিয়াই হিন্দুবর্গে ভীত ও দুঃখিত হইয়া তন্নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিচারকদিগের কৌশলে যে তাহা হইতে এমন সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। এ নিয়মের এরূপ তাৎপর্য্য হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। আর যদি তাহার এরূপ গূঢ় তাৎপর্য্যই থাকে, তবে গবর্ণমেণ্টের পাপের আর পরিসীমা নাই। যে ব্যবস্থাপকেরা এপ্রকার অধর্ম্ম সূচক যুক্তি বিরুদ্ধ ব্যাপার স্পষ্ট লিখিতে না পারিয়া দুই একটি দ্ব্যর্থ বোধক শব্দ প্রয়োগ দ্বারা আপনারদের নিগূঢ় অভিপ্রায় গোপন করিয়া রাখেন, ভূমণ্ডলে তাঁহারদের পর কপটাচারী ও প্রতারক আর কে আছে? আর যদি এই দারুণ অত্যাচার তাঁহারদের অভিপ্রেত না হয়, তবে উত্তর কালে আর যাহাতে এরূপ অবিচার না ঘটে, তাহার উপায় করিতে ক্ষণকালও বিলম্ব করা উচিত নহে। যাহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেক, তাহারদের কিঞ্চিন্মাত্রও সুখের হানি না হয়, এই বিবেচনায় যে ব্যবস্থাপকেরা তাহারদিগকে পৈতৃক বিষয়ের অধিকারি করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত রাজ-নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা সেই নিয়ম দ্বারা প্রজাদিগের দুঃসহ দুঃখ রাশি উৎপন্ন হইতে দেখিয়া কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকেন? তাঁহারা কি জানেন না, যে সধর্ম্মি বলিয়া খ্রীষ্টান সম্প্রদায়িদিগের মনোরক্ষা ও সুখ সম্পাদনার্থে হিন্দুদিগকে অশেষ মতে জ্বালাতন করিলে তাঁহারদের অধর্ম্মি পক্ষপাতির ন্যায় গণ্য হইয়া পরমেশ্বর সমীপে অপরাধি ও দণ্ডনীয় হইতে হইবে? বর্টন সাহেব যে বিচার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, অন্যান্য বিচারকেরা তাহার অনুবর্ত্তি হইয়া চলিলে লোকের দুঃখের আর অবধি থাকিবেক না। পূর্ব্বে যে সকল ভারতবর্ষী লোক খ্রীষ্টান ধর্ম্মে অভিষিক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে যাহারদের স্ত্রীগণ স্বামি-সহবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতৃগৃহে বা শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছে, তাহারা যদি এক্ষণে স্বস্ব ভার্য্যা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করে, তবে বিচার-পতিরা কি তাহারদেরও মনোরথ পূর্ণ করিয়া দারুণ দুঃখরূপ দাবদাহে ভারত ভূমি দগ্ধ করেন? তাহা হইলে দেশময় কি হাহাকারই উপস্থিত হয়! ভারতবর্ষে কি প্রবল শোক প্রবাহ প্রবাহিত হয়। ফলতঃ এ নিয়মের যদি এরূপ তাৎপর্য্য হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের হতভাগ্য লোকদিগের ক্লেশের আর পরিসীমা থাকিবেক না। যদি সিরাজ উদ্দৌলা অদ্যাপি বাঙ্গলার রাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিতেন, তবে তিনি ইহা অপেক্ষা কি গুরুতর অত্যাচার করিতে পারিতেন।

আর কোন বিষয়ে আমারদের স্বস্থতা নাই। কেবল মিশনরীদিগের উপদ্রবেই লোকে সর্ব্বদা সশঙ্কিত, তাহাতে রাজপুরুষেরা তাহারদিগের যেরূপ সহায় হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুদিগের দুঃখ স্রোত ক্রমাগত প্রবল হইতেই চলিল। যে দেশে রাজা ও রাজ-নিয়ম আছে, সে দেশের প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। যে রাজা প্রজাদিগের ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন ও তাহাতে অনাদর করিবেন না, এমত অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাঁহার অধিকারস্থ

বিচারালয়ে এ প্রকার ন্যায়-বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি হইয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত হওয়া অত্যন্ত অধর্ম্ম জনক তাহার সন্দেহ নাই। রাজপুরুষেরা যেরূপ অসঙ্গত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসহ্য বোধ হইতেছে। অন্য দেশে এ প্রকার ঘটনা হইলে একটা খণ্ড প্রলয় উপস্থিত হইত। ইংরাজ রাজপুরুষেরা যেমন দুর্দ্দান্ত, ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে তেমনি মৃদু স্বভাব পাইয়াছেন।

পদার্থ বিদ্যা

জড় ও জড়ের গুণ

১৫ সংখ্যক পত্রিকার ৪৮ পৃষ্ঠার পর।

যে গুণ থাকাতে জড় পদার্থ আপনা-হইতে চলিতে পারে না, এবং কোন কারণ দ্বারা চালিত হইলে আপনা হইতে স্থির হইতেও পারে না, তাহার নাম জড়ত্ব।

যেখানকার হিমালয় পর্ব্বত, সেই খানেই আছে, এবং যেখানকার বিন্ধ্যাচল, সেই খানেই রহিয়াছে; যে স্থানে যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা যায়, তাহা সেই স্থানেই থাকে; মনুষ্য,জল,বায়ু,বা অন্য কোন কারণ দ্বারা ভগ্ন না হইলে তাহার কণা মাত্রও স্বস্থান হইতে সরিয়া যায় না ও স্থানান্তর গমনও করে না। জড় পদার্থ যেমন স্থির থাকিলে আপনা হইতে চলিতে পারে না, সেইরূপ চালিত হইলে আপনা হইতে স্থির হইতেও পারে না।

জড় বস্তু যে আপনা হইতে চলিতে স্থির হইতে পারে না, যখন যে অবস্থায় রাখা যায়,সেই অবস্থাতেই থাকে, সুতরাং তাহার অবস্থা পরিবর্ত্তন, অর্থাৎ গতিরোধ বা গমন সাধন করিতে হইলে যে শক্তি অপেক্ষা করে,তাহার কতক গুলি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

নৌকার পাল তুলিয়া দিলে প্রথমে অল্প অল্প চলে, পরে উত্তরোত্তর দ্রুত গমন করে; কারণ নৌকা একবার চলিতে আরম্ভ করিলে জড়ত্ব গুণে নিয়তই চলিতে পারে, পরে ক্রমাগত পালে বাতাস পাইয়া বেগ বৃদ্ধি হইতে থাকে। যদি হঠাৎ পাল ফেলিয়া দেওয়া যায়, তবে একেবারেই গতি-শূন্য না হইয়া অল্পে অল্পে স্থগিত হয়; কারণ জলের প্রতিবন্ধকতা দ্বারা ক্রমে ক্রমে নৌকার গতিরোধ হইয়া আইসে। অশ্বকে প্রথম যত বল প্রকাশ করিয়া গাড়ি টানিতে হয়, একবার চলিলে আর তত করিতে হয় না। যে গাড়ি গমন করিতেছে,তাহা স্থগিত করিতেও অনেক বল আবশ্যক করে।

গর্ত্ত খাতাদি উল্লঙ্ঘন করিতে হইলে, লোকে সচরাচর কিঞ্চিৎ দূর হইতে ধাবমান হইয়া লম্ফ প্রদান করে, কারণ ধাবমান হওয়াতে শরীর বেগ-বিশিষ্ট হয়, হইলে দীর্ঘ লম্ফ প্রদান করা যায়।

যদি কোন ব্যক্তি নৌকার পশ্চাদ্ভাগে অসাবধানে দণ্ডায়মান থাকে, আর সেই নৌকা হঠাৎ গমন করিতে আরম্ভ করে, তবে তাহার নদীতে পতিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; কারণ তাহার পদদ্বয় নৌকায় সংলগ্ন থাকাতে নৌকার সঙ্গে সঙ্গেই সঞ্চালিত হয়, কিন্তু শরীরের ঊর্দ্ধ ভাগ আপনার জড়ত্ব গুণে পূর্ব্ব স্থানেই থাকে, সুতরাং আশ্রয় না পাইয়া পতিত হয়। গাড়ি চলিতে চলিতে যদি হঠাৎ স্থগিত হয়, আর সে সময়ে কেহ তাহার উপর দণ্ডায়মান থাকে, তবে তাহার পতিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা; কারণ তাহার পদ গাড়িতে সংলগ্ন থাকাতে তৎক্ষণাৎ স্থির হয়,কিন্তু শরীরের ঊর্দ্ধ ভাগ পূর্ব্ববৎ বেগ-বিশিষ্ট থাকাতে অশ্বের দিকে পড়িয়া যায়। অশ্বারোহিদিগের এ প্রকার দুর্দ্দৈব সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে; অশ্ব হঠাৎ ধাবমান হইলে তাহার পশ্চাৎ ভাগে, এবং ধাবমান অশ্ব হঠাৎ স্থগিত হইলে তাহার গ্রীবার উপর পতিত হইতে হয়।

যখন কোন গাড়ি দ্রুতবেগে চলিয়া যায়, তখন গতি রহিত স্থাবর বস্তু হইতে যে প্রকারে অবতরণ করা কর্ত্তব্য, সেই প্রকারে যদি কেহ ঐ গাড়ি হইতে লম্ফ প্রদান করে, তবে তাহাকে ভূতলে পতিত হ-

ইতে হয়, কারণ তাহার দুই পা ভূমি স্পর্শ করাতে শরীরের অধোভাগ গতি-রহিত হয়, কিন্তু উর্দ্ধ ভাগের গতি পূর্ব্ববৎ থাকে, অতএব সে দণ্ডায়মান হইতে না পারিয়া ভূতলে পতিত হয়।

যাঁহারা ঘোড় দৌড় দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য দৃষ্টি করিয়া থাকিবেন, অশ্ব সকল নিরূপিত স্থানে উপনীত হইবা মাত্র দণ্ডায়মান হইতে পারে না। তাহারা থামিতে থামিতে চিহ্ন পার হইয়া অনেক দূর গমন করে।

শশ-মৃগয়াতে এ বিষয়ের এক আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত দৃষ্টি করা যায়। যখন শিকারি কুক্কুর শশকদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়, তখন তাহারা সরল পথে না গিয়া মধ্যে মধ্যে তির্য্যক্ ভাবে গমন করে। তাহারা এক দিকে গমন করিতে করিতে হঠাৎ গতি পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য দিকে ধাবমান হয়। কুক্কুর অগ্রে তাহা জানিতে পারে না, সুতরাং শশকের দিকে ফিরিতে ফিরিতে শরীরের বেগ বশতঃ, শশক যে স্থান হইতে অন্য দিকে গমন করিয়াছিল, সে স্থান অতিক্রম করিয়া যায়। এই অবসরে শশক অন্য দিকে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া প্রাণ রক্ষা করে।

তক্তাপোষের উপর এক গ্লাস জল রাখিয়া হঠাৎ ঠেলিয়া দিলে, তাহার কিঞ্চিৎ জল পশ্চাদ্ভাগে পতিত হয়. আর যদি কোন ব্যক্তি জল-পূর্ণ গ্লাস হস্তে করিয়া গমন করে, আর তাহা হঠাৎ কোন বস্তুতে লাগিয়া স্থগিত হয়, তবে তাহার জল সম্মুখ ভাগে উচ্ছসিত হইয়া পড়ে।

যদি অঙ্গুলির অগ্রভাগে একখান তাস রাখিয়া তাহার উপর একটি ক্ষুদ্র মুদ্রা স্থাপন করা যায়, আর অন্য অঙ্গুলির প্রতিঘাত দ্বারা সেই তাসের প্রান্তভাগ সতেজে তাড়না করা যায়, তবে সেই তাস তথা হইতে নির্গত হইয়া পড়ে, কিন্তু মুদ্রাটি যেমন তেমনি থাকে; কারণ জড়পদার্থের জড়ত্ব গুণ এপ্রকার প্রবল, যে তাসে ঘর্ষিত হইলেও মুদ্রা সরিয়া পড়ে না।

যদি কোন ভৃত্য প্রভুর ভয়ে ত্রস্ত হইয়া এক ঝুড়ি বাসন হস্তে অন্ধকারে দ্রুত গমন করে, আর তাহা হঠাৎ কোন দ্বারে বা প্রাচীরে আসিয়া লগ্ন হয়, তবে সেই সকল বাসন তাহার সম্মুখ ভাগে পতিত হইয়া ভগ্ন হইতে পারে।

নৌকা চলিতে চলিতে হঠাৎ চড়ায় লাগিলে, তত্রস্থ সমুদায় দ্রব্য আপন আপন বেগ বশতঃ বিচলিত হইয়া নৌকার সম্মুখের দিকে চালিত হয়।

যদি কোন গোলা কামান হইতে নির্গত হইয়া পথ মধ্যে ভগ্ন হয়, তবে তাহার সমুদায় খণ্ড পূর্ব্ববৎ সমান বেগে চলে।

ধূলি-যুক্ত শয্যায় বেত্রাঘাত করিলে এবং মলিন পুস্তকোপরি বল পূর্ব্বক করাঘাত করিলে যে ধূলি নির্গত হয়, ইহাও এ সকল দ্রব্যের জড়ত্ব গুণের কার্য্য।

জড়বস্তু যে আপনা হইতে চলে না ইহা সচরাচর দৃষ্টি করিয়া অনায়াসে এ প্রকার বোধ হইতে পারে, যে এক স্থানে স্থির থাকাই জড়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, অন্য বস্তু দ্বারা তাড়িত না হইলে কোন বস্তু চলে না; আর কোন দ্রব্যকে সঞ্চালন করিলেও ক্রমে ক্রমে আপনা হইতে তাহার গতি রোধ হয় দেখিয়া লোকের এপ্রকার প্রতীতি জন্মে, যে জড়পদার্থ বল দ্বারা চালিত হইলেও পুনর্ব্বার আপনা হইতে স্থির হয়, অতএব জড়পদার্থ আপনি স্থির হইতে পারে, কিন্তু আপনি গমন করিতে পারে না। কিন্তু বিশিষ্টরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, গতি রোধ হইবার কারণ অনুভব করিতে না পারাতেই এরূপ ভ্রান্তি জন্মে। বাস্তবিক, জড়বস্তু আপনি কিছুই করিতে পারে না; তাহাকে স্থির করিয়া রাখ, স্থির থাকিবে, চালাইয়া দেও, চলিবে। তবে যে কোন বস্তু সঞ্চালিত হইলেও ক্রমে ক্রমে গতি-হীন হয়, তাহা অন্য অন্য বস্তুর প্রতিবন্ধকতা দ্বারা হইয়া থাকে। বস্তুতে বস্তুতে ঘর্ষণ ইহার এক প্রধান কারণ। ভূমির বন্ধুরতা ও অসমান কর্কশতা দ্বারা ঘর্ষণের উৎপত্তি হয়।

ঘাসের উপর গোলা গড়াইয়া দিলে শীঘ্র স্থগিত হয়, তক্তার উপর দিয়ে চল-

পেক্ষা অধিক দূর গমন করে, অতি মসৃণ বরফের উপর তদপেক্ষায় অধিক দূরে যায়, আর শূন্যে শূন্যে কেবল বায়ুর মধ্য দিয়া নিক্ষেপ করিলে তদপেক্ষাও অধিক দূরে গিয়া পতিত হয়। অতএব সমান তাড়িত হইলেও যে দ্রব্য যত অল্প বাধা পায়, তাহা তত অধিক দূর যায়। ঘাস ও তক্তা যত অধিক [illegible] বরফ তত নহে, বায়ুর প্রতিবন্ধকতা তদপেক্ষাও অল্প। বরফের উপর দিয়া বর্তুল চালনা করিলে তাহা বরফ ও বায়ু উভয় দ্বারা প্রতিহত হয়, আর বায়ুর মধ্য দিয়া সঞ্চালন করিলে কেবল বায়ুর প্রতিবন্ধকতাই প্রাপ্ত হয়।

যদি যন্ত্র দ্বারা কোন অবরুদ্ধ কঠিন স্থান বায়ু-শূন্য করিয়া তাহাতে একটা লাটিম ঘুরিয়া দেওয়া যায়, তবে তাহা অনেক ক্ষণ ঘুরিতে থাকে, কারণ অন্যান্য স্থানে যেমন বায়ুর বাধা পায়, তথায় সেরূপ পায় না।

জলমধ্যে মৎস্যদিগের ও বায়ুমধ্যে পক্ষিদিগের গমনাগমন সুসাধ্য করিবার নিমিত্ত, পরমেশ্বর তাহারদিগের মুখ ও পুচ্ছ ক্রমে ক্রমে সরু করিয়া দিয়াছেন।*

যদিও পৃথিবীস্থ কোন বস্তুর অব্যাহত গতি দৃষ্টি করা যায় না, কিন্তু আকাশ মণ্ডলস্থ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে ইহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রহ চন্দ্রাদি সৃষ্টি কালে যেপ্রকার বেগ প্রাপ্ত হইয়াছিল, অদ্যাপি সেই প্রকার বেগেই চলিতেছে। চন্দ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিতেছে, পৃথিবী সূর্য্য মণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, এবং সূর্য্য মণ্ডল, গ্রহ চন্দ্র ধূমকেতু সমভিব্যাহারে করিয়া অন্য এক অতি দূর বর্ত্তি স্থান পরিবেষ্টন করিতেছে। যে ব্যক্তি এ সমুদায় অবগত হইয়াছে, অব্যাহত গতির বিষয়ে তাহার আর সংশয় থাকিতে পারে না। কোন বস্তু একবার চালিত হইলে যদি বাধা না পায়, তবে চিরকালই সমান চলে। বর্তুল, চক্র, বা অন্য কোন চলিষ্ণু পদার্থকে স্থগিত করিতে গেলে যে শক্তি আবশ্যক করে, তদ্দ্বারা অন্য স্থির বস্তুকে সঞ্চালন করা যায়। অতএব যদি জড় পদার্থের স্বীয় গতি রোধ করিবার সামর্থ্য থাকিত, তবে তদ্দ্বারা আপনি চলিতেও পারিত।

যে গুণ থাকাতে জড়পদার্থ আপনা হইতে চলিতে পারে না, সেই গুণ বশতই আপনার বেগ বৃদ্ধি করিতেও সমর্থ হয় না। যদি কোন জড় বস্তু প্রতি দণ্ডে পাঁচ ক্রোশ করিয়া চলে, তবে কখনও নিজ শক্তিতে আপনার বেগ বৃদ্ধি করিয়া প্রতিদণ্ডে সাত ক্রোশ যাইতে পারে না। দুই ক্রোশ বৃদ্ধি করিতে পারিলে প্রথমে আপনা হইতে দুই ক্রোশ চলিতেও পারিত।

জড়পদার্থ যেমন আপন গতির হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারে না, সেইরূপ তাহার পরিবর্ত্তন করিতেও পারে না। কোন চলিষ্ণু বস্তুকে এক দিক হইতে নিবৃত্ত করিয়া অন্যদিকে প্রবৃত্ত করিতে যত শক্তি আবশ্যক করে, তদ্দ্বারা অবশ্য কোন স্থির বস্তুকে সঞ্চালন করা যায়। অতএব জড়পদার্থ এক দিকে গমন করিতে করিতে যদি অন্য দিকে ফিরিতে পারিত, তবে স্থির থাকিলেও আপনা হইতে চলিতে পারিত।

অতএব জড়পদার্থকে যেমন রাখ, তেমনিই থাকে, আপনা হইতে আপন অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। তবে সঞ্চালিত করিলে কিঞ্চিদ্দূর চলিয়াই যে স্থির হয়, বায়ুর প্রতিবন্ধকতা, ভূমি ও দ্রব্যের পরস্পর ঘর্ষণ, ও পৃথিবীর আকর্ষণ তাহার মূল কারণ। আকর্ষণ কি তাহা পরে বলিতেছি।

আকর্ষণ

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, কি সজীব কি নির্জ্জীব, কি কঠিন কি দ্রব, কি গুরু, কি লঘু, সকল দ্রব্যই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণুর সমষ্টি। কিন্তু আশ্চর্য্য দেখ! সেই সকল পরমাণু রজ্জু, প্রেক, কাঁটা, শিরিস বা অন্য কোন বস্তু দ্বারা বদ্ধ বা লিপ্ত নহে, অথচ পরস্পর কেমন সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে! লৌহ-দণ্ড, স্বর্ণ-পিণ্ড, হীরক-খণ্ড প্রভৃতি এমন কঠিন, যে তাহা ভগ্ন করিতে অসাধারণ শক্তি আবশ্যক করে। যদ্দ্বারা তাহারা এরূপ সংযুক্ত থাকে, তাহা কিছুতেই নষ্ট হয় না। স্বর্ণকে দ্রব করিলে পু-

নর্ব্বার কঠিন হয়, জলকে বাষ্প করিলে পুনর্ব্বার জল হয়, মৃৎপিণ্ডকে চূর্ণ করিয়া ধূলিরাশি করিলে পুনর্ব্বার সংযুক্ত হইয়া কঠিন হয়। যে গুণ দ্বারা এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হয়, তাহার নাম আকর্ষণ। যদিও কি প্রকারে জড়পদার্থের এই গুণ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আমরা অবগত নহি, কিন্তু যে যে নিয়মানুসারে ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। সমুদায় পরমাণুরই এ গুণ আছে, এবং সর্ব্বত্রই তাহার কার্য্য দেখা যায়। চুম্বক প্রস্তর লৌহ আকর্ষণ করে ইহা দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য বোধ করে। ইহাতে, তাহাদের পদতলস্থ প্রত্যেক ধূলিকণার এইরূপ আকর্ষণ শক্তি আছে জানিলে কিপর্য্যন্ত বিস্ময়াপন্ন না হইবেক!

আকর্ষণ নানা প্রকার, অতএব ক্রমে ক্রমে এক এক প্রকারের বিবরণ করা যাইতেছে।

মাধ্যাকর্ষণ

জড় পদার্থের যে গুণ থাকাতে, এক দ্রব্য দূর হইতে অন্য দ্রব্যকে আকর্ষণ করে, তাহার নাম মাধ্যাকর্ষণ। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বৃক্ষের ফল, মেঘের জল, ছাদের ইষ্টক ইত্যাদি পৃথিবীর নিকটস্থ সমস্ত বস্তু ভূতলে পতিত হয়।

ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়, যে কতক গুলি কাষ্ঠ সরোবরে ভাসিতে ভাসিতে পরস্পর নিকটবর্ত্তি হইয়া অবশেষে সংযুক্ত হইয়া থাকে।

সমুদ্রে পোত ভঙ্গ হইলে তাহার কাষ্ঠ সকল একত্র রাশীকৃত হইয়া থাকে।

এই গুণ থাকাতে, সূর্য্য পৃথিবীকে এবং পৃথিবী চন্দ্রকে আকৃষ্ট করিয়া রাখে, এবং চন্দ্র সমুদ্রের জল আকর্ষণ করিয়া জোয়ার ভাটার উৎপত্তি করে।

পৃথিবীর এই আকর্ষণী শক্তি থাকাতে বৃক্ষ লতাদি ভূমিতে আকৃষ্ট হইয়া আছে, গৃহ, মন্দির, স্তম্ভ, প্রাচীর প্রভৃতি দৃঢ় ও উন্নত থাকে, এবং জীবগণ যৎ কিঞ্চিৎ যত্ন করিয়া স্ব স্ব শরীর স্থির রাখিতে ও অক্লেশে গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়।

বায়ু যে এমন লঘু পদার্থ, তাহাও পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আছে। যেমন কদম্ব পুষ্পের কেশর সকল তাহার গ্রন্থিকে বেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ এক বৃহৎ বায়ু রাশি ভূমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। যেরূপ সমুদ্রের মধ্যে মৎস্যাদি জল জন্তু অবস্থিতি করে, সেইরূপ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, তৃণাদি এই বায়ু-সাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। এই বায়ু রাশি পৃথিবীর আকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট ও ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুর সমুদায় ছিদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া আছে। পৃথিবীর আকর্ষণ গুণ না থাকিলে কখনই এরূপ থাকিত না। এই আকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট ও উপরকার বায়ুর ভার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কিঞ্চিৎ বায়ু জল মধ্যে প্রবিষ্ট থাকাতে, জলজন্তু সকল তাহা গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে। দীর্ঘ প্রস্থে এক বুরুল স্থানের উপর প্রায় ৭॥০ সের বায়ুর ভার আছে।

যদি পৃথিবীর নিকটস্থ সমস্ত বস্তু পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তবে বাষ্প ও ধূম ভূতলে পতিত না হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয় কেন? এ প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য বটে। আকর্ষণই ইহার কারণ। যেমন শোলা ও তৈল জল মধ্যে নিমগ্ন করিয়া দিলেও তৎক্ষণাৎ ভাসিয়া উঠে, কারণ শোলা ও তৈল জল অপেক্ষায় লঘু; সেইরূপ বাষ্প ও ধূম বায়ুর মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধগামি হয়, কারণ ঐ উভয় দ্রব্য পৃথিবীর নিকটস্থ বায়ু অপেক্ষায় লঘু। পৃথিবী বায়ুকেও যেমন আকর্ষণ করে, বাষ্প ও ধূমকেও তেমনি আকর্ষণ করে। তবে বায়ু বাষ্পাদি অপেক্ষায় ভারী, এ প্রযুক্ত স্বয়ং অধঃপতিত হইয়া বাষ্পাদিকে উৎক্ষিপ্ত করে। ইহাতেই বাষ্প ও ধূম ঊর্দ্ধগামী হয়, এবং উঠিতে উঠিতে, যে স্থানের বায়ুর ভার ও বাষ্প ও ধূমের সমান, সেই স্থানে স্থির হইয়া থাকে। ধূমেতে ঘন বাষ্প ও দগ্ধ কাষ্ঠাদির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু থাকে। যে অগ্নি স্থান হইতে ধূম উত্থিত হয়, তথাকার বায়ু উষ্ণ হইয়া পার্শ্ববর্ত্তি সমুদায় বায়ু অপেক্ষায় লঘু হইয়া উপরে উঠে, এবং সেই সঙ্গে ধূমও উঠিতে থাকে। পরে যখন ঐ উষ্ণ

বায়ু চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া শীতল হয়, তখন ঐ দগ্ধ দ্রব্যের অণু সকল ভূতলে পতিত হয়, এবং বাষ্পীয় ভাগ বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া অদৃশ্য হয়।

বেলুন যে উপরে উঠে তাহারও এই কারণ। তাহাতে যে গ্যাস থাকে, তাহা এরূপ লঘু, যে বস্ত্রাদি সম্বলিত সমুদায় বেলুন ও তাহার আয়তন-প্রমাণ বায়ু-রাশি পৃথক্ পৃথক্ তৌল করিলে, বেলুন বায়ু অপেক্ষা লঘু হয়, লঘু হইলেই সুতরাং ঊর্দ্ধগামী হয়।

যদিও সচরাচর বৃহৎ বস্তুকে ক্ষুদ্র বস্তু আকর্ষণ করিতেই দেখা যায়, কিন্তু যখন সকল বস্তুরই আকর্ষণ শক্তি আছে, তখন ক্ষুদ্র বস্তুও বৃহৎ বস্তুকে অল্প অল্প আকর্ষণ করিয়া থাকে তাহার সন্দেহ নাই। যেমন পৃথিবী নিকটস্থ সমস্ত বস্তুকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ তাহারাও যত ক্ষুদ্র হউক না কেন, পৃথিবীর উপর আপন আপন আকর্ষণ শক্তি প্রচার করে। তবে, পৃথিবীর নিকটবর্ত্তি সমুদায় দ্রব্য পৃথিবী অপেক্ষায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র, এনিমিত্ত তাহারদের আকর্ষণ গুণের কার্য্য আমারদের বোধগম্য হয় না। যদি পৃথিবীর ন্যায় কোন প্রকাণ্ড পদার্থ তাহার নিকটে থাকিত, তবে উভয়ে পরস্পরের আকর্ষণ গুণে আকৃষ্ট হইয়া পরস্পর সংযুক্ত হইত। যখন আকাশ গামি গ্রহ সকল পরস্পর নিকটবর্ত্তি হয়, তখন তাহারদের পরস্পর আকর্ষণ দ্বারা পরস্পরের গতি বিধির কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

১ ক্রোশ

যদি দুই টা বৃহৎ গোলা দুই গাছ দীর্ঘ রজ্জু দিয়া এপ্রকারে লম্বমান করা যায়, যে উহারা পরস্পর নিকটবর্ত্তি থাকিয়া ঝুলিতে থাকে, তবে ঐ দুই গোলা পরস্পর আকর্ষণ করাতে, ঐ রজ্জু সম্পূর্ণ সরল ভাবে পতিত না হইয়া এইরূপ হেলিয়া থাকে।

পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া তাহার এক পার্শ্ব দিয়া ওলন দড়ি নিক্ষেপ করিলে, তাহা সম্পূর্ণ সরল ভাবে পতিত না হইয়া পর্ব্বতের দিকে কিঞ্চিৎ হেলিয়া থাকে; কারণ তাহা পৃথিবীর কেন্দ্র অপেক্ষায় পর্ব্বতের অধিক নিকটবর্ত্তি থাকাতে পর্ব্বত তাহাকে স্বাভিমুখে আকৃষ্ট করিয়া রাখে। তবে পর্ব্বত পৃথিবী অপেক্ষায় ক্ষুদ্র, এ প্রযুক্ত তাহার আকর্ষণকে একেবারে পরাভব করিতে পারে না।

জড় বস্তু সকল পরস্পর যত নিকটে থাকে, তাহারদের পরস্পর আকর্ষণ তত বৃদ্ধি হয়, আর যত দূরবর্ত্তি হইতে থাকে, তাহারদের পরস্পর আকর্ষণ তত হ্রাস হইয়া আইসে। পৃথিবীর আকর্ষণ কেন্দ্র হইতে এক ক্রোশ ঊর্দ্ধে যত, দুই ক্রোশ ঊর্দ্ধে তদপেক্ষায় অল্প, তিন ক্রোশ ঊর্দ্ধে তাহার অপেক্ষাও অল্প। কিন্তু এক ক্রোশ ঊর্দ্ধে যত, দুই ক্রোশ ঊর্দ্ধে যে তাহার দ্বিগুণ, ও তিন ক্রোশ ঊর্দ্ধে যে ত্রিগুণ এমত নহে। আকর্ষণ শক্তির হ্রাস বৃদ্ধির ক্রম আর এক প্রকার। এক ক্রোশ দূরে যত আকর্ষণ, দুই ক্রোশ দূরে তাহার চারি ভাগের এক ভাগ, তিন ক্রোশ দূরে তাহার নয় ভাগের এক ভাগ, চারি ক্রোশ দূরে ষোল ভাগের এক ভাগ। ইহার সঙ্কেত এই, যে দূরের সংখ্যা যত হইবে, তাহার তত গুণ করিলে যে অঙ্ক প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, সে স্থানে আকর্ষণের বল তত ভাগের এক ভাগ হইবেক। এই হেতু এক ক্রোশ দূরে যত আকর্ষণ, দুই ক্রোশ দূরে তাহার চারি ভাগের এক ভাগ, কারণ দুইকে দুই দিয়া গুণ করিলে চারি হয়। এ প্রকার গুণনকে বর্গ করা বলে; দুইকে দুই দিয়া গুণন করাও যাহা, দুয়ের বর্গ করাও তাহা। পশ্চাল্লিখিত অঙ্ক ন্যাসে উপরকার শ্রেণিতে দূর পরিমাণের সংখ্যা, এবং নিম্ন শ্রেণিতে আকর্ষণ পরিমাণের সংখ্যা লিখিত হইল।

দূর	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	ইত্যাদি
আকর্ষণ	১	১/৪	১/৯	১/১৬	১/২৫	১/৩৬	১/৪৯	১/৬৪	১/৮১	১/১০০	ইত্যাদি

দেখ ১ ক্রোশ বা ১ যোজন দূরে যত আকর্ষণ, ১০ ক্রোশ বা ১০ যোজন দূরে তাহার ১০০ ভাগের এক ভাগ।

প্রত্যেক পরমাণুরই আকর্ষণ আছে, সুতরাং যে দ্রব্যে যত পরমাণু থাকে তাহার আকর্ষণ-শক্তি তত প্রবল। এইহেতু এক দ্রব্য অপেক্ষায় অন্য দ্রব্যের আকর্ষণ অধিক হইয়া থাকে।

কিন্তু আয়তন বৃহৎ হইলেই যে তাহাতে অধিক পরমাণু থাকে ও তাহার আকর্ষণ অধিক হয় এমত নহে। এক হস্ত প্রমাণ সোলা অপেক্ষায় এক অঙ্গুলি প্রমাণ সীসকে অধিক পরমাণু আছে, এবং তাহার আকর্ষণ শক্তিও অধিক।

এই আকর্ষণ গুণই গুরুত্বের কারণ। আকর্ষণ না থাকিলে কোন দ্রব্য ভারি বোধ হইত না। পৃথিবী সমীপস্থ সমুদায় সামগ্রীকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে। যদি আকৃষ্ট বস্তু কোন অবলম্বকে আশ্রয় করিয়া না থাকে, তবে ভূমি তলে পতিত হয়, যেমন পতিত বৃক্ষ-পত্র, হস্ত-স্খলিত লোষ্ট ইত্যাদি। আর যদি কোন অবলম্বকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তবে পতিত হইতে না পারিয়া তাহার উপর নির্ভর দিয়া গুরুত্বের বোধ জন্মায়, যেমন হস্তের উপরে প্রস্তর রাখিলে তাহা পড়িতে পায় না, সুতরাং হস্তের উপর চাপিয়া ভারের বোধ জন্মায়।

আকর্ষণ শক্তির কার্য্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেন সকল দ্রব্য মধ্য স্থান হইতে আকর্ষণ করে। ফলে তাহাই হইয়া উঠে। কোন মণ্ডলাকার বস্তুর পৃষ্ঠ স্থিত সমুদায় দ্রব্য তাহার কেন্দ্রাভিমুখে * সমান আকৃষ্ট হয়, এবং যদি তাহারা কেন্দ্রস্থানে পতিত হইবার পথ পায়, তবে অবশ্যই পতিত হয়। ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তু ভূমণ্ডলের কেন্দ্রাভিমুখে অর্থাৎ মধ্য দিকে আকৃষ্ট হয়, এই হেতু এই আকর্ষণের নাম মাধ্যাকর্ষণ। যদি কোন বস্তু কোন সুযোগে সেই কেন্দ্র স্থানে গিয়া পড়িতে পারিত, তবে সেই স্থানেই স্থির থাকিত, আর কোন দিকে গমন করিত না এবং তাহার কিছু মাত্র ভারও থাকিত না। সেই বস্তু চতুর্দ্দিকস্থ পরমাণু পুঞ্জ দ্বারা চতুর্দ্দিকেই সমান আকৃষ্ট হওয়াতে কোন দিকে চলিতে না পারিয়া একস্থানেই স্থির হইয়া থাকিত। [illegible] নিমিত্ত কোন অবলম্বন [illegible] রিত না, এবং তাহার কিছু [illegible] থাকিত না। মণ্ডলাকার দ্রব্যের কেন্দ্র হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত পরিমাণ [illegible] তাহাকে সেই মণ্ডলের ব্যাসার্দ্ধ কহে।
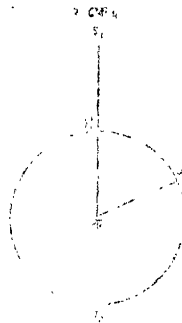
এই ক্ষেত্রে [illegible] চিহ্নিত [illegible] এক ব্যাসার্দ্ধ দূরে [illegible] আকর্ষণ, দুই ব্যাসার্দ্ধ দূরে তাহার চারি ভাগের এক ভাগ এবং তিন ব্যাসার্দ্ধ দূরে নয় ভাগের এক ভাগ। এই [illegible] চিহ্নিত মণ্ডলের আকর্ষণ [illegible] স্থানে যত, [illegible] স্থানে তাহার চারি ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই রূপে আকর্ষণ-শক্তির পরিমাণ করা গিয়া থাকে। চন্দ্র পৃথিবীর ৬০ ব্যাসার্দ্ধ দূরে আছে; ৬০কে ৬০ দিয়া গুণ করিলে ৩৬০০ হয়, অতএব পৃথিবী ভূতলস্থ বস্তুকে যত আকর্ষণ করে, চন্দ্র মণ্ডলস্থ বস্তুকে তাহার ৩৬০০ ভাগের এক ভাগ আকর্ষণ করিয়া থাকে।

ভূমণ্ডল সর্ব্বতোভাবে গোলাকার হইলে ধরাতলের সর্ব্বস্থানে [illegible] আকর্ষণ হইত, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ গোল নহে, উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা, এবং মধ্য ভাগে কিঞ্চিৎ স্ফীত। ইহার কেন্দ্র হইতে নিরক্ষদেশ যত দূর, সুমেরু কুমেরু তদপেক্ষায় নিকট। কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তি স্থানে

* মণ্ডলের মধ্য স্থানকে কেন্দ্র কহে; গ খ চ মণ্ডলের কেন্দ্র ক।

* ভূমণ্ডলের উত্তর প্রান্ত সুমেরু ও দক্ষিণ প্রান্ত কুমেরু। তার যে স্থান এই উভয় প্রান্ত হইতে সমান

পৃথিবীর যত আকর্ষণ, অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তি স্থানে তদপেক্ষায় অল্প। অতএব নিরক্ষ দেশ অপেক্ষায় সুমেরু কুমেরুতে পৃথিবীর অধিক আকর্ষণ। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, যে মাধ্যাকর্ষণই দ্রব্যের গুরুত্বের কারণ। অতএব পৃথিবীর যে স্থানে তাহার যত আকর্ষণ, সে স্থানে দ্রব্যের তত ভার বোধ হয়। সিংহল দ্বীপে যে দ্রব্য এক মণ ভারী, বোখারায় উহা তদপেক্ষায় গুরু হইবেক, এবং গ্রীন্‌লণ্ডে তাহার অপেক্ষায়ও গুরু হইবেক তাহার সন্দেহ নাই। এইরূপ, সমুদ্র-তটে যে দ্রব্য যত ভারী, উচ্চ পর্ব্বতের উপরে তদপেক্ষায় লঘু; কারণ সমুদ্র-তট পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে যত যোজন, পর্ব্বত-শিখর তাহার অপেক্ষায় দূর। কলিকাতায় যে সামগ্রী ৫০ মণ ভারী, তাহা একটা দুই ক্রোশ উচ্চ পর্ব্বতের উপর পরিমাণ করিলে তদপেক্ষায় প্রায় এক সের ন্যূন হয়।

বর্দ্ধমানের রাজবাটীর ব্রাহ্মসমাজ

পরমানন্দ পূর্ব্বক প্রকাশ করা যাইতেছে, যে গত ৩০ আষাঢ় রবিবারে বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ মহতাবচাঁদ বাহাদুর নিজবাটীতে এক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার পক্ষে এই অনুষ্ঠানকে শুভসূচক বলিতে হইবেক। সমাজ-গৃহ উত্তম রূপে সজ্জীভূত হইয়াছে, এবং যাহাতে তাহার কার্য্য সুচারু রূপে সম্পাদিত হয়, তাহারও উপায় সমুদয় ধার্য্য হইয়াছে। তদর্থে তিন জন উপাচার্য্য নিযুক্ত হইয়াছেন; শ্রীযুক্ত শ্রীধর বিদ্যারত্ন শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ এবং শ্রীযুক্ত তারকনাথ তত্ত্বরত্ন।
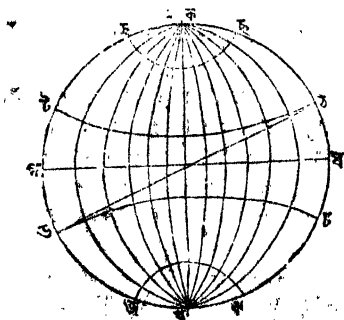
যদিও মহারাজ স্বয়ং পারিষদ বর্গের সহিত একত্র হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করণার্থে এই সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন, তথাপি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের তথায় গমন করিবার নিতান্ত নিষেধ নাই; কেবল প্রথম বারে তাঁহারদিগকে উপাচার্য্যের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবেক। মহারাজের এক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিবারও মানস আছে, তাহা হইলে বর্দ্ধমানের সর্ব্বসাধারণ লোকে সমাজস্থ হইয়া পরব্রহ্মের শ্রবণ মনন করিতে পারিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহার শ্রদ্ধা ও যত্ন আছে, ক্রমশঃ উৎসাহ বৃদ্ধি হইলে তাঁহার দ্বারা এ ধর্ম্মের বিশিষ্টরূপ উন্নতি হইতে পারিবে, তাহার সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

প্রথমখণ্ডং

চতুর্থাধ্যায়ঃ

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনোযদ্ বাচোহ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ।

যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু হয়েন।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নোমনোন বিদ্মোন বিজানীমোযথৈতদনুশিষ্যাদন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে।

দূরে, তাহার নাম নিরক্ষ দেশ। যেমন ক সুমেরু, খ কুমেরু, গ ঘ নিরক্ষ রেখা।

ও কেন্দ্র ভূমণ্ডল

তিনি চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন, এবং মনেরও গম্য নহেন, আমরা তাঁহার স্বরূপ জানি না এবং সুতরাং ইহাও জানি না যে কি প্রকারে তাঁহার উপদেশ দিতে হয়। তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন হয়েন। যে সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্য আমারদিগকে ব্রহ্মবিষয় ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন তাঁহারদিগের সন্নিধানে এই প্রকার শুনিয়াছি।

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব
ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং। তদেব
ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন, লোকে মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং
ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপং॥

যদি এমন মনে কর, যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জানিয়াছি, তবে নিশ্চয় তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ অতি অল্পই জানিয়াছ।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥

আমি ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জানিয়াছি এমত মনে করি না। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে, "আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে" এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি আমারদিগের মধ্যে বুঝিয়াছেন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ জানেন।

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং॥

যাহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে আমি ব্রহ্মস্বরূপকে জানি নাই তাহারি ব্রহ্মকে জানা হইয়াছে; আর যাহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে ব্রহ্ম স্বরূপ জানিয়াছি তাহার ব্রহ্মকে জানা হয় নাই। উত্তম জ্ঞানবান্ ব্যক্তির বিশ্বাস এই, যে আমি ব্রহ্ম স্বরূপ জানি নাই; যে ব্যক্তি তাদৃশ জ্ঞানবান্ নহে, তাহারি এই বিশ্বাস, যে আমি ব্রহ্ম স্বরূপ জানিয়াছি।

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবে-
দীন্মহতী বিনষ্টিঃ। ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য
ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥

ইহ লোকে পরমেশ্বরকে জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, না জানিতে পারিলে মহান্ অনর্থের কারণ হয়, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তুতে একমাত্র পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া ইহ লোক হইতে অবসৃত হইয়া অমর হয়েন।

ইতি প্রথমখণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় কেনিং সাহেব কৃত গ্রন্থের প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় খণ্ড, এবং শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন মিত্র মহাশয় এগ্‌রিকল্‌চরল্ এবং হর্‌টিকল্‌চরল্ সোসাইটির মুদ্রিত জর্নেল চারি খণ্ড এই সভায় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

আরেবিয়ান্ নাইট্ পুস্তক।

আরেবিয়ান নাইট্ নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থ হইতে শ্রীযুক্ত নীলমণি বসাখ কর্ত্তৃক বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া তাহার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড পুস্তক তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। তাহার প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য এক এক টাকা। যাঁহার প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হই-বার মানস করেন তাঁহারা পত্র দ্বারা জ্ঞাত করিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তকের মূল্য

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বিতীয় কল্পের

প্রথম ভাগ	৫
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	৫
ঐ তৃতীয় ভাগ	৫
ঐ চতুর্থ ভাগ	৫
ঋগ্বেদ সংহিতা পুস্তক প্রথম খণ্ড	১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	১
বস্তু বিচার	।০
পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন	।০
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা	।০
বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ	॥০
সংস্কৃত পাঠোপকারক	।৵০
ভূগোল	॥০
পদার্থ বিদ্যা	॥০
বর্ণমালা	৵০
ইংরাজি ভাষায় শ্রুতি প্রভৃতি	॥০
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধির কতিপয় অধ্যায় ও অন্য অন্য বিষয়	॥০
বৈদান্তিক ডাক্‌ট্রিন্স বিণ্ডিকেটেড্	।৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক	৷০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।৵০
কঠোপনিষৎ	৵০

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

আগামী ২ ভাদ্র রবিবার প্রাতে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৭৩ শকের আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসীয় আয় ব্যয় বিবরণ

আয়

ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক বিক্রয়	৬
দান প্রাপ্ত	৭৬॥৵১৫
গত মাসের স্থিত	৪৮৩॥৶০
	৫৬৬। ১৫

ব্যয়

সমাজের আলোক জন্য তৈলাদির ব্যয়	১৭॥৶১৫
কর্ম্মচারি গণের বেতন	৪২৸০
পুস্তক বন্ধন	৩॥০
অনিরূপিত	২৸৶০
	৬৩৸৵১৫

স্থিত টাকার বিবরণ

নগদ	৫০২।৵০

তদতিরিক্ত ১ খণ্ড কম্পানির কাগজ ৫০০

দান প্রাপ্তির বিবরণ

শ্রীরাজনারায়ণ বসু	১
শ্রীজগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায়	১
শ্রীরামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৫০
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
দানাধারে প্রাপ্ত	২৩॥৵১৫
	৭৬॥৵১৫

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ১ ভাদ্র [illegible] ১৭০৮। কলিকাতা [illegible]

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য দ্বাদশানুবাকে দ্বিতীয়ং সূক্তং

পরাশরঋষিঃ বিরাট্ছন্দঃ
অগ্নির্দেবতা

৭৫১

১ রয়ির্ন চিত্রা সূরোন সংদৃগায়ুর্ন প্রাণোনিত্যোন সূনুঃ। তক্বান ভূর্ণির্বনা সিষক্তি পয়োন ধেনুঃ শুচির্বিভাবা।

১ 'রয়িঃ' ধনং 'ন' ইব 'চিত্রা' বিচিত্ররূপঃ 'সূরঃ' সূর্য্যঃ 'ন' ইব 'সংদৃক্' সংদ্রষ্টা সর্ব্বেষাং বস্তূনাং দর্শয়িতা 'আয়ুঃ' 'ন' ইব প্রাণঃ' প্রিয়তমঃ 'নিত্যঃ' ধ্রুবঃ 'সূনুঃ' পুত্রঃ 'ন' ইব প্রিয়কারী যথা ঔরসঃ পুত্রঃ পিতুর্হিতমেবাচরতি তদ্বদয়মপি হিতস্য স্বর্গস্য প্রাপয়িতা 'তক্বা' গতিমান্ অশ্বঃ 'ন' ইব 'ভূর্ণিঃ' ভর্ত্তা যথা অশ্বউপর্য্যারূঢ়ং পুরুষং বিভর্ত্তি ধারয়তি তদ্বদয়মপীত্যর্থঃ 'পয়ঃ' 'ন' ইব 'ধেনুঃ' প্রীণয়িতা 'শুচিঃ' দীপ্তঃ 'বিভাবা' বিশিষ্টপ্রকাশযুক্তঃ এবম্ভূতবিশিষ্টোঽগ্নিঃ 'বনা' বনানি 'সিষক্তি' দগ্ধুং সমবৈতি।

১ ধনের ন্যায় বিচিত্র, সূর্য্যের ন্যায় দর্শয়িতা, প্রাণের ন্যায় প্রিয়তম, পুত্রের ন্যায় হিতকারী, অশ্বের ন্যায় ধারয়িতা, জলের ন্যায় তৃপ্তিকারক, প্রদীপ্ত, বিশিষ্ট প্রকাশবান, অবিনাশি অগ্নি বন সকল দগ্ধ করেন।

৭৫২

২ দাধার ক্ষেমমোকোন রণ্বোযবোন পক্বোজেতা জনানাং। ঋষির্ন স্তুভ্বা বিক্ষু প্রশস্তোবাজী ন প্রীতোবয়োদধাতি।

২ অয়মগ্নিঃ 'ক্ষেমং' লব্ধস্য ধনস্য রক্ষণং 'দাধার' ধারয়তি স্তোতৃভ্যোদত্তস্য ধনস্য রক্ষণং কর্ত্তুং শক্নোতীতি ভাবঃ। 'ওকঃ' নিবাসস্থানং গৃহং 'ন' ইব 'রণ্বঃ' রমণীয়ঃ 'যবঃ' 'ন' ইব 'পক্বঃ' যথা পক্বোযব উপভোগযোগ্যোভবতি তদ্বদগ্নিরপি পাকাদিকার্য্য হেতুত্বাদুপভোগ্যইত্যর্থঃ। 'জনানাং' শত্রুজনানাং 'জেতা' অভিভবিতা 'ঋষিঃ' 'ন' ইব 'স্তুভ্বা' দেবানাং স্তোতা 'বিক্ষু' যজমানলক্ষণেষু মনুষ্যেষু 'প্রশস্তঃ' প্রখ্যাতঃ 'বাজী' অশ্বঃ 'ন' ইব 'প্রীতঃ' হর্ষযুক্তঃ যথাশ্বোহর্ষযুক্তোযুদ্ধাভিমুখং গচ্ছতি তদ্বদয়মপি দেবানাং হবির্বহনে হর্ষযুক্তোভবতি এবম্ভূতোঽগ্নিঃ 'বয়ঃ' অন্নং অস্মভ্যং 'দধাতি' দদাতিত্যর্থঃ।

২ এই অগ্নি যজমানের লব্ধ ধনের রক্ষক হয়েন, ইনি আবাসের ন্যায় রমণীয়, পক্ব যবের ন্যায় উপভোগ্য, শত্রুদিগের জেতা, ঋষির ন্যায় দেবতাদিগের স্তুতিকারী, যজ-

মানদিগের নিকট বিখ্যাত, যুদ্ধাভিমুখ গমনে অশ্বের ন্যায় হর্ষযুক্ত। ইনি আমারদিগকে ধন দান করুন।

৭৫৩

৩ দুরোকশোচিঃ ক্রতুর্ন নিত্যো জায়েব যোনাবরং বিশ্বস্মৈ। চিত্রো যদভ্রাট্ শ্বেতো ন বিক্ষু রথো ন রুক্মী ত্বেষঃ সমৎসু।

৩ 'দুরোকশোচিঃ' দুঃপ্রাপতেজাঃ 'ক্রতুঃ' কর্ম্মণাং কর্ত্তা 'ন' ইব 'নিত্যঃ' ধ্রুবঃ যথা সঃ কর্ম্মসু ধ্রুবোঽপ্রমত্তঃ সন্ জাগর্ত্তি তদ্বদয়মপ্যগ্নিঃ কর্ম্মসু রক্ষণায় দহনে ধ্রুবো জাগর্ত্তীত্যর্থঃ 'যোনৌ' গৃহে বর্ত্তমানা 'জায়া ইব' অগ্নিহোত্রাদিগৃহে বর্ত্তমানোঽগ্নিঃ 'বিশ্বস্মৈ' সর্ব্বস্মৈ যষ্টৃজনায় 'অরং' অলং ভূষণং ভবতি যথা জায়য়া গৃহমলঙ্কৃতং ভবতি তদ্বদগ্নিনা যজ্ঞগৃহমপ্যলঙ্কৃতং সদৃশ্যত ইত্যর্থঃ 'চিত্রঃ' বিচিত্রদীপ্তিঃ 'যৎ' যদা অয়মগ্নিঃ 'অভ্রাট্' ভ্রাজতে তদানীং 'শ্বেতঃ' শুভ্রবর্ণ আদিত্যঃ 'ন' ইব ভবতি রাত্রৌ অহনি সূর্য্য ইব অগ্নিঃ প্রকাশকো ভবতি। 'বিক্ষু' প্রজাসু 'রথঃ' 'ন' ইব 'রুক্মী' সুবর্ণবদ্রোচমানঃ দীপ্তিযুক্তঃ 'সমৎসু' সংগ্রামেষু 'ত্বেষঃ' দীপ্তঃ এবম্ভূতোঽগ্নির্যদভ্রাড়িতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ।

৩ এই অগ্নি অসহ্য তেজ বিশিষ্ট, কর্ম্ম কর্ত্তার ন্যায় প্রমাদ-শূন্য, এবং গৃহস্থিত জায়ার ন্যায় যজমান সকলের যজ্ঞগৃহ অলঙ্কৃত করেন। বিচিত্র দীপ্তিমান্ প্রজাদিগের নিকট সুবর্ণ রথের ন্যায় প্রকাশমান এবং সংগ্রামেতে প্রদীপ্ত এই অগ্নি যখন দীপ্তি পায়েন, তখন শুভ্রবর্ণ আদিত্যের ন্যায় প্রকাশক হয়েন।

৭৫৪

৪ সেনেব সৃষ্টামং দধাত্যস্তুর্ন দিদ্যুত্ত্বেষপ্রতীকা। যমো হ জাতো যমো জনিত্বং জারঃ কনীনাং পতির্জনীনাং।

৪ 'সৃষ্টা' প্রেরিতা 'সেনেব' স্বামিনা সহ বর্ত্তমানা ভটসংহতিরিবায়মগ্নিঃ 'অমং' শত্রূণাং ভয়ং 'দধাতি' বিদধাতি করোতীত্যর্থঃ 'অস্তুঃ' ক্ষেপ্তুঃ সম্বন্ধিনী 'ত্বেষপ্রতীকা' দীপ্তমুখা 'দিদ্যুৎ' ইষুঃ 'ন' ইব সা যথা ভীষয়তে তদ্বদগ্নিরপি রাক্ষসাদীন্ ভীষয়ত ইত্যর্থঃ। যঃ 'জাতঃ' উৎপন্নো ভূতসংঘঃ সঃ 'যমঃ' যচ্চ 'জনিত্বং' জনয়িতব্যমুৎপৎস্যমানং ভূতজাতং তদপি 'যমঃ' অগ্নিঃ 'হ' এব সর্ব্বেষাং ভাবানামাহুতিদ্বারাঽগ্ন্যধীনত্বাৎ 'কনীনাং' কন্যকানাং 'জারঃ' জরয়িতা যতো বিবাহসময়ে অগ্নৌ লাজাদিদ্রব্যেণ হোমে সতি তাসাং কন্যাত্বং নিবর্ত্ততে তথা 'জনীনাং' জায়ানাং কৃতবিবাহানাং 'পতিঃ' ভর্ত্তা।

৪ এই অগ্নি প্রেরিত সেনার ন্যায় শত্রুদিগের ভয়দাতা এবং বাণক্ষেপকের প্রদীপ্ত বাণের ন্যায় রাক্ষসাদি সকলের ভীষয়িতা হয়েন। জাত বস্তু এবং জনিষ্যমাণ বস্তু সকলই অগ্নি স্বরূপ। বিবাহ সময়ে এই অগ্নি হুত হইয়া কন্যাদিগকে কন্যা ভাব হইতে নিবৃত্ত করেন এবং জায়াদিগের পতি হয়েন।

৫ তং বশ্চরাথা বয়ং বসত্যাস্তং ন গাবো নক্ষন্ত ইদ্ধং। সিন্ধুর্ন ক্ষোদঃ প্র নীচীরৈনোন্নবন্ত গাবঃ স্বর্দৃশীকে ।১।৫।১০।

৫ হে অগ্নে 'বয়ং' 'ইদ্ধং' প্রদীপ্তং 'তং' ইতি ব্যত্যয়েন বহুবচনং ত্বাং 'চরাথা' চরথয়া পশুপ্রভবহৃদয়াদিসাধনয়া আহুত্যা 'বসত্যা' পুরোডাশাদ্যাহুত্যা চ 'নক্ষন্ত' ব্যাপ্নুয়াম যথা 'গাবঃ' 'অস্তং' গৃহং ব্যাপ্নুবন্তি তদ্বৎ। অয়মগ্নিঃ 'সিন্ধুঃ' স্যন্দনশীলং 'ক্ষোদঃ' উদকং 'ন' ইব 'নীচীঃ' নিত্যরাজকতীরিতরতউদাত্তজ্বালাঃ 'প্র ঐনোৎ' প্রেরয়তি। 'স্বঃ' নভসি বর্ত্তমানে 'দৃশীকে' দর্শনীয়ে অগ্নৌ 'গাবঃ' গমনস্বভাবা রশ্ময়ঃ 'নবন্ত' সঙ্গচ্ছন্তে।১।৫।১০।

৫ হে অগ্নি আমরা প্রদীপ্ত সেই তোমাকে পশু হৃদয়ের আহুতি দ্বারা এবং পুরোডাশের আহুতি দ্বারা প্রাপ্ত হই, যেমন গো সকল সূর্য্যাস্ত সময়ে গৃহ প্রাপ্ত হয়। এই অগ্নি বেগবান জলের ন্যায় ইতস্ততঃ গমনশীল জ্বালা সকল প্রেরণ করেন। নভস্থিত দর্শনীয় অগ্নিতে গমন স্বভাব কিরণ সকল সঙ্গত হয়।১।৫।১০।

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

নানা প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের সমবেত কার্য্য

৯৭ সংখ্যক পত্রিকার ৭১ পৃষ্ঠের পর

পরমেশ্বর যে নিয়ম পালনের যে প্রকার ফল বিধান করিয়াছেন, এবং যে নিয়ম লঙ্ঘনের যে প্রকার শাস্তি নিয়োজন করিয়াছেন, কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হইতে পারে না। কিন্তু সংসারে দুই,তিন বা অধিক নিয়ম পরস্পর সহকারি বা বিরুদ্ধকারি হইয়া এক এক কার্য্যের উৎপত্তি করে, এই নিমিত্ত কোন্ নিয়মের কি ফল ও কোন্ কারণের কি কার্য্য তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। তাহা নিরূপণ করিতে না পারাতেই লোকে নানা প্রকার অমূলক কারণ কল্পনা করিয়া থাকে।

নানা প্রকার প্রাকৃতিক নিয়ম পরস্পর সমবেত হইয়া কার্য্য করিলে যেরূপ ফলোৎপত্তি হয়, তাহার কয়েক টা উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

কাম বুভুক্ষাদির বশবর্ত্তি হইয়া নানা প্রকার অহিতাচরণ পূর্ব্বক সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিলে শারীরিক অসুস্থতা হয়। এস্থলে যদিও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতেই রোগ জন্মে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রথমে ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হওয়াতেই আনুষঙ্গিক শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হইয়া উঠে।

যদি কেহ ব্যয়-কুণ্ঠ হইয়া দুর্গন্ধময় কদর্য্য স্থানে বাস ও অহিতকর দ্রব্য ভক্ষণ করে, তবে তাহার শরীর অস্বস্থ ও মন নিস্তেজ হয়। এস্থলে যদিও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন ইহার মুখ্য কারণ, কিন্তু তাহায় অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তির অত্যন্ত প্রবলতা হওয়াতেই শারীরিক নিয়ম পালনের ব্যাঘাত জন্মে।

সুনিপুণ নাবিকের সুনির্ম্মিত দৃঢ় নৌকা ভাড়া করিলে অধিক ভাড়া লাগিবে, এই ভয়ে যে কৃপণ ব্যক্তি কোন অনিপুণ নাবিকের পুরাতন জীর্ণ নৌকায় আরোহণ করে, তাহার জলমগ্ন হইয়া প্রাণ বিয়োগ হইবার সম্ভাবনা। যদিও ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে এপ্রকার দুর্ঘটনা ঘটে, কিন্তু অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তির প্রবলতা ইহার মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বাস্তবিক, এই প্রকার ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। এবৎসর ১৭ ও ১৮ আষাঢ়ে হাটখোলার ঘাটের নিকট দুই খানা পান্সি জলমগ্ন হইয়া অনেক ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ হয়। ঐ দুই দিন বায়ু অত্যন্ত প্রবল ছিল,তথাপি তাঁহারা ক্ষুদ্র নৌকা আরোহণ করিয়া কলিকাতায় কর্ম্ম-স্থানে আগমন করিতেছিলেন। ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন তাঁহাদের প্রাণ নাশের মুখ্য কারণ বটে, কিন্তু অসাবধানতা, অবিবেচনা, ও অর্জ্জনস্পৃহার অত্যন্ত প্রবলতা এই তিন দোষ বা ইহার মধ্যে কোন না কোন দোষ ঘটনা হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন না হইলে ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন হইত না।

পূর্ব্বে, সামাজিক নিয়মের যে প্রকার বিবরণ করা গিয়াছে, তদনুসারে অনেকে ঐক্য হইয়া কার্য্য বিশেষে কোন প্রধান ব্যক্তির বশবর্ত্তি হইয়া চলিলে বিস্তর উপকার দর্শে। কিন্তু যে ব্যক্তি তৎকার্য্য সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ে সুশিক্ষিত এবং তৎপ্রতিপালনে সম্যক রূপে সমর্থ, তাহাকেই নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। এ নিয়মের অন্যথা হইলে উপকার দূরে থাকুক, অপকার সম্ভাবনা। যৎকালে ফরাশিশদিগের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ হয়, তখন কতকগুলি ইংলণ্ডদেশীয় রণতরি যুদ্ধ সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি লইয়া বালটিক সাগরে গমন করিয়াছিল। ইংলণ্ডে প্রতিগমন কালে দুই তিন দিন পর্য্যন্ত অত্যন্ত কুজ্ঝটিকা হওয়াতে কখন্ কোন্ জাহাজ কোন্ স্থান দিয়া চলিতেছে, তাহা উত্তমরূপে নিরূপিত হইল না। ইহাতে শঙ্কিত হইয়া কোন কোন পোতাধ্যক্ষ এই প্রকার প্রস্তাব করিলেন, যে রাত্রে নৌকা চালনা না করিয়া কেবল দিবসে চালনা করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু পোতাধিপতি স্বীয় স্ত্রী পরিবারে অত্যন্ত আ-

সক্ত ছিলেন, এ নিমিত্ত শীঘ্র গৃহে গমন করিয়া তাহারদের সহিত একত্র হইয়া য়িশুখ্রীষ্টের জন্মোৎসব সম্পাদন করণার্থ ব্যগ্র ও প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া দিবারাত্র সমভাবে জাহাজ চালাইতে অনুমতি করিলেন। যে দিন এই আদেশ দিলেন, সেই দিন রাত্রেই সমুদায় জাহাজ ওলন্দাজদিগের দেশের নিকট এক চড়ায় গিয়া লাগিল। ছুইখান জাহাজ এক কালে চূর্ণ হইয়া গেল, এবং তত্রস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যু মুখে পতিত হইল। আর এক খান গিয়া সমুদ্র তটে লগ্ন হইল; সে জাহাজের মাল্লারা যদিও মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইল, কিন্তু শত্রুর হস্তে পতিত হইয়া কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ ছিল। যদিও ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘনই এই বিপদ ঘটনার মুখ্য কারণ, কিন্তু পোতাধিপতির নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির প্রবলতা হইতেই ইহার সূত্রপাত হয়। যদি তাঁহার আসঙ্গলিপ্সার ন্যায় উপচিকীর্ষা, ন্যায়পরতা ও বুদ্ধিবৃত্তি বলবতী থাকিত, এবং তাঁহার এ প্রকার বোধ হইত, যে আত্মপরিবারের ইষ্ট চেষ্টা করা যেমন আবশ্যক, আপন অধীনস্থ পোতস্থ ব্যক্তিদিগের মঙ্গল চেষ্টা করাও সেইরূপ কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ যদি তাঁহার এরূপ বোধ হইত, যে এপ্রকার দুঃসাহসিক কার্য্য করিলে আপনার প্রাণ নাশ হইয়া স্ত্রী পরিবারেরও অশেষ ক্লেশ উপস্থিত হইতে পারে, তবে তিনি এ প্রকার বিরুদ্ধ ব্যবহারে কদাপি প্রবৃত্ত হইতেন না।

এক জন পোতবাহ কুম্ সাহেবকে কহিয়াছিল, যে আমি একবার এক জাহাজের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিলাম; তাহার পোতাধ্যক্ষ অতি উত্তম লোক। তিনি দেশ বিশেষের জল বায়ুর গুণ অবগত ছিলেন, এবং ঝটিকার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া জানিতে পারিতেন। এক দিন তিনি ব্যস্ত হইয়া উপরকার মাস্তুল নামাইলেন, পালের দণ্ড নত করিলেন, কামান সকল বন্ধন করিলেন, এবং পোতস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে ছয় প্রহরের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে কহিলেন। এই সমুদায় ব্যাপার সম্পন্ন হইতে না হইতেই ঝটিকা উপস্থিত হইল। জাহাজের লোকেরা সকলেই এ প্রকার সতর্ক ও প্রস্তুত ছিল, যে যখন যে কার্য্য আবশ্যক, তৎক্ষণাৎ তাহা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। ইহাতে সে জাহাজ অনায়াসে বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে চলিল। তাহার সমীপবর্ত্তি আর আর সমুদায় জাহাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল, এবং অনেক খান ভগ্ন ও জল-মগ্নও হইল। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য যে কিপর্য্যন্ত হিতকারক, তাহা এই উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। যাহারা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালন করিলেক, তাহারা প্রবল বায়ু মুখে পতিত হইয়াও রক্ষা পাইল, এবং যাহারা তদ্বিষয়ে অবহেলা করিলেক, তাহারা মৃত্যু-গ্রাসে পতিত বা অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইল।

বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালিত হইয়া পদার্থ-জ্ঞান যত বৃদ্ধি হইবে, ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করা তত সুগম হইয়া আসিবেক। এক্ষণে অনেকানেক বিদ্যা-বিশারদ মহাশয় ব্যক্তি ঝটিকার নিয়ম নিরূপণার্থে যত্নবান্ হইয়াছেন। তাঁহারা তদ্বিষয়ে যত কৃতকার্য্য হইবেন, লোকে ঝটিকা বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালনে তত সমর্থ হইতে থাকিবে। শ্রুত হওয়া গিয়াছে, নবজীলণ্ড-বাসি লোকে ঝড় বৃষ্টির পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া এমন বুঝিতে পারে, যে তাহা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কাপ্তেন ক্রুজ্ সাহেব স্বীয় বয়স্যদিগের সমভিব্যাহারে জল পথে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের নৌকায় নবজীলণ্ড-বাসী এক ব্যক্তি ছিল। এক দিবস সায়ংকালে সেই ব্যক্তি আকাশ মণ্ডলে কিছু মাত্র মেঘ না দেখিয়াও কহিলেক, কল্য অত্যন্ত বৃষ্টি হইবেক। বাস্তবিক, পর দিবস প্রাতঃকালে ঘোরতর জলবর্ষণ হইয়া তাহার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পন্ন হইল।

ঝটিকা বিষয়ক নিয়ম সুন্দর রূপে নিরূপিত হইলে পরে, কি প্রকারে তাহার উৎপত্তি হয় ও তদ্দ্বারা কি উপকারই বা

হার অলক্ষিত ঝটিকাদি বিষয়ক নিয়মানুযায়ী অন্য ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাঁহার সে আশা ভঙ্গ করে। কিন্তু বাণিজ্যসম্বন্ধীয় নিয়ম ও ঝটিকা সম্বন্ধীয় নিয়ম উভয়ই পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত, এবং উভয়ই স্বতন্ত্র থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট প্রণালী ক্রমে কার্য্য করিতেছে। আমরা সেই সমুদায় নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে না পারাতে দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

যেমন অলক্ষিত কারণান্তর দ্বারা লক্ষিত কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, সেইরূপ কখন কখন সুবিধাও হইয়া থাকে। যদি কোন বণিক্ দূর দেশে কোন পণ্য দ্রব্য প্রেরণ করে, আর সেই সময়ে সে দেশে তাহার মূল্য একেবারে চতুর্গুণ বৃদ্ধি হয়, তবে সেই বণিকের আশাতীত অর্থলাভ হয়। লোকে এপ্রকার ঘটনাকে সুগ্রহ, শুভাদৃষ্ট, দৈবানুগ্রহ, ঈশ্বরানুগ্রহ প্রভৃতি বলিয়া থাকে, কিন্তু এ ঘটনার পূর্ব্বেও বণিকের শুভাদৃষ্ট নিরূপিত ছিল না, এবং ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ বশতও ইহা ঘটে নাই। তিনি যে সকল সাধারণ নিয়ম সংস্থাপন করিয়া সকলের প্রতি সমান দয়া প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, তদনুসারেই সকল প্রকার শুভাশুভ ফল উৎপন্ন হয়।

সমুদায় কার্য্যই নির্দ্দিষ্ট কারণ দ্বারা সম্পন্ন হয়, এবং যে কারণের যে কার্য্য তাহা অবশ্যই ঘটে। তবে সংসারে নানা প্রকার কারণ মিলিত হইয়া এক এক কার্য্যের উৎপত্তি করে, ইহাতেই সকল সময়ে সকল কারণের সমান কার্য্য প্রত্যক্ষ হয় না। যদি দুই ব্যক্তি সমান পরিমাণে গুরু-পাক দ্রব্য ভক্ষণ করে, আর তাহাতে এক ব্যক্তির উদরাময় জন্মে, এবং অন্য ব্যক্তির শারীরিক সুস্থতা ও পুষ্টি বর্দ্ধন হয়, তবে যে সেই দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব ধারণ করে এমত নহে, মানব দেহের সহিত তাহার যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, কিছুতেই তাহার অন্যথা হয় না। ব্যক্তি বিশেষের পরিপাক-শক্তির তারতম্যানুসারে তাহার কার্য্যের ভিন্নতা হইয়া থাকে।

কোন কারণ অতিক্রম বা কোন নিয়ম স্থগিত করাও যায় না। মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তু ভূতলে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেই সাধারণ নিয়মের অনুগত থাকাতে মানব দেহও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে পারে না। কিন্তু মনুষ্য বেলুন যন্ত্র সহকারে ঊর্দ্ধগামী হইতে পারেন বলিয়া লোকে জ্ঞান করিতে পারে, যে তিনি পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া যান; বস্তুতঃ আকর্ষণ অতিক্রম করা দূরে থাকুক, ইহা আকর্ষণ শক্তিরই কার্য্য। যেমন শোলা তৈল জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়া দিলেও ভাসিয়া উঠে, সেইরূপ বেলুন যন্ত্র বায়ুর মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধ গামী হয়। পৃথিবী বায়ুকেও যেমন আকর্ষণ করে, বেলুন যন্ত্রকেও তেমনি আকর্ষণ করে। কিন্তু বেলুন যন্ত্রে যে গ্যাস থাকে, তাহা এরূপ লঘু, যে সমুদায় বেলুন তাহার আয়তন-প্রমাণ বায়ু রাশি অপেক্ষায় লঘুতর হইয়া ঊর্দ্ধ গামী হয়। অতএব এস্থলে পৃথিবীর আকর্ষণ-ক্রিয়ার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে না। স্কট্লণ্ডের অন্তঃপাতি গ্লাস্গো নগরে একবার জ্বররোগ প্রবল হইয়া অত্যন্ত মরক উপস্থিত হয়। তথাকার ধনি, নির্দ্ধন, ভদ্র, অভদ্র প্রায় সকল পরিবারেই ঐ রোগ প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তথাকার কারাগারের এক ব্যক্তিও তদ্দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই। ইহাতে লোকে মনে করিতে পারে, যে কারাগারের অধ্যক্ষেরা শারীরিক নিয়ম অতিক্রম করিবার কোন সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম করা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। বায়ুর সহিত অহিতকর দুষ্ট বাস্প মিশ্রিত থাকিলে জ্বর রোগ প্রচার হয়, এবং যাহারদের শরীর দুর্ব্বল ও নিস্তেজ তাহারা তদ্দ্বারা আশু আক্রান্ত হয়। এই নিয়ম অবগত থাকাতে কারাগারের অধ্যক্ষেরা তথায় উত্তম রূপ বায়ু সঞ্চারের ও পরিষ্কারের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন, এবং কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে যথোচিত আহার-দ্রব্য প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতেই তথায় মরক উপস্থিত

দর্শে, তাহা সবিশেষ অবগত হওয়া যাইবেক। কিন্তু যে সকল ভৌতিক নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে তাহা প্রতিপালন করিয়া চলিতে পারিলেও, এক্ষণে ঝটিকা-সম্ভাবিত অনেক অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারে। কত শত নৌকা পুরাতন ও জীর্ণ এবং অনভিজ্ঞ নাবিকদিগের দ্বারা চালিত হওয়াতে ভগ্ন ও জল মগ্ন হয়। অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তির প্রবলতা ও বুদ্ধিবৃত্তির হীনতাই ইহার মূল কারণ।

সংসারে একেবারে কত শত কার্য্য-কারণ-প্রণালী চলিতেছে, তাহা কে গণনা করিতে পারে? যে কারণের যে কার্য্য তাহা অবশ্যই ঘটে. কিন্তু অন্য কারণ উপস্থিত হইয়া সে কার্য্যের সুবিধা করিতে বা ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে। লোকে সমুদায় কার্য্যের সমুদায় কারণ নিরূপণে অসমর্থতা বশতঃ শুভাদৃষ্ট, দুরদৃষ্ট, দৈবানুগ্রহ, দৈব-বিড়ম্বনা প্রভৃতি কতক গুলি শব্দ লইয়া মহা গোলযোগ করিয়া থাকে। যদি কোন নৌকা যথা নিয়মে চালিত না হওয়াতে জল-মগ্ন হয়, আর নৌকারূঢ় ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ সন্তরণ দ্বারা রক্ষা পায়, এবং অবশিষ্ট সকলে উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া নদীতে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, তবে লোকে এই প্রকার জ্ঞান করে, যে যাহারা উত্তীর্ণ হইল, পরমেশ্বর বিশিষ্ট রূপে প্রসন্ন হইয়া তাহারদিগকে রক্ষা করিলেন, এবং যাহারা জলমগ্ন হইয়া নষ্ট হইল, পরমেশ্বর তাহারদিগকে বিড়ম্বনা করিয়া নষ্ট করিলেন। এরূপ বিবেচনা নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক। পরমেশ্বর যে স্বয়ং সময় বিশেষে কাহারও প্রতি প্রসন্ন ও কাহারও প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া কোন শুভাশুভ ফলের উৎপত্তি করেন, ইহা যুক্তি-সিদ্ধ নহে। সকল কার্য্যই নির্দ্দিষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত সাধারণ নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে। ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে নৌকা জল-মগ্ন হয়, সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক অনিপুণ নাবিকের নৌকায় আরোহণ করিলে সঙ্কটে পতিত হইতে হয়, জগদীশ্বর জলের সহিত মানব-দেহের যেরূপ সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন, তদনুসারে সন্তরণ করিতে না পারিলে নদী বা সমুদ্র-গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয়, এবং তদ্বিষয়ে সমর্থ হইলে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। ইহার সমুদায় ব্যাপারই পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এ ঘটনার পূর্ব্বে কাহারও শুভাদৃষ্ট বা দুরদৃষ্ট নিরূপিত থাকে না, এবং পরমেশ্বরের অনুগ্রহ বা নিগ্রহও ইহার কারণ নহে।

আমরা কার্য্য কারণ বিবেচনা পূর্ব্বক যে সঙ্কল্প করিয়া কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, অন্য কারণ উপস্থিত হইয়া তৎসাধনের ব্যতিক্রম ঘটিলেই তাহাকে দৈব ঘটনা কহিয়া থাকি। যদি কোন বণিক নৌকা করিয়া দুর দেশে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করেন, আর পথ মধ্যে প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইয়া তাহা জল-মগ্ন হয়, তবে লোকে ইহাকে কুগ্রহ, দুরদৃষ্ট ও পরমেশ্বরের বিড়ম্বনার কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করে। কিন্তু বাস্তবিক, ইহা পূর্ব্ব দুরদৃষ্টের ফলও নহে এবং পরমেশ্বরের বিড়ম্বনার কার্য্যও নহে। সুগ্রহ কুগ্রহ এ দুই শব্দের অর্থ নিতান্ত অলীক*। সমুদায় ব্যাপারই জগদীশ্বরের সাধারণ নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে। বণিক্ আপন পণ্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়াদি বিষয় কার্য্য কারণ বিবেচনা পূর্ব্বক অর্থলাভ প্রত্যাশায় প্রত্যাশাপন্ন থাকে, তাঁ-

* মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহ সকল প্রস্তরাদির ন্যায় জড় পদার্থময়। বুদ্ধিমান্ জীবের ন্যায় তাহারদের সঙ্কল্প বিকল্প, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, অনুগ্রহ নিগ্রহ থাকা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। আর যদি তাহারদের এই সকল গুণ থাকিত, তাহা হইলেও মর্ত্ত্য লোকস্থ মনুষ্যদিগের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ? পরমেশ্বর যে সমুদায় নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তদনুসারে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়। তিনি গ্রহদিগকে এমন কোন শক্তি দেন নাই, যে তাহারা মনুষ্যের সাংসারিক শুভাশুভ সংঘটন করিতে পারে। গ্রহের তুষ্টি রুষ্টিতে লোকের সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয়, একথা সদ্বিদ্যাশালি বিজ্ঞ লোকদিগের নিকট কহিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

হইতে পারে নাই। অতএব, শারীরিক নিয়ম অতিক্রম করা দূরে থাকুক,তাহা প্রতিপালিত হওয়াতেই কারারুদ্ধ ব্যক্তিরা মারীভয় হইতে নিস্তীর্ণ হইয়াছিল।

ফলতঃ পরমেশ্বর যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন,—যে সকল অখণ্ড্য আজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করা যায় ও তাহা অতিক্রম করিলে সুখ লাভ হয় এ প্রকার জ্ঞান করাও নিতান্ত অজ্ঞানের কার্য্য। তিনি যে বিষয়ে যে নিয়ম করিয়াছেন তাহা অতিক্রম করিবার উপায় নাই, এবং যে কার্য্যের যে ফল বিধান করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিবারও সম্ভাবনা নাই।

পদার্থ বিদ্যা

জড় ও জড়ের গুণ

২৭ সংখ্যক পত্রিকার ৮২ পৃষ্ঠার পর।

যোগাকর্ষণ

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, সমুদায় জড় বস্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর সমষ্টি। যে শক্তি দ্বারা সেই সকল পরমাণু একত্র সংযুক্ত হইয়া থাকে তাহার নাম যোগাকর্ষণ।

এই যোগাকর্ষণ না থাকিলে, কি বৃক্ষ, কি অট্টালিকা, কি পর্ব্বত, কি সূর্য্য, কি চন্দ্র সমুদায়ই কেবল কতক গুলি অসম্বদ্ধ অণুরাশি হইয়া থাকিত। পুষ্পোদ্যানের রমণীয় শোভা, রূপবান্ মনুষ্যের মনোহর কান্তি, জ্যোতির্ম্ময় গগণ মণ্ডলের আশ্চর্য্য সুদৃশ্যতা এ সমুদায়ের কিছুই থাকিত না।

যখন পরমাণু সকল পরস্পর এত নিকটে আইসে, যে বোধ হয়, তাহারা পরস্পর স্পর্শ করিতেছে, তখন এই আকর্ষণ শক্তি দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হয়; কারণ যোগাকর্ষণ-শক্তি দূর ব্যাপী নহে।

দুই খান অতি মসৃণ সুনির্ম্মল কাচ উপরে উপরে রাখিয়া যদি উত্তম রূপে চাপা যায়, তবে তাহারদিগকে পুনর্ব্বার পৃথক্ করিতে কিঞ্চিৎ শক্তি আবশ্যক করে। আর যদি তাহারদের মধ্যে কিঞ্চিৎ তৈল লেপন করা যায়,তবে তদপেক্ষায়ও অধিক শক্তি না দিলে খুলিতে পারা যায় না। যাহারা পরকলা প্রভৃতি প্রস্তুত করে,তাহারদের কার্য্যস্থানে মধ্যে মধ্যে এ বিষয়ের বিলক্ষণ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহারা পরকলা সমুদায় সুন্দর রূপে পরিষ্কার করিয়া উপরে উপরে রাখিয়া দেয়। তাহাতে সেই সকল পরকলা পরস্পর এ প্রকার সংযুক্ত হইয়া যায়, যে ভগ্ন করিয়া না ফেলিলে আর তাহারদিগকে পৃথক্ করা যায় না। কখন কখন দুই তিন খান এ প্রকার লিপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে, যে তাহারদিগকে কাটিয়া পুনর্ব্বার পরিষ্কার করিতে হইয়াছে।

যদি এক খান রবর কর্ত্তন করিয়া দুই খণ্ড করা যায়, এবং সেই দুই খণ্ড যে যে দিকে কর্ত্তিত হয়, সেই সেই দিক অবিলম্বে একত্র করিয়া চাপা যায়,তবে তাহারা পুনর্ব্বার সংযুক্ত হয়।

পরমাণু সকল পরস্পর স্পর্শ করিলে যোগাকর্ষণ গুণে সংযুক্ত হয়, কিন্তু মেজের উপরে পুস্তক রাখিলে উভয়ে লিপ্ত হইয়া যায় না; তাহার কারণ, মেজের উপরি ভাগ ও পুস্তকের পৃষ্ঠদেশ দেখিতে সমান ও মসৃণ বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই উভয় দ্রব্যই যে কর্কশ, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দৃষ্টি করিলেই তাহা স্পষ্ট জানা যায়। পুস্তকের এত অল্প পরমাণু মেজ স্পর্শ করে, যে তাহাতে মেজের সহিত পুস্তকের কখনই সংযোগ হইতে পারে না। এইরূপ, যে সকল কঠিন দ্রব্য পরস্পর স্পর্শ করিয়াও সম্পূর্ণ সংযুক্ত না হয়, তৎ সমুদায়ই অতি কর্কশ; অতএব এক দ্রব্যের অধিক পরমাণু অন্য দ্রব্য স্পর্শ করিতে পারে না। বালুকা,বারুদ,চূর্ণাদির কণা সকল এক এক স্থানে রাশীকৃত হইয়া থাকিলেও যে পরস্পর সংযুক্ত না হয়,তাহারও এই কারণ।

সকল বস্তুর যোগাকর্ষণ সমান নহে; কোন দ্রব্যের অধিক, কোন দ্রব্যের বা অপেক্ষাকৃত অল্প। অন্যান্য অনেক দ্রব্য অপেক্ষায় ধাতুর যোগাকর্ষণ প্রবল, কিন্তু সকল ধাতুর সমান নহে। যেমন রৌপ্য

অপেক্ষায় স্বর্ণের পরমাণু সকলের যোগাকর্ষণ অধিক প্রবল।

কঠিন দ্রব্য অপেক্ষায় দ্রব দ্রব্যের যোগাকর্ষণ অল্প, এবং বায়ু ও বায়ুবৎ দ্রব্যের যোগাকর্ষণ তাহার অপেক্ষায়ও অল্প। লৌহের এক যবোদর স্থূল তারে ৬।।০ মন ভার ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া পড়ে না, অর্থাৎ তাহার পরমাণু সকল পরস্পর পৃথক্ হইয়া যায় না। জল-বিন্দু সকল অতি অল্প আয়াসেই পৃথক্ করা যায়, এবং বায়ুর অণু সকল পরস্পর পৃথক করা তদপেক্ষায়ও সুগম। জলমধ্যে অক্লেশে অবগাহন করা যায়, এবং হস্ত ও ব্যজন দ্বারা অনায়াসেই বায়ু সঞ্চালন করা যায়। যদি লৌহ, জল ও বায়ুর যোগাকর্ষণ সমান হইত, তবে এই তিন দ্রব্যকে ভেদ বা ছেদ করিতে সমান শক্তি আবশ্যক করিত।

কোন কোন পদার্থের যোগাকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু অধিক দূর ব্যাপী নহে; যেমন প্রস্তর, ঢালা লৌহ ইত্যাদি। এসকল দ্রব্য কোন ক্রমেই টানিয়া বাড়ান যায় না, আর ভগ্ন ও ছিন্ন করিতেও বিস্তর শক্তি আবশ্যক করে। অন্যান্য কতক গুলি বস্তুর যোগাকর্ষণ তত প্রবল নহে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অধিক দূর পর্য্যন্ত তাহার কার্য্য দেখা যায়; যেমন রবর, চর্ম্ম, ইত্যাদি। এ সকল দ্রব্য টানিয়া বৃদ্ধি করা যায়, অথচ শীঘ্র ছিঁড়িয়া যায় না।

যদিও কঠিন দ্রব্য অপেক্ষায় দ্রব দ্রব্যের যোগাকর্ষণ অল্প, তথাপি তাহারও কার্য্য সর্ব্বদা দৃষ্টি করা যায়। জল তপ্ত হইলে তাহার অণু সকল পরস্পর দূরবর্ত্তি হইয়া বায়ুর অপেক্ষা লঘু হওয়াতে উপরে উঠে। নীচের অপেক্ষা উপরে অল্প গ্রীষ্ম, এ প্রযুক্ত তথায় সেই সকল অণু পুনর্ব্বার শীতল হইয়া যোগাকর্ষণ দ্বারা পরস্পর আকৃষ্ট হয়, আকৃষ্ট হইলেই বিন্দু বিন্দু হইয়া ভূতলে পতিত হয়।

কোন্ পাত্র হইতে জল বা কোন আরক ক্রমে ক্রমে ঢালিলে তাহার অণু সকল বালুকা-কণার ন্যায় অসম্বদ্ধ হইয়া পড়ে না, যোগাকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট থাকিয়া বৃহৎ বৃহৎ বিন্দু হইয়া পতিত হয়।

বৃষ্টি হইলে যদি দুই বিন্দু জল জানালার সাসী দিয়া গড়িয়া পড়ে, আর পড়িতে পড়িতে পরস্পর নিকটবর্ত্তি হয়, তবে তৎক্ষণাৎ একত্র সংযুক্ত হইয়া এক বিন্দু হইয়া যায়। মেজের উপরে এক খান পরকলা সমান ভাবে রাখিয়া তাহার উপর কতক গুলি পারদ বিন্দু ছড়িয়া দিলেও এই রূপ ব্যাপার দৃষ্টি করা যায়। সেই সকল পারদ বিন্দু ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তি হইয়া সংযুক্ত হইতে থাকে।*

যোগাকর্ষণ দ্বারা যেমন কঠিন দ্রব্যের সহিত কঠিন দ্রব্যের এবং দ্রব দ্রব্যের সহিত দ্রব দ্রব্যের সংযোগ হয়, সেইরূপ আবার কঠিন দ্রব্যের সহিত দ্রব দ্রব্যেরও সংযোগ হইয়া থাকে। অঙ্গুলির অগ্রভাগে যে জলবিন্দু লগ্ন হইয়া থাকে, তাহার এই কারণ। অঙ্গুলি কঠিন দ্রব্য, জল দ্রব দ্রব্য; যোগাকর্ষণ দ্বারা জলের পরমাণু সকল অঙ্গুলিতে লিপ্ত হইয়া থাকে।

জানালার সাসীতে জল লাগিলে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু সকল অল্পে অল্পে পতিত হয়। কিন্তু যদি জল বিন্দুর ভার যোগাকর্ষণ শক্তির অপেক্ষা অধিক না হয়, তবে তাহা সাসীতে লগ্ন হইয়া থাকে।

যদি এক খান পরকলা কাষ্ঠ-পীঠের উপরে রাখা যায়, আর এক খান জলের উপরি ভাগে এপ্রকারে স্থাপন করা যায়, যে তাহা জলে মগ্ন না হয়, তবে যে পরকলা খান জলের উপরে থাকে, তাহা তুলিতে অধিক শক্তি আবশ্যক করে। কারণ জলের পরমাণুর সহিত কাচের পরমাণুর অল্প অল্প সংযোগ হয়।

কোন কোন দ্রব দ্রব্যে সূচ মগ্ন করিলে তাহার অগ্র ভাগে সেই দ্রব্যের এক বিন্দু ঝুলিয়া থাকে। কঠিন বস্তু যে জলে বা অন্য কোন দ্রব দ্রব্যে সিক্ত হয়, তাহার কারণ এই, যে দ্রব দ্রব্যের কিঞ্চিদংশ ঐ কঠিন দ্রব্যে লগ্ন হইয়া থাকে। যে স্থলে কঠিন দ্রব্য ও দ্রব দ্রব্যের পরস্পর আকর্ষণ না হয়, সে স্থলে কঠিন দ্রব্য দ্রব দ্রব্যে মগ্ন হইবার পূর্ব্বেও যেমন থাকে, পরেও তেমনি

থাকে। পদ্ম পত্রে বৃষ্টি পড়িলে সে জল তাহাতে লিপ্ত হয় না। যদি পারদের মধ্যে কাচ মগ্ন করা যায়,তবে তাহার বিন্দু মাত্রও কাচে লিপ্ত হয় না। মেঘ হইতে জল বর্ষণ না হইয়া যদি পারা বর্ষণ হইত, তবে আমারদের শরীর তাহাতে সিক্ত হইত না।

যে দ্রব দ্রব্য যত তরল ও লঘু, তাহার অণু সকলের পরস্পর যোগাকর্ষণ তত অল্প। ফলতঃ কোন বস্তু যে কঠিন ও কোন বস্তু যে কোমল হয়, এবং কোন দ্রব দ্রব্য ঘন ও কোন দ্রব দ্রব্য তরল হয়, যোগাকর্ষণের তারতম্য তাহার কারণ। বংশ অপেক্ষায় লৌহ-দণ্ডের অণু সকলের যোগাকর্ষণ প্রবল, এই নিমিত্ত লৌহ দণ্ড বংশ অপেক্ষায় কঠিন, এবং জল ও সর্ষপ-তৈল অপেক্ষায় পারদের অণু সকলের যোগাকর্ষণ প্রবল, এই নিমিত্ত জল ও সর্ষপ তৈল পারদ অপেক্ষায় তরল ও লঘু।

দ্রব দ্রব্যের পরমাণু সমুদায় পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া গোলাকার হয়। সেই সকল পরমাণু তাহার কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হয়। যাহার সমুদায় পরমাণু কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হয়, তাহার গোলাকৃতি ভিন্ন অন্য কোন প্রকার আকৃতি হইতে পারে না। দূর্ব্বাদলে যে সকল শিশির-বিন্দু শোভা পায়, কপোল দেশে যে সকল অশ্রু বিন্দু পাত হয়,বাষ্পের অণু সকল মিলিত হইয়া যে কুজ্ঝটিকা-বিন্দু হয়, মেঘের পরমাণু সমুদায় ঘন হইয়া যে সকল জল-বিন্দু হয়, এবং সেই সকল জল-বিন্দু কঠিন হইয়া যে সকল করকা হয়,সমুদায়ই গোলাকার। দুই গোলাকার পারদ-বিন্দু একত্র করিলে তাহা যুক্ত হইয়া এক গোলাকার বিন্দু হয়। অঙ্গুলির অগ্র ভাগে যে জল-বিন্দু লিপ্ত থাকে, এবং তৈলাক্ত বস্তুর উপরে জল ছড়াইয়া দিলে যে বিন্দু বিন্দু হয়, তাহাও গোলাকার। সীসের গুলি নির্ম্মাণ করিবার সময়ে এবিষয়ের এক সুন্দর দৃষ্টান্ত দৃষ্টি করা যায়। ভূমি হইতে প্রায় ১৩০ হাত উপরে এক খান চালনী রাখে, এবং সীসক দ্রব করিয়া তাহার উপর ঢালিয়া দেয়। সীসের ধারা চালনী হইতে নির্গত হইবা মাত্রে অনেক ভাগে বিভক্ত হইয়া গোল গোল হয়। সেই সকল গোল ভূমি তলে না পড়িতে পড়িতে শীতল হইয়া কঠিন হয়।

সূর্য্য ও চন্দ্র গোলাকার, এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সমুদায় গোলাকার। অতএব ইহা অনুমান-সিদ্ধ হয়, যে তাহারা প্রথমে দ্রবময় ছিল, যোগাকর্ষণ গুণ দ্বারা গোলাকার প্রাপ্ত হইয়া পরে কঠিন হইয়াছে।

যোগাকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণ উভয়ের মধ্যে কোন স্থলে যোগাকর্ষণ প্রবল হয়, কোন স্থলে বা মাধ্যাকর্ষণ প্রবল হয়। অট্টালিকার সমুদায় অংশ যোগাকর্ষণ দ্বারা পরস্পর এ প্রকার দৃঢ়রূপে সংযুক্ত থাকে, যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ তাহার প্রত্যেক অংশকে নিয়ত আকর্ষণ করিয়াও কণা মাত্র ভগ্ন করিতে পারে না। যদি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ অট্টালিকার পরমাণু সমুদায়ের যোগাকর্ষণকে পরাভব করিতে পারিত, তবে তাহা চূর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইত। কঠিন দ্রব্যের যোগাকর্ষণ-শক্তি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ অপেক্ষা অল্প হইলে সমুদায় কঠিন দ্রব্যই চূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হইত। কিন্তু দ্রব পদার্থে ইহার বিপরীত ভাব দেখা যায়। তাহার যোগাকর্ষণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ অপেক্ষায় অল্প, অতএব তাহার অণু সকল পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ভূতলে বিস্তৃত হইয়া থাকে। যদি জলের যোগাকর্ষণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ অপেক্ষা প্রবল হইত, তবে জলও প্রস্তরাদির ন্যায় স্তম্ভাকার হইয়া উন্নত থাকিতে পারিত।

কৈশিক আকর্ষণ

ক্ষুদ্র নলের মধ্যে জল উঠিতে দেখা যায়। যদি কোন জল-পূর্ণ পাত্রে একটা সূক্ষ্ম ছিদ্র-বিশিষ্ট নলের একমুখ মগ্ন করিয়া দেওয়া যায়, এবং অন্য মুখ জলের উপরে থাকে, তবে নলের বাহিরের জল যত উচ্চ, তাহার ভিতরের জল তদপেক্ষায় ঊর্দ্ধে উঠে, এবং যে নলের ছিদ্র যত সূক্ষ্ম

তাহার অন্তর্গত জল তত ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। নল যদি কাচ-নির্ম্মিত হয়, এবং মসী দিয়া জলের রঙ করা যায়, তবে কত দূর জল উঠে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ক, খ, গ, ঘ এই চারি নলের জ চিহ্ন পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে যে নলের ছিদ্র যত সূক্ষ্ম, তাহার জল তত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। ক অপেক্ষায় খ চিহ্নিত নলের জল অধিক দূর উঠিয়াছে, গ চিহ্নিত নলের জল তদপেক্ষা ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, এবং ঘ চিহ্নিত নলের জল সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে উঠিয়াছে। ইহা যোগাকর্ষণেরই কার্য্য, কারণ নলের অন্তর্দ্দিক্ ও জলের পরমাণু এই উভয়ের পরস্পর আকর্ষণ দ্বারা জল ঊর্দ্ধগামী হয়। কিন্তু পণ্ডিতেরা এমন স্থলে যোগাকর্ষণের কৈশিক আকর্ষণ নাম রাখিয়াছেন; কারণ যে নলের ছিদ্র কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম, তাহাতে এই আকর্ষণ প্রবল দেখা যায়। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ নলের অন্তর্গত জল-রাশিকে অধোদিকে আকর্ষণ করে, এবং কৈশিক আকর্ষণ তাহাকে ঊর্দ্ধ দিকে আকর্ষণ করে, ইহাতে কৈশিক আকর্ষণ যত ক্ষণ প্রবল থাকে তত ক্ষণ জল ঊর্দ্ধগামী হয়, পরে নলের অন্তর্গত জল ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া যখন এত ভারী হয় যে কৈশিক আকর্ষণ আর তাহাকে তুলিতে পারে না, তখন আর উত্থিত হয় না।

যে দ্রব্যে অনেক ছিদ্র আছে তাহাতে যে জল ও অন্যান্য দ্রব পদার্থ উত্থিত ও ব্যাপ্ত হয়, তাহাও এই কৈশিক আকর্ষণের কার্য্য। তাহার এক একটি ছিদ্রকে এক একটি নল জ্ঞান করিলে একথা সুন্দর রূপ বোধগম্য হয়। যদি জলের উপরে লবণ-পিণ্ড বা শর্করাপিণ্ড এ প্রকারে স্থাপন করা যায়, যে তাহার অধোভাগ মাত্রে জলস্পর্শ হয়, তবে ক্রমে ক্রমে তাহার সমুদায় ভাগে জল প্রবেশ করে। প্রদীপের বর্ত্তি দিয়া শিখা পর্য্যন্ত যে তৈল উত্থিত বা ব্যাপ্ত হয়, তাহাও এই কৈশিক আকর্ষণের কার্য্য। বস্ত্রের কোন প্রান্ত জলে পতিত হইয়া যত খানি মগ্ন হয়, তাহার অপেক্ষায় অধিক ভাগে জল প্রবেশ করে।

যদি এক বাটী জল রাখিয়া তাহার প্রান্তে এক গোছা কার্পাস-সূত্র এ প্রকারে স্থাপন করা যায়, যে তাহার এক দিক্ জলে মগ্ন থাকে, এবং অন্য দিক্ বাহিরে ঝুলিয়া থাকে, তবে ক্রমে ক্রমে সমুদায় সূত্র জল-সিক্ত হয়।

এই কৈশিক আকর্ষণ দ্বারা ভূমি হইতে জল উঠিয়া ঘরের মেজ্যা ও প্রাচীরের অধোভাগ জল-সিক্ত হয়।

যদি দুই খান পরকলা পাশাপাশি করিয়া এ প্রকারে স্থাপন করা যায়, যে পরস্পর প্রায় স্পর্শ হয়, পরে এক জল-পূর্ণ পাত্রে তাহারদের অধোভাগ মগ্ন করা যায়, তবে নলের ন্যায় তাহারদের মধ্যেও জল উঠিতে থাকে, এবং তাহারদিগকে পরস্পর যত নিকটবর্ত্তি করিয়া স্থাপন করা যায়, তাহারদের অন্তর্গত জল তত ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়।

অন্তর্ব্বাহ ও বহির্ব্বাহ

দ্রব দ্রব্যের আর এক আশ্চর্য্য গুণ আছে, অন্তর্ব্বাহ ও বহির্ব্বাহ। এই ক খ চিহ্নিত পাত্র গ পর্য্যন্ত নির্ম্মল জলে পূর্ণ, চ ছ এক টা কাচের নল, তাহাও গ পর্য্যন্ত চিনি বা লবণ-মিশ্রিত জলে পূর্ণ, এবং তাহার তলা এক খান সূক্ষ্ম চর্ম্ম (চ) দ্বারা বদ্ধ। পাত্র ও নল এই প্রকার করিয়া রাখিলে নলের অন্তর্গত দ্রব পদার্থ ছ চিহ্ন পর্য্যন্ত শীঘ্র উত্থিত হয়, কারণ ক খ চিহ্নিত পাত্রের জল ঐ চর্ম্মের ভিতর দিয়া নলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। যে প্রবাহ দ্বারা নলের মধ্যে জল প্রবেশ করে, তাহার নাম অন্তর্ব্বাহ। আর যদি ইহার বিপরীত করা যায়, অর্থাৎ ক খ চিহ্নিত পাত্রে চিনি বা লবণ-মিশ্রিত জল রাখিয়া চ ছ চিহ্নিত নলে নির্ম্মল জল রাখা যায়, তবে নলের সমুদায় জল নির্গত হইয়া ক খ পাত্রে আসিয়া মিশ্রিত হয়। যে প্রবাহ দ্বারা নলের জল বাহিরে আইসে, তাহাকে বহির্ব্বাহ বলে।

এ বিষয়ের নিয়ম এই, যদি দুই প্রকার দ্রব পদার্থের মধ্যে এক প্রকার ভারী এবং আর এক প্রকার তদপেক্ষায় লঘু হয় অথচ একত্র করিলে জল ও তৈলের ন্যায় পৃথক্ পৃথক না থাকিয়া পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যায়, তবে ঐ দুই দ্রব বস্তুকে পরস্পর নিকটবর্ত্তি করিয়া কেবল এক খান সূক্ষ্ম চর্ম্ম বা অন্য কোন বহু-সূক্ষ্ম-ছিদ্র-বিশিষ্ট আবরণ দ্বারা পৃথক্ করিয়া রাখিলে তাহারদের এই প্রকার প্রবাহ জন্মে; অন্তর্ব্বাহ আর বহির্ব্বাহ। তন্মধ্যে প্রায়ই লঘু বস্তু পূর্ব্বোক্ত চর্ম্মাবরণাদির মধ্য দিয়া নির্গত হইয়া গুরু বস্তুর সহিত মিলিত হয়, কিন্তু কখন কখন ইহার অন্যথাও হইয়া থাকে।

রাসায়নিক আকর্ষণ

এ পর্য্যন্ত যে কয়েক প্রকার আকর্ষণের বিষয় বিবরণ করা গেল, তাহার দ্বারা আকৃষ্ট বস্তুর গুণ পরিবর্ত্ত হয় না। যে বস্তুর যে গুণ তাহাই থাকে, তাহার অন্যথা হয় না। জলের সহিত জল ও লবণের সহিত লবণ মিশ্রিত করিলে জল ও লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তাহারদের গুণের কিছু মাত্র অন্যথা হয় না। কিন্তু রাসায়নিক আকর্ষণ নামে এক প্রকার আকর্ষণ আছে, তদ্দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বস্তু পরস্পর আকৃষ্ট ও মিলিত হইয়া একটি নূতন বস্তু হয়, এবং যে যে বস্তুর যোগে ঐ নূতন বস্তুর উৎপত্তি হয়, তাহারদের বর্ণ, আকারাদি অনেকানেক গুণ পরিবর্ত্তিত হইয়া ঐ নূতন বস্তুর অন্যান্য প্রকার বর্ণাদি উৎপন্ন হয়। যেমন, পারা ও গন্ধক তপ্ত করিলে যে হিঙ্গুল হয়, তাহাতে পারা ও গন্ধকের বর্ণাদি থাকে না। গন্ধক হরিদ্রাবর্ণ কঠিন পদার্থ এবং পারদ শ্বেতবর্ণ দ্রব পদার্থ, কিন্তু হিঙ্গুল রক্তবর্ণ কঠিন পদার্থ। হরিদ্রা ও চূণ একত্র করিলে উভয়ে মিলিত হইয়া আর এক প্রকার দ্রব্য হয়। হরিদ্রা পীতবর্ণ, এবং চূর্ণ শ্বেতবর্ণ; কিন্তু উভয়ের যোগ হইয়া যে বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহার বর্ণ অন্য প্রকার, না শ্বেত না পীত। এইরূপ, উজ্জ্বলবর্ণ বস্তু মিলিত হইয়া বর্ণ-হীন হয়, বর্ণহীন বস্তু মিশ্রিত হইয়া উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে, এবং বায়ুবৎ পদার্থ মিলিত হইয়া জলবৎ ও কঠিন হয়।

ভূমণ্ডলে যে এত বিচিত্র পদার্থ ও তাহারদের এত প্রকার শোভা দৃষ্টি করা যায়, রাসায়নিক আকর্ষণই তাহার প্রধান কারণ। আমরা চতুর্দ্দিকে যত বস্তু দৃষ্টি করি, প্রায় সমুদায়ই যৌগিক বস্তু, কারণ প্রায় সকল বস্তুই দুই, তিন বা ততোধিক ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই সকল পদার্থের নাম রূঢ় পদার্থ। যেমন কয়েকটি অক্ষরের যোগে সমুদায় শব্দ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ঐ কয়েকটি পদার্থের যোগে সমুদায় বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে। এপর্য্যন্ত বস্তু বিচার দ্বারা স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, টিন, দস্তা, পারদ, গন্ধক প্রভৃতি ৫৫ টি রূঢ় পদার্থ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। অন্যান্য বস্তু যেমন অনেক রূঢ় পদার্থের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে, এ ৫৫ টি সেরূপ নহে। পারা ও গন্ধকের যোগে হিঙ্গুল হয়, অতএব হিঙ্গুল যৌগিক পদার্থ। কিন্তু পারা ও গন্ধক সেরূপ অন্যান্য পদার্থের যোগে উৎপন্ন হয় না, অতএব তাহারদিগকে রূঢ় পদার্থ বলে। তবে এক্ষণে যাহা রূঢ় বলিয়া জানা আছে, বাস্তবিক তাহা যৌগিক হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এপর্য্যন্ত এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, যে তদ্দ্বারা তাহারদিগকে যৌগিক পদার্থ বোধ হইতে পারে।

বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের পরস্পর এপ্রকার স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, যে তাহারা একত্র হইলেই মিলিত হইয়া নূতন আকার ও নূতন গুণ ধারণ করে। এই স্বাভাবিক সম্বন্ধকে রাসায়নিক আকর্ষণ বলে, কারণ এ বিষয়ের বিচার ও বিবরণ করা রসায়ন * বিদ্যার অধিকার। এ আকর্ষণ দ্বারা সকল বস্তুর সহিত সকল বস্তুর সংযোগ হয় না, অতএব সাধ্যাকর্ষণ ও যোগাকর্ষ-

* *Chemistry* যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে রূঢ় পদার্থ সমুদায়ের গুণ ও তাহাদের পরস্পর সংযোগের বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম রসায়ন।

ণের ন্যায় ইহাকে জড়পদার্থের সাধারণ গুণ বলা যাইতে পারে না। একটা স্বর্ণ-দণ্ড জলে মগ্ন করিয়া তুলিলে তাহার উপরে অধিক জল লাগিয়া থাকে না, যৎকিঞ্চিৎ যাহা থাকে তাহা তখনই মুছিয়া ফেলা যায়। কিন্তু যদি পারার মধ্যে মগ্ন করা যায়, তবে সেই পারা স্বর্ণ-দণ্ডের উপরিভাগে এরূপ লিপ্ত হয়, যে কোন প্রকারেই তাহা উঠাইয়া ফেলা যায় না। ঐ স্বর্ণ-দণ্ড একেবারে শ্বেতবর্ণ হয়, এবং তাহার উপরিভাগ চাঁচিয়া তুলিলে যে সকল কণা উঠিতে থাকে, তাহা স্বর্ণ ও পারদ উভয়-মিলিত। ইহার কারণ স্বর্ণের সহিত পারদের যেরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, জলের সেরূপ নাই।

জলের সহিত কোনক্রমেই বালুকা মিশ্রিত হয় না। মিশাইয়া দিলেও বালুকণা সকল ক্রমে ক্রমে তলে পড়িয়া যায়; কিন্তু লবণ বা চিনি উত্তম রূপে মিলিত হইয়া যায়। ইহার কারণ, জলের সহিত লবণ ও চিনির যেরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, বালুকার সে রূপ নাই।

জড়বস্তুর যে সকল কণা যোগাকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পরস্পর সংযুক্ত হয়, তাহারদিগকে যেমন ছেদন, পেশন, ঘর্ষণাদি দ্বারা পৃথক্ করা যায়, যে সমুদায় অণু রাসায়নিক আকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহারদিগকে সেরূপ বল দ্বারা কোন ক্রমেই পৃথক্ করা যায় না। হিঙ্গুল পেষণ করিলে তাহার কণা সকল পৃথক্ পৃথক্ হইয়া চূর্ণ হয়, কারণ সেই সকল কণা যোগাকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার প্রত্যেক কণাতে যে পারা ও গন্ধক থাকে তাহা কোন ক্রমেই পৃথক্ হইবার নহে। সহস্রবার পেষণ করিলেও তাহার রক্তবর্ণ ঘুচিয়া শ্বেত ও পীত হয় না। তবে পারদের অপেক্ষায় অধিক তেজে গন্ধককে আকর্ষণ করিতে পারে এমন কোন বস্তু হিঙ্গুলের সহিত একত্র করিলে, পারদ ও গন্ধক পরস্পর পৃথক্ হইতে পারে। লৌহ পারদের অপেক্ষায় অধিক তেজে গন্ধককে আকর্ষণ করে; অতএব লৌহ ও হিঙ্গুল একত্রে তপ্ত করিলে, গন্ধকের ভাগ লৌহের সহিত সংযুক্ত হয় এবং পারদের ভাগ পৃথক হইয়া যায়।

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা আগামী দুর্গোৎসবোপলক্ষে অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্ম স্থান প্রবাস হইতে, স্বীয় স্বীয় বাটীতে অথবা স্থানান্তরে গমন করিবেন, তাঁহারদিগের আগামী কার্ত্তিক মাসীয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কোন্ স্থানে প্রেরণ করা যাইবেক, তাহা তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্র দ্বারা জানাইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা জানাইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

যে সকল সভ্য মহাশয়েরা নিয়মিত রূপে পত্রিকাদি প্রাপ্ত না হয়েন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্র দ্বারা অবগত করিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

আগামী ৬ আশ্বিন রবিবার প্রাতে ৭ ঘণ্টার সময় মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার, কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা।
১ আশ্বিন মঙ্গলবার সম্বৎ ১৯০৮। কলিগতাব্দঃ ৪৯৫২

প্রথম ভাগ
৯৯ সংখ্যা
কার্ত্তিক ১৭৭৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

যা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥
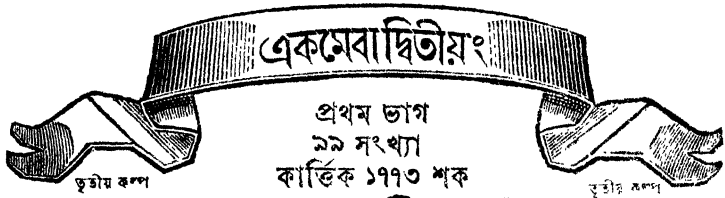
ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য দ্বাদশানুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং

পরাশরঋষিঃ বিরাট্ ছন্দঃ
অগ্নির্দ্দেবতা

১৫৬

১ বনেষু জায়ুর্ম্মর্ত্তেষু মিত্রো-
বৃণীতে শ্রুষ্টিং রাজেবাজুর্য্যং।
ক্ষেমোন সাধুঃ ক্রতুর্ন ভদ্রোভুবৎ
স্বাধীর্হোতা হব্যবাট্।

১ 'বনেষু' অরণ্যেষু 'জায়ুঃ' জায়মানঃ 'মর্ত্তেষু' মনুষ্যেষু 'মিত্রঃ' সখা সোয়মগ্নিঃ 'শ্রুষ্টিং' ক্ষিপ্রেণ কর্ম্মণাং অনুষ্ঠাতারং যজমানং 'বৃণীতে' সম্ভজতে অনেন প্রত্তং হবিঃ স্বীকৃত্য রক্ষতীতি ভাবঃ। 'ইব' যথা 'রাজা' 'অজুর্য্যং' দৃঢ়াঙ্গং সর্ব্বকার্য্যেষু শক্তমিত্যর্থঃ এবম্ভূতং পুরুষং রাজা বৃণীতে তদ্বৎ। 'ক্ষেমঃ' রক্ষকঃ 'ন' ইব 'সাধুঃ' সাধয়িতা 'ক্রতুঃ' কর্ম্মণাং কর্ত্তা 'ন' ইব 'ভদ্রঃ' ভজনীয়ঃ 'হোতা' দেবানাং আহ্বাতা 'হব্যবাট্' হব্যবাহনঃ নাম দেবানামগ্নিঃ 'স্বাধীঃ' শোভনকর্ম্মা 'ভুবৎ' ভবতু।

১ রাজা যে প্রকার দৃঢ় শরীরি কর্ম্মদক্ষ পুরুষকে রক্ষা করেন, সেইরূপ বনেতে উৎপন্ন মানব বর্গের মিত্র স্বরূপ অগ্নি কর্ম্ম কুশল যজমানকে রক্ষা করেন। এই অগ্নি রক্ষিতার ন্যায় সাধু, কর্ম্মকর্ত্তার ন্যায় পূজনীয়, দেবতাদিগের আবাহক, হব্যবাহন নামা, ইনি সৎকর্ম্মশালী।

১৫৭

২ হস্তে দধানোনৃম্ণা বিশ্বা-
ন্যমে দেবান্ধাদ্গুহা নিষীদন্।
বিদন্তীমত্র নরোধিয়ংধাহৃদা
যত্তষ্টান্মন্ত্রাঁ অশংসন্।

২ 'বিশ্বানি' সর্ব্বাণি 'নৃম্ণা' নৃম্ণানি হবির্লক্ষণানি ধনানি 'হস্তে' স্বকীয়ে বাহৌ 'দধানঃ' ধারয়ন্ অয়মগ্নিঃ 'গুহা' গুহায়াং 'নিষীদন্' নিগূঢ়ঃ বর্ত্তমানঃ সন্ 'অমে' ভয়ে 'দেবান্' 'ধাৎ' অস্থাপয়ৎ অগ্নৌ হবির্ভিঃ সহ পলায়িতে সতি সর্ব্বে দেবাঃ অভৈষুরিত্যর্থঃ। 'নরঃ' নেতারঃ 'ধিয়ং ধাঃ' বুদ্ধীনাং ধারয়িতারঃ দেবাঃ 'অত্র' অস্মিন্ কালে 'ঈং' এনং অগ্নিং 'বিদন্তি' জানন্তি 'যৎ' যদা 'হৃদা' হৃদয়াবস্থিতয়া বুদ্ধ্যা 'তষ্টান্' নির্ম্মিতান্ অগ্নিস্তুতিপরান্ 'মন্ত্রান্' মন্ত্রান্ 'অশংসন্' অস্তুবন্ অবোচন্নিত্যর্থঃ।

২ এই অগ্নি সমস্ত ধন স্বীয় হস্তে ধারণ করত গুহাতে নিগূঢ় রূপে স্থিতি করিলে দেবতারা ভীত হইয়াছিলেন, যে কালে

সকলের নেতা ও প্রজ্ঞাবান দেবতারা হৃৎ-স্থিত বুদ্ধি দ্বারা নির্ম্মিত, অগ্নি স্তুতিপর মন্ত্র সমূহ উচ্চারণ করিলেন তখনই অগ্নিকে জানিলেন।

১৫৮

৩ অজোনক্ষাং দাধার পৃথিবীং তস্তম্ভদ্যাং মন্ত্রেভিঃ সত্যৈঃ। প্রিয়া পদানি পশ্বোনি পাহি বিশ্বায়ুরগ্নে গুহাগুহংগাঃ।

৩ 'অজঃ' সূর্য্যঃ 'ন' ইব 'ক্ষাং' ভূমিং 'দাধার' অয়মগ্নিঃ প্রকাশত্বেন ধারয়তি 'পৃথিবীং' অন্তরিক্ষঞ্চ ধারয়তীত্যের্থ 'দ্যাং' দ্যুলোকং 'সত্যৈঃ' অবিতথার্থৈঃ 'মন্ত্রেভিঃ' মন্ত্রৈঃ 'তস্তম্ভ' স্তম্ভাতি যথাধোন পততি উপর্য্যেব তিষ্ঠতি তথা করোতীত্যর্থঃ। হে অগ্নে 'বিশ্বায়ুঃ' বিশ্বং সর্ব্বং আপ্নুবন্ যস্য সঃ ত্বং 'পশ্বঃ' পশোঃ 'প্রিয়া' প্রিয়াণি 'পদানি' শোভনতৃণোদকোপেতানি স্থানানি 'নি পাহি' নিতরাং পালয় মা ধাক্ষীরিত্যর্থঃ। তর্হি কুত্র নিবসামীতি চেৎ তত্রাহ 'গুহা' গুহায়ামপি 'গুহং' গুহাং গতাং সঞ্চারায়োগ্যস্থানং 'গাঃ' গচ্ছ তত্রৈব নিবসেত্যর্থঃ।

৩ এই অগ্নি সূর্য্যের ন্যায় ভূমি ও অন্তরিক্ষ ধারণ করেন, এবং সত্য মন্ত্র দ্বারা দ্যুলোককে ধারণ করেন, হে অগ্নি! সর্ব্ব ভক্ষক তুমি পশুর তৃণাদিযুক্ত প্রিয় স্থান সকলকে দগ্ধ না করিয়া সর্ব্বদা পালন কর। তুমি তৃণহীন নিগূঢ় গুহাতে গমন কর।

১৫৯

৪ য ঈং চিকেত গুহাভবন্তমা যঃ সসাদ ধারামৃতস্য। বি যে চৃতন্ত্যৃতা সপন্তআদিদ্বসূনি প্রববাচাস্মৈ।

৪ 'যঃ' পুমান্ 'ঈং' এনং 'গুহাভবন্তং' গুহায়াং সন্তং অগ্নিং 'চিকেত' জানাতি 'যঃ' চ 'ঋতস্য' যজ্ঞস্য 'ধারাং' ধারয়িতারং এনং অগ্নিং 'আ সসাদ' আসীদতি উপাস্ত ইত্যর্থঃ 'যে' চ পুরুষাঃ 'ঋতা' ঋতানি সত্যানি 'সপন্তঃ' সমবযন্তঃ এতমগ্নিং 'বি চৃতন্তি' অগ্নিমুদ্দিশ্য স্তুতীগ্রথ্নন্তি কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। 'আৎ ইৎ' স্তুত্যানন্তরমেব 'অস্মৈ' সর্ব্বস্মৈ স্তোতৃজনায় 'বসূনি' ধনানি 'প্রববাচ' প্রকথয়ন্তি।

৪ যে পুরুষ গুহাস্থিত এই অগ্নিকে জানেন, আর যিনি যজ্ঞের ধারয়িতা এই অগ্নিকে উপাসনা করেন, এবং যাঁহারা সত্য অবলম্বন পূর্ব্বক ইঁহার উদ্দেশে স্তুতি সকল রচনা করেন তাহাকে এই অগ্নি ধন সকল ব্যক্ত করেন।

১৬০

৫ বি যো বীরুৎসু রোধন্মহিত্বোত প্রজাউত প্রসূষ্বন্তঃ। চিত্তিরপাং দমে বিশ্বায়ুঃ সদ্মেব ধীরাঃ সম্মায় চক্রুঃ ॥১।৫।১১॥

৫ 'যঃ' অগ্নিঃ 'বীরুৎসু' ওষধিষু যানি 'মহিত্বা' মহত্ত্বানি সন্তি তানি 'বি রোধৎ' বিরুণদ্ধি বিশেষেণাবৃণোতি। 'উত' অপি চ 'প্রজাঃ' প্রকর্ষেণোৎপন্নাঃ পুষ্পফলাদিলক্ষণাঃ 'প্রসুসু' উৎপাদয়িত্রীষু মাতৃস্থানীয়াসু ওষধিষু 'অন্তঃ' মধ্যে বিরুণদ্ধীত্যেব 'উত' পাদপূরণঃ। তথা 'চিত্তিঃ' চেতয়িতা জ্ঞাপয়িতা 'অপাং' জলানাং 'দমে' মধ্যভূতে গৃহে 'বিশ্বায়ুঃ' সর্ব্বাত্মোযোঽগ্নিঃ বর্ত্ততইতি শেষঃ। তং অগ্নিং 'ধীরাঃ' মেধাবিনঃ 'সম্মায়' সম্মাননং পূজনং কৃত্বা স্তুতিভিঃ স্তুত্বেত্যর্থঃ কর্ম্মাণি 'চক্রুঃ' কুর্ব্বন্তি 'ইব' যথা 'সদ্ম' সদনং গৃহং প্রথমতঃ সংপূজ্য পশ্চাৎ তত্র কর্ম্মাণ্যাচরন্তি তদ্বৎ। ১। ৫। ১১।

৫ ওষধিতে যে সকল মহত্ত্ব আছে, আর এই মাতৃ স্বরূপ ওষধির গর্ভে পুষ্প ফলাদি রূপ যে প্রজা সকল আছে, এ সমুদায়কে যে অগ্নি বিশেষ রূপে আবরণ করিয়া আছেন; সকলের চেতয়িতা, সর্ব্ব ভক্ষক যে অগ্নি জলের মধ্যে স্থিতি করেন তাঁহাকে ধীর সকল পূজা করত কার্য্যারম্ভ করেন, যেমন সকলে স্ব স্ব গৃহকে প্রথমে পূজা করিয়া পরে তাহাতে থাকিয়া অন্য অন্য কর্ম্ম সকল করে ॥১।৫।১১॥

নানক পন্থি

৯৫ সংখ্যক পত্রিকার ৫১ পৃষ্ঠার পর

শিখ্‌দিগের নবম গুরু তেগ্‌ বাহাদুরের পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার গোবিন্দ নামক সুবিখ্যাত কীর্ত্তিমান পুত্র গুরুত্ব পদে অধিরূঢ় হইলেন। এই গোবিন্দ হইতে তাহারদিগের বল, বীর্য্য, ও গৌরবের অত্যন্ত উন্নতি হইল। তিনি পিতার বৈরনির্য্যাতন সঙ্কল্প করিয়া মোসল্‌মানদিগের ঘোরতর শত্রু হইয়া উঠিলেন এবং স্বজাতির স্বাধীনত্ব সংস্থাপন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। ইহাতেই শিখ্‌দিগের ধর্ম্মের সহিত বীরত্ব ও রাজত্ব ব্যাপারের সংযোগ হইল।

তিনি শিখ্‌দিগকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিলেন; এই অবধি খাল্‌সার* প্রধানতা হইবে, ছোট বড় সকলেই সমান হইবে, বর্ণভেদ বিস্মৃত হইতে হইবে, চতুর্ব্বর্ণে একপাত্রে ভোজন করিবে; তুর্কদিগকে সংহার করিতে হইবে, এবং হিন্দুদিগের পথ পরিত্যাগ ও ব্রাহ্মণের পবিত্র চ্ছেদ করিতে হইবে। কেবল খাল্‌সা দ্বারাই মুক্তি লাভ হইবে।

তোমারদিগকে স্বধর্ম্মানুবর্ত্তি থাকিয়া আমার উপদেশ স্বীকার করিতে হইবে। কৃতিনাশ, কুলনাশ, ধর্ম্মনাশ, ও কর্ম্মনাশ, এই চারি শব্দ সর্ব্বদা উচ্চারণ করিবে। এই প্রকার ব্যবহার কর, তাহা হইলে এই ভূমণ্ডল তোমাদেরই হইবে।

এই সকল উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিল, কিন্তু নিকৃষ্ট জাতি সকলে মহা আহ্লাদিত হইল। তাহারা উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া অমৃতসরে স্নান ও তথাকার মন্দিরে ভজনা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। যদিও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের দিন দিন অসন্তোষ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং কেহ কেহ সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু গোবিন্দের প্রতিজ্ঞা স্খলিত হইল না। তিনি অবিচলিত চিত্তে কহিলেন, নিকৃষ্টেরা উৎকৃষ্ট হইবে, এবং এক্ষণে যাহারা ঘৃণিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহারা আমার সন্নিহিত থাকিবে। তিনি এক পাত্রে জল রাখিয়া খড়্গ দ্বারা বিলোড়ন করিলেন, এবং তাহাতে শর্করা নিশ্রিত করিয়া পাঁচ জন শিষ্যের গাত্রে ছিটাইয়া দিলেন। সেই পাঁচ জনের এক জন ব্রাহ্মণ, এক জন ক্ষত্রিয়, অবশিষ্ট তিন জন শূদ্র। তিনি তাহারদিগকে সিংহ বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এবং খাল্‌সা নামে খ্যাত করিলেন। তিনি নিজেও তাহারদের নিকট "পাহল*" গ্রহণ করিয়া গোবিন্দ সিংহ নামে খ্যাত হইলেন, এবং এই কথা কহিলেন, যে যে স্থানে পাঁচ জন শিখ একত্র সমাগত হইবে, সে স্থানে আমিও বিদ্যমান থাকিব।

গুরু গোবিন্দ বর্ণভেদ ও অন্যান্য কুসংস্কার মূলক ব্যবহার রহিত করিয়া বিবেচনা করিলেন, যাহাতে শিখেরা আপনারদিগকে এক ধর্ম্মাক্রান্ত ও এক দলাক্রান্ত জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহি থাকিতে পারে, এমন কোন নিয়ম সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। তদনুসারে তিনি এই উপদেশ প্রদান করিলেন, যে সকলকে এক নিয়মানুসারে পাঁচ জন শিখ্ দ্বারা জলাভিষিক্ত হইয়া দীক্ষিত হইতে হইবে, সকলকে এক মাত্র অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরের উপাসনা এবং নানক ও তাঁহার উত্তর কালবর্ত্তি অন্যান্য গুরুদিগকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে হইবে এবং পরস্পর অভিবাদন স্বরূপে এবং যুদ্ধ ও ভজনা কালে "ওয়া! গুরুজী কী খালসা" "ওয়া! গুরুজী কা ফতে" এই দুই বাক্য উচ্চারণ করিতে হইবে। শিখেরা স্বীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র স্বরূপ 'গ্রন্থ' ভিন্ন আর কোন দৃষ্টি গোচর পদার্থকে ভক্তি ও প্রণাম করিতে পাইবেন না। তাঁহারদিগকে মধ্যে মধ্যে অমৃতসরে স্নান করিতে

*এই আরবী মূলক খাল্‌সা শব্দ বিশুদ্ধ, মুক্ত প্রভৃতি নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শিখেরা ইহাকে গুরুগোবিন্দের রাজত্ব ও তাহার মতানুগামি শিখ্ এই দুই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকে।

* দীক্ষা।

হইবেক, কিন্তু কখন কেশ কর্ত্তন করিতে পারিবেন না। জড় পদার্থের মধ্যে কেবল ইস্পাতকে ভক্তি করিবেন, শরীরে অস্ত্র ধারণ ও নীল বস্ত্র পরিধান করিবেন, অবিশ্রান্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিবেন এবং যিনি সৈন্যের সম্মুখ ভাগে থাকিয়া যুদ্ধ করিবেন, যিনি রণক্ষেত্রে শত্রু বিনাশ করিবেন এবং যিনি পরাভূত হইলেও পরাঙ্মুখ হইবেন না, সেই ব্যক্তির অতিশয় পুণ্য ও প্রশংসা হইবেক। এই সকল প্রসিদ্ধ বিধি প্রদান করিয়া গুরু-গোবিন্দ স্বজাতির বীরত্ব ও স্বাধীনত্ব সংস্থাপনের সূত্রপাত করিলেন। ধীরমল্লি, রামরায়ি ও মসান্দ নামে যে তিন সম্প্রদায় নানকোপদিষ্ট ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল, গোবিন্দ তাহারদিগের সহিত বাক্যালাপ পরিত্যাগ করিলেন এবং নানকের ন্যায় হিন্দু মোসলমানে ঐক্য করিবার চেষ্টা না করিয়া মোসলমানদিগের বিষম বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন।

তিনি শিষ্যদিগের হৃদয় মধ্যে যুযুৎসা শিখা প্রজ্বলিত করিয়া স্বজাতির পরাধীনত্ব-পাশ ছেদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু স্বয়ং মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি মোসলমান সম্রাট্ বাহাদুর সাহের সেনাপতি হইয়া দক্ষিণে গিয়াছিলেন; তথায় গোদাবরী তীরবর্ত্তি নাদেড় নগরে ১৭৬৫ সম্বতে ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। তাঁহার মৃত্যু ঘটনার এই প্রকার বৃত্তান্ত আছে যে তিনি এক পাঠানের নিকট কতকগুলি অশ্ব ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার মূল্য প্রদান করিতে বিলম্ব হওয়াতে সেই পাঠান ক্রোধান্বিত হইয়া কর্কশ বাক্য কহিতে লাগিল। গোবিন্দ তাহা সহিতে না পারিয়া তাহাকে প্রহার পূর্ব্বক হত করিলেন। ইহাতে পাঠান পুত্রেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পিতার বৈরনির্য্যাতন করিতে প্রতিজ্ঞা করিল, এবং এক দিবস গুপ্ত ভাবে গোবিন্দের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিয়া হত করিল।

যদিও গুরু-গোবিন্দ আপনার মহৎ মহৎ অভিপ্রায় সমুদায় সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি শিখ্দিগের অন্তঃকরণে যে প্রকার স্বাধীনত্ব স্পৃহা ও উন্নতি বাসনা সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, এবং যে প্রকার সাহস ও উৎসাহ শিখা প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে অবিলম্বেই তাঁহার আশা লতা ফলবতী হইল।

তিনি রাজ্য শাসন বিষয়েও মনোযোগী ছিলেন। এই প্রকার ইতিহাস আছে, যে তিনি শিখ্দিগের শুভাশুভ ও কার্য্যাকার্য্য বিবেচনার্থে অমৃতসর নগরে গুরু মাতা নামে সাধারণ সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে প্রধান প্রধান শিখেরা তথায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় সমাজের মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে মন্ত্রণা করিতেন। গুরু-গোবিন্দের যে প্রকার মহৎ আশয় ছিল, তাহা এই গুরুতর কার্য্য দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। কেবল এক উপাসক-সম্প্রদায় সংস্থাপন করা নানকের অভিপ্রেত ছিল, কিন্তু গোবিন্দ সিংহ তাহা হইতে এক রাজ্য পত্তনের সূত্র পাত করিয়া যান।

গুরু-গোবিন্দ গ্রন্থ রচনা, বাচনিক উপদেশ, ও আপনার ব্যবহার রূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা স্বীয় মত প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি দশম গুরু, এই নিমিত্ত তাঁহার প্রণীত ও সঙ্কলিত গ্রন্থ "দশমা পাদশাকা গ্রন্থ" নামে খ্যাত হইয়াছে। আদি গ্রন্থের ন্যায় ইহাও পঞ্জাবী ভাষায় গুরুমুখি অক্ষরে লিখিত, এবং নানা গ্রন্থকারের বচনে পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থের কতকগুলি পরমার্থ ও সুনীতি বিষয়ক বচন অনুবাদ করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিলে গুরু গোবিন্দের ভাব ও অভিপ্রায় অবগত হওয়া যাইতে পারে।

এক মাত্র পরমেশ্বর কালস্বরূপ; তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি অনন্ত পদার্থ; তিনি স্রষ্টা ও সংহর্ত্তা; তিনি সৃষ্টি করেন এবং বিনাশ করেন।

যে পরমেশ্বর দেব ও অসুর সৃজন করিয়াছেন এবং পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি প্রকারে বাক্যের গ্রাহ্য হইতে পারেন?

ঈশ্বর এক রূপ, কি রূপে তাঁহার অন্য রূপ কল্পিত হইতে পারে?

কৃষ্ণ অনেক দৈত্য নাশ করিয়াছিলেন যথার্থ বটে, তিনি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে। তিনি স্বয়ং মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন, ইহাতে কি রূপে ভক্তদিগকে রক্ষা করিবেন? যে স্বয়ং সাগর গর্ভে মগ্ন হয়, সে কি প্রকারে অন্যকে তরঙ্গের উপর উদ্ধৃত করিয়া রাখিবেক? কেবল পরমেশ্বর মাত্র সর্ব্ব শক্তিমান; তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন, সংহার করিতেও পারেন।

পরমেশ্বরের মিত্রও নাই, শত্রুও নাই, তিনি প্রশংসাও চাহেন না, নিন্দাতেও ক্রুদ্ধ হয়েন না; তবে তিনি কিরূপে কৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন? তাঁহার জনক জননী নাই এবং সন্তানও নাই, তিনি কিরূপে দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন?

রাম ও রহীম উদ্ধার করিতে পারেন না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সূর্য্য ও চন্দ্র সকলেই কালের বশীভূত।

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সর্ব্বকালে পরমেশ্বরের শক্তি প্রকাশ আছে; ক্ষেত্রচর পশু স্বরূপ মনুষ্য তাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না। ঈশ্বরের উপাসনা করিলে মুক্তি লাভ হয়, এই নিমিত্ত লোকে তাঁহার উপাসনা করে। পরমেশ্বরের পদে পতিত হও; চৈতন্য শূন্য পাষাণে তিনি নাই।

যে ব্যক্তি অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে জানে না, তাহাকে অসংখ্য বার জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে।

যিনি সমাধি স্থান ও মৃত মনুষ্যের পূজা করেন, অথবা যিনি মসজিদ ও প্রস্তরের উপাসনা করেন, তিনি শিখ নহেন।

যোগি ও তুর্ককে বিশ্বাস করিও না। কেবল গুরুর বচন স্মরণ কর। ষড় দর্শন মান্য করিও না। গুরু ভিন্ন আর সমুদায় দেবতা কিছুই নহে। বিনাশ-রহিত খাল্‌সার দৃষ্টি গোচর শরীর পরমেশ্বরের প্রতিমা স্বরূপ। খাল্‌সাই সকল; আর আর দেবতারা অঙ্গুলি-নির্গত বালুকার ন্যায়।

পরমেশ্বরের অনুমতি অনুসারে শিখ সম্প্রদায় সংস্থাপিত হইয়াছে; সকল শিখকেই গুরু ও গ্রন্থে বিশ্বাস করিতে হইবেক। গুরুর স্তুতি ভিন্ন অন্য আর স্তুতি নিরর্থক ও অকিঞ্চিৎ কর।

হে জগদীশ্বর! তোমার প্রসাদেই সকল সম্পন্ন হইয়াছে; আমা হইতে কিছুই হয় নাই।

আমি চারি বর্ণে এক বর্ণ করিব, আমি তাহারদিগকে "ওয়া গুরু" এই বাক্য স্মরণ করাইব।

শিখেরা নাম, দান, স্নান এই তিন বিষয়ে মনঃ সংযোগ করিবেন।

যিনি প্রাতঃকালে কোন মন্দিরে গমন অথবা সাধু দর্শন না করেন, তিনি অত্যন্ত অপরাধী।

যিনি দুঃখি দেখিয়া মনোমধ্যে স্থান না দেন, তিনি অপরাধী।

যিনি ভজনান্তে নত-মস্তক হন, তিনি সাধু।

যিনি কামাসক্ত হইয়া কোন সধর্ম্মির মাতা, বা ভগিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন,—যিনি যথোপযুক্ত প্রকারে কন্যা সম্প্রদান না করেন,—যিনি কন্যা বা ভগিনীর ধন অধিকার করেন,—যিনি শরীরে কোন লোহময় বস্তু ধারণ না করেন,—যিনি দুঃখির ধন হরণ বা তাহার উপর অত্যাচার করেন,—যিনি তুর্ককে নমস্কার করেন, তাঁহাকে শাস্তি প্রাপ্ত হইতে হইবে।

কোন শিখ প্রতিবাসির মিথ্যা অপবাদ রটনা করিবেক না। সবিশেষ যত্ন পূর্ব্বক অঙ্গীকার পালন করিবেক।

কোন শিখ স্ত্রীলোক পাইয়া আমোদিত এবং স্ত্রীগণে আসক্ত হইবেক না।

শিখেরা কেবল স্বীয় স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করিবেক, অন্য স্ত্রী আকাঙ্ক্ষা করিবেক না।

যিনি দুঃখি দেখিয়া কিছু দান না করেন, তিনি পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন না।

যিনি ভজনা করিতে আলস্য করেন, পুণ্যাত্মা ব্যক্তির প্রতি কটূক্তি করেন, দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েন, এবং গুরু-নিন্দকের কথা শ্রবণ করেন, তিনি শিখ নহেন।

ভোজনের প্রাক্কালে গুরুর নাম উচ্চারণ করিবেক, বেশ্যা সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেক, এবং পরস্ত্রী গমনে বিরত থাকিবেক।

পরমেশ্বরকে স্মরণ বা তাঁহার নামোচ্চারণ না করিয়া যাত্রা, কর্ম্মারম্ভ, ও আহার করিবেক না।

গোবিন্দ শিখদিগের চরম গুরু। নানক যে ক্ষুদ্র অঙ্কুর রোপণ করিয়া যান, গোবিন্দ তাহা হইতে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হইবার উপায় করিয়া দেন। কেবল এক উপাসক সম্প্রদায় সংস্থাপন করা নানকের অভিপ্রেত ছিল, কিন্তু গুরু-গোবিন্দ এক রাজ্য সংস্থাপনার্থ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবং শিষ্যদিগকে তদুপযোগি শক্তি ও উৎসাহ প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন।

শিখ গুরুদিগের বৃত্তান্ত সমাপ্ত হইল, অতএব এই স্থলে তাঁহারদের বংশাবলির বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে।

সংবাদ

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ

পরম আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে গত ৬ আশ্বিন রবিবার রাত্রিতে আহিরীটোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ সেন স্বীয় বাটীতে আত্মীয় কুটুম্ব ও স্বজনদিগের সমক্ষে বিহিত বিধানে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে তথায় ব্রাহ্মসমাজ হয়, তাহাতে ন্যূনাধিক ৫০ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। যথা নিয়মে ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য পাঠ ও ব্যাখ্যাদি দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা সম্পন্ন হইলে সেন বাবু সাতিশয় শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পরমেশ্বরের প্রতি পরম প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি উপদেশ গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে কয়েক টি অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, পশ্চাৎ তাহা অবিকল প্রকটিত করা যাইতেছে। যথা

“যে কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চাহেন, তিনি ব্রাহ্মসমাজের এক প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিলেই ব্রাহ্ম শ্রেণীতে গণিত হয়েন। এইরূপ সহজ নিয়ম থাকিতেও যে আমি এ প্রকার প্রকাশ্য রূপে ঐ পরম ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহার তাৎপর্য্য সভ্য মহাশয়দিগকে নিবেদন করিতেছি। প্রথমতঃ বহুদিনাবধি যথা জ্ঞান ও ক্ষমতানুসারে পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেছি তজ্জন্য পৌরাণিক ধর্ম্মসংক্রান্ত যে সকল চলিত কর্ম্ম তাহাতে ত্রুটি হওয়াতে অনেকেই আমাকে নাস্তিক ও খ্রীষ্টিয়ান অপবাদ দিয়া আসিতেছেন, অতএব এই মিথ্যা অপবাদ হইতে মুক্ত হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ যে পরমেশ্বরের কৃপায় মনুষ্য গণ নানাবিধ সুখ ও অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন, তাঁহার মহিমা ঘোষণা ও তাঁহার অখণ্ডনীয় নিয়ম সকল পালন করণে আমরা কি লোক ভয় প্রযুক্ত নিরস্ত থাকিব? ইহা কি আমারদিগের উচিত হয়? এই হেতু আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিরুদ্বেগে স্বচ্ছন্দ ভাবে সমাধা করিবার অভিলাষে বহু দিন আমি যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছি তাহা অদ্যকার এই সমাজে বন্ধু বান্ধব গণের সমক্ষে প্রকাশ্য রূপে অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে জগদীশ্বর সানুকূল হইয়া সম্যক্ রূপে এই ধর্ম্ম পালনে আমাকে সমর্থ করুন।”

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

প্রথমখণ্ডং

পঞ্চমাধ্যায়ঃ

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং॥

এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ, সমুদায়ই পরমেশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্য রহিয়াছে। পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবে; কাহারও ধনে লোভ করিবে না।

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ। তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥

পরব্রহ্ম এক মাত্র। তিনি অচল, অথচ মন হইতেও বেগবান্ হয়েন; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল সেই অগ্রগামী পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন নাই। তিনি স্থির থাকিয়াও ঐ দ্রুতগামী মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন; তাঁহার অধিষ্ঠানেতে বায়ু প্রাণিদিগের দেহ চেষ্টা সকল বিধান করিতেছে।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

তিনি চলেন, তিনি চলেন না; তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন; তিনি সর্ব্ব বস্তুর অন্তরে আছেন, তিনি এই সর্ব্ব বস্তুর বাহিরেও আছেন।

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

যিনি পরমাত্মাতেই সকল বস্তুর অবস্থিতি দেখেন এবং সকল বস্তুতেই পরমাত্মার সত্তা উপলব্ধি করেন, তিনি আর কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

সেই পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ক্ষত রহিত, পাপশূন্য, পবিশুদ্ধস্বভাব হয়েন। তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং স্বপ্রকাশ স্বরূপ হয়েন; তিনি সর্ব্ব কালে প্রজা সকলকে যথোপযুক্ত ফলাফল বিধান করিতেছেন।

ইতি প্রথমখণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত ডাক্তর ব্যালণ্টাইন সাহেব মহাশয় নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল এই সভায় প্রদান করিয়াছেন।

সংস্কৃত অনুবাদ সহিত ইংরাজি ভাষার ব্যাকরণ ১
সংস্কৃত অনুবাদ সহিত বিদ্যাচক্র গ্রন্থের প্রথম ভাগ ১
ঐ দ্বিতীয় ভাগ ১
ঐ তৃতীয় ভাগ ১
ঐ চতুর্থ ভাগ ১
লঘু কৌমুদী প্রথম ভাগ ১
ঐ দ্বিতীয় ভাগ ১
ঐ তৃতীয় ভাগ ১
ইংরাজি অনুবাদ সহিত বৈশেষিক শাস্ত্র বিষয়ক বক্তৃতা ১
ঐ ন্যায় শাস্ত্র বিষয়ক ঐ ১
ঐ সাংখ্য শাস্ত্র বিষয়ক ঐ ১
ঐ বেদান্তশাস্ত্র বিষয়ক ঐ ১
ঐ তত্ত্বোপদেশ বিষয়ক ঐ ১
ঐ ন্যায়শাস্ত্রের সারসংগ্রহ ১
ঐ বেদান্তের সারসংগ্রহ ১
ইংরাজি ভাষায় রসায়ন বিদ্যার উপক্রমণিকা ১
ঐ ন্যায়শাস্ত্রের উপক্রমণিকা ১
ঐ জ্ঞানশাস্ত্রের চূর্ণক ১
ঐ শিক্ষাদান বিষয়ে কথোপকথনের প্রথম সংখ্যা ১
বাপুদেব শাস্ত্রীর কৃত হিন্দি ভাষায় গণিত ১

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয়ে সভ্যেরা যদি গ্রন্থ প্রদান করেন, তবে তাহা উত্তম রূপে রক্ষিত হইবে, এবং তদ্দ্বারা সভার বহু উপকার কৃত হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তকের মূল্য

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্পের তৃতীয় ভাগ	৫
ঐ চতুর্থভাগ	৫
ঐ দ্বিতীয় কল্পের প্রথম ভাগ	৫
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	৫
ঐ তৃতীয় ভাগ	৫
ঐ চতুর্থ ভাগ	৫
ঋগ্বেদ সংহিতা পুস্তক প্রথম খণ্ড	১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	১
ব্রাহ্মধর্ম্ম বাঙ্গলা অক্ষরে	১
ঐ দেবনাগর অক্ষরে	৷৷০
বস্তু বিচার	৷০
পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন	৷০
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা	৷০
বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ	৷৷০
সংস্কৃত পাঠোপকারক	৷৶০
ভূগোল	৷৷০
পদার্থ বিদ্যা	৷৷০
বর্ণমালা	৵০
ইংরাজি ভাষায় শ্রুতি প্রভৃতি	৷৷০
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধির কতিপয় অধ্যায় ও অন্য অন্য বিষয়	৷৷০
বেদান্তিক ডাক্ট্রিন্স বিণ্ডিকেটেড্	৷৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক	৷০
পৌত্তলিক প্রবোধ	৷৶০
কঠোপনিষৎ	৶০

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৭৩ শকের ভাদ্র ও আশ্বিন মাসীয় আয় ব্যয় বিবরণ

আয়

ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক বিক্রয়	১১৷০
দান প্রাপ্ত	২৮ ৵১৫
পুরাতন দ্রব্য বিক্রয়	২৭৮ ১০
গত মাসের স্থিত	৫০২৷৶০
	৫৬৯৷৷৶৫

ব্যয়

সমাজের আলোক জন্য তৈলাদি ক্রয়	১২৷৷৵১৫
ঐ জন্য বাতি ক্রয়	৯ ১০
কর্ম্মচারি গণের বেতন	৮২৷ ৵ ৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক মুদ্রিতের ব্যয়	১০০
অনিরূপিত ব্যয়	৵১৫
	২০৪৷ ৵৫

স্থিত টাকার বিবরণ

নগদ	৩৬৫৵০

তদতিরিক্ত ১খণ্ড কম্পানির কাগজ.....৫০০

দান প্রাপ্তির বিবরণ

শ্রীবদনচন্দ্র দাস	৩
শ্রীরাজনারায়ণ বসু	১
শ্রীহরদেব চট্টোপাধ্যায়	৷০
দানাধারে দান প্রাপ্ত	২৩৸৵১৫
	২৮ ৵১৫

বিজ্ঞাপন

আগামী ৩ কার্ত্তিক রবিবার প্রাতে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ১ কার্ত্তিক শুক্রবার সম্বৎ ১৯০৮। কলিগতাব্দঃ ৪৯৫২

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য দ্বাদশানুবাকে চতুর্থং সূক্তং

পরাশরঋষির্বিরাট্ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা।

১ শ্রীণন্নুপস্থাদ্দিবং ভুরণ্যুঃ স্থাতুশ্চরথমক্তূন্ব্যূর্ণোৎ। পরি-যদেষামেকোবিশ্বেষাং ভুবদ্দে-বোদেবানাং মহিত্বা।

'ভুরণ্যুঃ' হবিষাং ভর্ত্তা ধারয়িতা অগ্নিঃ প্রত্যহং প্রাবণদুষ্টেন সোমমিব হবির্ভিঃ 'শ্রীণন্' মিশ্রয়ন্ 'দিবং' 'উপস্থাৎ' উপতিষ্ঠতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ 'স্থাতু' স্থাবরং 'চরথং' জঙ্গমং তদুভয়াত্মকং জগৎ 'অক্তূন্' সর্ব্বারাত্রীশ্চ 'ব্যূর্ণোৎ' স্বতেজসা বিশেষেণাচ্ছাদয়তি হবিরাচ্ছাদনং কুর্ব্বন্ সর্ব্বমপি জগৎ স্বভাসা প্রকাশয়তি ইত্যর্থঃ। 'বিশ্বেষাং' সর্ব্বেষাং 'দেবানাং' মধ্যে 'দেবঃ' দ্যোতমানঃ 'একঃ' এবায়মগ্নিঃ 'এষাং' পূর্ব্বোক্তানাং স্থাবরাদীনাং 'মহিত্বা' মহত্ত্বানি মাহাত্ম্যানি 'যৎ' যস্মাৎ 'পরি-ভুবৎ' পরিভবতি পরিগৃহ্লাতি পরিতোব্যাপ্য বর্ত্ততে।

১ হবির ধারয়িতা অগ্নি হবি সকলকে মিশ্রিত করিয়া দ্যুলোক প্রাপ্ত হয়েন, এবং স্থাবর জঙ্গম সমুদয় জগৎকে ও সকল রাত্রিকে স্বীয় তেজ দ্বারা প্রকাশ করেন। সমস্ত দেবতার মধ্যে প্রদীপ্ত তেজা এই এক অগ্নি সমুদয় জগতের মহত্ত্বকে ব্যাপিয়া স্থিত করিতেছেন।

২ আদিত্তে বিশ্বে ক্রতুং জুষন্ত শুষ্কাদ্যদ্দেব জীবোজনিষ্ঠাঃ। ভজন্ত বিশ্বে দেবত্বং নাম ঋতং সপন্তো অমৃতমেবৈঃ।

২ হে 'দেব' দ্যোতমান অগ্নে 'জীবঃ' জীবন্ প্রজ্বলন্ 'শুষ্কাৎ' নীরসাদরণিরূপাৎ কাষ্ঠাৎ 'যৎ' যদা 'জনিষ্ঠাঃ' প্রাদুর্ভবসি মথনেনোৎপন্নোসি 'আদিৎ' অনন্তরমেব 'বিশ্বে' সর্ব্বে যজমানাঃ 'তে' তুভ্যং 'ক্রতুং' কর্ম্ম 'জুষন্ত' সেবন্তে অনুতিষ্ঠন্তি তথা চ 'বিশ্বে' তে সর্ব্বে 'নাম' নামকং প্রাপ্য 'ঋতং' ... 'দেবত্বং' দেবতাত্মানং 'ভজন্ত' ভজন্তে ... 'অমৃতং' অমরণধর্ম্মং ত্বাং 'এবৈঃ' গমনশীলৈঃ স্তোত্রৈঃ 'সপন্ত' সেবমানাঃ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ।

২ হে প্রকাশমান অগ্নি! তুমি যখন ঘর্ষণ দ্বারা শুষ্ক কাষ্ঠ হইতে প্রাদুর্ভূত হও, তখন সমুদয় যজমান তোমার উদ্দেশে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, এবং মরণ ধর্ম্ম রহিত তো-

মাকে স্তোত্র দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া তাহারা সকলে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়।

৭৬৩

৩ ঋতস্য প্রেষাঋতস্য ধীতি-র্বিশ্বায়ুর্বিশ্বে অপাংসি চক্রুঃ। যস্তুভ্যং দাশাদ্যোবা তে শিক্ষাত্তস্মৈ চিকিত্বানুয়িং দয়স্ব।

৩ 'ঋতস্য' গতস্য যেনসজনং প্রাপ্তস্যাগ্নেঃ 'প্রেষাঃ' প্রকর্ষেণেষ্যমাণাঃ স্তুতয়ঃ ক্রিয়ন্তে ধীয়তে সোমঃ পীয়তে অস্মিন্নিতি 'ধীতিঃ' যাগঃ সোঽপি 'ঋতস্য' দেবযজনদেশং প্রাপ্তস্যাগ্নেরেব ক্রিয়তে। অতঃ সোঽগ্নিঃ 'বিশ্বায়ুঃ' বিশ্বং সর্ব্বং আয়ুরন্নং যস্য সঃ তথা বিধো ভবতি। অপি চ অস্মৈ 'বিশ্বে' সর্ব্বে যজমানাঃ 'অপাংসি' দর্শপূর্ণমাসাদীনি কর্ম্মাণি 'চক্রুঃ' কুর্ব্বন্তি। হে অগ্নে 'যঃ' চরুপুরোডাশাদীনি হবীংষি 'তুভ্যং' 'দাশাৎ' দদাতি 'যঃ' অন্যঃ 'বা' অপি যজমানঃ 'তে' ত্বদীয়ং কর্ম্ম 'শিক্ষাৎ' কর্তুং শক্তোভূয়াসং ইত্যাচ্ছতি 'তস্মৈ' উভয়বিধায় যজমানায় 'চিকিত্বান্' তদনুষ্ঠানং জানংস্তুং 'রয়িং' ধনং 'দয়স্ব' দেহি।

৩ যজমানেরা দেবতাদিগের যজ্ঞ স্থান গত অগ্নির স্তুতি ও যাগ করেন। সমুদয়ই এই অগ্নির অন্ন স্বরূপ। সমস্ত যজমান এই অগ্নির উদ্দেশে দর্শ পূর্ণমাসাদি কর্ম্ম করেন। হে অগ্নি! যে যজমান চরু পুরোডাশাদি হবি তোমাকে প্রদান করে, আর যে যজমান তোমার কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয়, তুমি সেই উভয় যজমানকেই তাহারদিগের অনুষ্ঠান জানিয়া ধন দান কর।

৭৬৪

৪ হোতা নিষত্তোমনোরপত্যে সচিন্ন্বাসাং পতীরয়ীণাং। ইচ্ছন্ত রেতোমিথস্তনূষু সংজানত স্বৈর্দক্ষৈরমূরাঃ।

৪ হে অগ্নে ত্বং 'মনোরপত্যে' যজমানস্বরূপায়াং প্রজায়াং 'হোতা' দেবানামাহ্বাতা সন্ 'নিষত্তঃ' নিষণ্ণঃ। 'সঃ' ত্বং 'চিন্নু' এব 'আসাং' প্রজানাং 'রয়ীণাং' গবাদীনাং ধনানামপি 'পতিঃ' স্বামী। অতস্তাঃ প্রজাঃ 'তনূষু' আত্মীয়েষু শরীরেষু 'মিথঃ' সংসৃষ্টং একীভূতং পুত্ররূপেণ পরিণতং 'রেতঃ' বীর্য্যং 'ইচ্ছন্ত' ঐচ্ছন্ ত্বদনুগ্রহেণ পুত্রমলভন্তেতি যাবৎ। লব্ধপুত্রাশ্চ তাঃ প্রজাঃ 'অমূরাঃ' অমূঢ়াঃ সত্যঃ 'স্বৈঃ' স্বকীয়ৈঃ 'দক্ষৈঃ' সমর্থৈঃ পুত্রৈঃ সহ 'সঞ্জানত' সম্যক্ অবগচ্ছন্তি চিরকালং জীবন্তীত্যর্থঃ।

৪ হে অগ্নি! দেবতাদিগের আবাহক তুমি মনুষ্য মধ্যে প্রবিষ্ট আছ। তুমি এই প্রজাদিগের সকল ধনের স্বামী। প্রজা সকল স্বীয় শরীরে সংসৃষ্ট বীর্য্য ইচ্ছা করত তোমার অনুগ্রহে পুত্র লাভ করে। লব্ধ পুত্র প্রজারা অমূঢ় হইয়া স্বীয় ক্ষমতাবান্ পুত্র সকলের সহিত বহুকাল জীবিত থাকে।

৭৬৫

৫ পিতুর্ন পুত্রাঃ ক্রতুং জুষন্ত শ্রোষন্যে অস্য শাসং তুরাসঃ। বি রায়ঔর্ণোদ্দুরঃ পুরুক্ষুঃ পিপেশ নাকং স্তৃভির্দ্দমূনাঃ ।১।৫।১২।

৫ 'অস্য' অগ্নেঃ 'শাসং' শাসনং 'তুরাসঃ' ত্বরমাণাঃ সন্তঃ 'যে' যজমানাঃ 'শ্রোষন্' শৃণ্বন্তি তে সর্ব্বে তেনানুশিষ্টং 'ক্রতুং' কর্ম্ম 'জুষন্ত' সেবন্তে 'ন' যথা 'পুত্রাঃ' 'পিতুঃ' আজ্ঞাং কুর্ব্বন্তি তদ্বৎ। 'পুরুক্ষুঃ' বহ্বন্নঃ সোঽগ্নিঃ এষাং যজমানানাং 'দুরঃ' দ্বারাণি যজ্ঞস্য দ্বারভূতানি 'রায়ঃ' ধনানি 'বি ঔর্ণোৎ' ব্যৌর্ণোৎ বিবৃণোতি প্রকাশয়তি দদাতীতি যাবৎ। অপিচ 'দমূনাঃ' দমে যজ্ঞগৃহে মনোযস্য সোঽগ্নিঃ 'নাকং' দ্যুলোকং 'স্তৃভিঃ' নক্ষত্রৈঃ 'পিপেশ' অবয়বীচকার নক্ষত্রৈর্যুক্তমকরোৎ ইত্যর্থঃ। ১। ৫। ১২।

৫ ত্বরান্বিত হইয়া যে যজমান সকল এই অগ্নির শাসন শ্রবণ করেন, তাঁহারা তদুপদিষ্ট কর্ম্ম সেবা করেন, পুত্রেরা যেমন পিতার আজ্ঞা পালন করে। প্রচুরান্ন শালি সেই অগ্নি যজমানদিগকে যজ্ঞের উপায় স্বরূপ ধন দান করেন। তিনি দ্যুলোককে নক্ষত্র সকল দ্বারা যুক্ত করিয়াছেন ।১।৫।১২।

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

২৮ সংখ্যকপত্রিকার ৯১ পৃষ্ঠার পর

প্রাকৃতিক নিয়ম প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ জনক কি না তাহার বিচার।

কেহ কেহ এই প্রকার আপত্তি উপাপন করিয়া থাকেন, যে যখন সর্ব্ব সাধারণের মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা করা যায়, তখন সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মই কল্যাণদায়ক বোধ হয় বটে, কিন্তু যখন ব্যক্তি বিশেষের সুখ দুঃখের বিষয় আলোচনা করা যায়, তখন তাহারা কেবল ক্লেশের কারণ রূপে প্রতীয়মান হয়। বিচার কালে জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা অতি সুচারু বোধ হয় বটে, কিন্তু কার্য্য-কালে তাহার অন্যথা হইয়া উঠে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই পূর্ব্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত করা অতি সুগম। যাহা সর্ব্ব সাধারণের শুভদায়ক, তাহা অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তিরও শুভদায়ক তাহার সন্দেহ নাই। যে নিয়মকে মানব জাতির সুখদায়ক বলা যায়, তাহা প্রত্যেক মনুষ্যেরও সুখদায়ক বলিতে হইবে, কারণ প্রত্যেক মনুষ্য কখন মনুষ্য জাতি হইতে ভিন্ন নহে। যেমন এক একটি ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের সমষ্টিকে বন বা উপবন বলা যায়, সেইরূপ সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের সমষ্টিকে মনুষ্য-জাতি বলে। যেমন বৃষ্টির জল বন বা উপবনের পক্ষে উপকারজনক একথা বলিলে, তত্রস্থ প্রত্যেক বৃক্ষের পক্ষে তাহা উপকারজনক বলা হয়, সেইরূপ যে নিয়ম মানব জাতির শুভদায়ক, তাহা প্রত্যেক মানবেরও শুভদায়ক তাহার সন্দেহ নাই। গল্পচ্ছলে অতি সুগম করিয়া এবিষয় প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

এক স্থপতি কোন গৃহস্থের গৃহ সংস্কার করিতেছিল, হঠাৎ পদ-স্খলন হওয়াতে, ছাদের উপর হইতে ভূমিতলে পতিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে আহত ও ভগ্ন পাদ হইল। ইহাতে সে অত্যন্ত বেদনা প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করিয়া কহিতে লাগিল, "হে ব্রহ্মন্! কে তোমার সৃষ্টির প্রশংসা করে? তুমি অতি নির্দ্দয় স্বভাব, কারণ তুমি আমাকে এমন অজ্ঞান ও অনভিজ্ঞ করিয়াছ যে আমি এই বিষম বিপদে পতিত হইবার পূর্ব্ব ক্ষণেও জানিতে পারিলাম না, এবং এই দুর্ঘটনা ঘটিবার সময়ে তাহা আর নিবারণ করিতেও সমর্থ হইলাম না।" বিধাতা তাহার কথায় কর্ণপাত করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি আমার কোন্ নিয়মের দোষোল্লেখ করিতেছ বল তাহার প্রতীকার করি।" স্থপতি উত্তর করিল, "হে ব্রহ্মন্! যে নিয়ম থাকাতে পৃথিবীর নিকটস্থ সমস্ত বস্তু পৃথিবীতে পতিত হয়, লোকে যাহাকে মাধ্যাকর্ষণ বলে, তদ্দ্বারা আমার এই বিষম বিপত্তি ঘটিয়াছে। আমি ছাদের প্রান্তে অবস্থিত হইয়া কার্য্য করিতেছিলাম, হঠাৎ তাহার এক খান শিথিল ইষ্টকের উপর পদার্পণ করাতে একেবারে ভূতলে পতিত হইয়া মৃত-প্রায় হইয়াছি।" ইহা শ্রবণ করিয়া বিধাতা বলিলেন, "আমি তোমারদের মঙ্গল সঙ্কল্প করিয়া এই নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছি, ইহাতে তুমি যদি সন্তুষ্ট না হইলে, তবে যে বর তোমার অভীষ্ট হয় প্রার্থনা কর, আমি তাহাই প্রদান করিব।" তাহাতে স্থপতি অতিশয় আনন্দিত হইয়া নিবেদন করিল, "হে করুণাময় লোকনাথ! আমার সর্ব্বাঙ্গে যে দারুণ বেদনা হইয়াছে, তাহার শান্তি কর, এবং যাহাতে আমাকে তোমার ঐ মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক নিয়মের অধীন থাকিতে না হয় তাহার উপায় করিয়া দেও।" ইহাতে ভগবান্ 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

স্থপতি পরম পুলকিত হইয়া পুনঃ পুনঃ বিধাতা পুরুষের ধন্যবাদ করিতে লাগিল, এবং তদ্গত চিত্তে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। তাহার সমুদায় গাত্রবেদনা দূরীকৃত হইল, এবং শরীর পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ছাদের উপর স্থাপিত হইল। ইহাতে সে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিল, এবং আপনাকে কৃতকার্য্য মানিয়া সাতিশয় হর্ষিত হইল। পরে ছাদের উপরে পদবি-

ক্ষেপের চেষ্টা করিয়া দেখে, যে পূর্ব্ববৎ আর চলিতে পারে না। সে আর পূর্ব্বোক্ত মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক নিয়মের অধীন ছিল না, অতএব তাহার পক্ষে মাধ্যাকর্ষণ থাকা আর না থাকা তুল্য হইল। শরীরের ভারবত্ত্ব বশতঃ পৃথিবীতে পদ বিক্ষেপ করা যায়, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণই ভারের কারণ; অতএব মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে পদ চালনা করা সম্ভাবিত হয় না। পরে সে কর্ণিক করিয়া ছাদের উপর চুণ শুর্কি দিবার চেষ্টা করিলেক, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহা ছাদে পতিত না হইয়া শূন্যেতেই থাকিল: কারণ পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট না হইলে কোন দ্রব্য পতিত হয় না। স্থপতি এই সমস্ত অসম্ভাবিত ব্যাপার দৃষ্টে অত্যন্ত ভয়াতুর হইয়া ছাদ হইতে অবতরণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার শরীর মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক নিয়মের অধীন ছিল না, অতএব তাহার পদ দ্বয় ভূতলে আকৃষ্ট না হওয়াতে, বেলুন যেমন আকাশে স্থির হইয়া থাকে, সে তেমনি শূন্যে শূন্যে ঝুলিতে লাগিল। আর যাতনা সহিতে না পারিয়া স্বীয় শরীর ভূতলে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিল, তথাপি তাহা অধোগামী হইল না।

ইহাতে স্থপতি অত্যন্ত ভীত ও যাতনাগ্রস্ত হইয়া 'হা বিধাতা হা বিধাতা' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। পরম কৃপালু প্রজাপতি তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস আবার তোমার কি বিপত্তি ঘটিয়াছে যে তুমি পুনর্ব্বার ক্রন্দন করিতেছ। তোমার অসন্তোষের বিষয় আর কি আছে? তুমি যে ভৌতিক নিয়মের অধীন থাকাতে ছাদ হইতে পতিত হইয়াছিলে, তাহা তোমার পক্ষে স্থগিত করিয়া রাখিয়াছি। তোমার গাত্র-বেদনার শান্তি হইয়াছে, আর হস্ত পদাদি ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে কি নিমিত্ত পুনর্ব্বার বিলাপ করিতেছ?"

ইহা শুনিয়া স্থপতি কহিলেক, "হে ব্রহ্মন্! অপরাধ ক্ষমা কর। কেবল অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও স্পর্দ্ধাযুক্ত হইয়া এমন বিরুদ্ধ বর প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমাকে পূর্ব্ববৎ বেদনাগ্রস্ত করিয়া রাখ সেও ভাল, তথাপি পুনর্ব্বার মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক নিয়মের অধীন করিয়া দেও।"

বিধাতা 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ করিলেন। স্থপতি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ বেদনাগ্রস্ত হইয়া শয্যা-শায়ী হইল, শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল স্বরূপ রোগ ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হইল, এবং পূর্ব্ববৎ ছাদের উপর আরোহণ করিয়া গৃহ-সংস্কার আরম্ভ করিল। মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক নিয়ম মহোপকার-জনক জানিয়া সকৃতজ্ঞ চিত্তে বিধাতাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিল, এবং তদ্বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োজন পূর্ব্বক ঐ নিয়মের যথার্থ তত্ত্ব শিক্ষা ও তৎপ্রতিপালন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে কালযাপন করিতে লাগিল। এ বিষয় যত আলোচনা করিলেক ততই পরম বিধাতা পরমেশ্বরের অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার করুণার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিল, এবং তদ্দ্বারা তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল পরিচালিত ও বর্দ্ধিত হওয়াতে, তাহার বোধ হইল, আমি এক অভিনব সুখ-রাজ্যে আগমন করিয়াছি।

বিধাতা স্থপতির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া যেমন অন্তর্হিত হইবেন, অমনি এক কৃষকের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলেন। কৃষক উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছে "হে বিধাতঃ! তুমি আমাকে কি অপরাধে এমন দুর্ভাগ্য করিয়াছ? আমি যাতনায় অস্থির হইয়া অতি ক্লেশে কাল যাপন করিতেছি। আমার এক এক দিবস এক এক বৎসর জ্ঞান হইতেছে।" বিধাতা তাহার আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি কি দুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়াছ? কি নিমিত্তই বা এত খেদ করিতেছ? আমার কোন্ নিয়মই বা তোমার ক্লেশকর হইয়াছে?" কৃষাণ প্রত্যুত্তর করিলেক "হে বিধাতঃ! দেখ, তোমার নিয়মানুবর্ত্তি হইয়া ভূমি কর্ষণ, বীজ বপন, জল সেচন প্রভৃতি কষ্ট সাধ্য কর্ম্ম না করিলে অন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমি তোমার নিয়মানুসারে শস্য-ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছিলাম, এমন সময় বারিবর্ষণ

হইতে লাগিল। সে জল যদি কেবল ভূমিতে বর্ষিত হইত, তবে হানি ছিল না,আবার আমার গাত্রেও পতিত হইল। তাহাতে আমার বস্ত্র আর্দ্র হইল, শরীরের চর্ম্ম শীতল হইল, অবশেষ জ্বর হইয়া ঘোর বিপত্তি উপস্থিত হইল। এক্ষণে দাহ পিপাসায় অধীর হইয়া মুহুর্মুহু পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছি। হে বিধাতঃ! তুমি সন্তানের প্রতি অতি নির্দ্দয়।"

প্রজাপতি তাহার খেদোক্তি শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! আমি তোমার হিতার্থে ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছি; তুমি তাহার নিতান্ত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ। এক্লেশও এই নিমিত্ত নিয়োজন করিয়াছি, যে তুমি নিয়ম লঙ্ঘনের দুঃখময় ফল অবগত হইয়া আপনার কর্ত্তব্য সাধনে যত্নবান্ থাকিবে। আর আমি তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায়ও তোমার অতিপ্রগাঢ়নিরবচ্ছিন্ন-সুখজনক করিয়া দিয়াছি। এখন তোমার কি প্রার্থনা বল, তাহাই পূর্ণ করি।"

কৃষক কহিল, "হে ব্রহ্মন্! তোমার নিয়ম দ্বারা কি প্রকারে আমার উপকার দর্শিতে পারে? যখন তুমি আমাকে সেই সকল নিয়ম নিরূপণ ও প্রতিপালন করিবার শক্তি না দিয়াছ, তখন তদ্দ্বারা কেবল ক্লেশ ঘটনার সম্ভাবনা। এক্ষণে এই ভিক্ষা, তোমার নিয়ম রূপ পাশ হইতে আমাকে মুক্ত কর, অন্য বর প্রার্থনা করি না।"

বিধাতা কহিলেন, "আমি তোমার রোগ শান্তি করিলাম, এবং যে সকল নিয়ম তোমার এপ্রকার ক্লেশকর হইয়াছে তাহাও স্থগিত করিয়া রাখিলাম। অদ্যাবধি তোমার শরীর ও বস্ত্রাদি জলে আর্দ্র হইবে না, তোমার গাত্র আর শীতল ও উষ্ণ বোধ হইবে না, এবং তোমার অঙ্গ সকল আর বেদনাগ্রস্ত হইবেক না। এখন সন্তুষ্ট হইলে?"

ইহাতে কৃষক পরম আহ্লাদিত হইয়া কহিলেক, "হে করুণাময় বিধাতঃ! আমি তোমার প্রসাদে চরিতার্থ হইলাম, আমার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইল, আমি তোমাকে পরম মঙ্গলাকর জানিয়া তোমার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম।"

কৃষক এই কথা কহিতে কহিতে নীরোগ, বলিষ্ঠ ও প্রফুল্ল-চিত্ত হইল, এবং অস্মিত বিধাতা পুরুষকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ করিতে লাগিল। পরে ক্ষেত্রে গিয়া কার্য্যারম্ভ করিল। তখন শরৎ কাল; বারম্বার পর্য্যায়ক্রমে বৃষ্টি ও রৌদ্র হইতে লাগিল; কিন্তু জলে তাহার গাত্র ও বস্ত্র আর্দ্র হইল না, এবং রৌদ্রেও তাহার শরীর উত্তপ্ত ও ঘর্ম্মাক্ত হইল না। তাহার পক্ষে ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম রহিত হইয়া গিয়াছিল।

কৃষক হৃষ্টচিত্তে ক্ষেত্রের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জল আহরণ করিয়া পাদ প্রক্ষালন করিল, কিন্তু অন্যান্য দিনের ন্যায় স্নিগ্ধ বোধ হইল না; কারণ বিধাতার বরে তাহার শীতোষ্ণাদি অনুভব করিবার শক্তি নষ্ট হইয়াছিল। তদনন্তর নিকটবর্ত্তি নদীতে অবগাহন করিলেক, তাহাতেও পূর্ব্বের ন্যায় আর সুখানুভব হইল না, এবং পরিধেয় বস্ত্র জলসিক্ত না হওয়াতে তাহার মলা দূর হইল না। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া কৃষক অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল, এবং মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি মনঃকল্পিত বর প্রার্থনা করিয়া বুঝি চিরকালের সুখে জলাঞ্জলি দিলাম। অবগাহনানন্তর অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক একটি শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে তুলিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য। পূর্ব্বে যেমন তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া সুখ-স্পর্শ বোধ করিত, সেরূপ অনুভব হইল না। তাহাকে দৃষ্টি করিলেক, এবং তাহার বাক্য শ্রবণ করিলেক, কিন্তু তাহাকে যে স্পর্শ করিতেছে এমত বোধই হইল না। সেই কৃষকের স্পর্শানুভব-বিষয়ক শারীরিক নিয়ম রহিত হওয়াতে সমুদায় গাত্র স্পর্শহীন হইয়াছিল। সে স্নেহাভিষিক্ত নেত্রে সেই শিশু সন্তানকে দৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত ঔৎসুক্য সহকারে তাহাকে

গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিল, কিন্তু কিছুতেই পূর্ব্ববৎ স্পর্শ জ্ঞান ও সুখানুভব হইল না। অবশেষে তাহার কঠিন হৃদয় দ্বারা নিপীড়িত হওয়াতে উক্ত শিশু উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন কৃষক মনে মনে শোচনা করিতে লাগিল, "আমি না বুঝিয়া কি গর্হিত কর্ম্মই করিয়াছি। আমার পক্ষে শারীরিক নিয়ম একেবারে স্থগিত হইয়াছে!" পরে অতিশয় রৌদ্র সেবাদি অহিতাচার করাতে তাহার শরীর ভগ্ন হইতে লাগিল, কিন্তু তজ্জন্য ক্লেশানুভব না হওয়াতে তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিলেক না। ইহাতে কৃষক অকস্মাৎ আপনার মুমূর্ষু অবস্থা উপস্থিত দেখিয়া চিন্তা করিলেক, পূর্ব্বাবধি আমার দেহ-যন্ত্র উচ্ছৃঙ্খল হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার ক্লেশানুভব শক্তি না থাকাতে পীড়া অনুভব করিতে পারি নাই, সুতরাং রোগ শান্তির চেষ্টাও করি নাই। ইহাতে সে দুঃখে অভিভূত ও ভয়ে কম্পান্বিত হইয়া ব্যাকুলিত চিত্তে কহিতে লাগিল, "হে বিধাতঃ! ভূমণ্ডলে আমার পর ভাগ্যহীন মনুষ্য আর কেহ নাই। আমি সমুদায় সুখে বঞ্চিত হইয়াছি। আমার শরীর ভগ্নপ্রায় হইল, তথাপি আমি রোগামুক্ত করিতে সমর্থ না হওয়াতে তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিতে পারি নাই। হে প্রজাপালক! তুমি আমাকে এমন দুর্ভাগ্য কেন করিলে?"

বিধাতা তাহার রোদন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "বৎস! যে সকল ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম দ্বারা তোমার জ্বর ও ক্লেশ হইয়াছে বলিয়াছিলে, তাহা আমি স্থগিত করিয়াছি। তোমার শরীরে আর বেদনা বোধ ও উত্তাপাদি জন্য ক্লেশানুভব হইবেক না। তবে আর তুমি কি নিমিত্ত অসুখী, এবং কি নিমিত্তই বা এত অসন্তুষ্ট?"

কৃষক কহিলেক, "হে ব্রহ্মন্! যাহা বলিলে যথার্থ বটে, কিন্তু তুমি আমাকে অবশেন্দ্রিয় করিয়া অতিশয় দুর্ভাগ্য করিয়াছ। পূর্ব্বে যেমন শস্য ক্ষেত্রে আগমন করিলে সুশীতল নির্ম্মল বায়ু হিল্লোলে শরীর স্নিগ্ধ হইত, এখন আমার আর সে অপূর্ব্ব সুখ অনুভব করিবার সামর্থ্য নাই। আমার সন্তানেরা আমার ক্রোড়স্থ হইলে পূর্ব্ববৎ সুখানুভব হয় না। আমি রোগাক্রান্ত হইয়া মৃতবৎ হইয়াছি তথাপি রোগজন্য ক্লেশানুভব না হওয়াতে তাহার প্রতীকার চেষ্টা হয় নাই। হে বিধাতঃ! আমি অতিশয় দুর্ভাগ্য হইয়াছি, আমি শোকসাগরে নিমগ্ন হইতেছি।"

বিধাতা বলিলেন "আমি তোমাকে কি প্রকারে পরিতুষ্ট করিব? যখন আমি তোমাকে সুখ-স্পর্শাদি বোধে সমর্থ করিবার নিমিত্ত ত্বগিন্দ্রিয়ে স্পর্শ-শক্তি প্রদান করিয়াছিলাম, এবং শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হইলে জানিতে পারিবে, এবং জানিয়া প্রতীকার চেষ্টা করিবে, এই অভিপ্রায়ে শারীরিক ক্লেশ বিধান করিয়াছিলাম, তখনও তুমি সন্তুষ্ট ছিলে না। পৃথিবীকে স্নিগ্ধ ও ফলবতী করিবার নিমিত্ত বারিবর্ষণ হয়; মনুষ্যাদির রোগোৎপত্তি তাহার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু তুমি বৃষ্টির সহিত শরীরের সম্বন্ধ না বুঝিয়া অবিশ্রান্ত তদীয় জলে সিক্ত হইয়াছিলে, ইহাতেই তোমার জ্বরোৎপত্তি হয়। বৃষ্টির জলে আর্দ্র হওয়াতে তোমার শারীরিক নিয়ম যত দূর লঙ্ঘিত হইয়াছিল, তাহার অধিক আর না হয়, ইহাই জ্ঞাপন করণার্থ জ্বর-জন্য ক্লেশ প্রেরণ করিয়াছিলাম; কারণ ক্রমাগত এরূপ অত্যাচার করিলে তোমার প্রাণ বিয়োগ হইত। যদি আবার তোমাকে আমার শুভকর নিয়মের অধীন করিয়া রাখি, তবে তুমি পুনর্ব্বার আমার প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে অন্যায়কারি বলিয়া নিন্দা করিলেও করিতে পার।"

ইহা শুনিয়া কৃষক অতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেক, "হে করুণাময় বিধাতঃ! এক্ষণে তোমার অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার করুণা স্পষ্ট রূপে দৃষ্টি করিতেছি, এবং আমার মূঢ়তাও অঙ্গীকার করিতেছি। আমাকে তোমার পরম মঙ্গলকর নিয়ম-প্রণালীর অধীন করিয়া দেও; আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি, তৎ সমুদা-

য়ের বিরুদ্ধাচরণ করিলে যে প্রতিফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও হিতকারক। আমার স্পর্শেন্দ্রিয় ও মাংসপেশী সকলকে প্রকৃতিস্থ করিয়া আমাকে পূর্ব্ববৎ স্পর্শাদি-জনিত সুখে অধিকারি কর। তৎ সমুদায়কে যথা নিয়মে নিয়োগ না করিলে যে ক্লেশ উৎপন্ন হয়, তাহা আমি অম্লান বদনে স্বীকার করিব।"

বিধাতা তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। তাহার জ্বর ও যাতনা পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল, কিন্তু ঔষধ সেবন দ্বারা অবিলম্বে প্রতীকার হইল। ক্রমে ক্রমে তাহার স্বাস্থ্য লাভ ও বলাধান হইল, এবং ইন্দ্রিয় সকল পূর্ব্ববৎ সতেজ ও সবল হইল। কৃষক এইরূপ চরিতার্থ হওয়াতে তদবধি কোন দিবস বিধাতার অগণ্য ধন্যবাদ ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া জল গ্রহণ বা অন্ন ভোজন করিত না, এবং সন্তানদিগকে ক্রোড়ে করিলে তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি রসে আর্দ্র না হইয়া নিরস্ত হইত না। তদবধি সে যখন কোন নিয়ম পালন করিয়া তাহার পুরস্কার স্বরূপ নির্ম্মল সুখ লাভ করিত, তখন উৎসাহ পুরঃসর সানন্দ চিত্তে বিধাতা পুরুষকে স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিত, এবং যখন কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হইত, তখন অবিলম্বে বিধাতৃ-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া গুরুতর দুঃখ-ঘটনা নিবারণ করিত।

বিধাতা পুরুষ পূর্ব্বোক্ত কৃষকের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইবা মাত্র আর এক ব্যক্তির আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলেন। সে 'হা বিধাতা হা বিধাতা' বলিয়া চীৎকার করিতেছে শুনিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট আবির্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি আবার কিকারণে আক্ষেপ করিতেছ।" সে কহিলেক, "হে ব্রহ্মন্! আমার পিতা ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া নানা প্রকার অহিতাচার করিয়া স্বীয় শরীর ভগ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার দুষ্কর্ম্ম ফলে আমি পীড়িত হইয়া দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। আমি বাতগ্রস্থ হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছি, আমার অস্থি সকল বাধিত হইয়া বড়ই যাতনা দিতেছে। তুমি আমার পিতার পাপের ফলে আমাকে পীড়িত করিয়া ন্যায়-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছ। হে বিধাতঃ! যদি কৃপাম্বু ও ন্যায়বান হও, তবে আমাকে এ বিপত্তি হইতে উদ্ধার কর।"

বিধাতা তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন "পিতা মাতার প্রকৃতি-সিদ্ধ গুণাগুণ সন্তানে বর্ত্তে এই যে শারীরিক নিয়ম সংস্থাপিত আছে, তুমি ইহাতেই দোষারোপ করিতেছ। ভাল, জিজ্ঞাসি, তুমি পিতা হইতে বাত রোগ ভিন্ন অন্য কোন স্বাভাবিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছ কি না।" রোগী উত্তর করিলেক, "হাঁ আমি অন্যান্য অনেক গুণ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অশেষ সুখদায়ক ধমনী, মাংসপেশী, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি সকল অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। যখন বাতের বেদনা না থাকে, তখন আমার সর্ব্ব শরীর স্বচ্ছন্দ ও স্ফূর্ত্তি-যুক্ত বোধ হয়। আমার ইচ্ছা মাত্রে মাংস-পেশী সকল তদনুযায়ি কার্য্য করিতে তৎপর হয়। ইন্দ্রিয় সমুদায়কে সুখ রত্নের আকর স্বরূপ বলিলেও বলা যায়। উত্তমোত্তম মনোবৃত্তি সকল জ্ঞানানুশীলন ও ধর্ম্মালোচনা করিয়া চরিতার্থ হয়। কিন্তু হে ব্রহ্মন্! তুমি আমাকে কি নিমিত্ত পিতার পাপাচরণের প্রতিফল স্বরূপ বাত রোগ প্রদান করিলে?"

বিধাতা বলিলেন, "তুমি অতি অদূরদর্শী, এই নিমিত্ত এ প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছ। তোমার পিতা আমার নিয়ম লঙ্ঘন করাতে পীড়িত হইয়াছিলেন। তোমার জন্ম গ্রহণ কালে তাঁহার শরীর রোগাক্রান্ত ছিল, অতএব তুমিও রোগাক্ত দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ। যে নিয়মানুসারে তাঁহার বল, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব প্রভৃতি অধিকার করিয়াছ, সেই নিয়মানুসারেই তাঁহার ন্যায় অসুস্থ শরীর প্রাপ্ত হইয়াছ। যদি এ নিয়ম তোমার পক্ষে অনিষ্টকর হয়, বল, তাহা স্থগিত করিয়া রাখি।"

ইহা শ্রবণ করিয়া রোগী কহিল, "হে করুণাময় বিধাতা পুরুষ! অগ্রে জিজ্ঞাসা করি,

যদি তুমি এই নিয়ম স্থগিত কর, তবে আমি বল,বীর্য্য,ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব প্রভৃতি যে সমস্ত সদ্গুণ অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহাও কি নষ্ট হইবে?” বিধাতা বলিলেন, “তাহার আর সন্দেহ কি? তৎ সমুদায়ই নষ্ট হইবে। যে নিয়মানুসারে তৎ সমুদায় লাভ করিয়াছ, সেই নিয়মানুসারেই পৈতৃক রোগ প্রাপ্ত হইয়াছ। অতএব সে নিয়ম রহিত হইলে তাহার শুভাশুভ সমুদায় কার্য্যই নষ্ট হইবে। তেমন তোমার শরীরে আর বেদনা বোধ হইবেক না।”

বিধাতা পুরুষের এই বাক্য সমাপ্ত হইতে না হইতে, রোগী বলিয়া উঠিল, “হে ব্রহ্মন্! ক্ষমা কর, আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে তোমার এই শারীরিক নিয়মের অধীন থাকিতে স্বীকার করিতেছি, এবং তাহা লঙ্ঘন করিলে যে প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয় তাহাও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু হে ব্রহ্মন! পিতা তোমার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন,এক্ষণে তাহা প্রতিপালন করিলে ক্লেশ লাঘব বা রোগের শান্তি হইতে পারে কি না বল।”

বিধাতা বলিলেন,“ক্লেশ লাঘব ও দূরীকরণ করাই আমার সমুদায় নিয়মের উদ্দেশ্য। তুমি যদি তোমার পিতার ন্যায় নিয়ত অহিতাচার করিতে, তবে এত দিনে তোমার শরীর কেবল ব্যাধি-মন্দির হইত। বাস্তবিক, তোমাকে পিতার পাপময় পথ হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত এই পিতৃগত পীড়া প্রদান করিয়াছি। এই ক্লেশ তোমার রক্ষক স্বরূপ হইয়া তোমাকে সাবধান না করিলে, তুমি পাপাচরণে প্রবৃত্ত থাকিয়া অধিক দুঃখ প্রাপ্ত হইতে। এক্ষণে আমার নিয়মানুযায়ি ব্যবহারে অবিরত নিযুক্ত থাক, তবে তোমারও দুঃখ হ্রাস হইবে এবং তোমার সন্তানেরাও বিশুদ্ধ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া সুস্থ শরীরে কাল যাপন করিবে।”

রোগী প্রজাপতির এই সকল হিতবাক্য শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইল, এবং অতি ভক্তিভাবে বিধাতা পুরুষকে বারম্বার স্তুতি ও প্রণতি করিয়া তাঁহার নিতান্ত আজ্ঞাবহ হইল। ইহাতে তাহার শারীরিক ক্লেশ ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া স্বাস্থ্য-সুখ বৃদ্ধি হইল, এবং তন্নিমিত্ত সে ব্যক্তি বিশ্ব-নিয়ন্তা বিধাতা পুরুষের নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞতা রূপ পুণ্য-পাশে বদ্ধ রহিল।”

বিধাতা পুরুষ পূর্ব্বোক্ত পীড়িত ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করিয়া স্বর্গারোহণ করিতেছেন, এমত সময় শুনিলেন, এক বালক রোগের জ্বালায় অস্থির হইয়া মুহুর্মুহু পার্শ্ব পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতেছে। বিধাতা জিজ্ঞাসিলেন, “বৎস! কি কারণে রোদন করিতেছ? তোমার কি দুঃখ হইয়াছে?” বালক ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর্ত্তস্বরে কহিল, “আমি পিতার কঠিন পীড়া ও মাতার ভগ্ন প্রকৃতি অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। রোগে আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইয়া দিন যাপন করিতেছি। আমার মুখে বাক্য সরিতেছে না; কথা কহিতেও ক্লেশ হইতেছে।” বিধাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি পিতা মাতা হইতে রোগ ও যাতনা ব্যতিরেকে আর কিছুই প্রাপ্ত হও নাই? শরীর ও মনের এমন কোন শক্তি প্রাপ্ত হও নাই, যে তাহা সঞ্চালন করিয়া সুখ সম্ভোগ করিতে পার?” বালক বলিল, আমার শরীর এমন দুর্ব্বল এবং অন্তঃকরণ এমন নিস্তেজ, যে বোধ হয়, আমি কেবল ক্লেশ ভোগ করিতেই জীবিত রহিয়াছি।” বিধাতা কহিলেন, “তোমার চিন্তা কি? আমার শারীরিক নিয়ম এখনি তোমার যাতনা শান্তি করিবেক, এবং আমি তোমাকে ক্রোড়ে লইয়া আশ্রয় প্রদান করিব।” এই কথা বলিতে না বলিতে শারীরিক নিয়মের ফল প্রত্যক্ষ হইল, বালকের দেহ মৃৎপিণ্ডবৎ নির্জ্জীব হইয়া যাতনা-শূন্য হইল, এবং তাহার আত্মা তৎক্ষণাৎ বিধাতা পুরুষের নিকট গমন করিল।

তদনন্তর এক সমুদ্র-বণিক্ সমুদ্র-তরঙ্গে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিধাতা পুরুষের দোষোল্লেখ করিতেছে শুনিয়া, তিনি তা-

হাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি যে আমার এত নিন্দা করিতেছ। আমাকে কি করিতে বল, তাহাই করি।”

বণিক্ কহিল “হে ব্রহ্মন! আমি কলিকাতা হইতে কতক গুলি পণ্য-সামগ্রী লইয়া চীন রাজ্যে গমন করিতেছিলাম, অদ্য সিঙ্গাপুরে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। আমার সমুদ্র-পোতের এক পোতবাহ মদিরা-মত্ত হইয়া কিপ্রকারে জাহাজে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়াছে। দেখ, আমার জাহাজ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, আমার সমুদায় পণ্য দ্রব্য দগ্ধ হইতেছে, আমি অগ্নি ভয়ে ভীত হইয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি, আমার আর জীবনের আশা নাই। অতএব, বলি, তুমি যদি ন্যায়বান হইবে, তবে দোষির দোষে নির্দ্দোষের অনপরাধে অনিষ্ট ঘটনা কেন হয়।”

বিধাতা বলিলেন, “তুমি আমার সামাজিক নিয়মের দোষোল্লেখ করিতেছ। ভাল, যদি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলে, তবে তাহা স্থগিত করিয়া তোমাকে পূর্ব্ববৎ পোতারূঢ় করিয়া দিতেছি।”

বণিক্ দেখিল, জাহাজের অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে, অঙ্গার সকল কাষ্ঠ রূপে পরিণত হইয়াছে, আপনার ও আপন মাল্লাদিগের শরীর সুস্থ ও পোতস্থ হইয়াছে, এবং সকলেই হৃষ্ট-চিত্ত আছে। বণিক মহা আহ্লাদে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রজাপতির স্তব করিলেন, এবং মাল্লাদিগকে কহিলেন, “আমরা বিধাতা পুরুষের প্রসাদাৎ বিপদ উত্তীর্ণ হইয়াছি, এক্ষণে, চল জাহাজ খুলিয়া চীনাভিমুখে গমন করি।” কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কেহ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিল না, সুতরাং তাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য করিতেও প্রবৃত্ত হইল না। ইহাতে তিনি বিস্ময়াপন্ন হইয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন, “তোমরা কি কারণ আমার বাক্য অবহেলন করিতেছ?” একথাতেও কেহ প্রত্যুত্তর প্রদান করিল না। তিনি দেখিলেন, সকলে পরস্পর কথোপকথন ও ইতস্ততঃ পদচারণা করিতেছে, কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় মনোযোগ দেয় না। তিনি তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিলেন, আবার নানা প্রকার বিনয় বাক্যও বলিলেন, কিছুতেই তাহাদিগের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইলেন না।

তখন তিনি সভয় চিত্তে চিন্তা করিলেন, আর কিছু নয় বিধাতা আমাকে সামাজিক নিয়ম-জনিত সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন। ইহাতে অত্যন্ত ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া নিজে রজ্জু ধরিয়া একটী পাল খুলিয়া দিলেন, এবং আপনিই কর্ণধার হইয়া স্বাভিপ্রেত দিকে জাহাজ চালনা করিলেন। কিন্তু তাহাতে লঙ্গর বদ্ধ ছিল অতএব অত্যল্প দূর গমন করিয়াই স্থগিত হইল। পরে লঙ্গর তুলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তদ্রূপ প্রকাণ্ড লৌহ-রাশি উত্তোলন করা দশ জন মনুষ্যের কর্ম, তিনি একাকী কি রূপে সমর্থ হইবেন? ইহাতে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পুনর্ব্বার মাল্লাদিগকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাহারা কেহই উত্তর দিলেক না। তাঁহার পক্ষে সামাজিক নিয়ম রহিত হইয়াছিল, অতএব তিনি যেমন অন্যের কুব্যবহার জনিত ক্লেশ হইতে নিস্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ পরস্পর সহকারিতা দ্বারা যে অশেষ উপকার দর্শে তাহাতেও বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

তখন নিতান্ত নিরাশ্বাস হইয়া এক খান ক্ষুদ্র ভেলক আরোহণ পূর্ব্বক স্থলে অবতরণ করিলেন। সিঙ্গাপুরে তাঁহার এক মিত্র ছিল, তাহার নিকট উপনীত হইয়া সবিশেষ সমস্ত অবগত করিলেন, এবং উপস্থিত বিপদুদ্ধারার্থে তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! তাঁহার মিত্র তাঁহাকে সমাদর করা ও তাঁহার বাক্যে মনোযোগ দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাতও করিলেক না, নিজ কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, তাহাই সম্পন্ন করিতে লাগিল। বণিক পরিশ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া এক নিকটস্থ পান্থশালায় ভোজনার্থে গমন করিলেন। কিন্তু তথাকার পরিচারকেরা কেহই তাঁহার বাক্যে মনঃসংযোগ করিল না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন তিনি সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হইতেন, তখন সেই

পান্থশালাতেই আহারাদি করিতেন, এবং ঐ সকল ভৃত্যই তাঁহার পরিচর্য্যা করিত, কিন্তু এবার কেহ তাঁহাকে চিনিতেও পারিল না। তিনি তথায় ভূরি ভূরি বণিক্, কর্ম্মচারি, ও ভৃত্য দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়াও যেন জন শূন্য অরণ্যে স্থিত করিতেছেন এইরূপ বোধ হইল। তখন বণিক্ দিগ্বিদিক্‌জ্ঞান-শূন্য হইয়া ব্যাকুলিত চিত্তে বিধাতাকে সম্বোধিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, "হে বিধাতঃ! আমি যে দুর্বিপাকে পতিত হইয়াছি, ইহার অপেক্ষা সমুদ্র গর্ভে মগ্ন ও অগ্নিদাহে দগ্ধ হওয়াও ভাল ছিল। আমার দুঃখের ভরা পূর্ণ হইয়াছে, এখন, হয় আমাকে মৃত্যু-গ্রাসে নিক্ষিপ্ত কর, নয় পুনর্ব্বার সামাজিক নিয়মের অধীন করিয়া রাখ। আমি আর কদাপি তোমার নিয়মের নিন্দা করিব না।" ইহা শুনিয়া বিধাতা কহিলেন, এখন তুমি কাতর হইয়া একথা কহিতেছ; কিন্তু পুনর্ব্বার সামাজিক নিয়মের অধীন হইলে তোমার ঐ জাহাজ খানি দগ্ধ হইবে। তাহাতে তুমি এবং তোমার মাল্লারা এক ডিঙ্গি করিয়া স্থলে অবতরণ পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবে, কিন্তু তুমি নির্দ্ধন হইবে তাহার সন্দেহ নাই। নির্দ্ধন হইলেই পুনর্ব্বার আমার প্রতি দোষারোপ করিবে।"

বণিক্ প্রত্যুত্তর করিল, "হে ব্রহ্মন্! তোমার সামাজিক নিয়ম যে কি প্রকার হিতকর ও সুখদায়ক তাহা ইতঃপূর্ব্বে কিছুই জ্ঞাত ছিলাম না। যে ব্যক্তি সামাজিক নিয়মের অধীন, সে হৃত-সর্ব্বস্ব হইলেও দুঃখে অভিভূত ও একেবারে নিরাশ হয় না। আর যদি কেহ সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইয়াও সামাজিক নিয়মের অধীন না থাকে, তবে ভূমণ্ডলে তাহার ন্যায় দুর্ভাগ্য আর কেহ নাই। আমার জাহাজ ও পণ্য সামগ্রী সকল দগ্ধ হইলে আমি নির্দ্ধন হইব তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধিবৃত্তি, নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সঞ্চালন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ ও সুখ লাভ করিতে পারিব। এই সমুদায় সঞ্চালন করাই সুখের কারণ। দারিদ্র্যাবস্থা হইলে এসকল বিষয় কিছু নষ্ট হয় না, বরং ইহারদিগকে চালনা করিবার আবশ্যকতা বৃদ্ধি হয়। বিশেষতঃ সামাজিক নিয়মের অধীন থাকিলে বন্ধুগণের মধুর স্বর শ্রবণ করিয়া স্নিগ্ধ হইব, এবং সহযোগিদিগের সহায়তায় অবলীলা ক্রমে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া সুখী স্বচ্ছন্দে থাকিব। আর অদ্যাবধি যে ব্যক্তি যে কর্ম্মের উপযুক্ত, তাহাকে তাহাতেই নিযুক্ত করিয়া সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন করিব। ইহাই তোমার অভিপ্রেত জানিলাম, অতএব এ অভিপ্রায় সম্পন্ন হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল রূপ দুঃখ প্রাপ্তি অবশ্যই নিবারিত হইবে। হে করুণাকর! তুমি আমাকে পুনর্ব্বার সামাজিক নিয়মের অধীন করিয়া দেও, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে যে শাস্তি প্রাপ্ত হইতে হয়, তাহা আমি অন্তরে স্বীকার করিব।"

বিধাতা পুরুষ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, তাঁহার জাহাজ দগ্ধ হইয়া গেল, এবং তিনি এক ডিঙ্গি করিয়া স্থলে অবতীর্ণ হইলেন। তদনন্তর, তিনি বিধাতার বিধান ও মনুষ্যের স্বভাব শিক্ষা করিলেন, তদনুযায়ি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অল্প অল্প অর্থও সঞ্চয় করিলেন, এবং আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সুখি দেখিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন।

তদনন্তর, এইরূপ অনেকানেক অত্যাচারি ব্যক্তি বিধাতা পুরুষকে স্ব স্ব দুঃখ অবগত করিয়া তৎ-প্রতিষ্ঠিত নিয়মের দোষোল্লেখ করিলেক। বিধাতা তাহারদিগের প্রত্যেকের আবেদন শ্রবণ না করিয়া তাহারদিগকে এক স্থানে স্থাপন করিলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত স্থপতি, কৃষক, রোগি, ও বণিক্‌কে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তোমরা ইহারদিগকে আপন আপন বৃত্তান্ত ও প্রাকৃতিক নিয়মের যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞাপন কর।" তাহা শ্রবণ করিয়া যদি কোন ব্যক্তি অসন্তোষ প্রকাশ করে, তবে যে নিয়মানুসারে তাহার ক্লেশোৎপত্তি হইয়া-

ছে তাহা স্থগিত করিয়া দিব।" কিন্তু স্থপতি প্রভৃতির উপদেশ শ্রবণ করিয়া কেহ আর অসন্তোষ প্রকাশ করিলেক না। তৎকালাবধি প্রজাপতির প্রজা সকল উৎসাহ ও যত্ন পূর্ব্বক তাঁহার নিয়ম শিক্ষা ও পালন করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাঁহার অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার করুণা স্বীকার পূর্ব্বক সকৃতজ্ঞ চিত্তে ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করিতে আরম্ভ করিল।

আত্মতত্ত্ববিদ্যা

পঞ্চম অধ্যায়
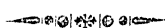
সত্য স্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, বিচিত্র শক্তিমান্, এক মাত্র, অদ্বিতীয় পরমাত্মা নিত্য কাল বর্ত্তমান আছেন; তিনি বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী আর এই জীবাত্মা সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। পরমাত্মা নিত্য বস্তু, জীবাত্মা সকল সৃষ্ট বস্তু; পরমাত্মা পরিপূর্ণ, জীবাত্মা অপূর্ণ, পরমাত্মাতে বিকারের সম্ভাবনা নাই, জীবাত্মা বিকার্য্য; জীবাত্মা কখন অজ্ঞ কখন বিজ্ঞ, কখন শুদ্ধ কখন অশুদ্ধ, কখন বদ্ধ কখন মুক্ত; পরমাত্মা সর্ব্বদাই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব; জীবাত্মাতে পরমাত্মাতে এত ভিন্ন; তথাপি অনেকে বিশেষ প্রণিধান না করিয়া বলেন, যে পরমাত্মাতে জীবাত্মাতে কোন ভেদ নাই। তাঁহারা মনে করেন, যে পৃথিবী হইতে যে সকল বস্তু উৎপন্ন হইতেছে, তাহারা যেমন পৃথিবী স্বরূপ, পৃথিবী হইতে ভিন্ন নহে; তদ্রূপ পরমাত্মা হইতে এই যে সকল জীব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাও পরমাত্মার স্বরূপ, পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা এই বৃথা দৃষ্টান্তের প্রতি নির্ভর করিয়া কদাপি পরমাত্মা আর জীবাত্মার স্বরূপে ঐক্য করিতে পারেন না। পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হওয়া আর পরমাত্মা হইতে সৃষ্ট হওয়া অনেক বিশেষ। পৃথিবী অসংখ্য পরমাণু পুঞ্জ; পরমাত্মা এক মাত্র অংশবিহীন; পৃথিবী হইতে [illegible] পরমাণু সকল বিচ্ছিন্ন হইয়া বৃক্ষ রূপে পরিণত হইতেছে, সুতরাং বৃক্ষের পরমাণুতে আর পৃথিবীর পরমাণুতে কোন বিশেষ নাই; অতএব বৃক্ষকে পৃথিবীর স্বরূপ বলা যায়, এবং তাহার পর [illegible] বলা যায়। কিন্তু পরমাত্মা পৃথিবীর ন্যায় পরমাণু পুঞ্জ নহেন, অংশ যুক্ত অথবা খণ্ডনীয় নহেন, তিনি সর্ব্বদাই অংশ বিহীন এবং অখণ্ডনীয়; তাঁহার কোন অংশ তাঁহা হইতে পরিচ্যুত হইয়া অন্য কোন বস্তু হয় নাই যে সেই বস্তুকে তাঁহার স্বরূপ বলা যাইতে পারে।

পৃথিবী হইতে যে সকল বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার পরমাণু সকল যেমন পৃথিবীর অংশ ছিল, সেই প্রকার জীবাত্মা সকল যদি পরমাত্মার অংশ হইত, তবে যেমন পার্থিব পরমাণু সকলের সমষ্টিকে পৃথিবী বলা যায় তেমনি জীবাত্মা সকলের সমষ্টিকে পরমাত্মা বলা যাইতে পারিত; তবে যেমন পৃথিবী হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ সকলকে পৃথিবীর স্বরূপ করিয়া বলা যায়, তেমনি পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন জীবাত্মা সকলকেও সেই পরমাত্মার স্বরূপ করিয়া বলা যাইত। কিন্তু পরমাত্মা কদাপি জীবাত্মা সকলের সমষ্টি নহেন; যদি পরমাত্মাকে যেমন জীবাত্মা সকলের সমষ্টি করিয়া বলা যায়, তবে জীবাত্মা সকল ভিন্ন আর পরমাত্মা নাই এই বলা হয়। যেমন পার্থিব পরমাণু পুঞ্জকে পৃথিবী বলা যায়, তেমন যদি জীবাত্মা পুঞ্জকেই কেবল পরমাত্মা রূপে স্বীকার করা যায়, তবে পার্থিব পরমাণু ভিন্ন যেমন পৃথিবীর পৃথক সত্তা নাই, তদ্রূপ জীবাত্মা সকল ভিন্ন যে আর পরমাত্মার পৃথক সত্তা নাই, এই বলা হয়।

এই সত্য সর্ব্বদা মনে উদ্দীপ্ত রাখা কর্ত্তব্য, যে অনেক বস্তু কখন এক হইতে পারে না এবং এক বস্তু কখন অনেক হইতে পারে না। অনেক বস্তুকে আমরা এক করিয়া মনেতে কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু এই কল্পনা জন্য অনেক বস্তু কখন এক হইতে পারে না। অনেক বৃক্ষকে আমরা

এক বন বলিয়া কল্পনা করি ; অনেক যোদ্ধাকে আমরা সেনা বলিয়া কল্পনা করি ; কিন্তু এজন্য সহস্র সহস্র বৃক্ষ ও সহস্র সহস্র যোদ্ধা কখন এক হয় না, তাহারা পৃথক্ পৃথক্ই থাকে। অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র প্রাণি প্রভৃতিকে আমরা এক জগৎ বলিয়া কল্পনা করি, তজ্জন্য তাহারা কখন এক হয় না, কিন্তু পৃথক্ পৃথকই থাকে। অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি এই পৃথিবীকে এক মাত্র বস্তু রূপে ভাবিয়া এবং তাহা হইতে নানাবিধ বৃক্ষাদি সকল উৎপন্ন হইতে দেখিয়া মনে করি, যে এক যে বস্তু সেই নানা হইতেছে ; কিন্তু বাস্তবিক পৃথিবী এক বস্তু নহে,সে অনেক পরমাণুর সমষ্টি এবং সেই পরমাণু সকল নানা সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নানা আকারে অবস্থিতি করিতেছে। যদি পৃথিবী অংশ বিহীন অখণ্ডনীয় এক বস্তু হইত, তবে তাহা আর কখন দুই হইতে পারিত না এবং সুতরাং অন্য সকল বস্তু রূপেও পরিণত হইতে পারিত না। পরমাত্মা স্বরূপতঃ এক মাত্র, অংশ বিহীন, সুতরাং তিনি কখন দুই হয়েন না, তবে এই অসংখ্য জীবাত্মা সকলকে তাঁহার অংশ বলা এবং এই জীবাত্মা সকলের সহিত তাঁহার যে কোন ভেদ নাই বলা কি প্রকারে যুক্ত হইতে পারে?

এই সকল জীব কি জড় কদাপি তাঁহার অংশ নহে, কদাপি তাঁহার স্বরূপ নহে; তিনি আপনি জড় রূপে পরিণত হইয়া আপনাকে ধ্বংস করেন নাই, এবং জীব রূপে বিকৃত হইয়া শোক মোহ পাপ তাপে বদ্ধও হয়েন নাই ; তিনি নিত্য স্বস্বরূপেতেই অবস্থিতি করিয়া এই অচিন্ত্য জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

প্রথমখণ্ডং

ষষ্ঠাধ্যায়ঃ

তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং॥

একাগ্র চিত্ত হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যোবেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা॥

পরমাত্মা সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত স্বরূপ হয়েন। যিনি তাঁহাকে আপনার শরীরের করমাকাশে বুদ্ধিস্থ করিয়া জানেন, তিনি সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত সমুদয় কামনা উপভোগ করেন।

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিবো। তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাআনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥

যিনি সামান্য রূপে ও বিশেষ রূপে সর্ব্ব বস্তু জানিতেছেন, ভূলোক ও স্বর্গলোকে যাঁহার এই মহিমা, যিনি অমৃত স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, বুদ্ধিরূপে দৃষ্টি করেন।

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদো বিদুঃ॥

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা মনোরূপ উজ্জ্বল কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল,নিরবয়ব, জ্যোতির জ্যোতি শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না এবং চন্দ্র তারাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না ; এই বিদ্যুৎ সকলও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তবে এই অগ্নি তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে। সমস্ত জগৎ সেই দীপ্যমান পরমেশ্বরেরই প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে ; এই সমুদায় তাঁহার প্রকাশেতেই প্রকাশিত হইতেছে।

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥

ইনি সকলের প্রাণ স্বরূপ, যিনি এই সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন ; জ্ঞানী ব্যক্তি ইঁহাকে জানিলে আর ইঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না ; ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, ইনি পরমাত্মাতে রমণ করেন, এবং সৎকর্ম্মশীল হয়েন। ইনিই ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি। দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াং॥

তিনি মহৎ প্রকাশবান ও অচিন্ত্য স্বরূপ এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম হয়েন। তিনি দূর হইতেও বহু দূরে আছেন এবং এই নিকটেও তিনি বর্ত্তমান আছেন; তিনি এখানেই যাবৎ সচেতন জীবদিগের বুদ্ধিতে স্থিতি করেন।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥

তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যেরও গ্রাহ্য নহেন, এবং অপরাপর ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা বা যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; জ্ঞান শুদ্ধি দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়, তিনিই ধ্যানযুক্ত হইয়া নিরবয়ব পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন।

ইতি প্রথমখণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

৯৪ সংখ্যক পত্রিকার ৪০ পৃষ্ঠার পর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মন্ত্রিগণ রাজাকে তক্ষকের ফণ মণ্ডলে বেষ্টিত দেখিয়া বিষণ্ণ বদন ও সাতিশয় দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা তক্ষকের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শ্রবণে ভয়ার্ত্ত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেখিতে পাইলেন তক্ষক নভোমণ্ডলে প্রদীপ্ত অগ্নি শিখার ন্যায় গমন করিতেছেন। তদনন্তর সেই প্রাসাদকে ভুজগ রাজের বিষজনিত হুতাশনে বেষ্টিত ও প্রজ্বলিত অবলোকন করিয়া চারি দিকে তাঁহারা পলায়ন করিলেন। রাজা বজ্রাহত প্রায় ভূতলে পতিত হইলেন।

এইরূপে রাজা তক্ষক দংশনে প্রাণ ত্যাগ করিলে অমাত্য গণ রাজপুরোহিত দ্বারা তদীয় পারলৌকিক ক্রিয়া কলাপ সমাপন করাইলেন এবং যাবতীয় পৌর গণকে সমবেত করিয়া রাজার শিশু পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। লোকে এই কুরুকুল প্রদীপ শত্রুঘাতী রাজাকে জনমেজয় নামে ঘোষণা করে। মহামতি রাজশ্রেষ্ঠ জনমেজয় বালক হইয়াও পুরোহিত ও মন্ত্রি বর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া স্বীয় প্রপিতামহ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সুচারুরূপে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। রাজমন্ত্রিগণ অভিনব রাজাকে দুষ্ট দমন শিষ্ট পালন কার্য্যে বিশিষ্টরূপ পারদর্শী দর্শন করিয়া তাঁহার দারক্রিয়া সমাধানার্থে কাশিরাজ সুবর্ণ বর্ম্মার নিকটে গিয়া তদীয় বপুষ্টমা নাম্নী কন্যা প্রার্থনা করিলেন। কাশিরাজ কুরুকুল প্রদীপ রাজা জনমেজয়কে বপুষ্টমা প্রদান করিলেন। জনমেজয়ও বপুষ্টমাকে সহধর্ম্মিণী পাইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কদাপি অন্য নারীতে আসক্ত চিত্ত হয়েন নাই। যেমন পুরুরবা পূর্ব্বকালে উর্ব্বশীকে পাইয়া তাহার সহিত বিহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ইনিও এই মহিষী পাইয়া প্রসন্ন হইয়া নানা মনোহর সরোবর ও রমণীয় উপবনে তাঁহার সহিত বিহার সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। পতিব্রতা বপুষ্টমাও হৃষ্ট চিত্ত হইয়া অনুরাগাতিশয় প্রদর্শন দ্বারা বিহার কালে সেই সৎপতিকে পরম সুখী করিয়াছিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এই সময়ে প্রদীপ্ততেজা, মহাতপস্বী, কঠোর তপস্যারত, জরৎকারু মুনি যত্রসায়ংগৃহ হইয়া পুণ্য তীর্থে স্নান করত সমুদায় পৃথিবী মণ্ডল বিচরণ করিতেন। এইরূপে অহরহ বায়ুভক্ষ, নিরাহার, ক্ষীণ কলেবর হইয়া ভ্রমণ কালে একদা তিনি অতি দীনভাবাপন্ন, অনাহারি, শুষ্ক শরীর, ঊর্দ্ধ-পাদ, অধঃ-শিরা, গর্ত্তে লম্বমান স্বীয় পিতৃগণকে অবলোকন

করিলেন। তাঁহারদিগকে পরিত্রাণেচ্ছু দৃষ্টে নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহারদিগের নিকট গমন করত জিজ্ঞাসিলেন, আপনারা কে? আপনারা এক উশীরস্তম্ব* মাত্র আশ্রয় করিয়া অধোমুখে এই গর্ত্তে লম্বমান আছেন, এই গর্ত্তস্থিত মূষিক উশীরস্তম্বের মূল প্রায় সমস্ত ভক্ষণ করিয়াছে, একটি মাত্র যাহা আছে তাহাও ক্রমে গ্রহণ করিতেছে, অবিলম্বেই তাহা শেষ হইবে, অনন্তর আপনারাও এই গর্ত্তে পতিত হইবেন। আপনারদিগকে এপ্রকার বিপদাপন্ন দেখিয়া আমার শোকোদ্ভূত হইতেছে। অতএব আজ্ঞা করুন আপনারদিগের কি প্রিয় কার্য্য করিব? যদ্যপি আমার এই তপস্যার চতুর্থ ভাগ, তৃতীয় ভাগ, বা অর্দ্ধেক, কিম্বা সমগ্র তপস্যা দ্বারা আপনারা নিস্তীর্ণ হইতে পারেন, তবে আপনারদিগের কি বিপদ্ তাহা বলুন।

পিতৃ পুরুষেরা কহিলেন, তুমি বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী আমারদিগের পরিত্রাণ ইচ্ছা করিয়াছ; কিন্তু হে যুবক্তাগ্রগণ্য ব্রাহ্মণ কুল তিলক! তপস্যা দ্বারা আমারদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না, আমারদিগেরও তপস্যার ফল আছে, কেবল বংশলোপের উপক্রম হওয়াতে এই অপবিত্র নরকে পতিত হইতেছি, সন্তানই পরম ধর্ম্ম পিতামহ ব্রহ্মা এই প্রকার কহিয়াছেন। আমরা এই মহাগর্ত্তে লম্বমান হইয়া জ্ঞানান্ধ হইয়াছি; তোমার পৌরুষ লোকে সর্ব্বত্র বিখ্যাত, তথাপি তোমাকে জানিতেছি না। তুমি আমারদিগকে শোকাবিষ্ট ও ভৃশ দুঃখিত দেখিয়া অনুশোচন ও অনুকম্পা প্রকাশ করিতেছ; অতএব হে দ্বিজকুলোদ্ভব! তুমি আমারদিগের পরিচয় শ্রবণ কর। আমরা যাযাবর নামে ঋষি, সন্তান নাশের উপক্রম হওয়াতেই পুণ্য লোক হইতে প্রচ্যুত হইয়া এই অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছি, আমারদিগের প্রগাঢ় তপস্যার ফল অদ্যাপি নষ্ট হয় নাই। আমারদিগের এক সন্তান আছে, কিন্তু তাঁহার থাকা না থাকা তুল্য হইয়াছে। তাঁহার নাম জরৎকারু, তিনি বেদ বেদাঙ্গ পারগ, নিয়তাত্মা, ব্রত পরায়ণ, তপোনিষ্ঠ, তিনি তপস্যা লোভে আকৃষ্ট হওয়াতেই আমরা এই কষ্ট দশা প্রাপ্ত হইতেছি। তাঁহার ভার্য্যা নাই, পুত্র নাই, বান্ধবও নাই; তাহাতেই আমরা অনাথের ন্যায় সংজ্ঞা হীন হইয়া এই মহাগর্ত্তে লম্বমান আছি। হে ব্রহ্মন্! আমরা যে উশীর স্তম্ব মাত্র অবলম্বন করিয়া আছি, উহা আমারদিগের কুলবর্দ্ধক-কুলস্তম্ব; আর স্তম্বমূল যাহা দেখিতেছ, তাহা আমারদিগের কাল প্রেরিত সন্তান সমূহ; এবং অর্দ্ধাবশিষ্ট মূল যাহা দেখিতেছ যাহাতে আমরা অবলম্বিত আছি উনিই তপস্যারত, মূঢ়মতি, অচেতন স্বভাব, জরৎকারু। আর যে মূষিককে দেখিতেছ, ইনি মহাবল পরাক্রান্ত কাল, ইনিই অল্পে অল্পে তাঁহাকে সংহার করিতেছেন। জরৎকারুর কঠোর তপস্যা আমারদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। আমরা হতভাগ্য, আমারদিগের মূল প্রায় শেষ হইয়াছে, এই দেখ আমরা পাপাত্মার ন্যায় অধঃপতিত হইতেছি, আমরা সবান্ধবে এই গর্ত্তে পতিত হইলে তিনিও কাল প্রেরিত হইয়া নিরয়গামী হইবেন। আমারদিগের নাথ স্বরূপ তুমি আমারদিগকে যে প্রকার দেখিলে এইরূপ সমস্ত অবিকল তাঁহার নিকট বর্ণন করিবে, এবং কহিবে যে তুমি দারপরিগ্রহে ও পুত্রোৎপাদনে যত্নবান হও। সে যাহা হউক তুমি যে আমারদিগের প্রিয়বন্ধুর ন্যায় অনুতাপ করিতেছ, আমরা শুনিতে বাসনা করি তুমি কে?

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অতি শোকার্ত্ত জরৎকারু এই প্রকার পিতৃগণের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া অশ্রু জল বিসর্জ্জনের সহিত অর্দ্ধ স্ফুট স্বরে তাঁহারদিগকে কহিলেন, হে ঋষিগণ! আপনারা আমার পূর্ব্ব পুরুষ, আমারই নাম জরৎকারু, আমি আপনারদিগের অপরাধি পুত্র, পাপাত্মা, অকৃতাত্মা; অতএব আমার দণ্ড বিধান ক-

* বেনা ঘাসের ঝুপ।

রুন। পিতৃগণ কহিলেন বৎস! তুমি যদৃচ্ছাক্রমে এই দেশে সমাগত হওয়াতেই আমরা পরমানন্দিত হইলাম। হে ব্রহ্মন্‌। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি নিমিত্ত দারপরিগ্রহ করহ নাই। জরৎকারু কহিলেন, হে পিতামহ গণ! আমার হৃদয়স্থিত এই বাসনা সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হয়, যে আমি ঊর্দ্ধরেতা হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিব। আমি দারপরিগ্রহ করিব না এই আমার ইচ্ছা। এক্ষণে আপনারদিগকে এই গর্ত্তে পক্ষির ন্যায় লম্বমান দেখিয়া ব্রহ্মচর্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলাম, অবশ্যই আপনারদিগের প্রিয়কার্য্য করিতে মনোযোগী হইব ; কিন্তু এ বিষয়ে আমি এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে যদি কখন আমার সনাম্নী কন্যা প্রাপ্ত হই, এবং সে যদি স্বয়ং ভিক্ষা স্বরূপে উপস্থিতা হয়, ও তাহাকে যদি পোষণ করিতে না হয়,তবে এই প্রকার কন্যার পাণিগ্রহণ করিব। হে পিতামহ গণ! প্রকারান্তর হইলে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইব না। এই প্রকারে পরিণীতা ভার্য্যার গর্ভে আপনারদিগের উদ্ধারার্থ সন্তান উৎপন্ন হইবেক, আপনারাও অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়া অবস্থিতি করিবেন। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ভৃগুকুলোদ্ভব শৌনক! জরৎকারু পিতৃগণকে এই প্রকার কহিয়া পৃথিবী মণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন,কিন্তু ভার্য্যা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। পিতৃগণ দ্বারা প্রেরিত হইয়া যখন তাঁহার দারপরিগ্রহের ইচ্ছা সফল হইল না, তখন অত্যন্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে অরণ্য মধ্যে যাইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বন-প্রবিষ্ট বুদ্ধিমান্‌ জরৎকারু ক্রমে ক্রমে তিন বার কন্যা প্রার্থনা করিলেন, এবং কহিলেন যে যে সকল স্থাবর জঙ্গম এখানে বর্ত্তমান আছ, কিম্বা অন্তর্হিত আছ, সকলেই আমার বাক্য শ্রবণ কর। দুঃখার্ত্ত পিতৃগণ পুত্রার্থী হইয়া উৎকট তপস্যারত আমাকে দারপরিগ্রহে নিয়োগ করিয়াছেন। হে লোক সকল! আমি সমুদায় পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া কন্যা ভিক্ষা করিতেছি। আমি দরিদ্র, দুঃখী,আমি পিতৃগণ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছি। যদ্যপি কাহারও কন্যা থাকে,আমি যাঁহারদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলাম, তাঁহারা আমাকে কন্যা প্রদান করুন. আমি সমুদায় দিক ভ্রমণ করিতেছি। যে কন্যা আমার সনাম্নী ও ভিক্ষা স্বরূপে উদ্যতা হইবে, যাহাকে আমি পোষণ করিব না, এরূপ কন্যা আমাকে প্রদান করুন।

অনন্তর জরৎকারুকে কন্যা দান করিবার নিমিত্ত কৃতপ্রতিজ্ঞ নাগগণ আপনারদিগের মনোগত অভিপ্রায় বাসুকির নিকট নিবেদন করিলেন। নাগরাজ বাসুকি তাঁহারদিগের অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া সালঙ্কৃতা কন্যাকে গ্রহণ করত অরণ্য মধ্যে জরৎকারু সমীপে গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে ভিক্ষা স্বরূপ কন্যা প্রদান করিলেন। কিন্তু সেই কন্যা সনাম্নী নহে, ও তাহাকে পোষণ করিতে হইবে এই বিবেচনা করিয়া তিনি তাহাকে প্রতিগ্রহ করিলেন না। জরৎকারু মোক্ষ ভাবে থাকিয়াও দারপরিগ্রহ বিষয়ে দ্বিমনা হইলেন। তাহার পর তিনি বাসুকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই কন্যার নাম কি এবং বলিলেন আমি ইহাকে প্রতিপালন করিব না।

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত রাখালদাস হালদার মহাশয় এই সভায় নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল প্রদান করিয়াছেন।

ঐশিক ও মানব কার্য্যের সৌন্দর্য্য বিষয়ক গ্রন্থের প্রথম অবধি (ইংরাজি) ১৩

অট্টালিকা নির্ম্মাণ করণ বিষয়ক গ্রন্থ (ইংরাজি) ১

লাটিন্‌ অনুবাদ সহিত আরবীয় ব্যাকরণ ১

শ্রীযুক্ত বেকন্‌ সাহেবের কৃত নবম্‌ আর্গনম্‌ নামক গ্রন্থ.....(ইংরাজি).... ১

শ্রীযুক্ত করনেরো সাহেবের কৃত শারীরিক কুশল বিষয়ক গ্রন্থ (ইংরাজি)..... ১

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৭৩ শকের কার্ত্তিক মাসীয় আয় ব্যয় বিবরণ

আয়

ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক বিক্রয়	১
দানাধারে দান প্রাপ্ত	১৬৷৷৶০
গত মাসের স্থিত	৩৬৫ ৶০
	৩৮২৷৶০

ব্যয়

সমাজের আলোক জন্য তৈলাদি ক্রয়	১৩৷৶৫
কর্ম্মচারি গণের বেতন	৩০।/৫
অনিরূপিত ব্যয়	।৶০
	৪৪৷৷/১০

স্থিত টাকার বিবরণ

নগদ	৩৩৮৶১০
তদতিরিক্ত ১খণ্ড কম্পানির কাগজ....	৫০০

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা।
১ অগ্রহায়ণ রবিবার সম্বৎ ১৯০৮। কলিশতাব্দঃ ৪৯৫২

একমেবাদ্বিতীয়ং
প্রথম ভাগ
১০১ সংখ্যা
পৌষ ১৭৭৩ শক
তৃতীয় কল্প
তৃতীয় কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব
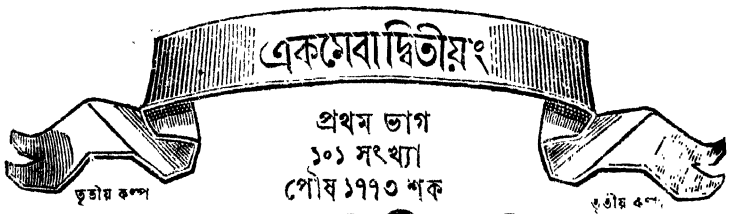
ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য দ্বাদশানুবাকে পঞ্চমং সূক্তং

পরাশরঋষিঃ বিরাট্ ছন্দঃ
অগ্নির্দ্দেবতা

৭৬৬

১ শুক্রঃ শুশুক্বাঁ উষো ন জারঃ পপ্রা সমীচী দিবো ন জ্যোতিঃ। পরি প্রজাতঃ ক্রত্বা বভূথ ভুবো দেবানাং পিতা পুত্রঃ সন্।

১ 'শুক্রঃ' শুভ্রবর্ণঃ অয়ং অগ্নিঃ 'উষঃ' উষসঃ 'জারঃ' জরয়িতা সূর্য্যঃ 'ন' ইব 'শুশুক্বা' শুশুক্বান্ শোচিষ্মান্ সর্ব্বস্য প্রকাশয়িতা ভবতি তথা 'সমীচী' সঙ্গতে দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'দিবঃ' দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য 'জ্যোতিঃ' 'ন' ইব 'পপ্রা' স্বতেজসা পূরয়িতা হে অগ্নে অতস্ত্বং 'প্রজাতঃ' প্রাদুর্ভূতঃ সন্ 'ক্রত্বা' কর্ম্মণা সর্ব্বং জগৎ 'পরি বভূথ' পরিতো ব্যাপ্তোঽসি। 'দেবানাং' ঋত্বিজাং 'পুত্রঃ সন্' 'পিতা' পালয়িতা 'ভুবঃ' ভবসি।

১ এই শুভ্রবর্ণ অগ্নি উষাকালের নাশয়িতা সূর্য্যের ন্যায় সকলকে প্রকাশ করেন, এবং দ্যুলোক ও পৃথিবীকে সূর্য্য-কিরণের ন্যায় স্বীয় তেজ দ্বারা পূর্ণ করেন। হে অগ্নি! তুমি প্রাদুর্ভূত হইয়া কর্ম্ম দ্বারা সমুদয় জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছ, এবং ঋত্বিকদিগের পুত্র হইয়া পালয়িতা হইয়াছ।

৭৬৭

২ বেধা অদৃপ্তো অগ্নির্বিজানন্নূধর্ন গোনাং স্বাদ্মা পিতূনাং। জনে ন শেব আহূর্য্যঃ সন্মধ্যে নিষত্তো রণ্বো দুরোণে।

২ 'বেধাঃ' বিধাতা সর্ব্বস্য কর্ত্তা 'অদৃপ্তঃ' দর্পরহিতঃ 'বিজানন' কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিভাগং জানন্ 'অগ্নিঃ' 'গোনাং' গবাং 'ঊধঃ' গোসম্বন্ধি পয়সঃ আশ্রয়ভূতং স্থানং 'ন' ইব 'পিতূনাং' অন্নানাং 'স্বাদ্মা' স্বাদয়িতা রসয়িতা। যথা গোরূধঃ পয়ঃ প্রদানেন সর্ব্বাণ্যন্নানি স্বাদূনি করোতি তদ্বদগ্নিরপি সম্যক্ পাকেন সর্ব্বাণ্যন্নানি স্বাদূনি করোতীত্যর্থঃ। অপিচ এবম্ভূতোঽগ্নিঃ 'জনে' জনপদে 'শেবঃ' সুখকরঃ পুরুষঃ 'ন' ইব 'মধ্যে' যজ্ঞস্য মধ্যে 'আহূর্য্যঃ' আহ্বাতব্যঃ 'সন্' 'দুরোণে' যজ্ঞগৃহে 'নিষত্তঃ' নিষণ্ণঃ 'রণ্বঃ' রমণীয়ো ভবতি।

২ বিধাতা, দর্প রহিত, অগ্নি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবগত হইয়া গো সম্বন্ধি দুগ্ধাধার

উধের* ন্যায় অন্নের রসয়িতা হয়েন, এবং দেশ মধ্যে লোকের হিতকারী পুরুষের ন্যায় যজ্ঞমধ্যে আহূত হইয়া যজ্ঞগৃহে স্থিতি করত স্তবনীয় হয়েন।

৭৬৮

৩ পুত্রোন জাতোরণ্বোদুরোণে বাজী ন প্রীতোবিশোবিতারীৎ। বিশোযদহ্বে নৃভিঃ সনীক্কাঅগ্নির্দ্দেবত্বা বিশ্বান্যশ্যাঃ।

৩ 'পুত্রঃ' 'ন' ইব 'জাতঃ' প্রাদুর্ভূতঃ 'অগ্নিঃ' 'দুরোণে' যজ্ঞগৃহে 'রণ্বঃ' রময়িতা ভবতি। 'বাজী' অশ্বঃ 'ন' ইব 'প্রীতঃ' হর্ষযুক্তঃ সন 'বিশঃ' সংগ্রামে বর্ত্তমানঃ শত্রুভূতাঃ প্রজাঃ 'বিতারীৎ' বিশেষেণ তরতি অতিক্রামতি। অপিচ 'নৃভিঃ' ঋত্বিগ্‌লক্ষণৈঃ মনুষ্যৈঃ সহিতোঽহং 'সনীড়াঃ' সমাননিবাসস্থানাঃ 'বিশঃ' দৈবীঃ প্রজাঃ 'যৎ' যদা 'অহ্বে' আহ্বয়ামি তদানীং অয়মগ্নিঃ 'বিশ্বানি' সর্ব্বাণি 'দেবত্বা' দেবত্বানি 'অশ্যাঃ' অশ্নুতে প্রাপ্নোতি স্বয়মেব তত্তদ্দেবতারূপোভবতীত্যর্থঃ।

৩ অগ্নি যজ্ঞগৃহে পুত্রের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া রময়িতা হয়েন, এবং অশ্বের ন্যায় সুপ্রীত হইয়া সংগ্রামস্থিত শত্রুদিগকে অতিক্রম করেন। ঋত্বিক্‌বর্গের সহিত আমি যখন একস্থানস্থিত দেবতাদিগকে আহ্বান করি, তখন এই অগ্নি সমুদয় দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

৭৬৯

৪ ন কিষ্টএতা ব্রতা মিনন্তি নৃভ্যোযদেভ্যঃ শ্রুষ্টিং চকর্থ। তত্তু তে দংসোযদহনৎসমানৈর্নৃভির্যদ্যুক্তোবিবেরপাংসি।

৪ হে অগ্নে 'তে' তব তবসম্বন্ধিনী 'এতা' এতানি 'ব্রতা' ব্রতানি পরিদৃশ্যমানানি দর্শপূর্ণমাসাদীনি কর্ম্মাণি রাক্ষসাদয়োবাধকাঃ 'নকিঃ' ন 'মিনন্তি' হিংসন্তি 'যৎ' যস্মাৎ ত্বং 'এভ্যঃ' কর্ম্মসু বর্ত্তমানেভ্যঃ 'নৃভ্যঃ' যজ্ঞস্য নেতৃভ্যঃ যজমানেভ্যঃ 'শ্রুষ্টিং' যজ্ঞফলরূপং সুখং 'চকর্থ' কৃতবানসি। হে অগ্নে 'তে' ত্বদীয়ং 'তত্তু' তদেব 'দংসঃ' কর্ম্ম 'যৎ' যদি রাক্ষসাদিঃ 'অহনৎ' অহন্ হন্তি নাশয়তি তদানীং 'সমানৈঃ' সপ্তগণরূপেণ সদৃশৈঃ 'নৃভিঃ' নেতৃভির্ম্মরুদ্ভিঃ 'যুক্তঃ' ত্বং 'রপাংসি' বাধকানি রাক্ষসাদীনি 'যৎ' যস্মাৎ 'বিবেঃ' গময়সি পলায়নং প্রাপয়সি তস্মাৎ তব ব্রতানি ন হিংসন্তি।

৪ হে অগ্নি! তোমার এই ব্রত সকল রাক্ষসেরা হিংসা করে না, যেহেতু তুমি কর্ম্মস্থিত যজমানদিগকে যজ্ঞ ফলভাগি কর। হে অগ্নি! তোমার সেই কর্ম্ম যদি তাহারা নষ্ট করে, তবে তুমি সপ্তগণ বিশিষ্ট মরুৎ সকলের সহিত যুক্ত হইয়া তাহারদিগকে পরাভব কর।

৭৭০

৫ উষোন জারোবিভাবোস্রঃ সংজ্ঞাতরূপশ্চিকেতদস্মৈ। ত্মনা বহন্তোদুরোব্যৃণ্বন্নবন্ত বিশ্বে স্বর্দ্দৃশীকে।১।৫।১৩।

৫ 'উষঃ' উষসঃ 'জারঃ' জরয়িতা আদিত্যঃ 'ন' ইব 'বিভাবা' বিশিষ্টপ্রকাশযুক্তঃ 'উস্রঃ' নিবাসয়িতা 'সংজ্ঞাতরূপঃ' সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিরবগতস্বরূপঃ দেবতান্তরবদপ্রত্যক্ষোন ভবতীত্যর্থঃ এবম্ভূতোঽগ্নিঃ 'অস্মৈ' যজমানায় 'চিকেতৎ' জানাতু অভিমতফলং দদাত্বিত্যর্থঃ। তথা অস্য রশ্ময়ঃ 'ত্মনা' আত্মনা স্বয়ং এব 'বহন্তঃ' হবির্ব্বহনং কুর্ব্বন্তঃ 'দুরঃ' যজ্ঞগৃহদ্বারাণি 'ব্যৃণ্বন্' বিশেষেণ গচ্ছন্তি ব্যাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। তদনন্তরং 'দৃশীকে' দর্শনীয়ে 'স্বঃ' নভসি 'বিশ্বে' সর্ব্বে তে রশ্ময়ঃ 'নবন্ত' গচ্ছন্তি। ১। ৫। ১৩

৫ উষাকালের নাশয়িতা সূর্য্যের ন্যায় বিশিষ্ট প্রকাশবান্, নিবাসের কারণ, সকলের প্রত্যক্ষ অগ্নি যজমানকে অভিমত ফল প্রদান করুন। ইহাঁর কিরণ সকল স্বয়ংই হবি বহন করত যজ্ঞ-গৃহ-দ্বার সকলেতে ব্যাপ্ত হয়, এবং দর্শনীয় নভোমণ্ডলে গমন করে। ১। ৫। ১৩।

*গরুর পালান।

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

বিদ্যা ও ধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার।

১০০ সংখ্যক পত্রিকার ১২৫ পৃষ্ঠার পর

ভক্তি প্রভৃতি যে সমুদায় প্রবৃত্তি দ্বারা পরমার্থে মতি ও পরমেশ্বরে শ্রদ্ধা হয়, তাহারা অতি প্রধান বৃত্তি, তদ্দ্বারা অতি গুরুতর ব্যাপার সমুদায় সম্পন্ন হয়। তাহারা সৎপথে সঞ্চালিত হইলে মহোপকারের সম্ভাবনা, কিন্তু অসৎপথে সঞ্চালিত হইলে বিষম অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে। কোন মনুষ্য পরমেশ্বরের যথার্থ অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহার প্রসাদ লাভ প্রত্যাশায় পরম শুভদায়ক কর্ম্মে যত্নবান হয়, কেহবা ঘোরতর অজ্ঞান বশতঃ নরবলিদান প্রভৃতি তাঁহার পরিতোষজনক জ্ঞান করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়।

বস্তুতঃ এই সকল প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে পরমেশ্বরে ভক্তি ও প্রীতি জন্মে, এবং যাহা তাঁহার আজ্ঞা বলিয়া জানা যায় তাহা প্রতিপালন করিতে শ্রদ্ধা ও যত্ন হয়। অতএব, যে সকল প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে বৈষয়িক, শারীরিক ও অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা যেমন বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্ব-কার্য্য বিষয়ক বিবিধ বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া অবগত হওয়া উচিত, সেইরূপ তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রবৃত্তির আদেশানুসারে একান্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। বিদ্যার সহিত ধর্ম্মের এপ্রকার সংযোগ হইলে সংসারের অশেষ উপকার সম্ভাবনা।

ধর্ম্ম ও বৈষয়িক কার্য্যাদি পরস্পর বিভিন্ন ও বিপরীত ভাবা উচিত নহে। সমুদায় সাংসারিক কার্য্যই পরমেশ্বরের নিয়মাধীন, ফলতঃ তাঁহার নিয়মাধীন বলিয়াই তৎ সমুদায় আমারদের কর্ত্তব্য হইয়াছে। তাঁহার নিয়মই ধর্ম্ম এবং তাঁহার নিয়ম-বিরুদ্ধ ব্যাপারই অধর্ম্ম। অতএব তাঁহার নিয়মানুযায়ি বৈষয়িক ব্যাপারাদিকে ধর্ম্ম-বহির্ভূত জ্ঞান করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

যদি বালকেরা এই প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হয়, যে এই বিশ্ব বিশ্ব-নিয়ন্তার নিয়ম পুস্তক স্বরূপ; যে সমুদায় বিধানক্রমে আমারদের শারীরিক ও বৈষয়িক কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা তাঁহারই নিয়ম, ভক্তি ও ন্যায়পরতা প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রবৃত্তি পরিচালন পূর্ব্বক প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সহকারে তৎ সমুদায় প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য; তবে তাহারা এই সমুদায় কর্ম্মকে কেবল স্বার্থ সাধক বিবেচনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিবেক না, অবশ্যকর্ত্তব্য ধর্ম্ম-ক্রিয়া জ্ঞান করিয়া অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে; তাহা হইলে, বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি এই ত্রিবিধ বৃত্তিই তৎ সাধনে প্রবর্ত্তিত করিবেক; কারণ যে নিয়ম বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা নিষ্কাশিত হইবে, তাহা পরমেশ্বরের আজ্ঞা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তৎপ্রতিপালন বিষয়ে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উৎসাহ জন্মিবে, এবং তাহাতে ইষ্টলাভ হইবে জানিয়া কোন কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিও চরিতার্থ হইবে। সকল প্রকার বৃত্তি যে কার্য্যের বিধি দেয়, তাহা অবশ্য অত্যন্ত প্রামাণিক ও হিতজনক বলিতে হয়, এবং তাহা সাধন করিবার সামর্থ্য ও বৃদ্ধি হয়।

মনুষ্য সমাজে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সামান্য প্রবল নহে। সকল জাতিই এক এক প্রকার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলে, এক এক প্রকার পদ্ধতিক্রমে ঈশ্বরের বা মনঃকল্পিত দেবতা বিশেষের উপাসনা করে, এবং তদর্থে বিপুল অর্থ ব্যয় করে। যাঁহারা ধর্ম্মযাজক, তাঁহারদের ক্ষমতার সীমা কি? অপর সাধারণ সকল লোকেই তাঁহারদের আজ্ঞানুবর্ত্তি। ইহাতে বিদ্যার সহিত ধর্ম্মের যোগ থাকিলে, অর্থাৎ বিদ্যা দ্বারা যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম অবধারিত হয়, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা তৎপ্রতিপালন বিষয়ে মন নিয়োজিত হইলে সংসারের যে কিপর্য্যন্ত মঙ্গল সম্ভাবনা তাহা বলা যায় না। যত দিন দুঃখ নিবারিকা সুখদায়িকা বিদ্যা জন-সমাজে উপযুক্ত পদ ধারণ না করিবেন,—যত দিন তিনি পরাৎপর পরমেশ্বরের আজ্ঞা সকল বহন করি-

য়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে সর্ব্বতোভাবে উপদেশ প্রদান না করিবেন, তত দিন, মনুষ্যের ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক মঙ্গল সাধন বিষয়ে তাঁহার যে অপরিমেয় ক্ষমতা আছে, তাহা সম্যক্ প্রকাশ পাইবে না। যদি সর্ব্বজাতীয় ধর্ম্মযাজকেরা লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ক বিদ্যানুশীলন বিষয়ে নিয়োগ করেন, তবে তদ্দ্বারা সংসারের যে কিপর্য্যন্ত উপকার দর্শে; তাহা বচনাতীত। তাঁহারা যদি এই সমস্ত নিয়ম পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ, তাহা প্রতিপালন করা তাঁহার উপাসনা, এবং তৎপ্রতিপাদক গ্রন্থ সমুদায় যথার্থ শাস্ত্র স্বরূপ বলিয়া উপদেশ করেন; যাহাতে লোকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই সকল নিয়ম যথা বিধানে শিক্ষা ও তদনুযায়ি ব্যবহার করে, তাহার উপায় করেন, এবং তাহা না করিলে তাহারদিগকে শাসন করেন; তবে অনতিবিলম্বে লোকের অশেষ প্রকার ভ্রম ও ক্লেশ নিবারিত হইয়া সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

পরমেশ্বরের নানা প্রকার নিয়ম উপদেশ করিতে হইলে তত্তদ্ বিষয়ক নানা প্রকার বিদ্যাকে ধর্ম্ম শাস্ত্র স্বরূপে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম উপদেশ করা ঐ সমুদায় বিদ্যার উদ্দেশ্য। জগদীশ্বর যে সকল নিয়ম সংস্থাপন দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান করিয়াছেন, তাহারই আনুপূর্ব্বিক বিবরণ করা শারীরস্থান ও শারীরবিধান বিদ্যার প্রয়োজন। তিনি যে প্রকারে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সমাধান করিয়াছেন এবং বহু প্রকার রূঢ় পদার্থের সংযোগ বিয়োগ দ্বারা নানা প্রকার সাংসারিক উপকার সম্পাদন করা আমারদের আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন; তাহার উপদেশ দেওয়া রসায়ন বিদ্যার উদ্দেশ্য। যে সমুদায় নিয়ম দ্বারা সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জ্যোতির্ম্মণ্ডল পরস্পর বদ্ধ ও ব্যবস্থিত রহিয়াছে; যদ্দ্বারা জল, বায়ু, জ্যোতির গতিবিধি প্রভৃতি সম্পন্ন হইতেছে; এবং যে সমুদায় গতি-বিধায়ক নিয়ম দ্বারা শিল্প কার্য্য সকল সম্পাদিত হইতেছে; তাহারই বিবরণ করা পদার্থবিদ্যার প্রয়োজন। সুপ্রণালী ক্রমে ধাতু, জন্তু ও উদ্ভিজ্জের বিবরণ করা প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তের উদ্দেশ্য। মনোবৃত্তি সমুদায় নিরূপণ, তাহারদের কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা, এবং মনের সুস্থতা সম্পাদন ও তেজোবর্দ্ধনের নিয়ম নির্দ্দেশ করা মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ ও তাহার ফলাফল বিবরণ করা নীতিবিদ্যার প্রয়োজন। এই সমুদায় বিদ্যাই যথার্থ ব্রহ্মবিদ্যার মূল। ইহার প্রত্যেক বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে যে সমস্ত নিয়ম অবগত হওয়া যায়, তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করা; নিয়ম বিচার দ্বারা নিয়ন্তার অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান, শক্তি ও শুভাভিপ্রায় নিরূপণ করা; এবং ঐ সমুদায় নিয়ম প্রতিপালনই আমারদিগের চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানোন্নতি, ও ধর্ম্মবৃদ্ধি এবং তাহার অবশ্যম্ভাবি ফল স্বরূপ সুখ, সুস্থতা, ও সৌভাগ্যের অদ্বিতীয় কারণ বলিয়া উপদেশ দেওয়া ব্রহ্মবিদ্যার উদ্দেশ্য। এইরূপ ব্রহ্মবিদ্যাই যথার্থ ব্রহ্মবিদ্যা। ইহার তাৎপর্য্য অবগত হইলে অন্যান্য বিদ্যার সহিত ইহাকে পৃথক্ বিবেচনা করা কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না। অন্যান্য বিদ্যা যে ধর্ম্মশাস্ত্রের এক এক অধ্যায় স্বরূপ, ব্রহ্মবিদ্যা তাহার চরম অধ্যায়। এই সকল বিদ্যাই পরমেশ্বর-প্রণীত যথার্থ ধর্ম্মশাস্ত্র। বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন পূর্ব্বক তাহা শিক্ষা করা এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিয়োজন পূর্ব্বক তাহাতে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করা উচিত; অতএব শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু উভয়েরই তাহা সম্যক্ রূপে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বোক্ত বিদ্যা সমুদায় পরমেশ্বর-প্রণীত শাস্ত্র স্বরূপে উপদিষ্ট হইলে বাল্যাবধিই লোকের তাহাতে শ্রদ্ধা ও তৎপ্রতিপন্ন নিয়ম প্রতিপালনে যত্ন হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে যে বর্ণবিশেষ ও ব্যক্তি বিশেষমাত্রের ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্মবিষয়ক ব্যবস্থা দিবার

অধিকার আছে, তাহা সুতরাং রহিত হইয়া সকল বিদ্যালয়ে সকল জাতীয় পণ্ডিত গণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মজ্ঞান প্রচারিত হইতে থাকিবে, এবং এক্ষণে ধর্ম্মজ্ঞান বিষয়ে যে সকল ভ্রম আছে তাহাও দূরীকৃত হইবেক। ধর্ম্মোপদেশক পণ্ডিতেরা পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত যথার্থ নিয়ম অবগত না থাকাতে, তাঁহারদের উপদেশের সহিত লোকের ব্যবহারের ঐক্য থাকে না। এত দ্দেশীয় ধর্ম্মোপদেশকেরা এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, যে জপ, স্তুতি, ধ্যান, ধারণায় তাবৎ পরমায়ু ক্ষেপণ করিতে পারিলেই উত্তম। তাঁহারা এ বিবেচনা করেন না,যে পরমেশ্বরের জ্ঞানালোচনা ও তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করা যেমন কর্ত্তব্য, তাঁহার নিয়ম পালন করাও সেইরূপ আবশ্যক। লোকে তাঁহারদিগের এ উপদেশ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের বিরোধি জানিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় না। তাহারা পরিবার প্রতিপালন, অধ্যয়ন অধ্যাপন, সামাজিক কার্য্য সাধন ইত্যাদি ব্যাপারেই অধিক কাল যাপন করে। বাস্তবিকও, ঐ ধর্ম্মোপদেশ অপেক্ষায় তাহারদের ব্যবহারকে শুভদায়ক বলিতে হয়, কারণ পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ক বিদ্যা সকল শিক্ষা করিলে নিশ্চিত প্রতীতি হয়, পরমেশ্বর প্রজাপালনার্থে যে সমুদায় বৈষয়িক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন না করিলে বিস্তর প্রত্যবায় আছে। জগদীশ্বর আমারদিগের সুখ সৌভাগ্য উদ্দেশে যে সকল উপায় নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা অবলম্বন না করিলে তাঁহার প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হইয়া দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। আরও দেখ, ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মোপদেশকেরা সংসারে বদ্ধ থাকা পাপের কর্ম্ম এবং সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা পরম পুরুষার্থ সাধন বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু এ উপদেশ আমারদিগের স্বভাব-বিরুদ্ধ। আমারদিগের সমুদায় মনোবৃত্তিই গার্হস্থ্যাশ্রমের উপযোগি, অতএব লোকে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। বাস্তবিক, যে সংসার হইতে আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া বহু যত্নে লালিত ও প্রতিপালিত হই, এবং উদাসীন ব্যক্তিরাও যে সংসার হইতে অন্ন বস্ত্র প্রাপ্ত ও দস্যু ভয়াদি হইতে রক্ষিত হন, তাহা পরিত্যাগ করা ও তাহার হিতার্থে চেষ্টা না করা অত্যন্ত অকৃতজ্ঞতার কার্য্য। আমারদিগের মনোবৃত্তি সমুদায়ের স্বরূপ ও কার্য্যাকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, আমরা জন সমাজের উন্নতি সাধন করিবার নিমিত্তেই সৃষ্ট হইয়াছি, তাহা পরিত্যাগ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। এস্থলেও, ধর্ম্মোপদেশকদিগের উপদেশ অপেক্ষায় লোকের ব্যবহার প্রশংসনীয় বলিতে হয়। অতএব এক্ষণকার ধর্ম্মোপদেশকদিগের উপদেশের সহিত লৌকিক ব্যবহারের যে এই প্রকার বিরোধ আছে, তাহা ভঞ্জন করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। এই বিষম বিরোধ লোকের জ্ঞানোন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির যেমন প্রতিবন্ধক, এমন আর দ্বিতীয় নাই। পূর্ব্বোক্ত বিদ্যা সমুদায়কে পরমেশ্বর প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহাতে যথোচিত শ্রদ্ধা করা ও লোকেদিগকে তাহা ধর্ম্মোপদেশ স্বরূপে শিক্ষা দেওয়া এ বিরোধ ভঞ্জনের এক মাত্র উপায়। তৎপাঠে অবগত হওয়া যায়, যে সমুদায় কার্য্য পরমেশ্বরের যথার্থ অভিপ্রেত; তাহার অনুষ্ঠান করিলে জ্ঞান, ধর্ম্ম, সুখ ও সৌভাগ্যের বৃদ্ধি হয়। অতএব, যখন লোকে নিশ্চয় জানিতে পারিবে, যে যথার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন সাংসারিক সুখেরই কারণ, কোন ক্রমেই কষ্টের কারণ নহে, তখন আপনা হইতেই তাহারদিগের তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে প্রবৃত্তি হইবে। তাহা হইলে ধর্ম্মের সহিত লৌকিক ব্যবহারের আর অনৈক্য থাকিবে না। এক্ষণে ঐ সকল বিদ্যা আমারদের বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় রূপে পরিগণিত আছে, কিন্তু ধর্ম্মপ্রবৃত্তিরও বিষয় হওয়া উচিত। তাহা কেবল শিক্ষণীয় নহে, অতি শ্রদ্ধেনীয় ও বটে।

অতএব যে সকল প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলার ঐক্য নাই, তাহা সংশোধন করা কর্ত্তব্য। যে সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়ম নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, তদ্বিরুদ্ধ মত কখনই যথার্থ মত নহে। নিরূপিত নিয়মের সহিত যে ধর্ম্মের বিরোধ দেখা যায়, তাহাতে অবশ্যই ভ্রম আছে, তাহার সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর মনুষ্যের সুখ সাধনার্থে তাঁহার প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর শৃঙ্খলা পরস্পর উপযোগি করিয়া দিয়াছেন। বালকদিগকে এই উভয় বিষয় এপ্রকারে শিক্ষা দেওয়া উচিত, যে তাহারা ইহাকে ধর্ম্মোপদেশ জ্ঞান করিয়া একান্ত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত থাকে, এবং আপনার শরীর, মন ও জন-সমাজের উন্নতি সাধন করিয়া তাহার অবশ্যম্ভাবি পুরস্কার স্বরূপ সুখ, সুস্থতা ও সৌভাগ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। প্রচলিত ধর্ম্ম সমুদায়ের এই প্রকার পরিবর্ত্তন না হইলে, ধর্ম্ম দ্বারা সংসারের যত দূর উপকার হওয়া সম্ভব, তাহা কখনই হইবে না।

শাস্ত্রকারেরা যে সকল বিধি নিষেধ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনেক অংশ মনঃকল্পিত। কিন্তু জগদীশ্বর যে সমুদায় ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, তাহা তাঁহার সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ, তাহা লঙ্ঘন করিলে তৎক্ষণাৎ দুঃখ উৎপন্ন হয়। যদি পরম্পরা-শ্রুত বৈধাবৈধ ক্রিয়ার উপদেশ দেওয়া ধর্ম্মোপদেশকদিগের কার্য্য হয়, তবে যে সমুদায় কার্য্য পরমেশ্বরের যথার্থ অভিপ্রেত বা অনভিপ্রেত বলিয়া নিশ্চয় প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা উপদেশ করা ধর্ম্মোপদেশের অঙ্গ কেন না হইবে? দুই এক উদাহরণ দিয়া এবিষয় প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

পরমেশ্বর আমারদিগকে যে প্রকার শারীরিক প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমরা দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়া স্বাস্থ্য-সুখ সম্ভোগ করিতে পারি। কিন্তু তদ্বিষয়ে কতকগুলিন নিয়ম নিরূপিত আছে, তাহা প্রতিপালন না করিলে, সে সুখে অধিকার হয় না। সুস্থ-কায় পিতা মাতা হইতে জন্ম গ্রহণ; বাস স্থান শুষ্ক, পরিষ্কৃত ও দুর্গন্ধ-বর্জ্জিত হওয়া এবং তাহাতে বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকা; প্রত্যহ পরিমিত হিতকারি দ্রব্য ভোজন ও দুই এক ঘণ্টা নির্ম্মল বায়ু সেবন করা; সাত আট ঘণ্টা কোন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া শরীর ও মন সঞ্চালন করা; নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে কিঞ্চিৎ-কাল যাপন করা; অন্তঃকরণে অতিশয় উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাবনা উদয় হইতে না দেওয়া; ইত্যাদি শারীরিক নিয়ম সকল প্রতিপালন করা সকলের পক্ষেই আবশ্যক। এই সমুদায় পরম কল্যাণকর নিয়ম প্রতিপালিত না হওয়াতে, কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে ভূরি ভূরি লোকের উৎকট রোগ ও অকালে প্রাণ বিয়োগ হইতেছে। ইহার কারণ অবধারণ ও নিরাকরণ করা অপেক্ষায় বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির গুরুতর কার্য্য আর কি আছে? কেহ পীড়িত হইলে ধর্ম্মোপদেশকেরা যে তৎপ্রতীকারার্থে শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন, তাহা কোন প্রসিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়মের অনুযায়ি নহে। সে যাহা হউক, যদি রোগ শান্তির উপায় উপদেশ করা ধর্ম্মোপদেশকদিগের কর্ত্তব্য হয়, তবে যাহাতে রোগোৎপত্তি না হইতে পারে, তাহার পথ প্রদর্শন করা তাঁহারদের কতদূর কর্ত্তব্য! যদি তাঁহারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত, পরম শ্রদ্ধেয়, স্বাস্থ্য-বিধায়ক নিয়ম সমুদায় আপনারা শিক্ষা করিয়া, শিষ্য যজমানদিগকে উপদেশ করেন এবং তাহা যত্ন ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রতিপালন করিতে আদেশ করেন, তবে এক্ষণে ভূমণ্ডলে রোগের যে প্রকার প্রাদুর্ভাব আছে, তাহার অনেক নিবারণ হইতে পারে। লোকে অন্যত্র এ সকল বিষয়ের উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু তাহা ধর্ম্মোপদেশকদিগের নিকট ধর্ম্মোপদেশ স্বরূপে শিক্ষা করিলে তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে সমধিক যত্ন ও শ্রদ্ধা হইবার সম্ভাবনা।

তাঁহারা যে সকল শাস্ত্রোক্ত যথার্থ নীতি উপদেশ করেন, লোকে তাহা শুনিয়াও তদনুযায়ি আচরণ করিতে সম্যক্ যত্নবান্ হয় না। কিন্তু যদি তাহারা নিশ্চয় জানিতে পারে, যে অমুক কর্ম্ম জগতের নিয়ম শৃঙ্খলার বিরুদ্ধ, বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার ঐক্য নাই, তাহার অনুষ্ঠান করিলে তৎক্ষণাৎ সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হইতে হয়, তবে তাহা পরিত্যাগ করিতে অবশ্যই অধিক যত্নবান্ হইবে। তাঁহারা ইন্দ্রিয় সংযম অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। লোকে এই বচন মাত্র শুনিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে একান্ত যত্ন করে না। কিন্তু যদি তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া দেওয়া যায়, যে অতি ভোজনে রোগ জন্মে; অতিশয় স্ত্রী সহযোগে ও অত্যন্ত ক্লান্তিকর পরিশ্রমে শরীর ও মন দুর্ব্বল, নির্বীর্য্য ও অসুস্থ হয়; অপরিমিত মানসিক পরিশ্রমে অন্তঃকরণ বিশৃঙ্খল ও শরীর অপটু হয়; অতিশয় ক্রোধ ও লোভে হত-বুদ্ধি, হত-মান, এবং কখন কখন হত-সর্ব্বস্ব হইতে হয়; তবে তাহারা ঐ সকল প্রত্যক্ষ প্রতিফল প্রাপ্তি ভয়ে সাবধান হইতে অধিক যত্ন করে, তাহার সন্দেহ নাই।

অতএব, ধর্ম্মোপদেশকদিগের পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ক বিদ্যা সকল শিক্ষা করা এবং শিক্ষা করিয়া তাহা শিষ্য যজমান প্রভৃতিকে উপদেশ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এইরূপে বিদ্যার সহিত ধর্ম্মের সংযোগ হইলে সংসারের মহোপকার সম্ভাবনা।

কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করা কর্ত্তব্য, এক্ষণে এদেশে এই সমস্ত পরম প্রার্থনীয় ব্যাপার সম্পন্ন হওয়া দুর্ঘট। সংস্কৃত ভাষায় পূর্ব্বোক্ত বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক সুপ্রণালী সিদ্ধ গ্রন্থ না থাকাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের তাহা বিশিষ্ট রূপ শিক্ষা করিবার সুবিধা নাই, এবং অদ্যাপি তাহা বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত না হওয়াতে এতদ্দেশীয় জন সাধারণেরও তদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিবার উপায় নাই। সংস্কৃত ভিন্ন অন্যান্য ভাষায় যাহা কিছু পঠিত হয়, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এবং তাঁহারদিগের মতানুযায়ি ব্যক্তিরা তাহা কেবল অর্থকরী বিদ্যা ও বৈষয়িক জ্ঞান বলিয়া হেয় বোধ করেন। ইহা ও জ্ঞান প্রচারের এক সামান্য প্রতিবন্ধক নহে। ইহা তাঁহারদের প্রগাঢ় কুসংস্কার ও ঘোরতর অনভিজ্ঞতার ফল। যে সকল বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে পরাৎপর পরমেশ্বরের অপার মহিমা অবগত হওয়া যায়, তাঁহার সাক্ষাৎ শাসন স্বরূপ নৈসর্গিক নিয়ম শিক্ষা করা যায় এবং তদনুসারে আপনারদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা যায়, তাহা যদি অশ্রদ্ধেয় হেয় বিদ্যা হয়, তবে আর কোন বিদ্যাকে জ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রতিপাদক বলা যাইতে পারে? বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সমুদায় বিদ্যা ও সমুদায় জ্ঞানই পরমেশ্বর ও পরমেশ্বরের কার্য্য প্রতিপাদক। যে জ্ঞান দ্বারা এ উদ্দেশ্য সাধন না হয়, তাহা যথার্থ জ্ঞান নহে, তাহা মনুষ্যের মনঃ কল্পিত। নতুবা ধর্ম্মজ্ঞানই হউক, শিল্প জ্ঞানই হউক, কৃষি বিষয়ক জ্ঞানই হউক, গার্হস্থ্যাশ্রম ও রাজ্য কার্য্য বিষয়ক জ্ঞানই হউক, সমুদায় যথার্থ জ্ঞানই তাঁহার প্রতিপাদক; কারণ তদ্দ্বারা তাঁহার স্বরূপ ও তাঁহার অভিপ্রায় মাত্রই অবগত হওয়া যায়। তদ্ভিন্ন আর কোন বিষয় আমারদের জিজ্ঞাস্য নহে,—তদ্ভিন্ন যাহা কিছু জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা কি হিন্দু, কি মোসলমান, কি খ্রীষ্টান যে কোন ধর্ম্মাক্রান্ত যে কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করুক, তাহা অবশ্যই ভ্রান্তিমূলক, তাহার সন্দেহ নাই। অনাদি পরম্পরা ক্রমে অসত্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহা কদাপি সত্য হইতে পারে না। আর ধর্ম্ম কিম্বা বিষয় ঘটিত কোন যথার্থ তত্ত্ব যে সময়ে নিরূপিত হউক না কেন তাহা পরমেশ্বর-প্রেরিত ও তাঁহারই প্রতিপাদক, তাহার সংশয় নাই। তদনুসারে কার্য্য করিলে শুভ ভিন্ন কদাপি অশুভ ঘটনার সম্ভাবনা নাই। অতএব জগদীশ্বর যে বিষয়ে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই অনুসন্ধান ও অবলম্বন করা আমারদের কার্য্য। তদ্ভিন্ন আর কিছুই আমারদের জিজ্ঞাস্য নহে,—

আর কিছুই আমারদের কর্ত্তব্য নহে। শারীরিক স্বাস্থ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে তিনি যে সকল শারীরিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা সম্যক্‌ রূপে প্রতিপালন করিতে হইবে। স্বীয় পরিবার ও অন্যান্য লোকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহা জানিতে হইলে তাঁহারই তদ্বিষয়ক নিয়ম শিক্ষা করিতে হইবে। দ্রুতবেগে গমনাগমনের উপায় করিতে হইলে, তিনি গতি বিধান, বাষ্প উৎপাদন, তদ্দ্বারা বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় রথ নির্ম্মাণ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে যে সমস্ত ভৌতিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা অবগত হইতে হইবে। আহারার্থে শস্যোৎপাদন করিতে হইলে, তিনি ভূমিতে ও শস্যের বীজে যে সকল গুণ প্রদান করিয়াছেন; উভয়ের পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; এবং তদ্বিষয়ে যে ঋতুর যে প্রকার সাপেক্ষতা রাখিয়াছেন; তাহা সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। পরিধেয় বস্ত্র সুন্দর রূপ রঞ্জিত করিতে হইলে, বিশ্ববিধাতা বর্ণোৎপাদক দ্রব্যে যে সমুদায় গুণ সমর্পণ করিয়াছেন এবং তাহার সহিত কার্পাস ও পশু-লোমের যে প্রকার সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহা বিশিষ্ট রূপ শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ি কার্য্য করিতে হইবে। এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন না করিলে মনোভীষ্ট সাধন বিষয়ে নিরাশ হইতে হয়; আর তাহা পালন করিলে অবশ্যই কৃতকার্য্য হওয়া যায়; কারণ এ সমুদায় নিয়ম সর্ব্বশক্তিমান্‌ সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত। অতএব এ সংসারে আমারদের যে কিছু কার্য্য আছে, তৎ সম্পাদনার্থে তাঁহারই অভিপ্রায় শিক্ষা করা উচিত; এবং তৎ প্রতিপাদক নীতিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, শারীরস্থান, শারীরবিধান প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যা তাঁহার প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্র স্বরূপ জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে অধ্যয়ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

এই সকল গুরুতর বিদ্যার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, এতদ্দেশীয় চতুষ্পাঠীতে যে সকল শাস্ত্র অধীত হইয়া থাকে, তাহা অতি সামান্য বোধ হয়। এতদ্দেশীয় অনেক চতুষ্পাঠীতেই যৎকিঞ্চিৎ সাহিত্য ও স্মৃতি শাস্ত্র পাঠিত হইয়া থাকে। সাহিত্য পাঠে আমোদ আছে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন যে জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি তাহার কিছুই হয় না। স্মৃতিশাস্ত্রের স্থানে স্থানে কিছু কিছু সুনীতি প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ জ্ঞানপথের কণ্টক স্বরূপ কতক গুলি এপ্রকার কাল্পনিক নিয়মে পরিপূর্ণ, যে তাহা অধ্যয়ন করিলে কুসংস্কার বিমোচন না হইয়া নূতন নূতন ভ্রমাঙ্কুর চিত্তক্ষেত্রে বদ্ধমূল হয়। ন্যায় শাস্ত্র অপেক্ষাকৃত উপকারক বটে, তাহাতে বুদ্ধির প্রাখর্য্য হয় এবং বিচার বিষয়ে ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু পদার্থ বিদ্যা, শারীরস্থান, শারীর বিধান প্রভৃতি যে সকল বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে পরাৎপর পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য জ্ঞান, অচিন্ত্য শক্তি ও অপার মঙ্গলাভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়, এবং তিনি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়, এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায় মার্জ্জিত ও উন্নত হইয়া অন্তঃকরণ জ্ঞান জ্যোতিতে সুপ্রকাশিত ও ধর্ম্ম ভূষণে বিভূষিত হয়; তাহাই উৎকৃষ্ট বিদ্যা। তাহার এক এক বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার এক এক অধ্যায় স্বরূপ জ্ঞান করা এব যাহাতে ভূমণ্ডলে তৎসমুদায় সর্ব্বতোভাবে প্রচারিত হয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে ঐ সকল বিদ্যা ইউরোপীয় ভাষা হইতে অনুবাদিত করিয়া এ দেশে প্রচলিত করা আবশ্যক; তাহা না হইলে আমারদের সম্পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি ও সুখোন্নতি হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় তদ্বিষয়ক সুপ্রণালী-সিদ্ধ বোধ-সুলভ গ্রন্থ সকল প্রস্তুত করিবেন, তাঁহারা এ দেশের পরম হিতৈষি বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

প্রথমখণ্ডং

সপ্তমাধ্যায়ঃ

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং॥

সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার যিনি পরম দেবতা, সকল পতির যিনি পতি, সেই পরাৎপর প্রকাশবান্, ও স্তবনীয় ভুবনেশ্বরকে আমরা জ্ঞাত হই।

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥

তাঁহার শরীর নাই ও ইন্দ্রিয় নাই, এবং কাহাকেও তাঁহার সমান বা কাহাকেও তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ দেখা যায় না। ইঁহার বিচিত্র ও মহতী শক্তি সর্ব্বত্র শ্রুত হয় এবং জ্ঞান ক্রিয়া ও বলক্রিয়া ইঁহার স্বাভাবিকই হয়।

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গং। স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥

জগতে তাঁহার কেহ পতি নাই এবং নিয়ন্তাও নাই এবং তাঁহার কোন অবয়বও নাই। তিনি সকলের কারণ ও মনের অধিপতি; ইঁহার কেহ জনক নাই ও অধিপতিও নাই।

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

এই পরমেশ্বর বিশ্বকর্ম্মা ও মহাত্মা হয়েন। ইনি সকল লোকের হৃদয়ে সর্ব্বদা সম্যক্ রূপে স্থিতি করিতেছেন। ইনি মনোগত সংশয়রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন; যাঁহারা এই পরমেশ্বরকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥

তিনি দুর্জ্ঞেয়, তিনি সমস্ত বস্তুতে নিগূঢ় রূপে প্রবিষ্ট আছেন, তিনি বুদ্ধিমধ্যে ও অতি সঙ্কট স্থানে স্থিতি করেন, এবং নিত্য হয়েন; বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন।

প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুঃ। তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যং॥

তাঁহারা নিশ্চিত রূপে এই পুরাতন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরব্রহ্মকে জানেন, যাঁহারা ইঁহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং মনের মন বলিয়া জানেন।

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবং। বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ॥

পরমেশ্বরকে একই জানিবেক, ইনি উপমা রহিত এবং নিত্য। এই নির্ম্মল জন্ম বিহীন পরমাত্মা আকাশের অতীত, সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, এবং অবিনাশী।

যস্মাদর্ব্বাক্ সম্বৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে। তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতং॥

যাঁহার নিয়মে অহোরাত্র দ্বারা সম্বৎসর পরিবর্ত্ত হইয়া আসিতেছে, সেই জ্যোতির জ্যোতি, অমৃত, এবং সকলের আয়ুর কারণ পরব্রহ্মকে দেবতারা নিয়ত উপাসনা করেন।

সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ। স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ান্॥

সকলেই তাঁহার বশে রহিয়াছে, তিনি সকলের নিয়ন্তা এবং সকলের অধিপতি। সাধু কর্ম্মে তাঁহার বৃদ্ধি হয় না এবং অসাধু কর্ম্মেও তাঁহার হ্রাস হয় না।

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়॥

ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সমস্ত বস্তুর অধিপতি, ইনি সর্ব্বভূতের প্রতিপালক, ইনি লোক ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু স্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন।

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ॥

ইঁহাতে দ্যুলোক পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং মন ও ইন্দ্রিয় সমুদায় আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জান এবং অন্য বাক্য সকল পরিত্যাগ কর; ইনি অমৃত লাভের সেতু স্বরূপ হইয়াছেন।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ॥

এই পরমাত্মার জন্ম নাই মৃত্যু নাই,

ইনি সর্ব্বজ্ঞ। ইনি কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হয়েন নাই এবং আপনিও অন্য কোন বস্তু হয়েন নাই।

যদর্চ্চিমদ্যদণুভ্যোঽণু যস্মিন লোকানিহিতালোকিনশ্চ। তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি॥

যিনি জ্যোতির্ম্ময়, যিনি অণু হইতেও সূক্ষ্মতর এবং যাঁহাতে লোক সকল ও লোকনিবাসী জীব সকল স্থাপিত রহিয়াছে, তিনি এই সত্য, তিনি অমৃত, তিনি চিত্ত দ্বারা বেধনীয় হয়েন। অতএব হে প্রিয় শিষ্য! তোমার চিত্ত দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ কর।

প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥

প্রণব ধনুঃ স্বরূপ, জীবাত্মা শর স্বরূপ, এবং পরব্রহ্ম লক্ষ্য স্বরূপ; প্রমাদ শূন্য হইয়া সেই প্রণব ধনুর অবলম্বনেতে জীবাত্মারূপ শর দ্বারা ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবেক। আর যেমন শর লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ হইয়া তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে আবৃত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার মধ্যে প্রবেশ হইয়া তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে আবৃত হইবেক।

সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ। মনোনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ॥

কঙ্করশূন্য, তপ্ত বালুকা বর্জ্জিত, সমান ও শুচি দেশে, উত্তম জল, উত্তম শব্দ ও আশ্রয়াদি দ্বারা মনোরম স্থানে; প্রতিবাদীর অনভিমুখে; ও সুমন্দ বায়ু সেবিত বিরল স্থানে স্থিতি করিয়া পরব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করিবেক।

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য। ব্রহ্মোডুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি॥

বক্ষঃ গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নত দ্বারা সমভাবে শরীর স্থাপন করিয়া মনের সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমুদায়কে হৃদয়ে সন্নিবেশ পূর্ব্বক সংসারার্ণবের ভয়াবহ স্রোত সকলকে ব্রহ্মস্বরূপ ভেলকের দ্বারা উত্তীর্ণ হইবেক।

ইতি প্রথমখণ্ডে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

১০০ সংখ্যক পত্রিকার ১১৯ পৃষ্ঠার পর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগরাজ বাসুকি মহর্ষি জরৎকারুকে কহিলেন, হে মুনিবর আমার ভগিনী তোমার সনাম্নী বটেন. ইঁহারও নাম জরৎকারু। ইনি তোমার মত তপস্যায় রত। তুমি ইহাকে সহধর্ম্মিণী রূপে পরিগ্রহ কর, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, যাবজ্জীবন সাধ্যানুসারে ইহার ভরণ পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিব। ঋষি কহিলেন, তবে এই নিয়ম স্থির হইল, আমি ইহার ভরণ পোষণ করিব না। আর ইনি কখন আমার অপ্রিয় কর্ম্ম করিবেন না, করিলেই পরিত্যাগ করিব।

নাগরাজ "ভগিনীর ভরণ পোষণ করিব" এই অঙ্গীকার করিলে পর ধর্ম্মাত্মা জরৎকারু তদীয় আলয়ে গমন পূর্ব্বক যথা বিধানে নাগভগিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষি গণ হর্ষিত মনে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তদনন্তর জরৎকারু সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে বাসগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক পরিকল্পিত পরম রমণীয় শয্যায় শয়ন করিলেন। তথায় তিনি পত্নীর সহিত এই নিয়ম করিলেন, তুমি কদাচ অপ্রিয় বাক্য কহিবে না ও অপ্রিয় কর্ম্ম করিবে না, করিলেই তোমাকে পরিত্যাগ করিব এবং আর তোমার আবাসে অবস্থিতি করিব না। যাহা কহিলাম, স্মরণ করিয়া রাখিবে। নাগভগিনী স্বামি বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্না ও অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া লইলেন, এবং অতি সাবধানে ও অতি কষ্টে স্বামির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে জরৎকারুর গর্ভাধান কাল উপস্থিত হইলে তিনি যথা বিধানে স্বামিসেবার্থ প্রবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর তিনি জ্বলন্ত অনল তুল্য তেজস্বী এক গর্ভ ধারণ করিলেন। সেই গর্ভ শুক্ল পক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিনে দিনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হই-

তে লাগিল। কতিপয় দিবস অতীত হইলে একদা মহাযশস্বী জরৎকারু মুনি নিতান্ত ক্লান্তের ন্যায় নাগ ভগিনী জরৎকারুর ক্রোড়দেশে মস্তক ন্যস্ত করিয়া নিদ্রাগত হইলেন। বহুক্ষণ অতীত হইল, তথাপি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। সূর্য্যদেব অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিলেন। সায়ংকাল উপস্থিত হইল। মনস্বিনী বাসুকি ভগিনী স্বামির সায়ংকালীন সন্ধ্যা বন্দনাদি বিধির অতিক্রম নিমিত্তক ধর্ম্মলোপ দর্শনে সাতিশয় ভীতা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য; ইঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করি কি না। ইনি অত্যন্ত উগ্রস্বভাব, যদি ইঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করি, নিঃসন্দেহ কোপ করিবেন। নিদ্রা ভঙ্গ না করিলে সন্ধ্যার সময় অতিক্রম হয়, তাহাতে ধর্ম্ম লোপ হয়। এক্ষণে কি করিলে আমি অপরাধিনী না হই, বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু কোপ ও ধর্ম্মশীলের ধর্ম্মলোপ, এই উভয়ের মধ্যে ধর্ম্মলোপ সমধিক দোষাবহ। অতএব যাহাতে ধর্ম্মলোপ নিবারণ হয়, তাহাই কর্ত্তব্য।

মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মধুর ভাষিণী বাসুকি ভগিনী সেই জ্বলন্ত অনল প্রায় প্রদীপ্ত তেজাঃ নিদ্রিত মহর্ষিকে সম্বোধন করিয়া বিনয় বচনে কহিলেন, মহাভাগ! সূর্য্য অস্তগত হইতেছেন; গাত্রোত্থান পূর্ব্বক জলস্পর্শ করিয়া সন্ধ্যোপাসনা কর। অগ্নি হোত্রের সময় উপস্থিত; পশ্চিমদিকে সন্ধ্যা প্রবৃত্ত হইতেছে। মহাতপাঃ ভগবান্ জরৎকারু স্বীয় সহধর্ম্মিণীর বাক্য শ্রবণে রোষপরবশ হইয়া কহিলেন, হে ভুজঙ্গমে তুমি আমার অবমান করিলে, আর আমি তব সমীপে অবস্থিতি করিব না, অতঃপর স্বস্থানে প্রস্থান করিব। আমার স্থির সিদ্ধান্ত আছে, আমি নিদ্রাগত থাকিলে সূর্য্য দেবের অস্ত গমন করিবার শক্তি নাই। সামান্য ব্যক্তিও অবমানিত হইলে অবমাননা স্থলে বাস করিতে পারে না; আমার অথবা আমার মত ধর্ম্মশীল ব্যক্তির কথাই নাই।

জরৎকারু স্বামির এইরূপ হৃদয় কম্পকর বাক্য শ্রবণে সাতিশয় ভীতা হইয়া বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন, ভগবন্ তোমার ধর্ম্মলোপ হয়, এই ভয়ে আমি তোমার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়াছি, অবমাননার অভিসন্ধিতে করি নাই। তখন মহাতপাঃ জরৎকারু ঋষি সাতিশয় কোপাবিষ্ট ও ভার্য্যাত্যাগাভিলাষী হইয়া কহিলেন, হে ভুজঙ্গমে আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, আমি অবশ্যই প্রস্থান করিব। পূর্ব্বে বাস গৃহে তোমার সহিত এই নিয়ম করিয়াছিলাম। যাহা হউক, যত দিন ছিলাম, সুখে ছিলাম, এক্ষণে চলিলাম। তোমার ভ্রাতাকে বলিও, মুনি চলিয়া গিয়াছেন। আর আমি প্রস্থান করিলে পর তুমিও শোকাকুলা হইও না।

এইরূপ স্বামিবাক্য শ্রবণে জরৎকারুর সহসা মুখ শোষ ও হৃদয় কম্প হইল। পরিশেষে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে গদ্গদ বচনে কৃতাঞ্জলি নিবেদন করিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ তোমার আমাকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে। দেখ আমি কখন কোন অপরাধ করি নাই। সদা ধর্ম্ম পথে আছি। নিয়ত তোমার প্রিয়কর্ম্ম ও হিত চিন্তা করিয়া থাকি। যে অভিপ্রায়ে ভ্রাতা আমাকে তোমায় দান করিয়াছিলেন, আমি মন্দ ভাগিনী, অদ্যাপি তাহা লাভ করি নাই। অতএব ভ্রাতা আমাকে কি কহিবেন। আমার জ্ঞাতি বর্গ মাতৃ শাপে অভিভূত হইয়া আছেন। তাঁহারদের অভিপ্রায় এই, তোমার ঔরসে আমার এক পুত্র জন্মে। কিন্তু অদ্যাপি তাহা সম্পন্ন হয় নাই। তোমার ঔরসে পুত্র জন্মিলে তাঁহারদের শাপ বিমোচন হইবেক। তাঁহারদের এই উদ্দেশ্য বিফল করিও না। অতএব হে মহাত্মন্ জ্ঞাতি কুলের হিতাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, প্রসন্ন হও; এই অব্যক্ত গর্ভ আধান করিয়া বিনা অপরাধে কিরূপে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহ। স্বীয় সহধর্ম্মিণীর এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া, মহর্ষি তাঁহাকে এই যুক্তি যুক্ত বাক্য কহিলেন, হে সুভগে! তোমার গর্ভে এক পরম ধর্ম্মাত্মা বেদবেদাঙ্গপারগ অনল তুল্য তেজস্বি ঋষি জন্মিয়াছেন।

এই বলিয়া জরৎকারু পুনর্ব্বার কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠানে কৃতনিশ্চয় হইয়া অরণ্য প্রবেশ করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগভগিনী জরৎকারু অবিলম্বে ভ্রাতৃ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া স্বীয় স্বামির প্রস্থান বৃত্তান্ত যথাযথ নিবেদন করিলেন। ভুজগরাজ এই মহৎ অপ্রিয় শ্রবণে সাতিশয় বিষণ্ন হইয়া ভগিনীকে কহিলেন, হে ভদ্রে! তুমি জান, যে উদ্দেশে তোমাকে আমি জরৎকারুকে দান করিয়াছিলাম; তাহা কেবল সর্প কুলের হিতার্থে অর্থাৎ যদি তাঁহার ঔরসে তোমার পুত্র জন্মে, সে রাজা পরীক্ষিতের সর্পসত্র হইতে আমারদিগের পরিত্রাণ করিবেক। ভগবান সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা পূর্ব্বে ইহাই কহিয়াছিলেন। অতএব জিজ্ঞাসা করি, তোমার গর্ভ সম্ভাবনা হইয়াছে কি না। আমার বাসনা এই, জরৎকারুকে যে ভগিনী দান করিয়াছিলাম, তাহা নিতান্ত নিষ্ফল না হয়। তোমাকে আমার এরূপ প্রশ্ন করা কোন ক্রমেই ন্যায্য নহে। কিন্তু গুরুতর কার্য্য সংক্রান্ত বিষয় বলিয়া অগত্যা এরূপ অনুচিত প্রশ্ন করিতে হইল। আর আমি বিলক্ষণ জানি, তাঁহার তপস্যায় যেরূপ অনুরাগ, কোন মতেই প্রত্যাগমনে সম্মত হইবেন না। এই নিমিত্ত আমি তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস পাইব না। তিনি যেরূপ উগ্রস্বভাব, আমাকে শাপ দিলেও দিতে পারেন। অতএব মুনি কি বলিলেন, কি করিলেন, আদ্যোপান্ত সমুদায় বর্ণন করিয়া আমার চিরস্থিত ঘোর হৃদয়শল্য উদ্ধার কর।

এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া জরৎকারু ভুজগরাজ বাসুকিকে আশ্বাস প্রদানার্থে কহিলেন, যৎকালে সেই মহাতপাঃ মহাত্মা পলায়ন করেন, আমি তাঁহাকে পুত্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি "অস্তি" অর্থাৎ আছে এই মাত্র উত্তর প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি পরিহাস কালেও ভুলিয়া কখন মিথ্যা কথা কহেন নাই, সুতরাং এমত বিষয়ে মিথ্যা কহিবেন কেন। তিনি প্রস্থান কালে কহিলেন, হে ভুজঙ্গমে! তুমি মনস্তাপ করিও না। তোমার গর্ভে প্রদীপ্ত দিবাকর ও প্রজ্বলিত অনল তুল্য তেজস্বী এক পুত্র জন্মিবেক। অতএব ভ্রাতঃ! তুমি নিশ্চিন্ত হও এবং তোমার মনে যে দুঃখ আছে তাহা দূর কর।

নাগরাজ বাসুকি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিলেন, এবং আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়া ভগিনীর যথোচিত সম্মান ও সমাদর করিলেন। যেমন শুক্ল পক্ষের শশাঙ্ক অন্তরিক্ষে দিনে দিনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, সেই রূপ তাঁহার গর্ভ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পূর্ণকাল উপস্থিত হইলে নাগভগিনী জরৎকারু পিতৃ মাতৃ উভয়কুলের ভয় হারক দেবকুমার তুল্য এক কুমার প্রসব করিলেন। নাগভাগিনেয় মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। স্বভাবসিদ্ধ অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি প্রভাবে বাল্যকালেই ভৃগুকুলোদ্ভব চ্যবন মুনির নিকট যাবতীয় বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন। যৎকালে তিনি গর্ভস্থ ছিলেন, তাঁহার পিতা "অস্তি" বলিয়া বন প্রস্থান করেন, এই নিমিত্ত তিনি লোকে আস্তীক নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ভুজগরাজ পরম যত্নে সেই অপ্রমিত বুদ্ধিশালি বালকের লালন পালন করিতে লাগিলেন। তিনিও দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া নাগকুলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মদিগকে ব্রাহ্ম-সমাজের গত বর্ষের কার্য্য-বিবরণ অবগত করা আবশ্যক। অতএব তাঁহারদিগের প্রতি নিবেদন, ২৮ পৌষ রবিবার দিবা দুই প্রহর তিন ঘণ্টার সময়ে অত্রস্থ ব্রাহ্ম-সমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে আগমন পূর্ব্বক তৎ সমুদায় জ্ঞাত হইয়া যথা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবেন।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য।

১ পৌষ সোমবার সম্বৎ ১৯০৮। কলিগতাব্দাঃ ৪৯৫২।

প্রথম ভাগ
১০২ সংখ্যা
মাঘ ১৭৭৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য দ্বাদশানুবাকে ষষ্ঠং সূক্তং

পরাশরঋষিঃ বিরাট্ ছন্দঃ
অগ্নির্দ্দেবতা

৭৭১

১ বনেম পূর্ব্বীরর্য্যোমনীষা অগ্নিঃ সুশোকোবিশ্বান্যশ্যাঃ। আ দৈব্যানি ব্রতা চিকিত্বানা মানুষস্য জনস্য জন্ম।

১ 'পূর্ব্বীঃ' প্রভূতানিমঃ অন্নানি 'বনেম' সম্ভজে-মহি অগ্নিস্তাদৃশানান্নানি দদাত্বিত্যর্থঃ। 'মনীষা' মনীষয়া বুদ্ধ্যা 'অর্য্যঃ' গন্তব্যঃ প্রাপ্তব্যঃ 'সুশোকঃ' শোভনদীপ্তিঃ এবম্ভূতঃ 'অগ্নিঃ' 'বিশ্বানি' সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি 'অশ্যাঃ' অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি কিংকুর্ব্বন্ 'দৈব্যানি' দেবেষু ভবানি 'ব্রতা' ব্রতানি কর্ম্মাণি 'আ' সমন্তাৎ 'চিকিত্বান্' জানন্ তথা 'মানুষস্য জনস্য' মনুষ্যজাতস্য 'জন্ম' উৎপত্তিরূপং কর্ম্ম 'আ' চিকিত্বান্ আভিমুখ্যেন জানন্। দ্যাবাপৃথিব্যোঃ সম্বন্ধীনি যানি কর্ম্মাণি তানি সর্ব্বাণ্যবগচ্ছন্ অবগত্য ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ।

১ অগ্নি প্রভূত অন্ন সকল আমারদিগকে প্রদান করুন। বুদ্ধি দ্বারা প্রাপ্য, প্রদীপ্ত অগ্নি সর্ব্বতোভাবে দেব কর্ম্ম ও মনুষ্য সকলের জন্ম অবগত হইয়া তাহাতে ব্যাপ্ত হয়েন।

৭৭২

২ গর্ভোযো অপাং গর্ভো-বনানাং গর্ভশ্চ স্থাতাং গর্ভশ্চরথাং। অদ্রৌ চিদস্মা অন্তর্দুরোণে বিশাং ন বিশ্বো অমৃতঃ স্বাধীঃ।

২ 'যঃ' অগ্নিঃ 'অপাং' 'গর্ভঃ' অন্তর্ব্বর্ত্তী [illegible] 'চ' 'বনানাং' 'গর্ভঃ' [illegible] 'স্থাতাং' স্থাবরাণাং [illegible] 'চরথাং' জঙ্গমানাং [illegible] মধ্যে বর্ত্তিতে [illegible] 'অদ্রৌ' [illegible] 'দুরোণে' [illegible] 'অমৃতঃ' [illegible] শোভনকর্ম্মযুক্তঃ ভবতীতিশেষঃ 'বিশঃ' [illegible] প্রজানাং রক্ষণরূপ-শোভনকর্ম্ম [illegible]

২ যিনি জলের অন্তর্বর্ত্তী, যিনি বন মধ্যস্থিত, যিনি কাষ্ঠাদি তাবৎ স্থাবর বস্তুর গর্ভস্থ, যিনি জঙ্গমদিগের দেহমধ্যে অব-

স্থিতি করেন, সেই অগ্নিকে যজ্ঞগৃহ মধ্যে এবং পর্ব্বতে যজমানেরা হবি প্রদান করেন। অমরণ ধর্ম্মা সেই অগ্নি শোভন কর্ম্মবিশিষ্ট হয়েন, যেমন রাজা প্রজাদিগের রক্ষণরূপ শোভন কর্ম্মযুক্ত হয়েন।

৭৭৩

৩ স হি ক্ষপাবাঁ অগ্নীরয়ীণাং দাশদ্যো অস্মা অরং সূক্তৈঃ। এতা চিকিত্বো ভূমা নিপাহি দেবানাং জন্ম মর্ত্তাংশ্চ বিদ্বান্।

'সঃ হি' 'অগ্নিঃ' 'ক্ষপাবা' ক্ষপাবান রাত্রিমান্ স্তোত্রে যজমানায় 'রয়ীণাং' রয়ীণি ধনানি 'দাশৎ' দাশতি প্রযচ্ছতি 'যঃ' যজমানঃ 'অস্মৈ' অগ্নয়ে 'সূক্তৈঃ' সুষ্টুক্তৈর্যথাশাস্ত্রং প্রযুক্তৈর্মন্ত্রৈঃ 'অরং' অলং পর্য্যাপ্তং স্তোত্রং করোতি তস্মৈ ইত্যর্থঃ। হে 'চিকিত্বঃ' চেতনাবন্ সর্ব্বজ্ঞ অগ্নে ত্বং 'দেবানাং' ইন্দ্রাদীনাং 'জন্ম' জন্মানি 'মর্ত্তান্' মনুষ্যান্ 'চ' 'বিদ্বান্' জানন্ 'এতা' এতানি 'ভূমা' ভূম্যুপলক্ষিতানি ভূতজাতানি 'নিপাহি' নিতরাং পালয় সর্ব্বজ্ঞস্ত্বং দেবমনুষ্যাদীন্ সর্ব্বান্ জানাসি।

যে যজমান যথাবিধি সূক্তমন্ত্র দ্বারা এই অগ্নিকে সম্যক্‌রূপে স্তুতি করেন, রাত্রিমান্ অগ্নি সেই স্তোতা যজমানকে ধন সমূহ দান করেন। হে চেতনাবান্ অগ্নি! তুমি দেবতাদিগের জন্ম জানিয়া এবং মনুষ্যদিগকে অবগত হইয়া তাহারদিগকে পালন কর।

৭৭৪

৪ বর্ধান্যং পূর্ব্বীঃ ক্ষপো বিরূপাঃ স্থাতুশ্চ রথমৃতপ্রবীতং। আরাধি হোতা স্বনিষত্তঃ কৃণ্বন্বিশ্বান্যপাংসি সত্যা।

৪ 'পূর্ব্বীঃ' বহ্ব্যঃ উষসঃ 'ক্ষপঃ' নিশাশ্চ 'বিরূপাঃ' শুক্লকৃষ্ণতয়া বিবিধরূপাঃ সত্যঃ 'যং' অগ্নিং 'বর্ধান্' বর্ধয়ন্তি তথা 'স্থাতুঃ' স্থাবরং বৃক্ষাদিকং 'রথং', রথমাণং জঙ্গমং মনুষ্যাদিকং 'চ' 'ঋতপ্রবীতং' ঋতেন উদকেন প্রকর্ষেণ বেষ্টিতং যমগ্নিং বর্দ্ধয়ন্তি সোঽগ্নিঃ 'স্বনিষত্তঃ' সুষ্ঠুরণীয়ে দেবযজনে নিষণ্ণঃ উপবিষ্টঃ সন্ 'হোতা' দেবানামাহ্বাতা ঋত্বিগ্ভিঃ 'আরাধি' আরাধিতবান্ ইত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বন্ 'বিশ্বানি' সর্ব্বাণি 'সত্যা' সত্যফলানি 'অপাংসি' 'কর্ম্মাণি' কৃণ্বন্' কুর্ব্বন্।

৪ পরস্পর বিপরীতরূপ যে উষাকাল ও রাত্রিকাল ইহারা যে অগ্নিকে বর্দ্ধিত করে, এবং স্থাবর জঙ্গম যে জল দ্বারা বেষ্টিত অগ্নিকে বর্দ্ধিত করে, দেবতাদিগের আবাহক সেই অগ্নি যজ্ঞস্থানে উপবিষ্ট হইয়া সমস্ত কর্ম্ম সফল করত ঋত্বিক্ সমূহ দ্বারা আরাধিত হয়েন।

৭৭৫

৫ গোষু প্রশস্তিং বনেষু ধিষে ভরন্ত বিশ্বে বলিং স্বর্ণঃ। বি ত্বা নরঃ পুরুত্রা সপর্য্যন্ পিতুর্ন জিব্রের্বি বেদো ভরন্ত।

৫ হে অগ্নে ত্বং 'বনেষু' বননীয়েষু সম্ভজনীয়েষু 'গোষু' অস্মদীয়েষু পশুষু 'প্রশস্তিং' প্রশংসাং 'ধিষে' দধিষে স্থাপয়সি অস্মাকং প্রশস্তাগবাদিপশবো ভবন্তি ত্যর্থঃ। 'বিশ্বে' সর্ব্বে জনাঃ 'নঃ' অস্মভ্যং 'স্বঃ' সুষ্ঠুরণীয়ং 'বলিং' উপায়নরূপং ধনং 'ভরন্ত' আহরন্তু। হে অগ্নে 'ত্বা' ত্বাং 'নরঃ', মনুষ্যাঃ 'পুরুত্রা' বহুষু দেবযজনদেশেষু 'বি-সপর্য্যান্' বিবিধং পূজয়ন্তি। পূজয়িত্বা চ 'বেদঃ' ধনং 'বি ভরন্ত' ত্বত্তঃ বিশেষেণ হরন্তি গৃহ্ণন্তীত্যর্থঃ। পুত্রাঃ 'ন' যথা 'জিব্রেঃ' জীর্ণাৎ 'পিতুঃ' সকাশাৎ ধনং হরন্তি তদ্বৎ।

৫ হে অগ্নি! তুমি আমারদিগের গবাদি পশুতে উৎকৃষ্ট গুণ সকল স্থাপন কর, এবং সমুদয় লোক আমারদিগের নিমিত্ত শোভন উপহাররূপ ধন আহরণ করুক। হে অগ্নি! মনুষ্যেরা তোমাকে যজ্ঞস্থানে বিশেষরূপে পূজা করে, তদনন্তর তাহারা তোমার নিকট হইতে ধন গ্রহণ করে, পুত্রেরা যেমন বৃদ্ধ পিতা হইতে ধন গ্রহণ করে।

৭৭৬

৬ সাধুর্ন গৃধ্নুরস্তেব শূরো যাতেব ভীমস্ত্বেষঃ সমৎসু।।১।৫।১৪

৬ অয়মগ্নিঃ 'সাধুঃ' সাধকঃ 'ন' ইব 'গৃধ্নুঃ' গৃহীতা যথা সাধকঃ সাধ্যফলং আশু গৃহ্লাতি তদ্বদগ্নিরপি সর্ব্বং স্বীকরোতি ইত্যর্থঃ। তথা 'শূরঃ' 'অস্তা' ইষূণাং ক্ষেপ্তা ধানুষ্কঃ 'ইব' শত্রূন প্রেরযতি তদ্বদগ্নিরপি দহন সর্ব্বং প্রাণিজাতং প্রেরযতি। তথা 'যাতা' যাতযিতা হিংসকঃ 'ইব' 'ভীমঃ' ভযঙ্করো ভবতি। অতঃ এবং-বিধোঽগ্নিঃ 'সমৎসু' সংগ্রামেষু 'জেহঃ' দীপ্তঃ সন অস্মাকং সহাযোভবত্বিত্যর্থঃ। ১। ৫। ১৪।

৬ এই অগ্নি সাধকের ন্যায় শীঘ্র সকল গ্রহণ করেন, ইনি বলবান্ যোদ্ধার ন্যায় শত্রুনাশক হয়েন, এবং সংহারকের ন্যায় মহা ভয়ঙ্কর হয়েন। ইনি সংগ্রামে প্রদীপ্ত হইয়া আমারদিগের সহায় হউন।১।৫।১৪।

নানক পন্থি

১৯ সংখ্যক পত্রিকার ১০২ পৃষ্ঠার পর

সকল ধর্ম্মেরই ক্রমে ক্রমে নানা মত উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। শিখদিগেরও নানা সম্প্রদায় ও নানা শাখা সংস্থাপিত হইয়াছে; পশ্চাৎ সংক্ষেপে তাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

উদাসি

উদাসিরা গৃহস্থ নহে; কেবল পরমার্থ চিন্তা ও ভজনাদি করিয়া কাল যাপন করে। নানকের পুত্র শ্রীচন্দ এই সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন, পরে গুরু অমরদাস তাহারদিগকে নানকোপদিষ্ট ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট দেখিয়া পরিত্যাগ করেন। তাহারা অনেকে একত্র হইয়া এক এক স্থানে অবস্থিতি করে, এবং দলবদ্ধ হইয়া নানা তীর্থ ভ্রমণ করে। হিন্দুস্থানের প্রায় সমুদায় প্রধান প্রধান নগরে তাহারদিগকে কোন কোন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। যদিও তাহারা আপনারদিগকে শি খ ও অনুযায়ি বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু ভিক্ষা করে না। তাহারা উদাসীন বটে, কিন্তু অন্যান্য অনেক উদাসীনের ন্যায় বিবস্ত্র থাকে না, এবং কোপানাদিও ধারণ করে না। বিবাহ না করাই তাহারদিগের প্রচলিত প্রথা বটে, কিন্তু গঙ্গাতীরস্থ বা তন্নিকটবর্ত্তি প্রদেশে যে সকল উদাসি স্থিতি করে, তাহারদের মধ্যে কখন কখন এ নিয়মের বিরুদ্ধ ব্যবহার দেখা যায়। তাহারদিগকে সচরাচর উত্তমোত্তম বস্ত্র পরিধান করিতে ও দেখা গিয়া থাকে। তাহারা শিখদিগের দেবালয়ে পৌরোহিত্য কার্য্য করে, ইহাতে তথায় যে সকল দ্রব্যাদি প্রদত্ত হয়, তাহা তাহারাই প্রাপ্ত হয়। অনেকানেক উদাসি সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত এবং বেদান্ত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন।

নির্ম্মল

উদাসিদিগের সহিত নির্ম্মলদিগের বিশেষ বিভিন্নতা নাই। তাহারাও সংসার-বিরক্ত এবং কেবল পরমার্থ চিন্তায় রত। তাহারা দার-পরিগ্রহ করে না, এবং পরিধানাদি বিষয়ে যত্নবানও নহে; বরঞ্চ তদ্বিষয়ে এ প্রকার অনাসক্ত, যে কখন কখন তাহারদিগকে নগ্নপ্রায় দেখা যায়। তাহারা উদাসিদিগের ন্যায় দল-বদ্ধ হইয়া সঙ্গতে স্থিতি করে না, এবং ভজনা বিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিও স্বীকার করে না, কেবল নানক, কবীর ও অন্যান্য একেশ্বর-বাদির গ্রন্থ পাঠ ও তদর্থ চিন্তা করিয়া থাকে। তাহারা লোকদিগকে "পাহুল" অর্থাৎ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক শিষ্য করে, এবং স্বীয় শিষ্য বা অন্যান্য ধনাঢ্য লোক কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয়। তাহারা বেদান্ত শাস্ত্রে পারদর্শি বলিয়া খ্যাত আছে; ব্রাহ্মণেরাও তদ্বিষয়ে তাহারদের নিকট পাঠ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহারদের সংখ্যা অধিক নহে, কিন্তু কাশী ও অন্যান্য প্রধান নগরে তাহারদিগকে প্রায় সর্ব্বদা দৃষ্টি করা যায়।

রামরায়ি

হর রায়ের পুত্র রাম রায় হইতে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। যখন হর কৃষ্ণ ও তৎপরে তেগ-বাহাদুর গুরুত্ব পদে অধিরূঢ় হন, তখন রামরায় তাঁহারদিগকে অনধিকারি বলিয়া আপনি তৎপদ প্রাপ্তির চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে তিনি সাধারণ শিখ-সম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র হইলেন, এবং যাহারা তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহার অনুগামি হইয়াছিল, তাহারা রামরায়ি নামে খ্যাত হইল। তাহারা তাঁহাকে যথার্থ গুরুত্ব পদের অধিকারি

স্বীকার করে, এবং কহে, তিনি নানা প্রকার অলৌকিক অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিয়া দৈব শক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানে রামরায়িদিগকে সর্ব্বদা দেখা যায় না, কিন্তু হরিদ্বারের নিকট তাহারদের এক বৃহৎ ধর্ম্মশালা আছে।

গঙ্গবখ্যি

ইহারদিগের সবিশেষ বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শুনা গিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়ের ন্যায় এ সম্প্রদায়েরও প্রবর্ত্তকের নামানুসারে নামকরণ হইয়াছে। ইহারা অধিকও নহে, এবং তাদৃশ খ্যাত্যাপন্নও নয়।

সুথ্রেশাহি

পূর্ব্বোক্ত দুই শাখা অপেক্ষায় ইহারদিগের সংখ্যা অধিক; ইহারদিগের ধর্ম্মযাজকদিগকে দেখিলেই জানা যায়। ইহারা ললাটে এক কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ রেখা করে, এবং প্রায় হস্ত-প্রমাণ দুইখান কাষ্ঠ বাদন করিয়া ভিক্ষা করে। ইহারা নানা স্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক পঞ্জাবী ভাষায় গান করত ভিক্ষা করিয়া কাল যাপন করে।

ইহারা সুরাপান, চৌর্য্য ও দ্যূত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়, এ নিমিত্ত লোকে ইহারদিগের অপযশ করিয়া থাকে। ইহারা নবম গুরু তেগ্ বাহাদুরকে প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করে।

রঙ্গরেথা

তেগ্ বাহাদুরের পরলোক প্রাপ্তি হইলে কতক গুলি চুড়া* দিল্লী হইতে পঞ্জাবে তাঁহার শব লইয়া যায়, এবং পরে শিখ্ ধর্ম্ম অবলম্বন করে। তাহারাই রঙ্গরেথা নামে খ্যাত আছে, এবং অন্যান্য ইতর জাতীয় লোকেও তাহারদিগের দল-ভুক্ত হইয়াছে।

বন্দাপন্থি

গুরু গোবিন্দের পর বন্দা নামে এক ব্যক্তি শিখ্দিগের অধিপতি স্বরূপ হইয়াছিল; তাহার অনুগামি লোকেরা বন্দাপন্থি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

অকালি

অকালিরা গুরু গোবিন্দকে প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করে। তাহারা আপনারদিগকে ঈশ্বরের সৈন্য স্বরূপ জ্ঞান করে, নীলবস্ত্র পরিধান করে, এবং ইস্পাত-নির্ম্মিত চক্র ও কড়া ধারণ করে। তাহারা অত্যন্ত উগ্রস্বভাব; পূর্ব্বে কোন ভূপতির অধীনত্ব স্বীকার করিত না। তাহারা গৃহস্থ নহে, কিন্তু অন্যান্য অনেক উপাসনের ন্যায় নিরীহ ও পরিশ্রম-বিমুখ হইয়া ক্রোধাদি দমন করা তাহারদিগের ধর্ম্ম নহে। তাহারা যুদ্ধকার্য্যকে প্রধান কর্ত্তব্য বোধ করে, এবং একটা উপলক্ষ পাইলেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়; তাহারদিগের যুযুৎসা রূপ অগ্নি শিখা সর্ব্বদাই প্রজ্বলিত রহিয়াছে। তাহারা বলপূর্ব্বক পথিকদিগের ধন হরণ ও দস্যুবৃত্তি সাধন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করে না। অকালিরা এ প্রকার নিরালস্য, যে তাহারদের মধ্যে যাহারা অত্যন্ত নম্র ও যুদ্ধোৎসাহবিহীন, তাহারাও অন্য প্রকারে পরিশ্রম না করিয়া থাকিতে পারে না। অকালের অর্থাৎ পরমেশ্বরের উপাসক বলিয়া ইহারদের অকালি নাম হইয়াছে।

সচ্চাদারী

ইহারদিগের নাম মাত্র অবগত হওয়া গিয়াছে। ইহারদিগের প্রবর্ত্তক বা কে, এবং অন্যান্য শিখ্দিগের সহিত ইহারদিগের বিশেষই বা কি, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় নাই। সচ্চাদারি শব্দের অর্থ সত্য পালক।

মজহবি

কতক গুলি লোক মোসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিখ্ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এই নামে খ্যাত হইয়াছে।

নাগা

শুনা গিয়াছে, ইহারা শৈব ও বৈষ্ণব নাগাদিগের ন্যায় অস্ত্র ব্যবহার না করিয়া লোক সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমার্থানুষ্ঠানে রত থাকে। বস্ত্র বিবর্জন ব্যতিরেকে আর কোন বিষয়ে নির্ম্মলদিগের সহিত ইহারদিগের বিভিন্নতা দেখা যায় না।

---

* ইতর জাতি বিশেষ। তাহারা এদেশীয় ডোম হাড়ি প্রভৃতির ন্যায় আচার ব্যবহার করিয়া থাকে।

মসন্দি

পঞ্জাবস্থ ক্ষত্রিয় জাতির শাখা বিশেষকে মসন্দি কহে ; যাহারা গুরু গোবিন্দের প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিল, তাহারদের অনুগামি লোকেরা এই নামে খ্যাত আছে। কেহ কেহ বলে, তাহারা রামরায়ের দলস্থ ছিল। কেহ বা কহে, তাহারা গুরু গোবিন্দের পুত্রকে কুমন্ত্রণা দিয়া গুরুর বিপক্ষতাচরণে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। কিন্তু এই লোক-প্রবাদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রচলিত, যে তাহারা বংশ পরম্পরা ক্রমে অনেকানেক গুরুর গৃহকর্ম্ম-নির্ব্বাহক ছিল, এবং যদিও অত্যন্ত অহঙ্কৃত ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি আপনারদিগকে পরমার্থ-পরায়ণ পবিত্র-চরিত্র বলিয়া অভিমান করিত। কতক গুলি শিখ্ তাহারদের সমাদর করে নাই, এ নিমিত্ত তাহারা স্বয়ং সেই সকল ব্যক্তির অপমান করিয়াছিল। ইহাতে গুরু গোবিন্দ তাহারদের মধ্যে দুই তিন জনকে স্ব সম্প্রদায়ে নিবিষ্ট করিয়া অবশিষ্ট সকলকে দূরীকৃত করিয়াছিলেন।

রবাবি, দীওয়ানা ইত্যাদি

শিখ্দিগের যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখার বিবরণ করা গেল, তদ্ভিন্ন আরও কতিপয় শাখা বিশেষ বিশেষ নামে খ্যাত আছে। কোন শাখাভুক্ত লোকে দেবালয় বিশেষের পরিচারক, কোন শাখা বা কোন প্রধান পরমার্থ-পরায়ণ শিষ্যের সংস্থাপিত. কোন শাখা বা, যিনি গুরু বিশেষের বিশিষ্টরূপ প্রিয়পাত্র হইয়া উপাধি বিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত। এক শাখাভুক্ত ব্যক্তিরা নানকের সমভিব্যাহারি রামদাসের অনুগামি বলিয়া পরিচয় দেয়। এই রামদাস গুরু অর্জুনের সময় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিয়া 'বুধ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কতক গুলি শিখ্ বংশ পরম্পরা ক্রমে রবাব বাদন করাতে রবাবি নামে খ্যাত হইয়াছে ; তাহারা নানকের সমভিব্যাহারি মর্দানাকে আপনাদের প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করে। আর কতক গুলি শিখ্ দীওয়ানা বলিয়া খ্যাত আছে। তাহাদের প্রবর্ত্তক গুরু সেবার্থ শিষ্যদিগের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিতেন এবং যখন তৎকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, তখন উষ্ণীষে এক ময়ূর-পুচ্ছ ধারণ করিতেন। আর এক শাখা মুসসন্দি নামে প্রসিদ্ধ আছে, তাহারা মোসলমান তপস্বি হইয়াও নানকোপাসিস্ট 'জপ' গ্রহণ করিয়াছে।

পদার্থবিদ্যা।

চৌম্বকাকর্ষণ

সকলেই জ্ঞাত থাকিবেন, চুম্বকে লৌহ আকর্ষণ করে ; এই আকর্ষণকে চৌম্বকাকর্ষণ বলে।

চুম্বক দুই প্রকার ; অকৃত্রিম ও কৃত্রিম। আকর হইতে যে চুম্বক নামে এক প্রকার অপরিষ্কৃত লৌহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম অকৃত্রিম চুম্বক। অকৃত্রিম চুম্বকে লৌহ অথবা ইস্পাত ঘর্ষণ করিলে, সেই লৌহ ও ইস্পাতও চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত হয় ; ইহাকেই কৃত্রিম চুম্বক বলে। কৃত্রিম চুম্বকও অকৃত্রিম চুম্বকের ন্যায় অন্য লৌহ ও ইস্পাত আকর্ষণ করিয়া থাকে। নিকেল্ ও কোবাল্ট নামে দুই ধাতু আছে, তাহাও লৌহ ও ইস্পাতের ন্যায় চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত হয়।

চুম্বকের এপ্রকার এক অসাধারণ গুণ আছে, যে তাহার এক দিক্ নিয়তই উত্তরাভিমুখে, এবং অন্য দিক্ সুতরাং দক্ষিণাভিমুখে থাকে। অতএব, একটা চুম্বক-শলাকা সঙ্গে থাকিলে, কি অকূল সমুদ্র, কি গভীর অরণ্য, সকল স্থান হইতেই দিক্ নিরূপণ করা যায়। চুম্বকের এই আশ্চর্য্য গুণ থাকাতে, নাবিকদিগের কম্পাস যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে ; তাহারা যখন যে সমুদ্রে থাকুক না কেন, তদ্দ্বারা অনায়াসে দিক্‌নিরূপণ করিতে পারে। কম্পাস যন্ত্রে একটি কৃত্রিম চুম্বকের শলাকা এপ্রকার কৌশলে স্থাপিত করিতে হয়, যে তাহা সকল দিকেই ফিরিতে পারে। সেই শলাকার এক দিক্ নিয়ত উত্তরাভিমুখে থাকে,

অতএব তদ্দারা অনায়াসে উত্তর দিক্ নির্ণয় করা যায়। এক দিক্ নিরূপিত হইলে, সুতরাং অন্যান্য দিকও নিরূপিত হয়। ইহাতে দূরদেশ গমনাগমন ও বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদনের যে পর্য্যন্ত সুবিধা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। মানব জাতি উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, পরমেশ্বর তাঁহার হিতার্থে অশেষ প্রকার আশ্চর্য্য পদার্থ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। কম্পাসের আকৃতি এই প্রকার।
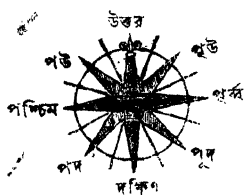
তাড়িতাকর্ষণ

ভূমণ্ডল ও তদুপরিস্থিত বায়ু মণ্ডলের সর্ব্ব স্থানে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, তাহার নাম তাড়িত।

এই পরমাশ্চর্য্য পদার্থ সচরাচর প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু কখন কখন কোন কোন বস্তু হইতে অতিশয় সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ স্বরূপে আবির্ভূত হয়। বিদ্যুৎ ও বজ্র-ধ্বনি এই পদার্থের কার্য্য। আর কাচ, রেশম, তৈলস্ফটিক, গন্ধক, ধুনা, কয়েক প্রকার রত্ন ইত্যাদি কতক গুলি দ্রব্য ঘর্ষণ করিয়া তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প প্রমাণ তাড়িত প্রকাশ করিতে পারা যায়।

যদি কাচ অথবা লাক্ষা শুষ্ক হস্তে অথবা লোমজ বস্ত্রে ঘর্ষণ করিয়া কেশ, সূত্র, পালক, কাগজ, অথবা অন্য কোন লঘু দ্রব্যের নিকট ধরা যায়, তবে ঐ লঘু দ্রব্য সেই কাচ অথবা লাক্ষা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে লগ্ন হইয়া থাকে। কিন্তু অত্যল্প কাল সংযুক্ত থাকিয়াই বিযুক্ত হইয়া পড়ে। এ উভয় ব্যাপারই ঐ তাড়িত নামক পদার্থের গুণ; একারণ তাহার যে গুণ দ্বারা লঘু বস্তু কাচ অথবা লাক্ষার সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকে তাড়িতাকর্ষণ বলে, এবং যে গুণ দ্বারা তাহা হইতে বিযুক্ত হয়, তাহাকে তাড়িত-বিযোজন কহে।

তাড়িতের আর এক গুণ এই, যে যদি এক স্থানে অধিক থাকে, এবং তাহার নিকটবর্ত্তি অন্য স্থানে অল্প থাকে, তবে প্রথমোক্ত স্থানের কিয়দংশ শেষোক্ত স্থানে আসিয়া উভয় স্থানে সমান হয়। যদি এক খান মেঘে অধিক প্রমাণ তাড়িত থাকে, আর এক মেঘে অল্প প্রমাণ থাকে, তবে উভয় মেঘ পরস্পর নিকটবর্ত্তি হইবার সময়ে প্রথমোক্ত মেঘের কিয়ৎ প্রমাণ তাড়িত নির্গত হইয়া শেষোক্ত মেঘে প্রবিষ্ট হয়। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটনার সময়ে অতি প্রখর জ্যোতিঃ প্রকাশ ও ঘোরতর মেঘ গর্জ্জন হয়; লোকে তাহাকেই বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি কহিয়া থাকে। পৃথিবী হইতে মেঘে, অথবা মেঘ হইতে পৃথিবীতে তাড়িত প্রবেশ করিবার সময়েও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

এই তাড়িত পদার্থ কোন কোন বস্তু দ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে দ্রুত বেগে সঞ্চালিত হয়। এই সকল বস্তুকে তাড়িত-পরিচালক কহে। অন্য কতক গুলি বস্তুর পরিচালকতা শক্তি এত অল্প, যে কোন স্থানে তাড়িতের সঞ্চলন নিবারণ করিতে হইলে ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়। এ সমস্ত বস্তুকে অপরিচালক কহে।

সমুদায় ধাতুই প্রবল পরিচালক। তদ্ভিন্ন অঙ্গার, লবণাক্ত জল প্রভৃতি আর কতক গুলি দ্রব্য আছে, তাহারাও পরিচালক বটে, কিন্তু ধাতুর ন্যায় নহে। কাচ, গন্ধক, ধুনা, পরিশুষ্ক বায়ু, কাষ্ঠ, কাগজ, কেশ, রেশম, পালক, পশুলোম এ সমুদায় সর্ব্বতোভাবে অপরিচালক।

ধাতুর তাড়িত পরিচালন-শক্তি অত্যন্ত প্রবল জানিয়া, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অট্টালিকার পার্শ্বে এক একটা ধাতুময় শীক

স্থাপন করেন। ঐ শীক অট্টালিকার অপেক্ষা উচ্চ; অতএব অট্টালিকার উপর বজ্রাঘাত হইবার উপক্রম হইলে, তাহার কারণ যে তাড়িত-প্রবাহ, তাহা ঐ শীক দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া পৃথিবী গর্ভে প্রবাহিত হয়। ইহাতে, গৃহে আর বজ্রাঘাত হইতে পারে না।

তেজ

যদি জগতে কেবল কতকগুলি পরমাণু ও তাহার আকর্ষণ গুণ মাত্র থাকিত,আর তাহার প্রতিবিধানার্থে অন্য কোন শক্তি না থাকিত, তবে সমুদায় জড় পদার্থ পরস্পর দৃঢ়তর আকৃষ্ট হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড কেবল একটি প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড হইত। কিন্তু তেজ নামে এক পদার্থ থাকাতে, এপ্রকার বিপত্তি ঘটনার নিবারণ হইয়াছে। পরমাণু সকল যেমন আকর্ষণ দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হয়, সেইরূপ, তেজ দ্বারা বিযুক্ত অর্থাৎ পরস্পর দূরীকৃত হয়। তেজের এই গুণকে বিয়োজন গুণ বলে।

তেজ কিপদার্থ তাহা নিশ্চয় অবগত হওয়া যায় নাই, কেবল তাহার কার্য্য দেখিয়া গুণের নিরূপণ করা গিয়াছে। কোন কোন পণ্ডিত ইহাকে চক্ষুর অগোচর অতিসূক্ষ্ম তরল পদার্থ বলিয়া অনুমান করেন, কেহ কেহ কহেন, ইহা জড়পদার্থের গুণ বিশেষ মাত্র।

সকল বস্তুতেই তেজ আছে, তবে অধিক আর অল্প। বরফ ও শিল যে এমন শীতল, তাহাতেও তেজ আছে। বাস্তবিক, যাহা আমারদের শীতল বোধ হয়, তাহা নিতান্ত তেজোরহিত নহে; তাহাতে কিঞ্চিৎ তেজ থাকেই থাকে। নিরবচ্ছিন্ন শীতল বস্তু কুত্রাপি নাই।

সকল বস্তু হইতেই তেজ প্রকাশ করিতে পারা যায়, এবং তাহা প্রকাশ করিবার ঘর্ষণ, মর্দ্দন, দাহন প্রভৃতি নানা প্রকার উপায় আছে। দুইখান কাষ্ঠ পরস্পর ঘর্ষণ করিলে, অবিলম্বে উত্তপ্ত হয়। লৌহ পিটিয়া এরূপ উষ্ণ করা যায়, যে অগ্নিবৎ হইয়া উঠে। যদি কাহারও হস্ত শীতল থাকে, তবে হস্তে হস্তে ঘর্ষণ করিলে শীঘ্র উষ্ণ হয়। বরফ যে এমন শীতল, তাহারও দুই খণ্ড পরস্পর ঘর্ষণ করিলে তেজ নির্গত হয়, এবং তদ্দ্বারা উভয় খণ্ড দ্রব হইতে থাকে।

অধিক তেজ একত্র হইলেই তাহাকে অগ্নি বলে। যদি চর্ব্বি না দেওয়া যায়, তবে শকট-চক্রে ও তাহার আলে ঘর্ষণ হইয়া একেবারে এত তেজ নির্গত হয় যে উভয়ই জ্বলিয়া উঠে। বন মধ্যে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ হইয়া এমন অগ্নি উৎপন্ন হয়, যে তদ্দ্বারা বনের ভূরি ভাগ দগ্ধ হইয়া যায়; তাহারই নাম দাবাগ্নি। কোন কোন অসভ্য জাতীয় লোকে সচরাচর দুই খান কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপন্ন করে। চকমকির পাতর ও ইস্পাতের পরস্পর প্রতিঘাতে যে প্রকার অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহা অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। ইহাতে সচরাচর অগ্নি প্রাপ্তির অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছে। যে বন্দুকে এই প্রস্তর থাকে, তাহা ছুড়িবার সময়ে আর স্বতন্ত্র অগ্নি সংযোগ করিতে হয় না। ধাতুময় নলের মধ্যে বায়ুকে এত সঙ্কুচিত করিতে পারা যায়, যে তাহা হইতে অগ্নি নির্গত হয়।

এই সকল উদাহরণ পাঠ করিলে বোধ হয়, যেমন আর্দ্র বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিলে, তাহা হইতে জল নিঃসৃত হয়, সেইরূপ জড় পদার্থের অণু সকল ঘর্ষণাদি দ্বারা সঙ্কুচিত হইলে, তাহা হইতে তেজ নির্গত হয়।

ঘর্ষণ মর্দ্দন, সঙ্কোচনাদি দ্বারা যেরূপে তেজ নিঃসৃত হয়, তাহারই উদাহরণ প্রদর্শিত হইল। কিন্তু আমারদের পক্ষে সূর্য্য যেমন তেজঃস্থান, এমত আর দ্বিতীয় নাই। সূর্য্য না থাকিলে, ভূমণ্ডলের কোন জন্তু ও কোন উদ্ভিজ্জ জীবিত থাকিত না। আতসি পাতরে সূর্য্যের কিরণ এরূপ ঘনীভূত হয়, যে তাহার কতক গুলি একত্র করিয়া কাষ্ঠ দগ্ধ ও ধাতু দ্রব করা যায়।

আর এক প্রকারেও অগ্নির উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বে রাসায়নিক আকর্ষণের বিষয় লিখিত হইয়াছে বিদিত থাকিবে। ত-

দ্দারা বস্তুর সংযোগ বিয়োগ হইবার সময়েও তেজ নির্গত হইয়া থাকে। বাখারি চূণ ফোটাইবার সময়ে যেরূপ উষ্ণ হয়, তাহা অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। দ্রাবকে জল দিলেও, উভয়ে মিলিত হইবার সময়ে অসঙ্গত উত্তপ্ত হয়। দুই ভাগ দ্রাবক ও এক ভাগ জল একত্র করিলে ফুটিয়া উঠে। নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু শরীরস্থ হয়, তাহার সহিত রক্তের সংযোগ হইয়া যে তেজ উৎপন্ন হয়, তাহাও রাসায়নিক আকর্ষণের কার্য্য। এই শেষোক্ত প্রকারে যে তেজ উৎপন্ন হয়, তাহাতেই শরীরে উত্তাপ থাকে। কাষ্ঠ, কয়লা প্রভৃতি দাহ্য বস্তু দগ্ধ করিলে, যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহাও এই রাসায়নিক আকর্ষণের কার্য্য। তদ্দ্বারা এক বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর সংযোগ হইবার সময়ে যদি তেজ ও জ্যোতি নির্গত হয়, তবে সেই সংযোগ-ক্রিয়াকে দহন-ক্রিয়া বলে।

পূর্ব্বে যে তাড়িতাকর্ষণের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহাও তেজঃ প্রকাশের এক প্রধান কারণ। তদ্দ্বারা ধাতু সমুদায় দগ্ধ, দ্রব ও বাষ্পীভূত করিতে পারা যায়। বাস্তবিক, এই ব্যাপার দ্বারা যেপ্রকার প্রখর তেজ প্রকাশিত হইতে পারে, অদ্যাবধি অন্য কোন উপায় দ্বারা সে প্রকার প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

যদিও ভূমণ্ডলের সমুদায় স্থানেই তেজ আছে, কিন্তু সকল স্থানে সমান তেজ নাই; কোন স্থানে বা অধিক, কোন স্থানে বা অল্প। নিরক্ষদেশ এবং তাহার নিকটবর্ত্তি স্থান সমুদায় সর্ব্বাপেক্ষায় উষ্ণ; কারণ তথায় সূর্য্যের তেজ সরল ভাবে পতিত হয়। সুমেরু ও কুমেরুর সমীপবর্ত্তি দেশ সমুদায় অত্যন্ত শীতল; কারণ তথায় সূর্য্যের তেজ অতিশয় তির্য্যগ্‌ভাবে বিকীর্ণ হয়*। ভূতল হইতে যে স্থান যত উচ্চ, তাহা তত শীতল। উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতের শিখর সমুদায় সর্ব্বদা বরফে আবৃত। পৃথিবীর যত অভ্যন্তর, ততই উষ্ণ; অনেকে তাহার মধ্যস্থান অগ্নিময় বা তদনুরূপ উষ্ণ বলিয়া অনুমান করেন।

তেজের বিয়োজন গুণের বিবরণ করিবার পূর্ব্বে তাহার আর দুই তিন টি গুণ জ্ঞাপন করা আবশ্যক বিবেচনায় সংক্ষেপে তাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

পরিচালকতা

জড় পদার্থের যে গুণ দ্বারা এক দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরে অথবা কোন দ্রব্যের এক ভাগ হইতে অন্য ভাগে তেজ সঞ্চালিত হয়, তাহার নাম পরিচালকতা, এবং যে যে বস্তু দ্বারা চালিত হয়, তাহাদিগকে পরিচালক কহে।

লৌহ দণ্ডের এক দিক্ অগ্নি-সংযুক্ত করিয়া রাখিলে, ক্রমে ক্রমে অন্য দিক্ পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হয়।

কঠিন দ্রব্যের পরিচালকতা শক্তি অত্যন্ত প্রবল; বিশেষতঃ যে সকল দ্রব্য ভারি, তাহারাই প্রায় অধিক পরিচালক। যদি কোন লৌহময় সূচী হস্তে করিয়া দীপ শিখায় ধরা যায়, তবে ক্ষণমাত্র পরে তাহা এরূপ উত্তপ্ত হইয়া উঠে, যে আর সহ্য হয় না। কিন্তু তাহার সমান দীর্ঘ কোন কাচময় সূচী সেরূপ করিয়া ধরিলে, তাহার এক দিক্ দ্রব হইয়া যায়, তথাপি অন্য দিক তাদৃশ উষ্ণ হয় না; কারণ, লৌহ যত দ্রুত তেজ সঞ্চালন করে, কাচ তত দ্রুত করে না। কিন্তু ইহাতে এরূপ অবধারণ করা কর্ত্তব্য নহে, যে যে দ্রব্য যত ভারী, তাহার পরিচালকতা-শক্তি তত অধিক। প্লাটিনম্ নামক ধাতু আর আর সমস্ত ধাতু অপেক্ষায় ভারী, অথচ তাহার পরিচালকতা শক্তি অন্যান্য অনেক ধাতু অপেক্ষায় অল্প।

রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ, টিন্, লৌহ ও সীসের পরিচালকতা শক্তি সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক। প্রস্তর, কাচ ও আকরীয় বস্তুর পরিচালকতা শক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প। কেশ, পশম প্রভৃতি লঘু দ্রব্যের পরিচালকতা শক্তি তদপেক্ষায়ও অল্প। বরফ, বালুকা ও অঙ্গারও অতি দুর্ব্বল পরিচা-

* কোন কোন্ স্থানকে নিরক্ষদেশ, সুমেরু ও কুমেরু বলে, তাহা ৯৭ সংখ্যক পত্রিকার ৮১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

লক। পরিচালক পদার্থের পরমাণু সকল পরস্পর যত দূরীকৃত হয়, তাহার পরিচালকতা শক্তি তত হ্রাস হইতে থাকে। লৌহ অপেক্ষায় লৌহচূর্ণের, এবং কাষ্ঠ অপেক্ষায় কাষ্ঠ চূর্ণের পরিচালকতা শক্তি অনেক অল্প।

যে সকল বস্তুর পরিচালকতা শক্তি অল্প, তাহারই পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। কারণ, তাহা হইলে, শীতকালে শরীরস্থ তেজ নির্গত হইয়া বাহিরে যাইতে পারে না, এবং গ্রীষ্ম কালে বাহিরের তেজ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। পশুরলোম ও পক্ষির পালক অতি দুর্ব্বল পরিচালক, একারণ সর্ব্ব-শক্তি-মান্ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর তাহারদের গাত্র ঐ সমুদায় সামগ্রী দ্বারা আবৃত করিয়া দিয়াছেন। তদনুসারে, মনুষ্যেরাও কার্পাস, রেশম, পশম প্রভৃতি দুর্ব্বল পরিচালক দ্রব্যে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

জল ও অন্যান্য দ্রব দ্রব্যের, এবং বায়ু ও অন্যান্য বায়ুবৎ দ্রব্যের পরিচালকতা শক্তি অত্যন্ত অল্প। পূর্ব্বোক্ত স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্রাদির ন্যায় এসকল দ্রব্যের মধ্য দিয়া তেজ পরিচালিত হয় না। তবে যে কোন জল-পূর্ণপাত্রের নীচে জ্বাল দিলে, তাহার উপরকার জল পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হয়, তাহার অন্য কারণ আছে। পাত্রের অধোভাগস্থ জল প্রথমে উত্তপ্ত হয়, উত্তপ্ত হইলেই লঘু হয়, লঘু হইলেই সুতরাং উপরে উঠে। নীচেকার লঘু জল উপরে উত্থিত হইলে, উপরকার ভারি-জল সুতরাং অধঃপতিত হয়, অধঃপতিত হইলে তাহাও পূর্ব্ববৎ উত্তপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়। এই প্রকার অধঃপ্রবাহ ও ঊর্দ্ধ-প্রবাহ দ্বারা ক্রমে ক্রমে পাত্রের সমুদায় জল উষ্ণ হয়।

বাহিরের বায়ু সূর্য্য কিরণে উষ্ণ হইলে, গৃহের অভ্যন্তরস্থ বায়ু যে উষ্ণ হয়, তাহাও প্রায় এই প্রকারে হইয়া থাকে। বাহিরের উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হইয়া গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, এই হেতু গৃহচ্ছায়াতে উপবেশন করিলেও গ্রীষ্ম বোধ হয়। যে প্রমাণ উষ্ণ জল স্পর্শ করিলে অঙ্গ দাহ হয়, বায়ু তাহার দ্বিগুণ উষ্ণ হইলেও তাহার উত্তাপ সহিতে পারা যায়। ইহার কারণ, বায়ুর পরিচালকতা শক্তি এত অল্প, যে তদ্দ্বারা তেজ অত্যন্ত অল্পে অল্পে শরীর মধ্যে প্রবেশ করে। জোজেফ্ ব্যাঙ্কস্ ও চার্লস্ ব্লাগডেন্ নামক দুই জন সাহেব এক অত্যুষ্ণ গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তথায় তাঁহারদের ঘড়ির শৃঙ্খল ও বস্ত্রের বোতাম এত উত্তপ্ত হইয়াছিল, যে স্পর্শ করিতে পারেন নাই। কিন্তু সে গৃহের অন্তর্গত বায়ুর উত্তাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার কারণ, ধাতুর পরিচালকতা শক্তি বায়ু অপেক্ষায় প্রবল, অতএব ঐ দুই ধাতুময় দ্রব্য দ্বারা দ্রুতবেগে তেজ পরিচালিত হইয়া হস্তে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, একারণ তাঁহারা গৃহের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর উষ্ণতা সহ্য করিয়াও পূর্ব্বোক্ত ধাতুময় দুই দ্রব্যের উত্তাপ সহ্য করিতে পারেন নাই।

বিকিরণ

জড় পদার্থের যে গুণ থাকাতে, তত্রস্থ তেজ এক দ্রব্য হইতে নির্গত হইয়া চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি বায়ুতে বা অন্য কোন দূরস্থিত বস্তু বা প্রদেশে বিক্ষিপ্ত হয়, তাহার নাম বিকিরণ। অগ্নিস্থানের নিকটে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান হইলে যে উত্তাপ বোধ হয়, তাহার কারণ, তথা হইতে তেজ নির্গত হইয়া গাত্র স্পর্শ করে। যদি কোন লৌহদণ্ড অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া শীতল করিবার নিমিত্তে বাতাসে রাখা যায়, তবে যেরূপ সূর্য্য ও দীপ-শিখার জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ তাহার তেজ সমুদায় চতুঃপার্শ্ব হইতে সরল ভাবে বিকীর্ণ হইতে থাকে। পদার্থবিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা ইহা অনুমান-সিদ্ধ বোধ করেন, যে তেজ প্রতি বিপলে ৩৩৮০০ ক্রোশ করিয়া চলে।

এইরূপে যে তেজ বিকীর্ণ হয়, তাহা যত দূর গমন করিতে থাকে, তাহার প্রখরতা তত হ্রাস হইয়া আইসে। কিন্তু সে তেজ যে বস্তু হইতে নিঃসৃত হয়, তাহার এক হস্ত দূরে গিয়া যত প্রখর থাকে, দুই হস্ত গিয়া যে তাহার অর্দ্ধেক হয়, এবং তিন

হস্ত গিয়া যে তাহার তিন ভাগের একভাগ হয় এমত নহে। তেজের প্রাখর্য্য হ্রাস হইবার ক্রম আর এক প্রকার। এক হস্ত গিয়া তাহার যত প্রাখর্য্য থাকে, দুই হস্ত গমন করিলে তাহার চারি ভাগের এক ভাগ হয়, তিন হস্ত গমন করিলে নয় ভাগের এক ভাগ হয়, চারি হস্ত গমন করিলে ষোল ভাগের এক ভাগ হয় ইত্যাদি। ইহার সঙ্কেত এই, যে দূরের সংখ্যা যত, তাহার তত গুণ করিলে যে অঙ্ক প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে স্থানে তেজের প্রাখর্য্য তত ভাগের এক ভাগ।

সকল বস্তুর বিকিরণ শক্তি সমান নহে। মসৃণ ধাতু অপেক্ষায় বন্ধুর ও বহু-ছিদ্র-বিশিষ্ট দ্রব্যের বিকিরণ-শক্তি অধিক। লাক্ষার বিকিরণ-শক্তি স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র অপেক্ষায় প্রায় আট গুণ, এবং কাগজ ও তেলকালীর বিকিরণ-শক্তি তদপেক্ষায়ও অধিক।

এই বিকিরণ-শক্তিই শিশির সঞ্চারের কারণ। সূর্য্য অস্ত হইলে, পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে তেজ নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়, তদ্দ্বারা নিকটস্থ বায়ু সমুদায় শীতল হয়, এবং তাহাতে যে বাষ্প-পুঞ্জ থাকে, তাহা ঘন হইয়া শিশির-বিন্দু রূপে পরিণত হয়। সকল বস্তুর বিকিরণ শক্তি সমান নহে, একারণ সকল বস্তুতে সমান শিশির সঞ্চিত হয় না। রাত্রিকালে একটা ধাতুপাত্র ও কিঞ্চিৎ মেষের লোম এক স্থানে রাখিলে, মেষের লোমে বিস্তর শিশির সঞ্চিত হয়, কিন্তু ধাতুপাত্রে কিছুমাত্র সঞ্চিত হয় কি না সন্দেহ স্থল। ইহার কারণ, ধাতু অপেক্ষায় মেষের লোমের বিকিরণ শক্তি অত্যন্ত প্রবল। এপ্রকারও ঘটিয়া থাকে, যে এক খণ্ড ভূমিতে কোন কোন বৃক্ষ শিশিরে পরিপূর্ণ হয়, অথচ তাহার পার্শ্ববর্ত্তি অন্যান্য বৃক্ষে বিন্দুমাত্রও সঞ্চিত হয় না। ঐ সকল বৃক্ষের বিকিরণ-শক্তির ন্যূনাধিক্যই ইহার কারণ।

যদি কোন প্রতিবন্ধক ঘটনা হইয়া ভূতল হইতে তেজ বিকীর্ণ হইতে না পারে, তবে তন্নিকটস্থ বায়ু তাদৃশ শীতল হয় না, সুতরাং শিশিরও সঞ্চিত হয় না। যে রাত্রে আকাশ মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হয়, সে রাত্রে পৃথিবীস্থ তেজ তাহা নির্ভেদ করিয়া যাইতে পারে না; একারণ, সে রাত্রিতে অধিক শীতানুভব ও শিশির সঞ্চার হয় না। যে স্থানের উপরে বিস্তৃত বৃক্ষ-শাখা অথবা অন্য কোন আচ্ছাদন থাকে, সে স্থান যে তাদৃশ শিশির-সিক্ত হয় না, তাহারও এই কারণ।

যদি রাত্রে বায়ু বহিতে থাকে, তাহা হইলেও অধিক শিশির সঞ্চিত হইতে পায় না। কারণ, তৃণাদির পার্শ্ববর্ত্তি বায়ু যে প্রকার শীতল, বায়ু প্রবাহ দ্বারা তদপেক্ষা উষ্ণ বায়ু আসিয়া সেই সকল তৃণাদিকে অধিক শীতল হইতে দেয় না। ইহাতে যে রাত্রে মেঘ ও বায়ু-প্রবাহ উভয়ই থাকে, সে রাত্রে কিছুমাত্র শিশির সঞ্চারিত হয় না।

মৃত্তিকা ও কঙ্কর অপেক্ষায় ঘাসের বিকিরণ-শক্তি অধিক এপ্রযুক্ত তাহাতে অধিক শিশির সঞ্চিত হয়। শস্য-বৃক্ষ-পূর্ণ ক্ষেত্র যে বালুকাময় মরুভূমি অপেক্ষা অধিক শিশির-সিক্ত হয়, তাহার এই কারণ। শস্য-বৃক্ষ রক্ষণ ও বর্দ্ধনার্থে যেমন বহু-প্রমাণ শিশির আবশ্যক করে, পরমেশ্বর শিশিরোৎপত্তি বিষয়ের তদনুরূপ ব্যবস্থাই করিয়া দিয়াছেন। বাস্তবিক, তিনি প্রত্যেক বৃক্ষ, লতা, তৃণ, পত্র, পল্লব ও দূর্ব্বাদলের বিকিরণ-শক্তির এপ্রকার ইতর বিশেষ করিয়া দিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা প্রত্যেকের প্রয়োজনোপযোগি শিশির উৎপন্ন হইয়া সকলের জীবন রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়। আহা! এক একটি শিশির-বিন্দুতেও জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা ও অপার করুণা প্রকাশ পাইতেছে।

লোকের এই প্রকার বিশ্বাস আছে, যে উপর হইতে শিশির পতিত হয়, কিন্তু তাহারদের এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক। পৃথিবীর নিকটবর্ত্তি বায়ুতে যে বাষ্প থাকে, তাহাই শীত দ্বারা ঘন হইয়া শিশির বিন্দু রূপে পরিণত হয়।

শোষকতা।

যে শক্তি থাকাতে, জড় পদার্থ তেজ শোষণ করিতে পারে, তাহার নাম শোষকতা। কোন কোন বস্তু দ্রুত বেগে তেজ

শোষণ করে, এবং অন্যান্য বস্তু তদপেক্ষায় মৃদু বেগে শোষণ করে। যে বস্তুর বিকিরণ-শক্তি অধিক, তাহার শোষকতা-শক্তিও অধিক, এবং যাহার বিকিরণ-শক্তি অল্প তাহার শোষকতা-শক্তিও অল্প। তেল-কালীর বিকিরণ-শক্তি ও শোষকতা-শক্তি উভয়ই প্রবল, এবং নির্ম্মল মসৃণ ধাতুর ঐ উভয় শক্তিই অল্প।

বিয়োজন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, পরমাণু সমুদায়কে পরস্পর নিকটবর্ত্তি করা যেমন আকর্ষণের কার্য্য, সেইরূপ তাহারদিগকে বিযুক্ত করা তেজের কার্য্য। স্বর্ণ, রৌপ্য, গন্ধক প্রভৃতি কঠিন দ্রব্য উত্তপ্ত করিলে, প্রথমে কোমল হয়, পরে দ্রব হয়, তৎপরে ক্রমে ক্রমে বায়ুবৎ হইয়া যায়। ইহার কারণ, স্বর্ণাদি যত উষ্ণ হইতে থাকে, তাহার অণু সমুদায় তেজ দ্বারা তত শিথিল হইয়া ক্রমে ক্রমে কোমল, দ্রব ও বায়ুবৎ হয়।

কখন কখন এপ্রকার ঘটিয়া থাকে, যে কোন লৌহ দণ্ড শীতল থাকিতে যে ছিদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে, উত্তপ্ত হইলে আর তাহাতে প্রবেশ করান যায় না; কারণ লৌহের অণু সকল তেজ দ্বারা পরস্পর দূরীকৃত হইয়া স্ফীত হয়।

বারুদ যেমন তেজের বিয়োজন-শক্তি প্রকাশের স্থল, এমন আর প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট। অগ্নি সংযুক্ত হইলে, তাহা সহসা এত বিস্তৃত হয়, যে তদ্দ্বারা গুলি গোলা সকল অত্যন্ত দূরে নিক্ষিপ্ত এবং কঠিন কঠিন পাষাণময় চূর্ণ প্রভৃতি অনায়াসে ভগ্ন করিতে পারা যায়।

নবনীত, মধূচ্ছিষ্ট, পারদ, বঙ্গক প্রভৃতি উত্তপ্ত হইলে যে দ্রব হয়, তাহারও এই কারণ।

তেজ দ্বারা বস্তুর বিস্তার বৃদ্ধি হয় ইহা জ্ঞাত হইয়া পণ্ডিতেরা বায়ু ও আর আর পদার্থের উষ্ণতা পরিমাণার্থে তাপমান নামে এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। নানা দেশে নানা প্রকার তাপমান প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ইংলণ্ড দেশে যে প্রকার তাপমান সম্প্রচর চলিত তাহার আকৃতি এইরূপ।
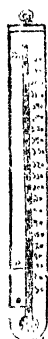
এই তাপমান কেবল একটি কাচের নল মাত্র। তাহার অধোভাগ কুণ্ডাকৃতি; সেই কুণ্ডে পারা থাকে। যখন যত গ্রীষ্ম হয় তখন ঐ পারা বিস্তৃত হইয়া তত ঊর্দ্ধে উঠে। কখন কত দূর উত্থিত হয় তাহা নিশ্চিত জানিবার নিমিত্তে, ঐ নলের পার্শ্বে একাবধি ২১২ পর্য্যন্ত অঙ্ক সমুদায় যথাক্রমে অঙ্কিত থাকে। জল যত উত্তপ্ত হইলে ফুটিয়া উঠে, তত উত্তপ্ত হইলে ঐ নলের পারা ২১২ অঙ্ক পর্য্যন্ত উত্থিত হয়, এবং যত শীতল হইলে জমিতে আরম্ভ হয়, তত শীতে ঐ পারা ৩২ অঙ্ক পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। জীবিতবান মনুষ্যের রক্ত যত উষ্ণ, তত উষ্ণ হইলে ঐ পারা ৯৮ পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। এই সকল বিষয় রীতিমত বলিতে হইলে এইরূপ বলিতে হয়, যে জীবিত মনুষ্যের রক্তের তাপাংশ ৯৮ ইত্যাদি। ফারেনাইট্‌ সাহেব এই প্রকার তাপমান প্রস্তুত করেন, একারণ তদনুসারে কোন বস্তুর তাপাংশ জ্ঞাপন করিতে হইলে, তাঁহার নাম দিয়া বলিতে হয়, যথা ফারেনাইটের তাপমান অনুসারে রক্তের তাপাংশ ৯৮।

তেজ দ্বারা যে কঠিন দ্রব্যের বিস্তার বৃদ্ধি হয়, তাহা পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে। দ্রব দ্রব্য তদপেক্ষায় অধিক বিস্তৃত হয়। তাপমান যন্ত্রের যে স্থানে পারা থাকে, তথায় হস্ত প্রদান করিলে, সেই পারা হস্তস্থিত তেজের উষ্ণতা দ্বারা বিস্তৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধগামী হয়। কিন্তু সমুদায় দ্রব পদার্থের বিস্তৃত হইবার ক্রম সমান নহে। যে দ্রব বস্তু অল্প তেজে ফুটিয়া উঠে, তাহাই অধিক বিস্তৃত হয়। ৩২ তাপাংশ-প্রমাণ উষ্ণ টারপিন তৈল ২১২ তাপাংশ পর্য্যন্ত তপ্ত করিলে, তাহার আয়তনের ১৪ ভাগের এক ভাগ বৃদ্ধি হয়; কিন্তু তৎপ্রমাণ উষ্ণ জল ও পারদ ২১২ তাপাংশ পর্য্যন্ত উষ্ণ করিলে, জল ২৫ ভাগের এক ভাগ এবং পারদ ৫৫ ভাগের এক ভাগ বৃদ্ধি হয়।

বায়ু ও বায়ুবৎ পদার্থ উত্তপ্ত হইলে দ্রব দ্রব্য অপেক্ষায়ও অধিক বিস্তৃত হয়; কারণ তদীয় পরমাণু সকলের যোগাকর্ষণ অতি অল্প। জল লৌহ অপেক্ষায় ৪৫ গুণ বিস্তৃত হয়, এবং বায়ু জল অপেক্ষায় ৮ গুণ বৃদ্ধি হয়। যদি কোন সূক্ষ্ম-চর্ম্ম-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র মসক সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, তবে তাহা অগ্নির নিকট ধরিলে স্ফীত হইয়া উঠে, এবং পুনর্ব্বার শীতল করিলে পূর্ব্ববৎ সঙ্কুচিত হয়। ইহার কারণ, মসকের অভ্যন্তরস্থ বায়ু অগ্নির উত্তাপে বিস্তৃত হওয়াতে, তাহা স্ফীত হয়, এবং সে উত্তাপ নষ্ট হইলে পূর্ব্ববৎ সঙ্কুচিত হয়।

স্বর্ণ, সীসক, গন্ধক, বরফ প্রভৃতি উত্তপ্ত হইলে যে দ্রব হয়, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। কিন্তু সকল বস্তু দ্রব করিতে সমান তেজ আবশ্যক করে না। স্বর্ণ দ্রব করিতে ৫০০০, সীসক দ্রব করিতে ৬১২, টিন্ দ্রব করিতে ৪৪২, গন্ধক দ্রব করিতে ২৩২, মধূথ দ্রব করিতে ১৪২, এবং বরফ দ্রব করিতে ৩২ তাপাংশ প্রমাণ তেজ আবশ্যক করে।

বাষ্প করিতেও সকল বস্তুতে সমান তেজ আবশ্যক করে না। জল ২১২, পারদ ৬৫৫ এবং দ্রাবক ৬০০ তাপাংশ প্রমাণ তেজ প্রাপ্ত হইলে বাষ্প হয়।

তেজ দ্বারা বস্তুর আয়তন বৃদ্ধির বিষয় যাহা লিখিত হইল, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীত হয়, যে বস্তুর কঠিনত্ব, কোমলত্ব, দ্রবত্ব প্রভৃতি গুণ তদন্তর্গত তেজের উপর বিস্তর নির্ভর করে। ভূমণ্ডলের যে দ্রব্য কঠিন, তাহা পৃথিবী অপেক্ষায় উষ্ণতর অন্য কোন গ্রহে থাকিলে দ্রব বা বায়ুবৎ হইতে পারে, এবং এখানকার দ্রব বস্তু পৃথিবী অপেক্ষায় কোন শীতলতর গ্রহে নীত হইলে কঠিন হইতে পারে। বুধ গ্রহ সূর্য্যের এত নিকট, যে তথায় মেদ, মধূথ, ধুনা প্রভৃতি তৈলবৎ দ্রব হইয়া যায়, এবং জল, তৈল, সুরা প্রভৃতি তথায় স্থাপিত হইলে বাষ্প বা বায়ুবৎ হইয়া থাকে। আবার, হর্শেল গ্রহ সূর্য্যের এত দূরে, যে তথায় জল থাকিলে স্ফাটিকবৎ কঠিন হয়, এবং তথায় তাহা দ্রব করিতে হইলে প্রখর অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে হয়। এখানকার তৈল তথায় মাখন বা ধুনার ন্যায় হইয়া যায়, এবং পারা এত কঠিন হয়, যে সীসক ও রৌপ্যের ন্যায় পিটিয়া পাত করিতে পারা যায়।

পৃথিবীতেও স্থান বিশেষে ও সময় বিশেষে দ্রব্যের কঠিনত্ব, কোমলত্ব প্রভৃতি গুণের ইতর বিশেষ দেখা যায়। নিরক্ষ দেশে মাখন দিবাভাগে তৈলবৎ এবং রাত্রিভাগে কর্দ্দমের ন্যায় হয়, এবং তথায় মেদের বাতি এত কোমল হয়, যে তাহা ব্যবহারে আসিতে পারে না। এতদ্দেশেও ঘৃত গ্রীষ্ম কালে জলবৎ এবং শীত কালে কোমল মৃত্তিকাবৎ হইয়া থাকে। সুমেরু ও কুমেরু প্রদেশে তৈল ও পারদ কঠিন হইয়া থাকে, এবং জল এমন জমিয়া যায়, যে অগ্নি দ্বারা দ্রব না করিলে ব্যবহার করিতে পারা যায় না। অতএব, বস্তুর কঠিনত্ব, কোমলত্ব দ্রবত্ব প্রভৃতি গুণ নিত্য গুণ নহে।

আমরা যে বিষয় যে পর্য্যন্ত স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অথবা পরীক্ষা করিয়া যত দুর জ্ঞাত হইয়াছি, তাহার অতিরিক্ত কোন ব্যাপার পাঠ অথবা শ্রবণ করিলে একেবারে অগ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য নহে। যথাবৎ বস্তু বিচার না করিয়া যে বিষয়ে যেমন সংস্কার আছে, তদনুযায়ি সিদ্ধান্ত করিলে ঘোরতর ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। এক ব্যক্তি আসিয়া খণ্ডের অন্তঃপাতি দেশ বিশেষের কোন ভূপতিকে কহিয়াছিল, আমি এপ্রকার অনেকানেক দেশ দৃষ্টি করিয়া আসিয়াছি, যে তথায় জল কখন কখন স্ফাটিকের ন্যায় কঠিন হইয়া থাকে। ইহা শুনিয়া রাজা ক্রোধভরে তাহার প্রাণ সংহার করিলেন। ইহা অপেক্ষায় অজ্ঞানের কার্য্য আর কি আছে?

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা।
১ মাঘ মঙ্গলবার সম্বৎ ১৯০৮। কলিগতাব্দাঃ ৪৯৫২।

প্রথম ভাগ
১০৩ সংখ্যা
ফাল্গুন ১৭৭৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রহ্মস্তোত্র

হে অনাদিমৎ! সকল কালে সকল স্থানে সকলের কেবল তুমিই এক মাত্র সংপূজনীয় হইয়াছ। তুমি ইচ্ছামাত্র সকলকে সৃষ্টি করিয়াছ, পিতার ন্যায় প্রাণিবর্গকে পালন করিতেছ, এবং পরম গুরু স্বরূপে মনুষ্যদিগের অজ্ঞান তিমির দূরীকরণ পূর্ব্বক তাহারদিগকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিতেছ। হা! আমরা কি মূঢ়! কি অকৃতজ্ঞ! যে অবকাশমতেও তোমার ঐশিক মহিমা ঘোষণা করি না এবং বিশুদ্ধ প্রেম দ্বারা তোমাকে পূজাও করি না। যদিও এই পৃথিবীমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন উপাসকেরা নামভেদে তোমারই উপাসনা করিয়া আসিতেছে, তোমার বিশ্ব রাজ্যের প্রজা হইয়া তোমাকে ভক্তিরূপ কর প্রদান করিতেছে কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিই মিথ্যা বিশ্বাসের প্রতি নির্ভর করিয়া পরস্পর দ্বেষ, কলহ, ও অনৈক্যের মূলে বারি সেচন করিতেছে। তুমি যদি পিতা মাতার মনে স্নেহের সঞ্চার না করিতে, তবে কি সন্তানেরা রক্ষা পাইত? যদি মনুষ্যেতে দয়া ও উপচিকীর্ষা গুণ না দিতে, তবে সহস্র সহস্র দরিদ্র, রোগাক্রান্ত ও বিষম বিপন্ন ব্যক্তি মাত্র কি এ পৃথিবীতে বসবাসের যোগ্য হইত! এই প্রকার যদি মানবদিগের শরীরের ন্যায় তাহারদিগের বুদ্ধি ক্রমশঃ উন্নতি প্রাপ্ত না হইত, তবে কি তোমার জ্ঞানস্বরূপ ও অপার শক্তি ও অনন্ত করুণা চিহ্নে এবং জগতের মঙ্গলোদ্দেশ্য সূক্ষ্ম কৌশল ও অভ্রান্ত নিয়ম সকল অবগত হইয়া আপনারদের অবস্থা ও চরিত্র সংশোধনে ও সুখস্বচ্ছন্দতা সাধনে সমর্থ হইত? তদ্রূপ কুকর্ম্মেতে মনুষ্যের ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, দুঃখ ও ক্লেশ, আর সৎকর্ম্মে আত্মপ্রসাদ, উৎসাহ সুখসম্ভাবনা না থাকিলে জগতে তোমার নাম ও ধর্ম্মের নাম কি শ্রুত হইত? এক সময়ে এ প্রকার ছিল, যে হল বহন বিদ্যার জ্ঞানাভাবে ভূমি কর্ষণে অশক্ত হইয়া মনুষ্যগণ পশুবৎ দিনপাত করিত, বস্ত্র বয়নে অনভিজ্ঞ হেতু বৃক্ষের বাকল ও পত্রাদি তাহারদের পরিচ্ছদ ছিল এবং গৃহ নির্ম্মাণ বিদ্যা অজ্ঞাত থাকাতে তাহারা গিরি গহ্বরে বা পর্ণ কুটীরে কাল যাপন করিত। তৎকালে তাহারদের

মধ্যে তোমার স্বরূপজ্ঞান, না ধর্ম্মজ্ঞান, না নীতিজ্ঞানই ছিল, না লিপিবিদ্যা না শিল্পবিদ্যা প্রচার হইয়াছিল। এইক্ষণে সেই আদিম অসভ্যাবস্থাপন্ন মনুষ্যদিগের সন্তানেরা কেবল তোমারই কৌশলে জ্ঞান-ধর্ম্ম বলে এপর্য্যন্ত এতাদৃশ উৎকৃষ্ট অবস্থা সম্পন্ন ও গৌরবান্বিত হইয়াছে। কোন কালে তোমার তত্ত্বজ্ঞানাভাবে সৃষ্ট পদার্থ গ্রহ, নক্ষত্র, অগ্নি, বায়ু, নদী, বৃক্ষ, পশু, পক্ষি, নর বিশেষে এবং মৃৎধাতু শিলা-নির্ম্মিত কল্পিত দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তিতে ঈশ্বর বোধে লোকের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। ইদানীং যদপি অনেক মনুষ্যের সেই সকল বস্তুতে তাদৃশ বোধ ও শ্রদ্ধা নাই, তথাপি তাহারদিগের সেই শ্রদ্ধা অদ্যাপি সম্যকরূপে তোমাকে অধিকার করিতে পারে নাই। কিন্তু হে পরমাত্মন্! তুমি এমত দিবস অবশ্যই উদয় করিবে, যখন কাল্পনিক ধর্ম্মানুষ্ঠান উচ্ছিন্ন যাইবে, কপটতার ছদ্মবেশ ভগ্ন হইবে, এবং তোমার প্রকৃত উপাসনা সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইবে। এইক্ষণে প্রার্থনা, যে যে পরম পুরুষ আমারদিগকে সৃষ্টি করিয়া স্বকীয় মহিমা দর্শন করাইতেছেন এবং যিনি পদে পদে আমারদিগকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতেছেন, তিনি আমারদিগকে সত্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়ত সম্বুদ্ধি ও উপযুক্ত বল বীর্য্য প্রদান করিয়া সেই অনন্ত বিমল সুখ সম্ভোগে অধিকারি করুন।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বক্তৃতা

১১ মাঘ ১৭৭৩

মাসাবধি যে শুভদায়ক দিবসের প্রতি আমারদিগের বিশিষ্টরূপ দৃষ্টি রহিয়াছে, দিবাকরের মকর রাশি প্রবেশাবধি আমরা যে দিবসকে লক্ষ্য করিয়া পরম পুলকিত চিত্তে একাদিক্রমে প্রত্যেক দিন গণনা করিয়া আসিতেছি, অদ্য সেই অতুল আনন্দজনক পবিত্র দিবস উপস্থিত! সম্বৎসর পরে এই অনুপম স্থানে অবস্থিত হইয়া একবার ইহার আদ্যন্ত বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। এই যে সুখ-সলিলের উৎস স্বরূপ অপূর্ব্ব ব্রাহ্মসমাজ, ইহার আদি অন্ত বিবেচনা করা কর্ত্তব্য বটে। যে সমাজ আমারদের প্রগাঢ় প্রীতির আস্পদ স্বরূপ, আমারদের স্নেহ, প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি যাহার সহিত লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে; যাহার সহিত সম্বন্ধ থাকাতে, আমারদের কত সাধু সমাগম হইয়াছে—কত জ্ঞান-পবিত্র সচ্চরিত্র জনের সহিত অভিনব প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে, যাহা হইতে আমারদিগের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল একেবারে সমুদ্ভূত হইতেছে; যে বিশুদ্ধ সমাজ চতুর্দ্দিকস্থ নানা প্রকার কাল্পনিক ধর্ম্মে পরিবেষ্টিত থাকিয়া কণ্টকি বনের মধ্যবর্ত্তি চম্পক বৃক্ষের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে; যে পবিত্র ভূমিতে আমারদের প্রিয়তম পরম পিতার অপার মহিমা ও অনন্ত গুণ পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইতেছে; কোন অনির্দ্দেশ্য ভবিষ্যৎকালে যে সকল অনুপম আনন্দধাম দ্বারা ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া অতি অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিবে, যে সমাজ তাহার আদর্শ স্বরূপ; তাহার আদি অন্ত আলোচনা করা অতি সুখের বিষয়, তাহার সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি একটি মাত্র প্রফুল্ল পদ্ম পুষ্প হস্তে করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াছেন, বিকশিত-শতদল-পরিপূর্ণ সরোবরের শোভা তাঁহার অবশ্যই অনুভূত হইতে পারে। অতএব, যে কালে ভূমণ্ডলের সর্ব্বস্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া স্থানে স্থানে এইরূপ ব্রাহ্মসমাজ সকল শ্রেণীবদ্ধ রূপে সংস্থাপিত হইবে, তখন যে এই মর্ত্ত্যলোক স্বর্গলোক তুল্য হইয়া পরম সুখের আস্পদ হইবে, ইহা ভাবিয়া কাহার অন্তঃকরণ আনন্দনীরে নিমগ্ন না হয়?

এই যে সুখ-রত্নাকর স্বরূপ ব্রাহ্মসমাজ, অদ্য ইহার সূত্র সঞ্চারের বিষয় আলোচনা করিবার নিমিত্তে অধিক প্রয়াস আবশ্যক করে না। মনের কি আশ্চর্য্য শক্তি! পূর্ণিমা নিশা উচ্চারণ করিবা মাত্র

নিশাকর পূর্ণচন্দ্র যেমন তৎক্ষণাৎ মনোমধ্যে উদয় হইতে থাকে, সেইরূপ এই ব্রাহ্মসমাজের সূত্র স্মরণ হইবা মাত্র, এক ভক্তিভাজন পরম শ্রদ্ধেয় মূর্ত্তি মানস পটে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া উঠে। এক্ষণে মনোমধ্যে তাঁহার প্রতিরূপ জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিল, এবং অন্তঃকরণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি রসে আর্দ্র হইতে লাগিল। তাঁহার পরিচয় প্রদানের প্রয়োজন নাই, তাঁহার গুণ বর্ণনা ও কীর্ত্তি গণনা করিবারও আবশ্যকতা নাই। ভূমণ্ডলের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থানের সমস্ত সভ্য জাতীয় মনুষ্য তাঁহার নাম শ্রবণ মাত্রে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে তাঁহার অসামান্য গুণ স্বীকার করে। তাঁহাকে উৎপাদন করিয়া জননী জন্ম ভূমি ধন্য হইয়াছেন, এবং আমারদের গৌরব শত গুণে বৃদ্ধি করিয়াছেন। এমন মহাত্মা এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। আক্ষেপের বিষয়, তিনি আমারদের বাঞ্ছানুযায়ি পরমায়ু প্রাপ্ত হয়েন নাই। তিনি আর বিংশতি বৎসর জীবিত থাকিলে, এধর্ম্ম এদেশের ভূরি ভাগে প্রচলিত হইত, এবং আমারদের অবস্থা এক্ষণকার অপেক্ষা বিংশতি গুণে উৎকৃষ্ট হইত।

সম্প্রতি এক দিবস কথা প্রসঙ্গে আমার কোন প্রণয়াস্পদ মিত্র কহিলেন, এখন তোমারদের এক জন রামমোহন রায় আবশ্যক করে। আমি তাঁহার এই ভাবার্থ-ঘটিত বাক্য শ্রবণ করিলাম, এবং তৎক্ষণাৎ আমার নেত্র হইতে প্রেমাশ্রু নিঃসৃত হইবার উপক্রম হইল। তিনি একাকী যে সমুদায় অসাধারণ ব্যাপার সম্পাদন করিতে সমর্থ ছিলেন, লক্ষ লক্ষ সামান্য মনুষ্য একত্র হইলে তাহার দশ ভাগের এক ভাগও করিতে পারে না। তিনি একাকী ভারতবর্ষীয় সমস্ত লোকের শুভ সাধনার্থে যেরূপ আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কাহার অবিদিত আছে? কিন্তু হিমালয় অবধি কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত যে চতুর্দ্দশ কোটি মনুষ্য ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহারা আপনারদের এই আবাস ভূমির তদনুরূপ কি উপকার করিতেছে? জলবিম্বের ন্যায় উত্থিত হইতেছে আর জলবিম্বের ন্যায় বিনষ্ট হইতেছে। সমুদ্রের এক মাত্র তরঙ্গ বলে যে ব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারে, সহস্র সহস্র শিশির বিন্দু সংযুক্ত হইলে তদনুরূপ কিছুই হইতে পারে না। তিনি সূর্য্য স্বরূপ স্বকীয় প্রভাবে একেবারেই আমারদের শুভ শুভ আরম্ভ করিয়া আপনার অভিপ্রায় সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মহান্ আশয় ও অনুপম উদার স্বভাব স্মরণ করিলে, এক বার আমারদের অন্তঃকরণেও উদার ভাবের আবির্ভাব হয়। তিনি যেমন সমুদায় ভূমণ্ডলকে আপনার করুণাস্পদ স্থির করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমারদিগকে সকল বিষয়ে সুখি করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। যিনি এদেশের রীতি নীতি সংশোধন অভিলাষ করেন, যিনি রাজ নিয়মের সুশৃঙ্খলা প্রার্থনা করেন, যিনি আপনার জন্ম-ভূমিকে বিদ্যা জ্যোতিতে সুপ্রকাশিত ও ধর্ম্ম ভূষণে ভূষিত দেখিতে মানস করেন, সকলেই রামমোহন রায়ের নাম স্মরণ করিলে এক বার সকৃতজ্ঞ চিত্তে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। আমারদের এক দিবসের, বা এক বৎসরের, কি ইহকাল মাত্রের উপকার করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। যাহাতে আমরা ঐহিক পারত্রিক উভয় সুখে সুখি হই, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; ইহাই তিনি সমস্ত জীবনের কার্য্য স্থির করিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার আমোদ ছিল, ইহাই তাঁহার অবলম্বন ছিল, এবং ইহার চেষ্টাতেই তাঁহার জীবনের সারভাগ গত হইয়াছিল।

তিনি আপনার জন্ম ভূমির ভগ্নদশা দৃষ্টি করিয়া বিষম পরিতাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, কেবল দ্বেষ, মাৎসর্য্য, নিষ্ঠুরতা, কপটতা, কৃত্রিম ধর্ম্ম, ছদ্ম ব্যবহার স্বদেশের সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছে। যেমন কোন কীট-

পতঙ্গ-পরিপূর্ণ পুরাতন ভঙ্গুর প্রাসাদ বায়ু ভরে কম্পমান হয় এবং তাহার শিথিল ইষ্টক সকল ক্রমে ক্রমে স্খলিত হইতে থাকে, অথবা যেমন কোন বহুকাল-ব্যাপি প্রবল রোগ দ্বারা শরীর শুষ্ক ও জীর্ণ হয়, রামমোহন রায় স্বদেশের সেইরূপ ভগ্নাবস্থা অবলোকন করিয়া কাতর হইলেন। তিনি দেখিলেন, লোকে অগাধ দুঃখ সাগরে মগ্ন হইতেছে, তথাপি কেহ উদ্ধার করে না; প্রবৃত্তি বিশেষের বশীভূত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে, তথাপি কেহ নিবারণ করে না; জ্ঞানাভাবে জড় পিণ্ডবৎ অচেতন-প্রায় হইতেছে, তথাপি কেহ বিন্দুমাত্র জ্ঞানামৃত প্রদান করে না, অধর্ম্মিদিগের অধর্ম্মজালে দেশ আচ্ছাদিত হইয়াছে, তথাপি কেহ সে দুশ্ছেদ্য জাল ছেদন করিতে অগ্রসর হয় না। তিনি কত স্থানে দেখিলেন, লোকে অচেতনকে সচেতন জ্ঞান করত আপনারদের উদার বুদ্ধিকে ক্ষুদ্র করিয়া হাস্যাস্পদ হইতেছে। কোন স্থানে দেখিলেন, ভূরি ভূরি ব্যক্তি অমূল্য জ্ঞানরত্ন বলিয়া অজ্ঞান রূপ কাচ মণি বিক্রয় করিতেছে। কোথাও দেখিলেন, পুত্র আপনার পরম শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তিভাজন জীবিতবতী জননীকে অগ্নি-শয্যায় শয়ান করিয়া নিরশ্রু নেত্রে দগ্ধ করিতেছে। কোথাও দেখিলেন, পুত্র, বা ভ্রাতা, বা মিত্রবর্গে কোন সজীব মুমূর্ষু ব্যক্তিকে প্রগাঢ় শীতের সময়ে নীহার-সংযুক্ত দুঃসহ বায়ু-প্রবাহ কালে পঙ্কে ও জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া দুঃসহ যাতনা প্রদান করিতেছে। কোথাও দেখিলেন, লোক ধর্ম্মচ্ছলে অতি লজ্জাকর, ঘৃণাকর, ঘোরতর কুকর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিতেছে। এ সমুদায় স্মরণ করিলে, সামান্য লোকেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ইহাতে রামমোহন রায়ের অন্তঃকরণ যে প্রকার কাতর হইয়াছিল, তাহা কি বলিব? স্বদেশের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, এবং তৎ-প্রতীকারার্থে ব্যগ্র হইল। এই বিষম রোগ-সঙ্কটের ঔষধ কি এবং তাহা কোন্ স্থানেই বা প্রাপ্ত হওয়া যায়? তিনি এ ঔষধ আর কোথায় পাইবেন? তিনি তাঁহার স্পর্শমণি স্বরূপ আশ্চর্য্য বুদ্ধি নিয়োজন দ্বারা সর্ব্বস্থান হইতেই সে মহৌষধ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন, এবং তৎ প্রতিপাদক এই মহাবাক্য প্রচার করিয়া দিলেন, "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু। ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি।"

তিনি চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার কাল্পনিক ধর্ম্মজালে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও স্বকীয় বুদ্ধিবলে অবধারণ করিয়াছিলেন, যে পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার যথার্থ নিয়ম প্রতিপালনই সংসারের দুঃখ রূপ দারুণ রোগের এক মাত্র ঔষধ এবং পরম পুরুষার্থ সাধনের অদ্বিতীয় উপায়। তিনি নিশ্চিত নিরূপণ করিয়াছিলেন, যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গ কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-নিয়ন্তা, সর্ব্ব-পাপ-বিবর্জ্জিত, সর্ব্ব দুঃখের মহৌষধ স্বরূপ, সর্ব্বমঙ্গলালয়, অদ্বিতীয়, চৈতন্যময়, পরমেশ্বরই মনুষ্যদিগের পরম উপাস্য, এবং জ্ঞান যোগে তাঁহার যে সকল যথার্থ নিয়ম নিরূপিত হয়, তাহাই আমারদের প্রতিপাল্য। এক এক অসীম-প্রায় সৌর জগৎ যে বিশ্বরূপ মূল গ্রন্থের এক এক পত্র স্বরূপ, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, ধূমকেতু যাহার অক্ষর স্বরূপ, এবং যাহার এই সমস্ত অবিনশ্বর অক্ষর অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়ী মসী দ্বারা লিখিতবৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই যথার্থ অবিকল্প অভ্রান্ত শাস্ত্র। যে দেশের যে কোন ব্যক্তি এই অতি প্রগাঢ় মূলগ্রন্থ শুদ্ধরূপে পাঠ ও তাহার যথার্থ অর্থ প্রতীতি করিতে পারেন, তিনিই স্বয়ং কৃতার্থ হইয়া অন্য লোকের ভ্রান্তি দূর করিতে সমর্থ হয়েন। প্রকৃত জ্ঞান উপার্জ্জনের আর অন্য উপায় নাই, যথার্থ ধর্ম্মশিক্ষার আর দ্বিতীয় পথ নাই। নানা দেশীয় পূর্ব্বতন শাস্ত্রকারেরা যদি এই মূল গ্রন্থের অভিপ্রায় সমুদায় সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারিতেন, এবং যে পর্য্যন্ত অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার সহিত মনঃকল্পিত ব্যাপার সমুদায় মিশ্রিত করি-

য়া না লিখিতেন, তবে ভূমণ্ডলের সকল স্থানে আমারদের ব্রাহ্মধর্ম্ম এতদিনে অতি প্রাচীন ধর্ম্ম বলিয়া গণিত হইত। রামমোহন রায়ের কি আশ্চর্য্য অসাধারণ বুদ্ধি! এই যে এক মাত্র সুনির্ম্মল সত্যধর্ম্ম, যাহা নানা দেশীয় সহস্র সহস্র ব্যক্তি নানা বিদ্যায় বিদ্যাবান্ হইয়াও অবগত হইতে পারেন নাই, তাহাই এই ব্রাহ্মধর্ম্ম; তিনিই প্রথমে এ ধর্ম্মের সূত্রপাত করেন, এবং তিনিই তদর্থে এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন। ব্রাহ্মসমাজের টুস্ট ডীড্ নামক লেখ্য পত্র তাহার বলবৎ প্রমাণ রহিয়াছে। যদিও সেই বীর পুরুষ স্বীয় মতে সকলকে বিশ্বাস করাইতে পারেন নাই, কিন্তু বিচার বলে সকলের বুদ্ধিকে পরাজয় করিয়াছিলেন। যাহারা পুস্তক পাঠ করিতে সমর্থ নহে, তাহারাও তাঁহার বুদ্ধির প্রভাব অনুভব করিয়াছিল। তিনি যে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বিচার সম্বন্ধীয় সংগ্রাম বিষয়ে তিনি সে উপাধির সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র। এতদ্দেশীয় যে সকল অবিজ্ঞ লোকে ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া তাঁহার প্রতি অনাদর প্রকাশ করে, তাহারাও তাঁহাকে বিচার-সিদ্ধ বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে। বুদ্ধি দ্বারা শুভাশুভ উভয়ই সঙ্কল্পিত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার যেমন অসাধারণ বুদ্ধি, তেমনি অসামান্য কারুণ্য-স্বভাব। তিনি আপনার উজ্জ্বল বুদ্ধিকে ধর্ম্ম স্বরূপ সুধারসে অভিষিক্ত করিয়া ভূমণ্ডল শীতল করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

তিনি আপনার পবিত্র হৃদয়ে আমারদিগের চির-সুখের অঙ্কুর ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং তাহা অতি যত্নপূর্ব্বক রোপণ করিয়া গিয়াছেন। আপনারা দেখিয়াছেন, তাহা হইতে কি পরম সুন্দর মনোহর বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে! এই স্থলেই তাহা শোভা পাইতেছে। সেই বৃক্ষ এই ব্রাহ্মসমাজ। এক্ষণে কতিপয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম তাঁহারদিগের মানস ক্ষেত্রে এই আশ্চর্য্য বৃক্ষ সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা তাঁহারই প্রসাদাৎ জীবনের যষ্টি স্বরূপ এই ব্রাহ্ম সমাজ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং কেবল তাঁহারই প্রসাদাৎ অদ্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়া আনন্দ নীরে অবগাহন করিতেছি। অতএব, যিনি তামারদের নিমিত্তে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, গুরুতর লাঞ্ছনা অঙ্গীকার করিয়াছেন, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া শরীর নিপাত করিয়া গিয়াছেন, অদ্য সকলে সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাকে একবার ধন্যবাদ প্রদান কর, এবং তাঁহার সংকল্প সাধনে নিয়ত নিযুক্ত থাক।

তিনি যে মহৎ কার্য্য আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহারই দ্বারা সম্পন্ন হইবে; কারণ তিনি যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কদাপি রুদ্ধ হইবার নহে। তিনি এই দুঃখানল-দগ্ধ বঙ্গভূমিতে যে জ্ঞান বারি সেচন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কদাপি ব্যর্থ হইবার নহে। যদিও তিনি এক্ষণে বিদ্যমান নাই— যদিও ভারত ভূমির দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি আমারদের বাঞ্ছানুযায়ি আয়ু প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ, তাঁহার কীর্ত্তি, ও তাঁহার গুণ শ্রবণ, অহরহ আমারদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেছে। তাঁহার পূর্ব্বকার এতদ্দেশীয় গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, তাঁহার গ্রন্থমধ্যে অভিনব উৎসাহ-দিবসের লক্ষণ সকল স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। আপনারা দেখিতেছেন না, তাঁহার অপ্রতিহত সাহস ও অসাধারণ সহিষ্ণুতা আমারদিগকে অকুতোভয়ে অম্লান বদনে নিন্দা তিরস্কার সহ্য করিতে প্রচোদিত করিতেছে। তিনি আমারদিগের নির্বীর্য্য মনের বীর্য্য, তিনি আমারদিগের আচার্য্য। প্রতি বর্ষে এই দিবসে তাঁহার নাম উচ্চারণ ও তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া আমরা কত উৎসাহই প্রাপ্ত হই। তাঁহার প্রশস্ত নেত্রের উজ্জ্বল জ্যোতি মনে হইলে, “আমারদের নির্বীর্য্য মনেও বীর্য্য সঞ্চার হয়, আশানিল প্রবল হয়, সাহস অতি বর্দ্ধিত হয়, উৎসাহানল প্রজ্জ্বলিত হয়, শরীরের শোণিত দ্রুত-

বেগে সঞ্চলন করে, এবং মনের ভাব ও রসনার শব্দ সকল চতুর্গুণ তেজ ধারণ করে।" এখন কেবল তাঁহার অতি শ্রদ্ধেয় পরম পূজনীয় মূর্ত্তি মানস পটে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। রামমোহন রায় এলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াও আমারদিগকে উৎসাহ প্রদান ও পথ প্রদর্শন করিতেছেন।

এক্ষণে যে তাঁহার মহৎ অভিপ্রায় ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বলক্ষণ সকল দৃষ্ট হইতেছে, ইহা অপেক্ষায় আমারদের আনন্দের বিষয় আর কি আছে? এ-বৎসর দুই তিনটি অভিনব ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অল্প বা বহুকাল বিলম্বে তাঁহার সংস্থাপিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মধর্ম্ম যে অবশ্যই প্রচলিত হইবে, ইহা আমারদের কত সুখের ও কত উৎসাহের বিষয়! ব্রাহ্মগণ! আমি যাহা জাজ্জ্বল্যমান দেখিতেছি, তাহাই আপনারদের সমক্ষে ব্যক্ত করিতেছি। যখন, আমারদের প্রকৃতি-সিদ্ধ পরমেশ্বর প্রদত্ত সমুদায় ধর্ম্ম প্রবৃত্তি দ্বারা অবধারিত হইতেছে, যে পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা আমারদের স্বভাব-সিদ্ধ, ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, এবং যখন ইহা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, যে ভূমণ্ডলের যে ভাগের যে দেশে যে জাতি মধ্যে যত ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সমুদায়ই মনুষ্যের মনঃকল্পিত ও ভ্রান্তিমূলক, তখন চরমে, ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞান স্বরূপ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় কাল্পনিক ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইতে থাকিবে, এবং তৎপরিবর্ত্তে পরম পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপ মহারত্নের মনোহর শোভা প্রকাশ পাইবে। পরমাত্মন্! কত দিনে আমারদের এই পরম মনোরম আশা পূর্ণ হইবে!

বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

উপসংহার

পরমেশ্বর যে মনুষ্যকে সুখ ভোগের অধিকারি করিয়া তদুপযোগি প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, এবং তদর্থে তাঁহাকে নানা প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন করিয়া তৎপ্রতিপালনে সমর্থ করিয়াছেন, ইহা সম্যক্‌রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। তিনি যে সকল ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করা ব্যতিরেকে আমারদের দুঃখ সাগর উত্তরণ ও সুখ রূপ সম্পত্তি লাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। তাঁহার নিয়ম পালনই ধর্ম্ম এবং তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘনই অধর্ম্ম; অতএব, তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ি ব্যবহারই ঐহিক পারত্রিক উভয় কালের কল্যাণদায়ক। তাঁহার সমুদায় নিয়মই সমান পবিত্র ও প্রতিপাল্য, অতএব কোন প্রকার নিয়ম প্রতিপালনে অবহেলা করা উচিত নহে। যাঁহারা পরমেশ্বরের শ্রবণ, মনন, ধ্যান, ধারণাদি সাধনাতে সমুদায় কালক্ষেপণের মানসে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারদের ঘোরতর ভ্রান্তি স্বীকার করিতে হইবে। এক মাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই এ সংসারের কর্ত্তা, এবং তৎপ্রতিপালনার্থে যে সমুদয় শুভদায়ক নিয়ম সংস্থাপিত আছে, তিনিই তাহার প্রতিষ্ঠাতা। যাহাতে ক্রমে ক্রমে সংসারের উন্নতি হয়, তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত; অতএব তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ি কার্য্য করিয়া পৃথিবীর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা মনুষ্যের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

যদিও বিশ্বনিয়ন্তার সমুদায় নিয়মই সমান পবিত্র, কিন্তু তিনি মনুষ্যের পক্ষে জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম সকলকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, এবং তাহার উপরেই আমারদের সুখ সম্ভোগ অধিক নির্ভর করে। আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে যত আয়ত্ত করিতে থাকিবে, ততই সং-

সারের দুঃখ-প্রবাহ মন্দীভূত হইয়া সুখ-প্রবাহ প্রবল হইবে।

বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিবরণ করা গিয়াছে, এবং তাঁহারদের কার্য্যাকার্য্যও প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহারা সে সমস্ত পাঠ করিয়াছেন, এক্ষণাবধিই তাঁহারদের সমুদায় মনোবৃত্তির প্রয়োজন রক্ষা এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। ইহা যথার্থ বটে, যে এক্ষণে, জনসমাজের যেরূপ বিরুদ্ধ রীতি নীতি প্রচলিত আছে, তাহাতে এই গ্রন্থোক্ত যথার্থ তত্ত্বানুযায়ি সমুদায় ব্যবহার করা দুঃসাধ্য; কিন্তু ইহাতে এরূপ অবধারণ করা কর্ত্তব্য নয়, যে কোন কালেই ভ্রমগুলির কুসংস্কার সকল রহিত হইয়া যুক্তি-সিদ্ধ বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার প্রচলিত হইবেনা। জ্ঞান প্রচার হইয়া, লোকের চিত্ত শুদ্ধ হইলেই, আচার ব্যবহারও শুদ্ধ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

জনসমাজস্থ প্রভুত্বশালি লোকদিগের যেপ্রকার স্বভাব থাকে, তদনুরূপ রীতি, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রচলিত হয়। যে কালে নরমেধ, সহমরণ ও বলিদান আরব্ধ ও প্রবল হইয়াছিল, তৎকালে ঐ সমস্ত কুনীতি সংস্থাপকদিগের জিঘাংসা প্রবৃত্তি প্রবল ও উপচিকীর্ষা প্রবৃত্তি দুর্ব্বল ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। যে সকল জাতি যুদ্ধ নির্ব্বাহার্থে অকাতরে অধিক অর্থ ব্যয় করে, অথচ লোকের সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধনার্থে অল্প ব্যয় করিতেও কাতর হয়; এবং অর্থোপার্জ্জনে প্রগাঢ় পরিশ্রম এবং অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করে, অথচ জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি সাধনার্থে নিতান্ত অনুরাগ-শূন্য থাকে; তাহারদের জিঘাংসা, প্রতিবিধিৎসা, আত্মাদর ও অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তি যে উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা প্রবৃত্তি অপেক্ষায় প্রবল, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণকার অনেক জাতীয় লোকেরই এইপ্রকার স্বভাব; অতএব তাঁহারদিগের আচার ব্যবহার পরিবর্ত্ত হইবার পূর্ব্বে মনের ভাব পরিবর্ত্ত হওয়া আবশ্যক। প্রথমে কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপদেশ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায়কে সুশিক্ষিত করা, পরে তদ্বিষয়ে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি নিয়োজন করা, অবশেষে তদনুযায়ি সাংসারিক রীতি নীতি সংস্থাপন করা বিধেয়।

জগদীশ্বর বিশ্ব পালনার্থে যে সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা বালকদিগকে সম্যক্‌রূপে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাই দেশাচারের দোষাচার সংশোধন পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক যুক্তিসিদ্ধ আচার ব্যবহার সংস্থাপনের প্রধান উপায়। বালকদিগের অন্তঃকরণে একবার কুসংস্কার জন্মিলে, এবং সে সকল কুসংস্কার জন্মে তাহা এপ্রকার প্রগাঢ় হইয়া উঠে যে নিরাকরণ করা অসাধ্য। অতএব তাহারা যদি প্রথমাবধি যথোচিত সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তবে পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় যে মনুষ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারি এবং সেই সকল প্রতিপালন করাই যে যথার্থ ধর্ম্ম ও তদ্বিরুদ্ধ সমস্ত দেশাচার ও কুলাচার যে মনুষ্যের মনঃকল্পিত ও অশেষ প্রকার অনিষ্টকারক, ইহা তাহারদের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে, এবং হৃদয়ঙ্গম হইলেই এক্ষণকার কুপ্রথা সমুদায় উচ্ছেদ করিয়া যুক্তিসিদ্ধ সুনীতি সকল প্রচলিত করিতে যত্ন হইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা হ্রাস হইয়া সুশিক্ষিত লোকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে, ততই সত্য স্বরূপ জ্যোতিঃ প্রকাশের প্রতিবন্ধক সকল খণ্ডিত হইয়া সদাচার সংস্থাপনের সুবিধা হইতে থাকিবে। এই গ্রন্থে যে সমস্ত যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অতি শুভদায়ক বলিয়া তখন বোধ হইবে, বোধ হইলেই তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তদনুযায়ি ব্যবহার দ্বারা বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইবে এবং প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। অতএব, যে সকল নিয়ম পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত ও যথার্থ শুভদায়ক, তাহা অবশ্যই প্রচলিত ও প্রবল হইয়া পরিণামে সত্যের জয় হইবে,

কোন অভিনব তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে, অজ্ঞ লোকে তাহা সহসা অঙ্গীকার করিতে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু তাহা কাল ক্রমে বিচক্ষণ লোকদিগের গ্রাহ্য ও আদরণীয় হইয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত ও প্রচলিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

বালকদিগকে যেরূপ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া উচিত, এপ্রস্তাবের আদ্যোপান্ত সমুদায় পাঠ করিলে, তাহা অনায়াসে বোধ হইতে পারে। যখন জগদীশ্বর আমারদিগের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এবং বাহ্য বস্তু সমুদায়েরও এপ্রকার অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, যে কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হইতে পারে না, এবং এই উভয়ের পরস্পর এপ্রকার আশ্চর্য্য সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, যে তদনুযায়ি ব্যবহার করিলেই সুখোৎপত্তি হয়, তখন এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা করা পরম উপকারী, অতিশয় আবশ্যক ও নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক। এই সমুদায় বিষয়ের যত জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই যথার্থ জ্ঞান এবং যেরূপ শিক্ষা দ্বারা এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা করা যায়, তাহাই আমারদের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সুখোন্নতি বিষয়ে যথার্থ উপকারী। এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে যাঁহারদের বিদ্যাভ্যাস গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় সমাপ্ত হয়, তাঁহারা যাহা কিছু শিক্ষা করেন, তাহা বিদ্যা বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা বর্ণ বিন্যাস ও সামান্য প্রকার ভূমি পরিমাণ ও তদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ অঙ্ক শিক্ষা করিয়া আপনারদিগকে বিজ্ঞ ও কৃতকর্ম্মা জ্ঞান করেন, তাঁহারা যথার্থ কৃতবিদ্য ব্যক্তি দিগের হাস্যাস্পদ হন। চতুষ্পাঠীতে যে সকল শাস্ত্র অধীত হইয়া থাকে, পূর্ব্বে তাহার প্রসঙ্গ করা গিয়াছে। যাঁহারা প্রধান প্রধান ইংরেজি বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করেন, তাঁহারদের মধ্যেও অনেকে ইংরেজি ভাষায় সামান্য প্রকার রচনা করিতে পারিলেই আপনারদিগকে বিশিষ্টরূপ বিদ্যাবান্ বোধ করেন। যদিও উপদেশ প্রদান ও অন্যান্য বিষয়ক অভিপ্রায় প্রকাশার্থে রচনা শিক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কিন্তু আমারদের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সুখ সাধনার্থে যে সকল বিষয় অভ্যাস করা উচিত, তন্মধ্যে গণিত করা যায় না। বাস্তবিক, রচনা শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞানশিক্ষা নহে, জ্ঞান প্রচারের উপায় শিক্ষা মাত্র। ফলতঃ, ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম শিক্ষার্থে যে সকল বিদ্যা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য, এদেশের প্রধান প্রধান বিদ্যালয়েও তাহার অধিকাংশ অধীত হয় না। অতএব, অপর সাধারণ সকলেরই যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক, তাহা ভারতবর্ষের কোন স্থানে অদ্যাপি আরব্ধ হয় নাই।

"বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার" বিষয়ক প্রস্তাব সমাপ্ত হইল। অতএব স্বদেশীয় লোকের নিকট বিনীত ভাবে নিবেদন, তাঁহারা পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই প্রস্তাব সবিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিবেন, এবং তাহাতে যে সমুদায় অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে, তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে সচেষ্টিত হইবেন। যিনি যে পরিমাণে প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষা করিবেন, তিনি যেন তাহা লোকদিগকে, বিশেষতঃ বালকদিগকে শিক্ষা দিতে যত্ন করেন। যে সকল মহাশয়েরা কোন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন, এবিষয়ে বিশিষ্টরূপ দৃষ্টি রাখা তাঁহারদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। যখন বালকদিগের বিদ্যাধ্যয়নের ভার তাঁহারদের উপর সমর্পিত রহিয়াছে, তখন তাঁহারা আপনারা যথোচিত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাহারদিগকে সুশিক্ষিত ও সদাচারি করিবার চেষ্টা করিলে, এতদ্দেশীয় লোকের সুখসৌভাগ্য সাধনের পথ অনেক পরিষ্কার করিয়া দিতে পারেন, তাহার সন্দেহ নাই।

আপনার, আপন পরিবারের ও অপর সাধারণ সকলের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সুখ বৃদ্ধির চেষ্টা করা প্রত্যেক মনুষ্যেরই উচিত; কিন্তু প্রজাদিগের বিদ্যাভ্যাসের ভার গ্রহণ করা রাজারও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অন্যের সহিত যে বিষয়ের কোন সম্বন্ধ নাই, সে বিষয়ে সকলেই আপন আপন

ইচ্ছানুযায়ি ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু অন্যের সহিত যে বিষয়ের সম্বন্ধ আছে, সে বিষয়ে যাহাতে ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার না হয়, রাজ নিয়ম দ্বারা তাহার বিধান করা বিধেয়; কারণ যাহাতে এক ব্যক্তির কুব্যবহার দ্বারা অন্যের অপকার না হয়, তাহার উপায় করা রাজনিয়মের প্রধান উদ্দেশ্য। শারীরিক নিয়ম না জানিলে, শরীর ভগ্ন হইয়া সামাজিক কার্য্য সাধনে অশক্ত হইতে হয়, এবং একজন শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তদ্দ্বারা নানাপ্রকারে প্রতিবাসিদিগেরও পীড়া হইবার সম্ভাব না; অতএব যাহাতে প্রত্যেক প্রজা শারীরিক নিয়ম অবগত হইতে পারে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। যাহার রিপু সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আয়ত্ত না থাকে, তাহার দ্বারা সংসারের অশেষ প্রকার অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা; অতএব, প্রজাদিগের প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি সবল ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় সংযত করিবার নিমিত্তে, প্রজাদিগকে নীতি বিদ্যায় শিক্ষিত ও তদনুযায়ি অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবার সুবিধা করা আবশ্যক। শিল্প বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, লোক-যাত্রা-বিধান প্রভৃতি যে সকল বিদ্যা শিক্ষা করিলে উত্তমোত্তম ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জনসমাজের দুঃখ মোচন ও সুখ স্বচ্ছন্দতা সাধন করিতে পারা যায়, তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপনার সুযোগ করা কর্ত্তব্য। এই সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র স্বরূপ প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ক বিদ্যা শিক্ষার উপায় করিয়া না দিলে, রাজা ও রাজপুরুষেরা প্রজার ঋণ হইতে কোন ক্রমেই মুক্ত হইতে পারেন না। যদি দুষ্ট দমনার্থে শান্তিরক্ষক নিযুক্ত রাখা রাজার পক্ষে কর্ত্তব্য হয়, তবে যাহাতে প্রজাদির দুষ্প্রবৃত্তি দমন ও সৎপ্রবৃত্তি বর্দ্ধন হয়, তাহার উপায় করা কত দূর কর্ত্তব্য। প্রজাদিগের শারীরিক সুস্থতা সম্পাদনার্থে, নগর পরিষ্কার, নির্ম্মল জল প্রাপ্তির সুবিধা, জঙ্গাল ও দুর্গন্ধ বস্তু দূরীকরণ প্রভৃতির বিধান করা যদি রাজার উচিত হয়, তবে যাহাতে প্রজারা স্বয়ং ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম অবগত হইয়া পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকিতে এবং অন্যান্য শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়, তাহার উপায় করা রাজনিয়মের উদ্দেশ্য কেন না হয়? অতএব, প্রজাদিগকে পূর্ব্বোক্ত সমুদায় বিজ্ঞান শাস্ত্রে শিক্ষায় প্রবৃত্ত করা ও তাহার উপায় করিয়া দেওয়া রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহারা কাব্য অলঙ্কার শিক্ষা করুক আর না করুক, সে তাহারদের স্বেচ্ছাধীন; রাজনিয়ম দ্বারা সে বিষয়ে তাহারদিগকে প্রবৃত্ত করা তাদৃশ আবশ্যক নহে। যদি ভারতবর্ষের রাজপুরুষেরা এই সমস্ত পরম মঙ্গলদায়ক অভিপ্রায়ের অনুগত হইয়া অপর সাধারণ সকল লোককে পূর্ব্বোক্ত প্রকার শিক্ষা প্রদান করিতে একান্ত চেষ্টা করেন; তবে আমারদের সৌভাগ্যের সীমা কি? যে যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম অবগত হওয়া যায়, রাজ-সক্রান্ত সমস্ত বিদ্যালয়ে তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা সংস্থাপন করা, এবং যাহাতে সর্ব্ব সাধারণে তাহা শিক্ষা করিতে পারে ও শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ি অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার উপায় করা রাজপুরুষদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করা উচিত।

অধিক-কাল-ব্যাপি অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি স্ফূর্ত্তি পায় না, এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনার অবকাশ পাওয়া যায় না। অতএব, যে সকল সাংসারিক রীতি প্রচলিত থাকাতে, লোকে বহুকাল ব্যাপিয়া কায় ক্লেশ করিতে বাধ্য হয়, এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিচালনার্থে অবকাশ-কাল পায় না, রাজনিয়ম দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন করা সর্ব্বতো ভাবে কর্ত্তব্য।

এক্ষণে যে প্রকার আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহাতে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়ই প্রবল হইতে পারে। ধনোপার্জ্জন ও বিষয় বৃদ্ধির যে প্রকার রীতি বলবতী আছে, তাহাতে লোকের অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তি সর্ব্ব-প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। বংশ-মর্য্যাদা ও কৃত্রিম উপাধি থাকাতে, অভি-

মান ও অহঙ্কার বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইতেছে। যুদ্ধ-ব্যবসায় ও যুদ্ধ-কার্য্য দ্বারা জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা প্রবল হইতেছে। শিক্ষা-গুরু ও দীক্ষা-গুরুরা সহস্র প্রকারেই উপদেশ করুন, তথাপি যত দিন এই সমস্ত সাংসারিক ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিবে, তত দিন তাঁহারদের উপদেশ সম্যক্ রূপে সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উপদেশ প্রদান ব্যতিরেকে উপায়ও নাই। মনুষ্যের প্রকৃতি, বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ, এবং সেই সম্বন্ধানুযায়ি অনুষ্ঠানের উপরে যে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল নির্ভর করে, এই সমস্ত বিষয় উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। এই সমস্ত বিষয়ে উপদিষ্ট হইলে, লোকে পরমেশ্বরের প্রাকৃতিক নিয়ম ও আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতার যথার্থ পথ অবগত হইবে, এবং অবগত হইয়া তদনুযায়ি সাংসারিক নিয়ম সংস্থাপন করিতে সচেষ্ট হইবে।

যখন বিদ্যালয় সমুদায় এই সকল সর্ব্বশুভদায়ক বিষয় অধ্যয়ন অধ্যাপনার স্থান হইবে, যখন ধর্ম্মোপদেশকেরা পরমেশ্বরের এই সমস্ত প্রিয় কার্য্যকে তাঁহার উপাসনার অঙ্গ বলিয়া উপদেশ প্রদান করিবেন, এবং সাংসারিক আচার ব্যবহার ও বিষয় চেষ্টা নিরবচ্ছিন্ন নৈসর্গিক নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইয়া বিষয়কার্য্য এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান একীভূত হইয়া যাইবে, তখন মনুষ্যনামের গৌরব রক্ষা পাইয়া উত্তরোত্তর তাঁহার পূর্ণাবস্থা সম্পন্ন হইতে থাকিবে।

নানকপন্থি

---

১০২ সংখ্যক পত্রিকার ১৩৭ পৃষ্ঠার পর

শিখ-ধর্ম্মের যে প্রকার বিবরণ করা গিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের সহিত যে তাহার বিশিষ্টরূপ বিভিন্নতা আছে, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের সহিত শিখ-ধর্ম্মের যে কোন সম্বন্ধ হয়, এমত বলা যায় না। নানকশাহ হিন্দু মোসলমান উভয় শাস্ত্র ঐক্য করিয়া স্বমতানুযায়ি ঈশ্বরোপসনা প্রচার করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি যেমন কোরাণে শ্রদ্ধা করিতেন, সেইরূপ হিন্দু শাস্ত্রও স্বীকার করিতেন। যদিও তিনি সকল জাতিকেই স্ব সম্প্রদায়ে নিবিষ্ট করিতেন, কিন্তু বর্ণভেদ এক কালে রহিত করেন নাই। তিনি এবং তাঁহার অনুগামি শিষ্যেরা হিন্দুশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করেন নাই। শিখেরা যদিও পরমেশ্বর, সৎ নাম, তৎ কর্ত্তা, আদি পুরুষ, ভগবান্, রাম ও হরি নামে এক মাত্র অদ্বিতীয় বিশ্বকর্ত্তাকেই উপাসনা করে, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রসিদ্ধ অন্যান্য দেবতাও মান্য করিয়া থাকে। তাহারা গ্রন্থ ভিন্ন অন্য জড় পদার্থের পূজা করে না বটে, কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির অস্তিত্ব ও তাঁহারদের চরিত্র বিষয়ক উপাখ্যান সকল সম্যক্ রূপে বিশ্বাস করে।

গুরুগোবিন্দও হিন্দুশাস্ত্র-সিদ্ধ দেবতাদিগকে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন, "দুর্গা ভবানী স্বপ্ন যোগে আমার নিকট আবির্ভূত হইয়া নিজ হস্তের প্রখর তরবার আমার হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং কহিলেন, তুই মোসলমানদিগের দেশ জয় করিবি, এবং তদীয় ভূরি ব্যক্তি হত করিবি।" তিনি আরও কহিয়াছেন, "পূর্ব্বজন্মে আমি মহাকাল ও কালিকার কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম, এই নিমিত্ত পরমেশ্বর আমাকে দুষ্ট দমন ও ধর্ম্ম প্রচারার্থে প্রেরণ করিয়াছেন।" শিখদিগের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিবরণ করিবার সময়ে এবিষয় আরও স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইবেক। হিন্দুদিগের সহিত তাহারদের বিশেষ বিভিন্নতা এই, যে তাহারা বর্ণভেদ বিশ্বাস করে না। তথাপি যে সকল লোকে শিখ-ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহারা নানক ও গোবিন্দের ব্যবস্থানুসারে যত দূর সম্ভব হয়, তত দূর স্বজাতীয় আচার ব্যবহারাদি রক্ষা করিয়া চলে। একারণ, পঞ্জাব-বাসি ও যমুনা-তীরবর্ত্তি জাট ও গুজার প্রভৃতির সহিত তজ্জাতীয় শিখদিগের ভোজ্যান্নতা ও বিবাহাদি প্রচলিত আছে। কিন্তু যেসকল

মোসলমান শিখ-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তাহারদিগের এপ্রকার অধিকার নাই। তাহারা অন্য মোসলমানের সহিত ভোজ্যান্নতা ও উদ্বাহ সম্বন্ধ করিতে পারে না। তাহারদিগকে শূকর-মাংস ভক্ষণ করিতে ও ত্বকচ্ছেদ রূপ সংস্কার পরিত্যাগ করিতে হয়। হিন্দুদিগের ন্যায় শিখদিগের ভক্ষ্যাভক্ষ বিচার নাই, কেবল গোমাংস নিষিদ্ধ। ধূম পানের বিধি নাই, কিন্তু সিদ্ধি অহিফেণ ও মদ্য ব্যবহার বিষয়ে কিছুমাত্র শাসন না থাকাতে তাহারদিগের অতিশয় মত্ততা দোষ উপস্থিত হইয়াছে।

শিখদিগের উপাসনার প্রকরণ

স্থানে স্থানে শিখদিগের উপাসনা স্থান আছে, তথায় অনেকে একত্র হইয়া হিন্দুদিগের ত্রিসন্ধ্যার ন্যায় প্রাতঃ,মধ্যাহ্ন, সায়ং, ত্রিকালে উপাসনা করিয়া থাকে। তথায় এক বেদির উপরে ঢাল ও তরবার এবং এক মেজের উপরে গ্রন্থ থাকে। শিখেরা সেই গৃহকে উত্তমরূপে সজ্জীভূত এবং তরবার ও গ্রন্থকে নানা ভূষণে ভূষিত করিয়া রাখে। উপাসনা কালে গুরু বা অন্য কোন প্রধান ধর্ম্মযাজক বেদিকে সম্মুখ করিয়া উপবিষ্ট হইয়া গ্রন্থের অন্তর্গত কোন স্তব গান করিতে থাকেন, ও বাদকেরা তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া বাদ্য করে, এবং এক এক শ্লোক সমাপ্ত হইবার সময়ে সকলে সমবেত স্বরে "ওয়াগুরু ওয়াগুরুজীকা ফতে" বলিয়া উঠে। এইরূপ সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে পরে কখন কখন ধর্ম্মার্থে, মঙ্গলার্থে, সুখার্থে বা অন্য কোন বিষয় সিদ্ধ্যর্থে প্রার্থনা পঠিত হইয়া থাকে।

তদনন্তর পরিচারকেরা মিষ্টান্ন উপস্থিত করে, সমাজস্থ সকলে একত্র বসিয়া তাহা ভক্ষণ করেন, এবং যদি কোন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি সে সময়ে তথায় উপস্থিত থাকে, তবে তাহাকেও কিঞ্চিৎ প্রদান করেন।

এতদ্ভিন্ন শিখেরা স্ব স্ব বাটীতে প্রত্যহ উপাসনা করিয়া থাকে, প্রাতঃকালে "জপ" পাঠ করে, এবং শয়ন করিবার সময়ে "অর্থি" পাঠ করিয়া থাকে।

দেবালয় প্রভৃতি

স্থানে স্থানে বিশেষতঃ যে যে স্থানে গুরুদিগের জন্ম বা মৃত্যু হইয়াছে, সেই সেই স্থানে শিখদিগের দেবালয় আছে। তদ্ভিন্ন হিন্দুদিগের তীর্থ স্বরূপ কাশী, মথুরা, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানেও তাহারদিগের মন্দির আছে, এবং তাহারা ঐ সকল স্থান পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে। আর হোলি, দশহরা, দেওয়ালি প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রসিদ্ধ কতিপয় পর্ব্বাহও পালন করে, বিশেষত দেওয়ালির সময়ে অনেকেই অমৃতসর তীর্থে যাত্রা করে।

দীক্ষা প্রকরণ

শিখেরা দীক্ষাকে "পাহুল" বলিয়া থাকে। দীক্ষা স্থানে অন্যূন পাঁচ জন শিখকে উপস্থিত থাকিতে হয়। গুরু শিষ্য একই জলে পাদপ্রক্ষালন করে, পরে সেই জলে কিঞ্চিৎ শর্করা মিশ্রিত, ও তাহা এক খান অস্ত্র দিয়া বিলোড়িত করিয়া উভয়ে পান করিতে করিতে বহুতর বচন পাঠ করে। এক এক বচন পাঠ করে, আর এক এক বার ঐ শর্করা মিশ্রিত জল পান করিয়া "ওয়াওয়, গোবিন্দ শিখ, আপ হি গুরু-চেলা" এই বাক্য উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে থাকে। এপ্রকারও অবগত হওয়া গিয়াছে যে যাঁহারা কোন শিষ্যের দীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করেন, তাঁহারা তাহাকে কহেন, "এই শর্বৎ অমৃত স্বরূপ; ইহা জীবন-বারি;-ইহা পান কর।" শিষ্য তাহা গ্রহণ করিয়া পান করে, আর কিঞ্চিৎ শর্বৎ তাহার মস্তক ও শ্মশ্রুর উপরে প্রোক্ষিত হয়। তদনন্তর গুরু শিষ্যকে কহেন, "তুমি এই পঞ্চ প্রকার লোকের সহিত সংসর্গ করিও না; মীনধির্ম্মল, মসন্দি, রামরায়ি, কুমিদান, ও ভদনি। মসন্দি ও রামরায়িদিগের প্রসঙ্গ পূর্ব্বেই করা গিয়াছে; মীনধির্ম্মলেরা নানকের বংশোদ্ভব হইয়াও গুরু অর্জুনকে বিষ ভক্ষণ করাইবার চেষ্টায় ছিল; কন্যাঘাতির*

* অর্থাৎ রাজপুতেরা

নাম কুদিমান; আর যাহারা মস্তক মুণ্ডন ও শ্মশ্রু পরিত্যাগ করে, তাহারদের নাম ভদনি। তদনন্তর দীক্ষাগুরু শিষ্যকে এই উপদেশ প্রদান করেন, "তুমি দাতা ও দয়াবান্ হইবে, অমৃতসর তীর্থে ভক্তি করিবে, খাল্‌সার কার্য্য সাধনার্থ একান্ত যত্ন করিবে, এবং গ্রন্থ অভ্যাস করিবে। শিখ-সন্তানেরা সকলেই এইরূপে দীক্ষিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

প্রথমখণ্ডং

অষ্টমাধ্যায়ঃ

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন দেব একঃ॥

সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ, সর্ব্বত্রই তাঁহার বাহু, সর্ব্বত্রই তাঁহার পদ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি মনুষ্যদেহে বাহু সংযোগ করেন ও পক্ষি শরীরে পক্ষ সংযোগ করেন, অদ্বিতীয় পরমেশ্বর দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

যত লোক আছে সর্ব্বত্র তাঁহার হস্ত পদ, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ চক্ষু মস্তক এবং সর্ব্বত্র তাঁহার শ্রোত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সমস্ত সংসারকে ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছেন।

সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ। সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ॥

এই নানা শিরো মুখ গ্রীব বিশিষ্ট পরমেশ্বর সর্ব্ব জীবের বুদ্ধিতে অবস্থিত আছেন; সেই ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী সুতরাং সর্ব্বগত এবং তিনি মঙ্গল স্বরূপ হয়েন।

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং॥

তাঁহার হস্ত নাই তথাপি তিনি গ্রহণ করেন, তাঁহার পদ নাই তথাপি তিনি গমন করেন, তাঁহার চক্ষু নাই তথাপি তিনি দৃষ্টি করেন, এবং তাঁহার কর্ণ নাই তথাপি তিনি শ্রবণ করেন। তিনি যাবৎ বেদ্য বস্তু সমস্তই জানেন, কিন্তু তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই; জ্ঞানিরা তাঁহাকে সকলের আদি ও পূর্ণ ও মহান্ করিয়া বলিয়াছেন।

য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন॥

যখন তাবৎ প্রাণি নিদ্রাতে অভিভূত থাকে তখন যিনি জাগ্রত থাকিয়া সকলের প্রয়োজনীয় নানা অর্থ-নির্ম্মাণ করিতে থাকেন, তিনিই পরিশুদ্ধ তিনি ব্রহ্ম তিনিই অমৃত রূপে উক্ত হয়েন; তাঁহাতেই লোক সকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াং। তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশং॥

পরমাণো সূক্ষ্মতম বস্তু হইতেও সূক্ষ্ম, এবং মহত্তম বস্তু হইতেও মহৎ। তিনি প্রাণিগণের হৃদয়ে বাস করেন। বিগত শোক ব্যক্তি সেই ভোগাভিলাষ বর্জ্জিত ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে তাঁহারই প্রসাদে দৃষ্টি করেন।

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং করোতি। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা শাশ্বতং নেতরেষাং॥

যিনি এক মাত্র, সকলের নিয়ন্তা, এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এবং যিনি এক রূপকে বহু প্রকার করেন, তাঁহাকে যে সকল জ্ঞানিরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহারদিগেরই নিত্য সুখ হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং॥

যিনি তাবৎ অনিত্য বস্তুর মধ্যে কেবল এক মাত্র নিত্য ও তাবৎ সচেতনের কেবল এক মাত্র চেতন কর্ত্তা, একাকী যিনি সকলের কামনা পূর্ণ করিতেছেন, তাঁহাকে যে সকল জ্ঞানিরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহারদিগেরই নিত্য শান্তি হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনং॥

যে সময়ে এখানে সমুদায় হৃদয় গ্রন্থি নষ্ট হয়,তখনই জীব অমর হয়েন ; এতাবন্মাত্র উপদেশ জানিবে।

ইতি প্রথমখণ্ডে অষ্টমোধ্যাযঃ।

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীক পর্ব্ব

১০১ সংখ্যক পত্রিকার ১৩২ পৃষ্ঠার পর।

শৌনক কহিলেন,রাজা জনমেজয় নিজ মন্ত্রিদিগকে আত্মপিতার স্বর্গারোহণ বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা তুমি আমার নিকট পুনর্ব্বার সবিস্তর বর্ণন কর। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,হে ব্রহ্মন্! রাজা মন্ত্রিদিগকে যেরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং মন্ত্রিরা পরীক্ষিতের পরলোক প্রাপ্তির বিষয় যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। রাজা জনমেজয় কহিলেন,হে অমাত্যগণ! আমার ভুবনবিখ্যাত মহীযশস্বী পিতা কালবশ হইয়া যেরূপ নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন,তাহা তোমরা সবিশেষ জান ; এক্ষণে তোমারদিগের নিকট পিতৃ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া হিতকর্ম্ম করিব,কদাচ অহিত করিব না। ধর্ম্মবেত্তা, প্রজ্ঞা গুণসম্পন্ন মন্ত্রিগণ মহাত্মা নৃপতি কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আপনকার মহাত্মা রাজাধিরাজ পিতার চরিত্র ও লোকান্তর প্রাপ্তি বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রবণ করুন। আপনকার ধর্ম্মাত্মা, মহাত্মা, প্রজাপালন তৎপর, পিতা যাদৃশ ছিলেন, তাহা বর্ণন করিতেছি। সেই ধর্ম্মবেত্তা রাজা মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকার কালে চারি বর্ণ স্ব স্ব ধর্ম্মে তৎপর ছিল। সেই অতুল বিক্রমশালী শ্রীমান্ ভূপতি পৃথ্বীদেবীকে ন্যায়ানুসারে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কেহ দ্বেষ্টা ছিল না, তিনিও কাহার দ্বেষ করিতেন না। প্রজাপতির ন্যায় সর্ব্বভূতে সমদর্শী ছিলেন। তদীয় অপ্রতিহত শাসন প্রভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ব স্ব কর্ম্মে রত ছিল। তিনি বিধবা, অনাথ, কাণ, খঞ্জ প্রভৃতি বিকলাঙ্গ ও দীন দরিদ্রগণের ভরণ পোষণ করিতেন। সেই সত্যবাদী,দৃঢ়বিক্রম,সর্ব্বতোষক, সর্ব্বপোষক,শ্রীমান রাজা দ্বিতীয় শশধরের ন্যায় সর্ব্বভূতের নয়নরঞ্জন ও সর্ব্ব লোক প্রিয় ছিলেন। তিনি শারদ্বতের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। কৃষ্ণের অতি প্রিয় ছিলেন। কুরুকুল পরিক্ষীণ হইলে পর অভিমন্যুর ঔরসে উত্তরার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়,এই নিমিত্ত তাঁহার নাম পরীক্ষিৎ। তিনি রাজধর্ম্ম নিপুণ, সর্ব্বগুণসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, মনস্বী, মেধাবী, ধর্ম্মপরায়ণ, ষড়্বর্গজয়ী, মহাবুদ্ধি, অদ্বিতীয় নীতিশাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। তিনি ষাটি বৎসর প্রজা পালন করেন, পরে সকলকে দুঃখার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিয়া পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। তদনন্তর তুমি এই কুলক্রমাগত রাজ্য ধর্ম্মতঃ প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি শৈশবকালেই অভিষিক্ত হইয়া সহস্র বৎসর সর্ব্বভূতের পালন করিতেছ। জনমেজয় কহিলেন, সদা ধর্ম্মপরায়ণ পূর্ব্বপুরুষদিগের চরিত্র অনুশীলন করিয়া বোধ হইতেছে, এই কুলে কোনকালে এমত রাজা হয়েন নাই, যে তিনি প্রজাদিগের অপ্রিয় ও অহিতকারী ছিলেন। আমার পিতা তথাবিধ রাজা হইয়া কেন বিনাশপ্রাপ্ত হইলেন বল, আমি আদ্যোপান্ত অবিকল শুনিতে বাসনা করি। রাজার প্রিয়কারী ও হিতৈষী মন্ত্রিগণ এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া যথাবৎ পরীক্ষিতের মৃত্যু বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন, মন্ত্রিগণ কহিলেন, মহারাজ! তোমার পিতা রাজাধিরাজ পাণ্ডুর ন্যায় শস্ত্রবিদ্যায় অদ্বিতীয় ও সতত মৃগয়াশীল ছিলেন। একদা তিনি আমারদিগের হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পণ করিয়া মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। অরণ্যে প্র-

বেশ করিয়া শর দ্বারা এক মৃগ বিদ্ধ করিলেন। বিদ্ধ মৃগ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রাজা তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, কিন্তু ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক ও জরাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ত্বরায় পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইলেন। সেই নিবিড় অরণ্যে এক মুনি মৌনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক সমাধি করিতেছিলেন. রাজা তাঁহাকে দেখিয়া তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনি কিছুই উত্তর দিলেন না। রাজা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত ও ক্লান্ত ছিলেন, মুনিকে মৌনাবলম্বী দেখিয়া তৎক্ষণাৎ রোষপরবশ হইলেন। তিনি মুনিকে মৌনব্রত পরায়ণ বলিয়া জানিতেন না, এই নিমিত্ত কোপাবিষ্ট হইয়া শরাসনের অটনী দ্বারা ধরাতল হইতে এক মৃত সর্প উদ্ধৃত করিয়া সেই শুদ্ধচিত্ত ঋষির স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত করিলেন। মহর্ষি এইরূপে অপমানিত হইয়াও রাজাকে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না, সেইরূপে স্কন্ধে মৃত সর্প ধারণ পূর্ব্বক অবস্থিত রহিলেন।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

মন্ত্রিগণ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপে মুনির স্কন্ধদেশে মৃত সর্প নিক্ষেপ করিয়া নিজ রাজধানী প্রস্থান করিলেন। সেই ঋষির গোগর্ভে সমুৎপন্ন, মহাতেজাঃ, মহাবীর্য্য, অতি কোপন স্বভাব, শৃঙ্গী নামে এক মহা যশস্বী পুত্র ছিলেন। এই মুনিকুমার সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার উপাসনার্থে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন, উপাসনান্তে ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া পৃথিবীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্বীয় সখার মুখে পিতার অবমাননা বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। তাঁহার সখা কহিলেন, বয়স্য! তোমার পিতা মৌনপরায়ণ হইয়া সমাধি করিতে ছিলেন, রাজা পরীক্ষিৎ আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে মৃত সর্প নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। মহারাজ! মহাতেজাঃ শৃঙ্গী বয়সে বালক হইয়াও তপস্যা ও জ্ঞানে বৃদ্ধবৎ ছিলেন। এইক্ষণে শ্রবণ মাত্র রোষ পরবশ হইয়া উদকস্পর্শপূর্ব্বক স্বীয় সখাকে সম্বোধন করিয়া তোমার পিতাকে এই শাপ দিলেন, বয়স্য! আমার তপস্যার বল দেখ, যে দুরাত্মা বিনা অপরাধে আমার পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প ক্ষেপণ করিয়াছে, তীক্ষ্ণ বিষ, তীক্ষ্ণ বীর্য্য, নাগরাজ তক্ষক আমার বাক্যানুসারে সপ্তম দিবসে, তাহার প্রাণ সংহার করিবেক। ইহা কহিয়া শৃঙ্গী পিতার সমাধি স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং পিতাকে তদবস্থ সমাধিস্থ দেখিয়া শাপ প্রদান বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন সেই সাধু সদাশয় মুনি শ্রেষ্ঠ সুশীল গুণবান্ গৌরমুখ নামক শিষ্যকে ইহা কহিবার নিমিত্ত তোমার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন, যে আমার পুত্র তোমাকে শাপ দিয়াছে তুমি সাবধান হও, তক্ষক তোমাকে স্বীয় তেজ দ্বারা দগ্ধ করিবেক। গৌরমুখ তোমার পিতার নিকট আসিয়া বিশ্রামান্তে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তোমার পিতা এই ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া তক্ষকের ভয়ে অত্যন্ত সাবধান ও সতর্ক হইয়া রহিলেন।

অনন্তর সেই সপ্তম দিবস উপস্থিত হইলে ব্রহ্মর্ষি কাশ্যপ সত্বর গমনে তোমার পিতার নিকট আসিতেছিলেন। ভুজগরাজ তক্ষক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষে! তুমি কোথায় ও কি প্রয়োজন সাধনার্থে এত সত্বর গমন করিতেছ। তিনি কহিলেন, অদ্য তক্ষক রাজা পরীক্ষিতকে ভস্মাবশেষ করিবেক, আমি তাঁহার প্রতীকারার্থে যাইতেছি, আমি সমীপে থাকিলে তক্ষক রাজার প্রাণ বিনাশ করিতে পারিবেক না। তক্ষক কহিল, হে ঋষে! আমি সেই তক্ষক, আমি তাঁহাকে দংশন করিব। তুমি তাঁহাকে বাঁচাইতে কি নিমিত্ত বৃথা চেষ্টা পাইবে, আমি দংশন করিলে তুমি কোন ক্রমেই রাজাকে বাঁচাইতে পারিবে না, তুমি আমার অদ্ভুত বীর্য্য দেখ। এই বলিয়া তক্ষক এক বৃক্ষকে দংশন করিল। বৃক্ষ তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইল। কাশ্যপও তৎক্ষণাৎ সেই বৃক্ষকে পুনর্জীবিত করিলেন। তখন তক্ষক, তুমি কি অভিলাষে যাইতেছ বল. এই বলিয়া তাঁহাকে লোভ প্রদর্শন করিল। কাশ্যপ

কহিলেন আমি ধন লাভ প্রত্যাশায় যাইতেছি। তখন তক্ষক কহিল তুমি রাজার নিকট যত ধনের প্রত্যাশা কর বল, আমি তদপেক্ষায় অধিক দিতেছি, লইয়া নিবৃত্ত হও। কাশ্যপ তক্ষকের এই মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিলাষানুরূপ অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই রূপে সেই ব্রাহ্মণ নিবৃত্ত হইলে তক্ষক ছদ্ম বেশে তোমার পিতার নিকট আসিয়া স্বীয় দুর্বিষহ বিষ বহ্নি দ্বারা তাঁহাকে ভস্মসাৎ করিল। তদনন্তর তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছ। মহারাজ! এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার আমরা যেরূপ দেখিয়াছিলাম ও শুনিয়াছিলাম, অবিকল বর্ণন করিলাম, এক্ষণে নিজ পিতার ও মহর্ষি উতঙ্কের পরাভব বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা কর।

রাজা জনমেজয় পিতৃ পরাভব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তক্ষক যে বৃক্ষকে ভস্ম করিয়াছিল এবং কাশ্যপ যে সেই বৃক্ষকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন, এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত তোমরা কাহার নিকট শুনিয়াছিলে। বোধ করি সর্প কুলাধম তক্ষক এই বিবেচনা করিয়াছিল, কাশ্যপ মন্ত্র বলে রাজার প্রাণ রক্ষা করিবেক, সন্দেহ নাই। আমি দংশন করিলে যদি এ ব্রাহ্মণ রাজাকে বাঁচায় তাহা হইলে আমাকে লোকে উপহাসাস্পদ হইতে হইবেক। এই ভাবিয়া সে ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছিল। সে যাহা হউক, আমি এক্ষণে তাহাকে বিলক্ষণ প্রতিফল দিব। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তক্ষক ও কাশ্যপের বৃত্তান্ত নির্জ্জন বনে ঘটিয়াছিল, তাহা কে বা দেখিল কে বা শুনিল, তোমরাই বা কিরূপে অবগত হইলে বল, সবিশেষ শুনিয়া সর্পকুলক্ষয়ের উপায় বিধান করিব। মন্ত্রিগণ কহিল, মহারাজ! তক্ষক ও কাশ্যপের বৃত্তান্ত যেরূপে যে ব্যক্তি আমাদিগকে কহিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। কোন ব্যক্তি কাষ্ঠ আহরণের নিমিত্ত পূর্ব্বেই সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল, তক্ষক ও কাশ্যপ উভয়েই তাহা জানিতে পারেন নাই। ঐ ব্যক্তি সেই বৃক্ষের সহিত ভস্মীভূত হয় ও সেই বৃক্ষের সহিত পুনর্জীবিত হয়। সেই আসিয়া আমাদিগকে এই অদ্ভুত বিষয়ের সংবাদ দিয়াছিল। মহারাজ! আদ্যোপান্ত সমুদায় শ্রবণ করিলে এক্ষণে যাহা বিহিত হয় কর।

এইরূপ মন্ত্রি বাক্য শ্রবণে রাজা জনমেজয় রোষ রসে কলুষিত হইয়া করে করে পরিপেষণ করিতে লাগিলেন, অনন্তর মুহুর্মুহুঃ উষ্ণ ও দীর্ঘ নিশ্বাস ও অশ্রুধারা পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পরে অশ্রু নিবারণ ও যথাবিধি উদক স্পর্শ করিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে চিন্তা করিলেন। অনন্তর মনে মনে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া মন্ত্রিগণকে কহিলেন আমি তোমাদিগের নিকট পিতার পরলোক প্রাপ্তি বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। আমার মত এই, যে দুরাত্মা তক্ষক শৃঙ্গিকে হেতু মাত্র করিয়া পিতার প্রাণ হিংসা করিয়াছে তাহাকে সমুচিত প্রতিফল দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি কাশ্যপ আসিতেন, পিতা অবশ্যই জীবন পাইতেন। কিন্তু তক্ষকের এমৎ দুরাত্মতা যে তাঁহাকে অর্থ দিয়া নিবৃত্ত করিল। যদিই পিতা কাশ্যপের প্রসাদে ও মন্ত্রিগণের মন্ত্রণাবলে জীবন পাইতেন, তাহাতে তাহার কি হানি হইত। কিন্তু কাশ্যপ আসিয়া পাছে রাজাকে জীবন দেন, এই আশঙ্কায় সেই দুরাত্মা অর্থ দান দ্বারা বশীকৃত করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছে। এ অত্যন্ত অসহ্য অত্যাচার। অতএব আমি আমার নিজের, উতঙ্কের ও তোমারদের সকলের মনোরথ সম্পাদনের নিমিত্ত পিতার বৈর পরিশোধন করিব।

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৭৩ শকের অগ্রহায়ণ পৌষ ও মাঘ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ

আয়

দানপ্রাপ্ত	১৭৯৸১০
দক্ষিণা	৪
ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক বিক্রয়	১১৸০
গত মাসের স্থিত	৩৩৮৶১০
	৫৩৩৸০

ব্যয়

কর্ম্মচারিগণের বেতন	১১২।০
বিবিধ ব্যয়	৬৮৷৷৶৫
	১৮০৸৶৫

স্থিত টাকার বিবরণ

নগদ	৩৫২৸/১৫
তদতিরিক্ত ১ খণ্ড কম্পানির কাগজ	৫০০

দানপ্রাপ্তির বিবরণ।

শ্রীচন্দ্রকুমার দত্ত	৫
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত	১
শ্রীহরিশ্চন্দ্র নন্দী	১
শ্রীবাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য	২
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২
শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	১
শ্রীরমাপ্রসাদ রায়	৫০
শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত	২
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০
শ্রীলালবেহারি চট্টোপাধ্যায়	১
শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষ	২
শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত	২
শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৩
এক জন ব্রাহ্ম	২৫
এক জন ব্রাহ্ম	৫
দানাধারে প্রাপ্ত	৩৭৸১০
	১৭৯৸১০

বিজ্ঞাপন।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় কেনিং সাহেবের কৃত গ্রন্থের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড ; এবং শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বপ্রণীত সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা ও ঋজুপাঠের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এই সভায় দান করিয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার।

এই পুস্তকের প্রথম ভাগ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার তিন প্রকার মূল্য নির্দ্ধারিত করা গিয়াছে। যাহা উত্তমরূপ বাঁধান, তাহার মূল্য ২ দুই টাকা। যেসকল পুস্তক সেরূপ বাঁধান নয়,তাহার মূল্য১৸০একটাকা বারো আনা। আর ঐ উত্তম রূপ বাঁধান পুস্তক কোন বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ একেবারে অধিক খণ্ড গৃহীত হইলে ১৷৷০ দেড় টাকা মূল্যেও দেওয়া যাইবে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

বিজ্ঞাপন

আগামী ৪ ফাল্গুণ রবিবার প্রাতে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

অশুদ্ধ শোধন

১০২ সংখ্যক পত্রিকার ১৪০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের ৩২ পংক্তিতে 'আর আর' এই দুই শব্দ আছে, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে 'প্রায়' শব্দ হইবে।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ১ফাল্গুণ বৃহস্পতিবার শক১৭৭৩। কলিশতাব্দঃ ৪৯৫২।

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব
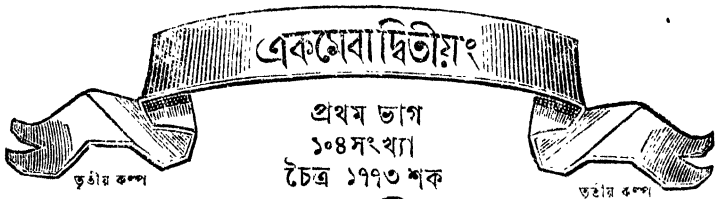
দ্বাবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় বক্তৃতা।

১১ মাঘ ১৭৭৩

ইইক্ষণে অনেকে ঈশ্বর যে আকার বিশিষ্ট নহেন, তাহা বুঝিয়াছেন, এবং সুতরাং পৌত্তলিকতাতে অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, কিন্তু যে স্থানে শ্রদ্ধা দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা দিতেছেন না। কেবল মৃত্তিকা ও প্রস্তরে অশ্রদ্ধা করিয়া ক্ষান্ত রহিয়াছেন, কিন্তু যেখানে শ্রদ্ধা ও প্রীতি করা কর্ত্তব্য, সেখানে সম্যক্ রূপে তাহা করিতে যত্ন করিতেছেন না। ইহা কি আমারদিগের অত্যন্ত উচিত নহে, যে যাঁহার প্রসাদাৎ আমরা এই সমুদয় প্রয়োজনীয় ও সুখদ দ্রব্য লাভ করিতেছি, কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক সেই সকল ভোগ করি। এক বার বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে প্রদাতাকে কৃতজ্ঞতার সহিত নমস্কার না করিয়া তাঁহার প্রদত্ত সুখসম্পত্তি ভোগ করা কি মনুষ্যের উচিত? তাঁহার প্রতি মনের এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, ভক্তি ও শ্রদ্ধাও প্রীতি প্রকাশ করা তাঁহার উপাসনার এক অঙ্গ। তিনি মঙ্গল-সংকল্প, তিনি আমারদিগের সমুদায় সুখ সৌভাগ্য বিধান করিতেছেন, তিনি "ধর্ম্মাবহং পাপনুদং" তিনি ধর্ম্মের আকর পাপের শাস্তা, তিনি আমারদিগকে ক্ষণ কালের নিমিত্তে বিস্মৃত নহেন, তিনি প্রীতি-পূর্ণ দৃষ্টিতে সর্ব্বদাই আমারদিগকে দেখিতেছেন। আমরা কি তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া থাকিব? আমরা কি সেই প্রেমাস্পদের প্রতি প্রীতি করিব না? "পরমাত্মাকেই প্রিয় রূপে উপাসনা করিবেক।" "যেব্যক্তি পরমাত্মা অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় করিয়া বলে, তাহাকে যে ব্রহ্মোপাসক বলেন, যে তোমার যে প্রিয় সে বিনাশ পাইবে, তাঁহার এ প্রকার বলিবার অধিকার আছে, বাস্তবিক ও তিনি যাহা বলেন, তাহাই হয়।" প্রীতি বিহীন যে উপাসনা সে উপাসনাই নহে, প্রীতির সহিত তাঁহার উপাসনা করিবেক। মনের এই ভাব যাহাতে অভ্যাস পায়, যাহাতে তাঁহার এই জগতে তাঁহারই আজ্ঞাবহ থাকিয়া তাঁহার প্রদত্ত সুখসম্পত্তি ভোগ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা মনেতে সর্ব্বদা উদয় হয়, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব হয়, এজন্য এক নিয়ম অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা করা আমারদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। আমারদিগের মনে নানা প্রকার বৃত্তি আছে, সকলের মধ্যে সকল হইতে

উৎকৃষ্ট পরমেশ্বরেতে প্রীতি বৃত্তি, অন্য অন্য বৃত্তি সকল যেমন অভ্যাসেতে সবল হয় এবং অনভ্যাসেতে দুর্ব্বল হয়, এ বৃত্তির ও স্বভাব তদ্রূপ। এমত উৎকৃষ্ট বৃত্তিকে নিরোধ করিলে আমারদিগের কি শ্রেয় আছে? প্রতিদিন অতি নিশ্চিন্ত সময়ে পবিশুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি পূর্ব্বক মনকে সমাধান করা এবং কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক মনের সহিত তাঁহাকে নমস্কার করা আমারদিগের নিত্যকর্ম্ম। ঈশ্বরেতে কৃতজ্ঞ হওয়া এবং তাঁহার প্রীতি রসে মনকে আর্দ্র করা—তাঁহার উপাসনা করা ক্লেশ দায়ক কর্ম্ম নহে, তাহাতে অপার আনন্দের উদ্ভব হয়, অতএব তাহা হইতে আমরা কেন বিরত থাকি? সে সুখ হইতে কেন বঞ্চিত হই? সে কি দুর্ভাগ্য,যে তাঁহা হইতে বিমুখ রহিয়াছে, যে মনের অধিপতিকে আপনার মনে স্থান দেয় না, যে সেই পরিশুদ্ধ অপাপ বিদ্ধকে তিরস্কার করিয়া অপবিত্র হইয়াছে। হে মানব! অতি যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে সাধন কর,তাঁহাকে উপার্জ্জন কর, তাঁহাকে পাইলে সকল লোক প্রাপ্ত হয় এবং সকল কামনা সিদ্ধ হয়। তদ্ব্যতীত মনের তৃপ্তি আর কিছুতেই হয় না, কেবল তাঁহাকে পাইলেই মনের সমুদয় কামনার পর্য্যাপ্তি হয়। সেই পরিশুদ্ধ স্বভাবকে লাভ করিয়া মনকে শুদ্ধ কর,সেই পূর্ণ স্বরূপের সহবাসে আপনাকে পূর্ণ কর। অমৃতের পুত্র হইয়া অমৃতের উপযুক্ত হও, অশুদ্ধ ভাব অবলম্বন করিয়া আপনাকে মলিন করিও না। ইনি আমারদিগের পরম গতি,ইনি আমারদিগের পরম সম্পদ্,ইনি আমারদিগের পরম লোক, ইনি আমারদিগের পরমানন্দ; এই পূর্ণানন্দের কলামাত্র আনন্দকে উপভোগ করিয়া আমরা সকলে জীবিত রহিয়াছি।

পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনা করা—তাঁহার নিয়ম পালন করা, তাঁহার উপাসনার দ্বিতীয় অঙ্গ। তাঁহার নিয়ম পালন কর,তাঁহার আজ্ঞাবহ থাক,এবং তাঁহার অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার জন্য শরীর ও মনকে তাঁহার প্রদর্শিত পথে চালনা কর। আপনার সমুদায় ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার অধীন কর, আপনার সমুদয় অভিপ্রায় সেই তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুযায়ী কর। প্রিয় বন্ধুর প্রিয় অভিপ্রায় রক্ষা না করিলে কি প্রীতি করা হয়? আমরা আলস্যেতে কাল যাপন করি, এবং নিশ্চেষ্ট থাকিয়া সংসারে অনুপযুক্ত হই, পরম পুরুষের এরূপ অভিপ্রায় নহে। সৎপথে থাকিয়া—ন্যায়পথে থাকিয়া ধন উপার্জ্জন করি, স্ত্রী পুত্র পরিবার মধ্যে থাকিয়া কুশল লাভ করি, স্বদেশের যাহাতে মঙ্গল হয়, এমত অনুষ্ঠান করি, লোকের সুহৃৎ হই, এই আমারদিগের প্রিয় বন্ধুর প্রিয় অভিপ্রায়। অতএব সন্তোষ পূর্ব্বক তাঁহার নিয়মের অধীনে থাকিয়া এবং তাঁহারই পথে শরীর ও মনকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রদত্ত সুখ সম্ভোগের সহিত তাঁহার কৃতজ্ঞতা রসে নিমগ্ন থাকি এবং তিনি আমারদিগের এককালে পিতা মাতা ও বন্ধু এই ভাবে তাঁহাতে প্রীতি ও শ্রদ্ধা করি। এই প্রকারে যদিও আমরা প্রতি নিশ্বাসে—প্রতি নিমেষে তাঁহার প্রতি মনের কৃতজ্ঞতা ভাবে উপাসনা না করিতে পারি, তথাপি এই রূপে প্রতি দিন কোন নিশ্চিন্ত সময়ে যেন তাঁহার উপাসনা করি, তাহাতে যেন আলস্য না হয়।

প্রতিদিন এক সময় নিরূপিত করা কর্ত্তব্য, যে সময়ে শান্ত হইয়া আপনার মন তাঁহাতে সমাধান করা যায়, তাঁহার প্রতি অকপট শ্রদ্ধা ও প্রীতি ও ভক্তি প্রকাশ করা যায়। প্রাতঃকাল এই উপাসনার অতি প্রশস্ত কাল। এই সময়ে মন স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ ও শান্ত থাকে এবং একাগ্র হইয়া সেই শান্ত স্বরূপে—মঙ্গলস্বরূপে অতি সহজেই ধাবিত হয় এবং তৃপ্ত হইয়া সেই আনন্দ স্বরূপে অবস্থান করে। তাঁহাতে মন প্রবিষ্ট হইবার জন্য শব্দ এক অতি সুলভ উপায়। যে সকল শব্দ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ ভাব মনেতে উদ্ভব হয় এবং ধর্ম্ম জন্মে, এমত সকল শব্দ দ্বারা তাঁহার উপাসনা আবশ্যক। আমারদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অতি প্রাচীন মহর্ষিরা যে সকল তাঁ-

হার স্বরূপ লক্ষণ উদ্বোধক অতি আশ্চর্য্য অনুপম শব্দ দ্বারা ঈশ্বর স্বরূপে মনোনিবেশ করিতেন, সেই সকল শব্দ দ্বারা আমারদিগের প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা পূর্ণ রহিয়াছে। পূর্ব্বকার প্রাচীন ঋষি সকল হিমবৎ শৃঙ্গাদি হইতে যে সকল শব্দ উচ্চারণ পুরঃসর অদৃশ্য, অলক্ষ্য, নিরাধার পরব্রহ্মের উপাসনা ও ঘোষণা করিতেন, ইদানীন্তন সেই সকল পুরাতন শব্দ দ্বারা পুরাণ অনাদি পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা আমারদিগের পরম সৌভাগ্য, ইহা আমারদিগের পরম সৌভাগ্য।

ব্রাহ্মদিগের ব্রহ্মের স্বরূপ বিশেষ রূপে জানা আবশ্যক এবং আপনারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের আলোচনা ও স্মরণ করা কর্ত্তব্য। অতএব তাঁহারদিগের উচিত, অবকাশ মতে সময়ে সময়ে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রন্থ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করেন। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা না জানেন, তাঁহারদিগের জন্য বঙ্গভাষাতে তাহার অনুবাদ করা গিয়াছে, অতএব মূল পাঠ করিতে না পারিলেও তাহার অনুবাদ পাঠ দ্বারা তাঁহারা কৃতার্থ হইতে পারিবেন। সর্ব্বসাধারণের বিদিত থাকিবার জন্য জ্ঞাপন করিতেছি, যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বীজ ব্রাহ্মদিগের বিশ্বাসের ঐক্য স্থল। উক্ত বীজ এই

১ ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ। তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।

এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন, অন্য পদার্থ মাত্র ছিল না। তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন।

২ তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবমানন্দং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্ববিৎ বিচিত্রশক্তিমচ্চেতি।

তিনি জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ আনন্দস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ নিত্য নিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞ নিরবয়ব একমাত্র অদ্বিতীয় বিচিত্র শক্তিমান্ হয়েন।

৩ একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভং ভবতি।

একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

৪ তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

তাঁহাতে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনা করাই তাঁহার উপাসনা হইয়াছে।

এই বীজের বিস্তার সমুদায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মে প্রকাশিত রহিয়াছে। ইহার প্রথম খণ্ডে ঈশ্বরের স্বরূপ বাহুল্য রূপে বর্ণিত আছে; এই সকল বাক্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রাচীন মহর্ষিদিগের প্রণীত। ইহার দ্বিতীয় খণ্ডে কি প্রকারে আমারদিগের সাংসারিক ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করা উচিত, তাহার উপদেশ। এই উপদেশানুসারে যিনি এই সংসারে ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত থাকিবেন, তিনি মনুষ্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি সাংসারিক অনেক ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, তিনি অনেক উৎকৃষ্ট সুখ ভোগ দ্বারা তৃপ্ত হইবেন এবং নিত্য পরম সুখের অধিকারী হইবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে আমার এক পরম বন্ধু তাঁহার যে অভিপ্রায় অতি নিপুণ রূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আপনারদিগের নিকটে পাঠ করিতেছি, শুনিয়া অবশ্য আনন্দিত হইবেন।

" তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব "

"তাঁহাতে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনা করাই তাঁহার উপাসনা হইয়াছে, এই মাত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্ম।

"কিন্তু এই কতিপয় সামান্য শব্দ কি আশ্চর্য্য সুরম্য ভাব প্রকাশ করিতেছে; কত অসংখ্য প্রকার মনোহর কার্য্য প্রতিপাদন করিতেছে। আমারদিগের সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্মই এই এক বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রন্থে যাহা কিছু সঙ্কলিত হইয়াছে, ইহা তাহার বীজ স্বরূপ।

"পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি তাঁহার উপাসনার প্রথম অঙ্গ এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন দ্বিতীয় অঙ্গ। এ ধর্ম্ম এরূপ যুক্তি সিদ্ধ, যে সকলেই ইহার প্রামাণ্য

স্বীকার করেন এবং সমস্ত বিশ্বই ইহার সাক্ষী স্বরূপ।

"জগৎ-পিতা জগদীশ্বর অপর সাধারণ সকলের সমক্ষে তাহার সত্তা স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। এই বিশ্বরূপ মহা গ্রন্থ নিয়তই তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। সুনির্ম্মল মুক্তাফল তুল্য শিশির বিন্দু, প্রফুল্ল কমল পরিপূর্ণ মনোহর সরোবর, অথবা নীরদ সমান নীলবর্ণ বিস্তৃত সমুদ্র, সকল পদার্থই তাঁহার মহিমা প্রচার করিতেছে। সুকোমল সজল দূর্ব্বাদল, কিম্বা বিশ্ব যন্ত্রের চক্র স্বরূপ সূর্য্য চন্দ্র ও গ্রহ মণ্ডলী, সমস্ত বস্তুই তাঁহার মহীয়সী শক্তি, অপরিসীম জ্ঞান, ও অপার কারুণ্য স্বভাব প্রকাশ করিতেছে। তাঁহাকে যে ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রীতি করা কর্ত্তব্য, ইহা শিক্ষা করিবার নিমিত্তে অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই। একবার মনোরূপ কবাট উদ্ঘাটন পূর্ব্বক নেত্র উন্মীলন করিলেই অন্তঃকরণ পরমেশ্বরের প্রেমামৃত রসে অভিষিক্ত হয়। তিনি পশু পক্ষি কীট পতঙ্গাদি সমুদায় জীবের প্রতি যেরূপ করুণা বারি বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা যাহার হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহার চিত্ত কত ক্ষণ পরমাত্মার প্রীতি রসে আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারে? তাঁহার জ্ঞান শক্তি ও মঙ্গলাভিপ্রায় আলোচনা করিলে প্রীতি প্রবাহ আপনা হইতেই প্রবাহিত হইতে থাকে।

"তাঁহার প্রিয় কার্য্য করা দ্বিতীয় অঙ্গ। আমারদিগের সমুদায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এক মত হইয়া উপদেশ করিতেছে, যে প্রীতি ভাজনের প্রিয় কার্য্য না করিলে তাঁহার প্রতি যথার্থ প্রীতি প্রকাশ পায় না। তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্যই তাহার প্রিয় কার্য্য। জগদীশ্বর আপনার অভিপ্রায় সর্ব্বত্র প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন, বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই অবগত হওয়া যায়। তাঁহার অভিপ্রায় বিশ্বরূপ বৃহৎ গ্রন্থের সর্ব্ব স্থানে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, শুদ্ধ রূপে পাঠ করিতে পারিলেই চরিতার্থ হওয়া যায়। মন, শরীর ও ভৌতিক পদার্থের গুণ ও পরস্পর সম্বন্ধ আলোচনা করিলে কত প্রকার মানসিক শারীরিক ও ভৌতিক নিয়ম শিক্ষা করা যায়। ফলতঃ যিনি যে স্থানে যে কোন বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহা এই রূপেই প্রাপ্ত হইয়াছেন; জ্ঞানরূপ রত্নের আর দ্বিতীয় আকর নাই।

"বিশ্ব পিতার বিশ্ব কার্য্যের আলোচনা করিয়া যাহা কিছু জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই যথার্থ জ্ঞান; তদ্ভিন্ন সমুদায়ই কাল্পনিক। যে দেশীয় যে গ্রন্থ হইতে তদনুযায়ী উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই গ্রন্থ হইতেই তাহা লাভ করা কর্ত্তব্য; যে দেশের যে কোন ব্যক্তি যে কোন ভাষায় পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি প্রকাশ এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন এবং তদ্বিষয়ক যথার্থ তত্ত্ব শিক্ষা দেন, তাঁহারই নিকট হইতে এ সকল দুর্ল্লভ উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন ঋষি মুনি ও অন্য অন্য সূক্ষ্ম দর্শি পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে যে সমস্ত যথার্থ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এবং যাহার প্রতি এতদ্দেশীয় লোকের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে, সুতরাং তাঁহাদের যুক্তি ও শ্রদ্ধা উভয়ে ঐক্য হইয়া যাহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতেছে, তাহারই সংগ্রহ দ্বারা এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রন্থ গ্রথিত হইয়াছে। অতএব ইহার একটি বচনও তাঁহারদের অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না।

"যে সকল যুক্তিসিদ্ধ অখণ্ডনীয় অভিপ্রায় ব্রাহ্মধর্ম্মে নিবেশিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত এবং সকলের শ্রদ্ধেয়। ভূমণ্ডলের অন্য অন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত ইহার বিশেষ এই, যে তাহাতে যে কতক গুলি যুক্তি বিরুদ্ধ মনঃকল্পিত বিষয় লিখিত আছে, তাহা ব্রাহ্মদিগের গ্রাহ্য নহে, অতএব তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই।

"ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়াতে ব্রাহ্মদিগের স্বধর্ম্ম প্রচার করিবার অত্যন্ত

মুলক উপায় হইয়াছে। এইক্ষণে যাহাতে এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচলিত হয়,তাহার চেষ্টা করা ব্রাহ্মদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য "।

অবশেষে আপনারদিগের নিকটে আমার এই নিবেদন, যে আপনারদিগের হৃদয়ে এই সত্য সর্ব্বদা প্রদীপ্ত রাখা আবশ্যক, যে এ পৃথিবী আমারদিগের চিরকালের বাসস্থান নহে, এখান হইতে এক সময়ে অবশ্যই প্রস্থান করিতে হইবেক। অতএব আমরা যাহাতে ভবিষ্যৎ কালে উত্তম অবস্থার উপযুক্ত হইতে পারি,এমত যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ঈশ্বরেতে প্রীতি বৃত্তিকে উন্নত করা; পুণ্য কর্ম্ম সাধনে, ধর্ম্ম অভ্যাসে, আপনার চরিত্র শোধন করাই আমারদিগের যথার্থ কর্ম্ম—অতি প্রয়োজনীয় কর্ম্ম; তাহাই কেবল স্থায়ী থাকিবে,শরীরের সহিত আমারদিগের আর আর সমুদায় বিনাশ পাইবে। ধন,ঐশ্বর্য্য, জ্ঞাতি,কুটুম্ব, এসকল বাহিরের বস্তু বাহিরেতেই পড়িয়া রহিবে; মনেতে যে সকল বৃত্তি উপার্জ্জন করিবে, কেবল সেই সকলের সহিতই মন এই শরীর হইতে বহির্গত হইবে। অতএব অতি যত্ন পূর্ব্বক ঈশ্বরেতে প্রীতি বৃত্তি এবং ধর্ম্মবৃত্তি সকল সবল ও উন্নত কর, এই সকল বৃত্তির উৎকৃষ্টতা অনুসারে ভবিষ্যতে উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

ঈশ্বেরর সহিত সম্পূর্ণ সহবাসেরই নাম মুক্তি। অতএব যাহাতে আমরা তাঁহার সহবাসের যোগ্য হই, এই প্রকারে তাঁহার প্রতি প্রীতি বৃত্তি ও ধর্ম্মবৃত্তি সকলের দ্বারা চরিত্র শোধন করিতে যত্নবান্ থাকি। সেই চরম স্থান যেন আমারদিগের লক্ষ্য থাকে, যেখানে "পূর্ণ পরিশুদ্ধ পাপাবিদ্ধ প্রেম, যেখানে মোহের লেশ মাত্র ও নাই, যেখান হইতে দূরে মোহ তরঙ্গের কোলাহল শ্রুত হইতে থাকে; যেখানে রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, বিলাপ নাই, ক্রন্দন নাই, কেবল যোগানন্দের উৎস, প্রেমানন্দের উৎস, ব্রহ্মানন্দের উৎস অবিশ্রান্ত উৎসারিত হইতেছে।" এমত স্থান লক্ষ্য থাকিলে আমারদিগের কোন ভয়, কোন সংশয় থাকে না।

হে পরমাত্মন্ তোমার এই সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিতে যে দুঃখ পাই, তাহা তিতিক্ষার বিষয় বলিয়া যেন অপরাজিত চিত্তে তাহার অভ্যাস করি এবং সেই কার্য্য সম্পাদন করিয়া যে সুখ সম্ভোগ হয়, তাহা তোমার প্রেরিত ও প্রদত্ত জানিয়া যেন তোমাকে অহরহ প্রীতির সহিত নমস্কার করি এবং ক্রমে সেই পূর্ণ অবস্থা পাইবার উপযুক্ত হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পদার্থবিদ্যা

কঠিন ও দ্রব দ্রব্য যে রূপে বাষ্প হয়, তাহা লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে জলীয় বাষ্প আমারদের অত্যন্ত উপকারী। জলীয় বাষ্প বায়ুর ন্যায় স্বচ্ছ এবং অদৃশ্য পদার্থ; তাহার কোন প্রকার বর্ণ নাই। দীর্ঘ, প্রস্থ, ঊর্দ্ধ এক বুরুল স্থানে যত জল ধরে, তাহাতে তদ্রূপ ১৭২৮ বুরুল-প্রমাণ বাষ্প প্রস্তুত হইতে পারে।

পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানে আপনা হইতে বাষ্প উৎপন্ন হয়। আর্দ্র বস্ত্র রৌদ্রে রাখিলে যে শুষ্ক হয়, তাহার কারণ, তত্রস্থ জল বাষ্প হইয়া উঠিয়া যায়। নদী, সমুদ্র, সরোবর, ক্ষেত্র প্রভৃতি হইতে নিয়ত বাষ্প উত্থিত হয়। শীত কালে বাষ্প উঠিতে উঠিতে শীত দ্বারা ঘন হয়, এ কারণ তাহা ধূমের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি হইতেও সর্ব্বদা বাষ্প নির্গত হয়। শীত ঋতুর প্রাতঃকালে শ্বাস পরিত্যাগ করিবার সময়ে যে মুখ হইতে ধূমাকার বাষ্প নির্গত হয়, তাহারও এই তাৎপর্য্য। শরীর হইতে বাষ্প নিঃসৃত হইয়া শীত দ্বারা ঘন হয়, এই হেতু তাহা ধূমের ন্যায় দেখা যায়। গ্রীষ্ম কালের বাষ্প যে এপ্রকার দৃষ্ট হয় না, তাহার কারণ,সে সময়ে যে সমস্ত বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা ঘন হইতে পায় না, সুতরাং দৃষ্ট হয় না।

এই প্রকারে যে সমস্ত বাষ্প সর্ব্বদা উৎপন্ন হয়, তাহা বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়। ইহাতে পৃথিবী-পৃষ্ঠস্থ সমস্ত বায়ু জল-কণাতে সিক্ত হইয়া থাকে। অধিক গ্রীষ্মের সময়ে ভূমণ্ডলের নিকটস্থ বায়ু সচরাচর আর্দ্র বোধ হয় না। কিন্তু যখন সেই বায়ু তাদৃশ উষ্ণ না থাকে, তখন আর্দ্র বোধ হয়। এ প্রকার আর্দ্র বায়ু অতিশয় অস্বাস্থ্যজনক। কোন কোন সময়ের বায়ু এত আর্দ্র হয়, যে তত্রস্থ জল কণা সকল কুজ্ঝটিকা রূপে দৃষ্ট হয়। এই জলীয় বাষ্প ঊর্দ্ধে উঠিয়া ঘন হইলে, তাহাকে মেঘ বলে।

প্রাণিদিগের মুখ ও লোম কূপ হইতে যে বাষ্প নিঃসৃত হয়, তাহা কখন কখন গৃহের প্রাচীরে ও সাসীর উপরে জলবৎ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাচীর অপেক্ষাকৃত শীতল না হইলে, এবং গৃহের অভ্যন্তরস্থ বায়ু অপেক্ষায় বহিঃস্থিত বায়ু স্নিগ্ধ না হইলে, এপ্রকার ঘটে না। এ স্থলে বাষ্পোৎপত্তির বিষয় কেবল সূচনা করিয়া রাখা গেল। জল ও বায়ু বিষয়ক বিদ্যা লিখিত হইলে পর, তাহার বিশেষ বিবরণ করা যাইবেক।

যেমন তেজ সংযুক্ত হইলে কঠিন বস্তু দ্রব, ও দ্রব বস্তু বাষ্প হয়, সেইরূপ, বাষ্প ও দ্রব বস্তু হইতে তেজ নির্গত হইলে, বাষ্প ঘন হইয়া দ্রব বস্তু হয়, এবং দ্রব বস্তু ঘন হইয়া কঠিন হয়। বাষ্প ঘন হইয়া যে শিশির হয় তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং জল শীতল হইয়া যে বরফ হয়, তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে।

যখন বায়ুতে ৩২ তাপাংশ অপেক্ষা অল্প-প্রমাণ তেজ থাকে, তখন তত্রস্থ জলীয় অণু সমুদায় বরফ হইয়া পতিত হয়। যদিও আমারদের দেশে ও অন্যান্য উষ্ণ দেশে এ প্রকার বরফ পতিত হয় না বটে, কিন্তু শীতল দেশে সচরাচর একপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। আর যদি উপরস্থিত বাষ্প সমুদায় ঘন হইয়া জল-বিন্দু রূপে পরিণত হইবার পরে তত্রস্থ বায়ু পূর্ব্বোক্ত প্রকার শীতল হয়, তবে তাহা শিল হইয়া পড়ে। শীতল দেশে শীত কালে নদী, সমুদ্র, হ্রদ প্রভৃতির জল জমিয়া এ প্রকার কঠিন হয়, যে তাহার উপরে গমনাগমন করা যায়।

জড় বস্তু যে তেজ দ্বারা বিস্তৃত ও শীত দ্বারা সঙ্কুচিত হয়, ইহা সচরাচর সর্ব্বত্র দৃষ্টি করা গিয়া থাকে। কিন্তু লৌহ, জল প্রভৃতি কতক গুলি বস্তু শীতল হইবার সময়েও বিস্তৃত হয়। লৌহ দ্রব করিলে, তাহা শীতল হইয়া কঠিন হইবার সময়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লৌহময় সূত্র উৎপন্ন হইয়া ওতপ্রোতভাবে বিস্তৃত হয়। অনেক সূত্র এ প্রকার বিস্তৃত হইলে, সুতরাং তাহার মধ্যে মধ্যে ছিদ্র থাকে, ছিদ্র থাকিলেই আয়তন বৃদ্ধি হয়।

জল যখন ৪০ তাপাংশ প্রমাণ তেজোবিশিষ্ট থাকে তখনই সর্ব্বাপেক্ষা ভারী হয়, তদপেক্ষায় যত শীতল হইতে থাকে, ততই আয়তন বৃদ্ধি হয়, আয়তন বৃদ্ধি হইলেই সুতরাং লঘু হয়। এইরূপ শীতল হইয়া ৩২ তাপাংশ প্রমাণ তেজোবিশিষ্ট হইলে, জমিতে আরম্ভ হয়। আবার ৪০ তাপাংশ অপেক্ষায় যত উষ্ণ হয়, তত আয়তন বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইরূপে ২১২ তাপাংশ প্রমাণ উষ্ণ হইলে ফুটিতে আরম্ভ হয়। অতএব জলের উষ্ণতা ৪০ তাপাংশের ন্যূনই হউক, আর অধিকই হউক, উভয় কল্পেই তাহার আয়তন বৃদ্ধি হয়। যে জল ৩৫ তাপাংশ প্রমাণ উষ্ণ, এবং যাহা ৪৫ তাপাংশ প্রমাণ উষ্ণ, উভয়েরই সমান আয়তন।

যদি কোন জলাশয়ের উপরকার জল ৩২ তাপাংশ-প্রমাণ অথবা তদপেক্ষায় শীতল হয়, তবে জমিতে আরম্ভ হয়। দ্রব লৌহ যে প্রকারে কঠিন হয়, জল সেই প্রকারে কঠিন হইয়া বরফ হয়। অতএব, সেই লৌহের ন্যায় বরফের মধ্যেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র হয়, এবং সেই ছিদ্র মধ্যে বায়ু প্রবেশ করে। একারণ, বরফ জলের অপেক্ষায় লঘু, অতএব তাহার উপরে ভাসিয়া থাকে। বরফ হইবার সময়ে জল হইতে যে তেজ নির্গত হয়, তাহার কিয়-

দংশ বরফের নীচে থাকে, একারণ তাহা বহির্গত হইতে পারে না। বরফ দ্বারা পরিচালিত না হইলে আর কোনক্রমে বহির্গত হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু বরফের পরিচালকতা-শক্তি অত্যন্ত অল্প। একারণ, নীচের জল সহসা জমিতে পারে না। যদি এই তেজ বরফের নীচে বদ্ধ না থাকিত, এবং যদি বরফ জল অপেক্ষায় লঘু না হইত, তবে কোন কোন সময়ে শীতল প্রদেশীয় নদী, হ্রদ, সমুদ্রাদির সমুদায় জল জমিয়া একেবারে পাষাণবৎ কঠিন হইত, এবং তত্রস্থ যাবতীয় জলজন্তু তন্মধ্যে নিহিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইত। কিন্তু জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল! সমুদায় বরফ উপরে ভাসিয়া থাকাতে, জল-জন্তু সকল তাহার অধোভাগে অবস্থিত হইয়া ইতস্তত সঞ্চরণ করে। তাহাদের পক্ষে ঐ বরফ অট্টালিকার ছাদ স্বরূপ হয়; অতএব তাহারা শীতে পীড়িত হয় না।

জল যে শীতল হইবার সময়ে বিস্তৃত হয়, ইহাতে নানাপ্রকার ঘটনা ঘটিয়া থাকে। যদি কোন বোতল জল-পূর্ণ ও তাহার মুখ বদ্ধ করিয়া রাখা যায়, এবং সেই জল কোন প্রকারে অত্যন্ত শীতল হইয়া বরফ হয়, তবে তাহার আয়তন বৃদ্ধি হওয়াতে, সেই বোতল বিদীর্ণ ও ভগ্ন হয়। একারণ, অতিশয় শীতল দেশে কখন কখন এরূপ ঘটে, যে যে নল দিয়া জল চলে, তাহা অকস্মাৎ বিদীর্ণ হয়। যদি পর্ব্বতের ছিদ্র ও গহ্বর মধ্যে জল প্রবেশ করিয়া থাকে, এবং পরে তাহা শীত দ্বারা কঠিন হয়, তবে সেই জল বিস্তৃত হওয়াতে, ছিদ্র ও গহ্বরের আয়তন বৃদ্ধি হয়। পর্ব্বতের কোন কোন স্থান যে বিদীর্ণ ও বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, এইরূপ জল বিস্তরণ তাহার এক প্রধান কারণ। ইংলণ্ড প্রভৃতি কোন কোন শীতল দেশীয় কৃষকেরা, প্রগাঢ় শীত উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে, ক্ষেত্রে হল চালনা করিয়া রাখে। তদ্দ্বারা যে সকল স্থূল স্থূল মৃত্তিকা-খণ্ড খনিত হইয়া পতিত থাকে, তাহার মধ্যস্থিত জল-বিন্দু সমুদায় জমিয়া বিস্তৃত হয়, এবং তদ্দ্বারা সেই সমুদায় মৃত্তিকা-খণ্ড চূর্ণ হইয়া যায়। ইহাতে কৃষকদিগের ব্যয় ও পরিশ্রমের বিস্তর লাঘব হয়।

যেরূপ কোন কোন বস্তু শীত দ্বারা বিস্তৃত হয়, সেইরূপ আবার, কোন কোন দ্রব্য তেজ দ্বারা সঙ্কুচিত হইতে দেখা যায়। যদিও তেজ দ্বারা বস্তুর আয়তন বৃদ্ধি হওয়াই সম্ভব, কিন্তু কাষ্ঠ, কর্দ্দম প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য উত্তপ্ত করিলে দ্রব হয় না, তেজ দ্বারা তাহার আয়তন হ্রস্ব হইয়া থাকে। ইহার কারণ, সেই সমস্ত বস্তুর জলীয় অণু সমুদায় তেজ দ্বারা বাষ্প হইয়া উঠিয়া যায়, সুতরাং অবশিষ্ট সমুদায় অণু সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। জলীয় ভাগ নির্গত হওয়াতে, কাষ্ঠদ্রব্য সকল কখন কখন শব্দ নিঃসারণ পূর্ব্বক বিদীর্ণ হয়।

যে সকল বস্তু বাষ্প হয় না, তাহা উত্তপ্ত করিলে দীপ্তিমান্ হয়। যদি অন্ধকারে থাকে, তাহা হইলে ৮০০ তাপাংশ প্রমাণ তেজ প্রাপ্ত হইলেই দীপ্তিমান্ হয়, আর যদি দিবাভাগে আলোক-বিশিষ্ট স্থানে থাকে, তবে ন্যূনাধিক ১০০০ তাপাংশ প্রমাণ তেজ প্রাপ্ত হইলে দীপ্তিমান্ হয়। কাষ্ঠ, অঙ্গার প্রভৃতি দাহ্য বস্তু এইরূপ দীপ্তিমান্ হইলে, তাহাকে অগ্নি বিশিষ্ট বলে।

এই প্রকারে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহা ক্রমে ক্রমে এত প্রখর হইতে পারে, যে ধাতু ও অন্যান্য অনেক দ্রব্য তদ্দ্বারা অনায়াসে দ্রব হয়, এবং অবিলম্বে উদ্ধৃত ও শীতল না করিলে, নষ্ট হইয়া যায়। কোন কোন বস্তু যে অতি শীঘ্র দগ্ধ হয়, এবং অন্যান্য কতক বস্তু যে অল্পে অল্পে দগ্ধ হয়, তাহাদের দাহ্যতা গুণ ও বায়ুর ন্যূনাধিক্য তাহার কারণ। কোন কোন বস্তু স্বভাবতঃ অত্যন্ত দাহ্য, অর্থাৎ অগ্নি-সংযুক্ত হইলে শীঘ্র দগ্ধ হইতে থাকে, এবং অপর কতকগুলি বস্তু স্বভাবতঃ অল্পে অল্পে দগ্ধ হয়। আর দহন স্থানে বায়ুপ্রাপ্তির তারতম্যানুসারেও দহনক্রিয়ার তারতম্য হয়। দাহ্যবস্তুর সহিত বায়ুর সংযোগ

হওয়াতেই, সে বস্তু দগ্ধ হয়। যে স্থানে অগ্নি থাকে,যদি তাহা কোন প্রকারে বায়ু-শূন্য করা যায়,তবে তৎক্ষণাৎ সে অগ্নি নির্ব্বাণ হয়। যখন কোন সেজের মধ্যে বাতি জ্বলে, তখন যদি তাহার উপরিভাগ এ প্রকারে আবরণ করা যায়,যে তন্মধ্যে আর বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে,, তবে সেই বাতি অবিলম্বে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। সেজের মধ্যে যে অল্প বায়ু থাকে, তাহার দ্বারা অত্যল্পকাল সেই বাতি জ্বলিতে থাকে, তৎপরেই নির্ব্বাণ হয়। সচরাচর কাষ্ঠাদি যে সমস্ত বস্তু দগ্ধ হইতে দেখা যায়, তাহার দাহ-কার্য্য বায়ু ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না বটে, কিন্তু কোন কোন বস্তু বায়ু ব্যতিরেকেও দগ্ধ হয়। যদি কোন বায়ু-শূন্য পাত্রে গন্ধকের বাষ্প রাখা যায়,এবং লৌহের তার অথবা তাম্রের পত্র কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে প্রবেশ করান যায়, তবে ঐ লৌহ ও তাম্র দগ্ধ হইতে থাকে। গন্ধক ও লৌহ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত এবং কোন বায়ু শূন্য পাত্রে স্থাপিত করিয়া উত্তপ্ত করিলেও, তাহা হইতে অতি প্রখর তেজ ও জ্যোতি নিঃসৃত হয়।

এস্থলে তেজ সম্বন্ধীয় সমুদায় বিষয়ের বিবরণ করা উদ্দেশ্য নহে। তেজ দ্বারা আকর্ষণ-শক্তির যে প্রকার ব্যতিক্রম ঘটনা হয়, তাহাই প্রতিপাদন করা গিয়াছে, এবং তাহার আনুষঙ্গিক দুই এক বিষয় লিখিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

প্রথমখণ্ডং

নবমাধ্যায়ঃ

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

দুই সুন্দর পক্ষযুক্ত পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন,তাঁহারা সর্ব্বদা একত্র থাকেন এবং উভয় পরস্পরের সখা; তন্মধ্যে একটি সুখেতে কর্ম্ম ভোজন করেন, অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন।

সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥

জীব শরীর মধ্যে নিমগ্ন রহিয়া এবং দীন ভাবে মুহ্যমান হইয়া সর্ব্বদাই শোক করিতে থাকে, কিন্তু যখন সর্ব্বসেব্য সংসারাতীত ঈশ্বর ও তাঁহার মহিমাকে দেখিতে পায়,তখন তাহার আর শোক থাকে না।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥

যৎকালে জ্ঞানাপন্ন সাধক স্বপ্রকাশক বিশ্বের কর্ত্তা ও নিয়ন্তা এবং কারণ স্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মকে দৃষ্টি করেন, তখন তিনি পাপ পুণ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্লিপ্ত হইয়া পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়েন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মহান্ ও সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে জানিয়া আর শোক করেন না।

পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে সযোহ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে।

যিনি সেই ছায়া রহিত শরীর রহিত লোহিতাদি গুণ রহিত পরিশুদ্ধ অবিনাশী পরমাত্মাকে জানেন তিনি সেই ক্ষয় শূন্য পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং॥

পরমেশ্বর চক্ষুর অগোচর, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং অব্যবহার্য্য হয়েন। তিনি কোন লক্ষণ দ্বারা গম্য নহেন, কোন শব্দ দ্বারা ব্যপদেশ্য নহেন, তিনি অচিন্ত্য। এক আত্ম প্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রতিপ্রমাণ হইয়াছে। তিনি সমুদায় সংসার ধর্ম্মের অতীত; তিনি শান্ত, মঙ্গলস্বরূপ এবং অদ্বিতীয়।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা॥

সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর যে এই পরমাত্মা, ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর তাবৎ বস্তু হইতে প্রিয়।

সযোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতি ঈশ্বরোহ তথৈব স্যাৎ॥

যে ব্যক্তি পরমাত্মা অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় করিয়া বলে, তাহাকে যে ব্রহ্মোপাসক বলেন, যে তোমার যে প্রিয়, সে বিনাশ

পাইবে, তাঁহার এপ্রকার বলিবার অধিকার আছে ; বাস্তবিকও তিনি যাহা বলেন তাহাই হয়।

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি॥

পরমাত্মাকেই প্রিয় রূপে উপাসনা করিবেক। যিনি পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কখনও মরণ শীল হয় না।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

পরমাত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক।

স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা॥

সেই এই যে পরমাত্মা, ইনি সকল ভূতের অধিপতি এবং সর্ব্বভূতের রাজা।

তদ্যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতাঃ। এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ॥

যেমন রথচক্রের নাভিদেশে ও নেমিদেশে অর সমুদয় সমর্পিত থাকে, সেইরূপ এই পরমাত্মাতে সকল ভূত ও সকল দেবতা, সকল লোক, সকল প্রাণ, এই সমুদায় জীব সমর্পিত হইয়া রহিয়াছে।

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভিঃ। অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা॥

আমি নমস্কার পূর্ব্বক তোমারদিগের সৃজন কর্ত্তা চিরন্তন পরব্রহ্মের সমাধি করি। হে অনাদিমৎ পরমাত্মন্! তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, তোমা হইতে এই সমুদায় ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে।

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ। য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি॥

এখানে থাকিয়াই আমরা তাঁহাকে জানিয়াছি ; যদি আমরা তাঁহাকে না জানিতে পারিতাম, তবে মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। যাঁহারা এই পরব্রহ্মকে জানেন তাঁহারা অমর হয়েন, তদ্ভিন্ন আর সকলেই দুঃখ পায়।

ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ং। য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি॥

যিনি কারণের কারণ তিনি রূপ হীন ও নিরাময়। যাঁহারা এই পরব্রহ্মকে জানেন তাঁহারা অমর হয়েন, তদ্ভিন্ন আর সকলেই দুঃখ পায়।

ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহন্তং যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ং। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারমীশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি॥

যিনি বিশ্বকার্য্যের কারণ মহান্ পরব্রহ্ম এবং যিনি সর্ব্বভূতের শরীরে গূঢ় রূপে স্থিতি করিতেছেন আর যিনি একাকী বিশ্ব সংসারকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, সেই ঈশ্বরকে জানিলে লোক সকল অমর হয়।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং। সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ॥

তাঁহার দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ প্রকাশ পায় কিন্তু তিনি স্বয়ং সকল ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত। তিনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের আশ্রয় ও সকলের সুহৃৎ।

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ। সুনির্ম্মলামিমাং শান্তিং ঈশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥

এই মহান্ পুরুষ সকলের প্রভু। এই পরিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ অবিনাশী ঈশ্বর সুনির্ম্মল শান্তির উদ্দেশে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়েন।

ইতি প্রথমখণ্ডে নবমোধ্যায়ঃ

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

একপঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীক পর্ব্ব

১০৩ সংখ্যক পত্রিকার ১৫৯ পৃষ্ঠার পর

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর রাজা জনমেজয় মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া সর্পসত্রানুষ্ঠানের প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং পুরোহিত ও ঋত্বিক্‌দিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, দুরাত্মা তক্ষক পিতার প্রাণ হিংসা করিয়াছে, এক্ষণে আমি কি উপায়ে তাহাকে প্রতিফল দিতে পারি, আপনারা তাহা বলুন। আপনারা এমত কোন কর্ম্ম জানেন কি না, যে তদ্দ্বারা আমি তাহাকে তাহার বন্ধুবর্গের সহিত প্রদীপ্ত অনলে নিক্ষিপ্ত করিতে পারি।

সে যেমন আমার পিতাকে বিষবহ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়াছে আমিও সে পাপিষ্ঠকে তদ্রূপ দগ্ধ করিতে বাসনা করি।

ঋত্বিকগণ কহিলেন, মহারাজ! এক মহৎ যজ্ঞ আছে, পুরাণে সর্পসত্র নামে ঐ যজ্ঞের উল্লেখ আছে। দেবতারা তোমার নিমিত্তেই ঐ যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছেন। পৌরাণিকেরা কহেন, তোমা ভিন্ন ঐ যজ্ঞ করিবার অন্য লোক নাই, আর আমরাও ঐ যজ্ঞ করিতে জানি।

রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়াই তক্ষককে অগ্নি প্রবিষ্ট ও দগ্ধ বোধ করিলেন, এবং সেই মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, আমি সেই যজ্ঞ করিব, আপনারা সমুদায় আয়োজন করুন। তদনুসারে সেই বেদবিদ্ বহুজ্ঞ ঋত্বিকগণ শাস্ত্রানুসারে পরিমাণ করিয়া অভিপ্রায়ানুরূপ যজ্ঞায়তন নির্ম্মাণ পূর্ব্বক রাজাকে সর্পসত্রে দীক্ষিত করিলেন। কিন্তু প্রথমতই যজ্ঞের বিঘ্নকর এক মহৎনিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিল। যজ্ঞায়তন নির্ম্মাণ কালে বাস্তুবিদ্যা বিশারদ পুরাণবেত্তা বুদ্ধিজীবী সূত্রধার কহিল. যে স্থানে ও যে সময়ে যজ্ঞায়তনের মাপ লওয়া গেল তাহাতে বোধ হইতেছে এক ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ্য করিয়া এই যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মিবেক। রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে দ্বার পালকে এই আদেশ দিলেন যেন কোন ব্যক্তিই অজ্ঞাত সারে প্রবেশ করিতে না পারে।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তদনন্তর সর্পসত্র বিধানানুসারে ক্রিয়ারম্ভ হইল। যাজকগণ যথাবিধি স্বস্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ উত্তরীয় ধারণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অনবরত ধূম সম্পর্ক দ্বারা তাঁহাদের চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা সর্পদিগকে উল্লেখ করিয়া আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে, তাহাদের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। তদনন্তর সর্পগণ নিতান্ত ব্যাকুল ও অস্থির হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ এবং মস্তক ও লাঙ্গুল দ্বারা পরস্পর বেষ্টন ও চীৎকার করিতে করিতে সেই প্রদীপ্ত হুতাশনে অনবরত পতিত হইতে লাগিল। শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, নীলবর্ণ, বৃদ্ধ, শিশু, ক্রোশ প্রমাণ, যোজন প্রমাণ, গোকর্ণ প্রমাণ, পরিঘ প্রমাণ, অশ্বাকার, করিশুণ্ডাকার, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মহাকায়, মহাবল, ইত্যাদি বহুবিধ শত শত সহস্র সহস্র অযুত অযুত অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ মহাবিষ বিষধরগণ মাতৃ শাপ দোষে অবশ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইল।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূতনন্দন! পাণ্ডু কুলাবতংস রাজা জনমেজয়ের সেই সর্পকুল সংহারকারি ভয়ঙ্কর সর্পসত্রে কোন্ কোন্ মহর্ষি ঋত্বিকেরা কর্ম্ম করিয়াছিলেন; আর কাঁহারাই বা সদস্য ছিলেন, সেই সমস্ত সবিস্তর বর্ণন কর, তাহা হইলেই, কাঁহারা সর্পসত্র বিধানজ্ঞ তাহা জানা যাইবেক। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, যে সকল মনীষিগণ সেই যজ্ঞে ঋত্বিক্ ও সদস্য ছিলেন, তাঁহারদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুণ। চ্যবন বংশোদ্ভব অদ্বিতীয় বেদবেত্তা সুবিখ্যাত চন্দ্রভার্গব হোতা ছিলেন, বৃদ্ধ বিদ্বান্ কৌৎস উদ্গাতা, জৈমিনি ব্রহ্মা, আর পিঙ্গল অধ্বর্য্যু ছিলেন। পুত্র ও শিষ্য সহিত ব্যাসদেব, উদ্দালক, প্রমতক, শ্বেতকেতু, পিঙ্গল, অশিত, দেবল, নারদ, পর্ব্বত, আত্রেয়, কুণ্ডজঠর, কালঘট, বাৎস্য, শ্রুতশ্রবা, কোহল, দেবশর্ম্মা, মৌদ্গল্য, সমসৌরভ, ইত্যাদি অনেকানেক বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ সদস্য হইয়াছিলেন।

ঋত্বিক্গণ আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে সর্ব্ব প্রাণি ভয়ঙ্কর সর্প সকল হুতাশনে নিপতিত হইতে লাগিল। সর্পগণের বশা ও মেদ দ্বারা বহুসংখ্যক হ্রদ হইয়া গেল। তাহাদিগের অনবরত দাহ দ্বারা উৎকট গন্ধ নির্গত হইতে লাগিল। অগ্নি পতিত ও আকাশস্থিত সর্পগণের চীৎ-

কার ও কোলাহল অবিশ্রান্ত শ্রুত হইতে লাগিল।

নাগরাজ তক্ষক, রাজা জনমেজয়কে সর্পসত্রে দীক্ষিত শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রসমীপে উপস্থিত হইল, এবং সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া তাঁহার শরণাগম হইল। দেবরাজ,তক্ষকের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে নাগরাজ! সে সর্পসত্রে তোমার কোন ভয় নাই। তোমার হিতার্থে আমি ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া রাখিযাছি, তোমার ভয় নাই,তুমি নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হও। ইন্দ্রের নিকট এই আশ্বাস পাইয়া তক্ষক হৃষ্টমনে তদীয় ভবনে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

সর্পগণ অনবরত অগ্নিতে পতিত হওয়াতে বাসুকি স্বীয় পরিবার অল্পাবশিষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ ও শোকাকুল হইলেন এবং একান্তব্যাকুলিত-হৃদয় হইয়া ভগিনীকে কহিলেন, আমার সর্বাঙ্গ শোকানলে দগ্ধ হইতেছে, দশদিক্ অন্ধকার ময় দেখিতেছি, মোহে অবসন্ন হইতেছি, মন ঘূর্ণিত হইতেছে,নয়ন ঘূর্ণমান হইতেছে, হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, অদ্য আমি একান্ত অবশ হইয়া সেই প্রদীপ্ত হুতাশনে পতিত হইব। সর্পকুল সংহারের নিমিত্ত জনমেজয়ের যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে,অতএব আমিও নিঃসন্দেহ যমালয়ে যাইব। আমি তোমাকে যদর্থে জরৎকারুকে দান করিয়াছিলাম তাহার সময় উপস্থিত। এক্ষণে আমাদিগের সবান্ধবের—সপরিবারের পরিত্রাণ কর। পিতামহ আমাকে স্বয়ং কহিয়াছিলেন আস্তীক জনমেজয়ের যজ্ঞনিবারণ করিবেক, এক্ষণে তুমি আমার পরিত্রাণের নিমিত্ত স্বীয় প্রিয়তনয়কে অনুরোধ কর।

প্রশ্নের উত্তর

"জিজ্ঞাসোঃ" এই নাম স্বাক্ষর করিয়া কোন ব্যক্তি জীবাত্মার অবিনশ্বরত্ব বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার যৎসাধ্য উত্তর প্রদান করা যাইতেছে।

প্রশ্নকর্ত্তা লেখেন "সকলেই একবাক্য হইয়া কহেন,জগদীশ্বর জীবাত্মা সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। এস্থলে আমারদিগের এক সংশয় উপস্থিত হইতেছে, যে পদার্থের সৃষ্টি আছে,তাহা কি প্রকারে অবিনশ্বর।"

উত্তর।—জীবাত্মা সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াই যে নষ্ট হইবে, এ কথা সহসা স্বীকার করা যায় না; এদেশীয় অনেক ব্যক্তি এইরূপ জ্ঞান করেন বটে, যে সৃষ্টি রূপ কারণ হইলেই তাহার ধ্বংস রূপ কার্য্য উৎপন্ন হয়, কিন্তু ইহার প্রমাণ কি তাহা বিবেচনা করিয়া দেখেন না। সৃষ্টি-ক্রিয়ার সহিত ধ্বংস-ক্রিয়ার এরূপ কোন স্বভাব-সিদ্ধ কার্য্য-কারণ ভাব নাই, যে ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত ঘটনা ঘটিলেই শেষোক্ত ঘটনা অবশ্যই ঘটিবে। অতএব, যে বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা যে নিশ্চয়ই বিনাশ পাইবে, এপ্রকার অবধারণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। বিশ্বনিয়ন্তা যে প্রকার নিয়মপ্রণালী সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, তদ্দ্বারা কোন পদার্থ একেবারে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। সকল বস্তুই নিয়ত বিকারপ্রাপ্ত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহারা যে একেবারে বিনাশ পাইবে এমত কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। একারণ, পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা জড় পদার্থের অন্যান্য সাধারণ গুণের ন্যায় অবিনশ্বরত্ব এক স্বভাব-সিদ্ধ সাধারণ গুণ বলিয়া স্বীকার করেন। অতএব, যখন জড় পদার্থ অবিনশ্বর বলিয়া উল্লিখিত হইতেছে, তখন জীবাত্মাকে অবিনশ্বর বলা কোন ক্রমেই অসঙ্গত নহে। তবে, পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলে, নিমেষ মাত্রে সমুদায় ধ্বংস করিতে পারেন, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি যে নিশ্চয়ই ধ্বংস করিবেন একথা কোনক্রমেই বলিতে পারা যায় না। বরং ইহা অবধারিত, যে যে সকল নিয়মানুসারে বিশ্বরাজ্য পালিত হইতেছে, তদ্দ্বারা কি চেতন কি জড় কোন পদার্থই একেবারে ধ্বংস পাইবে না। এ ভাবে জীবাত্মাকে অবিনশ্বর বলা কোন ক্রমেই যুক্তিবিরুদ্ধ নহে।

বিজ্ঞাপন.

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা জানাইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তকের মূল্য

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্পের তৃতীয় ভাগ	৫
ঐ চতুর্থভাগ	৫
ঐ দ্বিতীয় কল্পের প্রথম ভাগ	৫
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	৫
ঐ তৃতীয় ভাগ	৫
ঐ চতুর্থ ভাগ	৫
ঐ তৃতীয় কল্পের প্রথম ভাগ	৫
ঋগ্বেদ সংহিতা পুস্তক প্রথম খণ্ড	১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	১
ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্কৃত ও বাঙ্গলা অনুবাদ	১
ঐ কেবল বাঙ্গলা অনুবাদ	।০
বস্তু বিচার	।০
পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন	।০
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা	।০
বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ	||০
সংস্কৃত পাঠোপকারক	।৵০
ভূগোল	||০
পদার্থ বিদ্যা	||০
বর্ণমালা	৵০
ইংরাজি ভাষায় শ্রুতি প্রভৃতি	||০
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধির কতিপয় অধ্যায় ও অন্য অন্য বিষয়	||০
বেদান্তিক ডাক্ট্রিন্স বিণ্ডিকেটেড্	।৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক	।০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।৵০
বঙ্গভাষায় কঠোপনিষৎ	৵০
বৃত্তি সহিত ঐ দেবনাগর অক্ষরে	||০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ঐ অক্ষরে	||০

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৭৩ শকের ফাল্গুন মাসের আয় ব্যয় বিবরণ

আয়

দান প্রাপ্ত	২২৮।৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক বিক্রয়	১
গত মাসের স্থিত	৩৫২৸৴১৫
	৫৮২৵৴০

ব্যয়

কর্ম্মচারিগণের বেতন	৩৫৸১৫
বিবিধ ব্যয়	১০৬৵১০
	১৪১৸৶০

স্থিত-টাকার বিবরণ

নগদ	৪৪০৵১৫
তদতিরিক্ত ১ খণ্ড কম্পানির কাগজ	৫০০

দানপ্রাপ্তির বিবরণ

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেন	৬
শ্রীকুমার কালীকুমার মল্লিক রায়	৫০
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র নন্দী	১
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০
শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩
শ্রীগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩
শ্রীজগচ্চন্দ্র রায়	২
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫
শ্রীযাদবকৃষ্ণ সিংহ	২৫
শ্রীনন্দলাল বসু	২৪
শ্রীজয়গোপাল সেন	৪
শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ	১
শ্রীহরিশ্চন্দ্র নন্দী	১
দানাধারে প্রাপ্ত	১০।৫
	২২৮।৫

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তৃতীয় কল্পের প্রথম ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র

অকারাদি বর্ণ ক্রমেণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তৃতীয় কল্পের প্রথম ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র

[illegible] এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ৬ চৈত্র বুধবার সম্বৎ ১৯০৮। [illegible] [illegible]।

সভা [illegible] এই পত্রিকার এক মূল্য দিয়া মূল্যে প্রাপ্ত হবেন